37

বেদান্তদর্শন

শাঙ্করভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ; বৈয়াসিকন্যায়মালা,
তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহিত

৪র্থ খণ্ড : প্রথমাধ্যায়ান্ত

অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

সংশোধক ও সম্পাদক
স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী
এবং
বেদান্তবাগীশ শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য।

অদ্বৈত আশ্রম
৫, ডিহি এণ্টালি রোড,
কলিকাতা-১৪।

প্রকাশক
স্বামী গম্ভীরানন্দ
অধ্যক্ষ
অদ্বৈত আশ্রম
মায়াবতী, আলমোড়া, হিমালয়।

প্রথম সংস্করণ মে, ১৯৬২
MMCC

মুদ্রাকর—
পরেশ নাথ ঘোষ,
সরলা প্রেস, বাঁশফাটক, বারাণসী-১।

মূল্য ৩৲ টাকা

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী

[চতুঃসূত্রীর পরবর্ত্তী প্রথমাধ্যায়াস্ত ।]

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

—:(*):—

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

।কস্তু সত্ত্বঃ কুতস্তস্য সাহথ কেনেতি কে বিদুঃ ॥

ভাবদীপিকাতে আলোচিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সূচী

(প্রথমাধ্যায়ান্ত)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৬৬/৭৬৯	২৬/১৪	জাতিপ্রাদনে/ঐন্দ্র্য	জাতিপ্রতিপাদনে/ঐন্দ্র্যা
৭৭০/৭৭১	৩১/৩১	করিতেছে/ব্রাহ্মণ	করিতেছ/ব্রাহ্মণ ও
৭৭৪	১৭,৩৫,৩৬	নির্ব্বেপেৎ সংশয়, স্কত্রি-,	নির্ব্বপেৎ, সংশয়ঃ, ক্ষত্রি-,
৭৭৪	৩৭	যক্ত্যস্তঃ	যস্ত্যক্তঃ
৭৭৮/৭৮০	৬/৬	-পরিপালম্/সিদ্ধান্তস্ত	পরিপালনম্/সিদ্ধান্তস্ত
৭৮৬/ ৭৮৭	১৪/৮	-রাত্মকলঙ্গাৎ/নমানান্বয়াঃ	-রাত্মকলিঙ্গাৎ/সমানান্বয়াঃ
৭৯৭/৮০৪	১৪/৮, ৩২	নিতং/সাবায়ু-, অগ্নস্ত-	নিত্যং/সবায়ু-/ অগ্নিস্ত-
৮০৫	৮, ১৩. ১৭	ভাষা-, কচিৎ, কর. তা।	ভীষা-, ক্বচিৎ, করি, তাহা
৮০৬	৩, ১২, ১৫	-করেণন, ষস্ত, ারমাত্ম	-করণেন, উষস্ত, পরমাত্ম-
৮১১/৮১২	১৪, ১৫/৩৩	ফপ্রাপ্তি, কতেছেন/-বিদ্যতে	ফলপ্রাপ্তি, করিতেছেন/-বিদ্যাতে
৮১৮/৮২০	৭/২৭	প্রতিপদ্য/সুযুপ্তিতে	প্রতিপাদ্য/সুষুপ্তিতে
৮২৭	৯,১০,১১	ত, পর্ব্ব-, বপঃ	তু,পূর্ব্ব-, বপুঃ,
৮৩৫/৮৩৬	৩/৫	প্রসিদ্ধিঃ, বিযয়েভ্যেশ্চ/পর্ব্বং	প্রসিদ্ধেঃ, বিষয়েভ্যশ্চ/পূর্ব্বং
৮৩৮	৯,৯,১২,১৩	সূক্ষয়া, সূক্ষ-, -ওদয-, -হোন্দ্র-	সূক্ষ্ময়া, সূক্ষ্ম-,-তুদ্য-, -হেন্দ্রি-
৮৩৯/৮৪২	/ ,১৪	সূক্ষতা/-জ্ঞায়তে, স্রষ্টত্বং	সূক্ষ্মতা/জ্ঞায়েত, স্রষ্টৃত্বং
৮৪৪	২৪, ৩৩, ৩৫	ঈশ্বরাধীন্; তাঁহাদের,-কারীণী	ঈশ্বরাধীন, তাহাদের,-কারিণী
৮৪৬	৭, ৯, ১০	অর্থানাম, সূক্ষম, প্রতিপত্তং	অর্থানাম্, সূক্ষ্মম্, প্রতিপত্তুং
৮৬৩	৩	উৎ-, -কালেঃ,	উৎ-, -কালে,
৮৭৮/৮৭৯	২৬/১৯, ২৮	-কার্থাপেক্ষ/শ্রুতিরিতা,বিশতি-	-কার্থাপেক্ষা/শ্রুতীরিতা,-বিংশতি
৮৮০/৮৮১	৩৩/২৪	-পসংগ্রাহা-/বিদ্যামান	-পসংগ্রহা-/বিদ্যমান
৮৮৬/৮৯০	৮/১১	জনগনই/পববর্ত্তী	জনগণই/পরবর্ত্তী
৯০২/৯০৪	৮,১২/৬	কচিৎ/স্রষ্টঃ	ক্বচিৎ,/স্রষ্টুঃ
৯০৭	৩, ১১	মৃল্লোহবি-,বিস্ফুলিঙ্গ,দষ্টান্তের	মৃল্লোহবি-, বিস্ফুলিঙ্গ, দৃষ্টান্তের
৯১১/৯১৩	১২/১৫	লয়তে/সিদ্ধান্ত	লূয়তে/সিদ্ধান্ত
৯১৬	৫, ৮	অভোক্তত্বং, ভূঞ্জন্তি	অভোক্তৃত্বং, ভুঞ্জন্তি
৯২৭	২১, ২৫, ৩৬	সশংয়, না বৈ. বালক্য-	সংশয়, ন বৈ, বালাক্য-
৯২৮/৯৩০	২/৫	অত্মজ্ঞানম্/মহত্ততম্	আত্মজ্ঞানম্/মহত্তৃতম্
৯৩৩	৭, ২৭	বরে. ব্রহ্মাত্রই	করে, ব্রহ্মমাত্রই
৯৩৪/৯৩৫	১২/১৩	অন্তকর-/আশ্মরথ্য	অন্তঃকর-/আশ্মরথ্যঃ
৯৪০/৯৪১	১৪/১১	কাশকৃস্নঃ/অভিদন	কাশকৃৎস্নঃ/অভিবদন
৯৪৪/৯৪৫	৫/২৯	-মাশ্মরথ্য/সৃষ্টা	-মাশ্মরথ্যঃ/সৃষ্ট্বা
৯৫০/৯৫২	১১/৬, ২১	দর্শিতু/মুমুক্ষুণাৎ, কায্য	দর্শিতং/মুমুক্ষূণাং, কার্য্য
৯৫৫	২, ১১	৮,-বধাণের	৭,-বধারণের
৯৫৬	১, ৬, ৭	২০, বীক্ষনাৎ, তদ্দর্শনাৎ	২৩, বীক্ষণাৎ, তদদর্শনাৎ
৯৬৮/৯৭০	৫/৭	"করণ্যেন/প্রকতিত্বং	করণ্যেন/প্রকৃতিত্বং
৯৭১	৩, ৩৩	প্রকতিত্বং, তথাদি	প্রকৃতিত্বং, তথাপি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৭৬	৬, ১১	নিরাকতঃ, কতঃ	নিরাকৃতঃ, কৃতঃ
৯৭৭	৮	অব্যত্তাদি-	অব্যক্তাদি-

সূচীপত্রে—

২/৩	২৭/১২,১৯	-শব্দাচ্য/সমম্বয়, বিবক্ষা	-শব্দবাচ্য/ সমন্বয়, বিবক্ষা
৭/১০	৩৩/৩১	অধিকারা/সময়	অধিকারী/সমন্বয়
১২	৭	উৎপত্তিযিধি	উৎপত্তিবিধি

দ্রষ্টব্য—৭৬৫ হইতে ৮৪৪ এবং ৮৮৫ হইতে ৮৯২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ফর্ম্মাগুলি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হওয়ায় অশুদ্ধি ও শুদ্ধি সমস্ত পুস্তকে একইপ্রকার হইবে না। অন্যান্য অশুদ্ধি পাঠক স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন।

বেদান্তদর্শন, প্রথমখণ্ডে—

১৬৮/১৬৯ ৩১/৫ ফল বা প্রমাণচৈতন্য/ফলচৈতন্য বা প্রমাণচৈতন্য ফলচৈতন্য*

১৬৮ ৩১–৩২ ["প্রমাতৃচৈতন্য" হইতে .... "৩২ পৃঃ"] পর্য্যন্ত অংশ এবং ৩৩ 'এইরূপে' হইতে....'আর' পর্য্যন্ত সমস্ত পংক্তি বাদ দিতে হইবে †

---

* পঞ্চদশীর টীকাকার পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ফলং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতশ্চিদাভাসঃ" (৭।৯০)। ইহা অঙ্গীকার করিলে 'ফলচৈতন্য' ও 'প্রমাণচৈতন্য' অভিন্ন হইয়া পড়ে, কারণ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে এবং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসকে 'প্রমাণচৈতন্য ও' বলা হয়। সম্প্রদায়বিদ্‌গণ শুদ্ধচৈতন্য, [উপাধিভেদে] ঈশ্বরচৈতন্য সাক্ষিচৈতন্য প্রমাতৃচৈতন্য প্রমাণচৈতন্য প্রমেয়-চৈতন্য প্রমিতিচৈতন্য ও ফলচৈতন্য ইত্যাদি ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন; প্রমাণচৈতন্য ও ফলচৈতন্য অভিন্ন হইলে, তাহার বিরোধ হইয়া পড়িবে। পঞ্চদশী ৮।১০ টীকাতে রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কুম্ভে চিদাভাসলক্ষণস্য ফলস্য" ইত্যাদি। তাহাতে মনে হয়—ইন্দ্রিয়দ্বারে নির্গত যে অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়াকার ধারণ করে, তাহার ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকে 'প্রমাণচৈতন্য' এবং বিষয়াকারে পরিণত বৃত্ত্যংশে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকে 'ফলচৈতন্য' বলাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব সুধীগণের চিন্তনীয়।

† পরিত্যক্ত অংশে অবচ্ছেদবাদের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের অসাবধানতাবশতঃ ইহা আভাসবাদের প্রক্রিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। [২।৩।১৩ অধিকরণে উক্ত বাদসকল আলোচিত হইবে]। যাহাহউক্, বিষয়প্রকাশক যে চৈতন্য, তাহাকে বলে—'ফলচৈতন্য' **অবচ্ছেদবাদে** অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রমাতার ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞান হয়। ব্রহ্মচৈতন্যই বিষয়প্রকাশক, সুতরাং তিনিই 'ফলচৈতন্য'। **আভাসবাদে** – বিষয়াকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসদ্বারা বিষয় প্রকাশিত হয়, সেইহেতু তাহাই 'ফলচৈতন্য'। **প্রতিবিম্ববাদে**—এক ব্যাপক অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত ব্যাপক জীবই স্বাধ্যস্ত ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশিত করে, সেইহেতু তাহাই 'ফলচৈতন্য'। এই মতবাদে বিষয়প্রকাশনপ্রক্রিয়া ৩২, ৩৩ এবং ১৬৯ পৃঃতে আলোচিত হইয়াছে! প্রতিবিম্ববাদে অজ্ঞাননানাত্বপক্ষে জীব পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্যবস্থা আভাসবাদ অথবা অবচ্ছেদ-বাদের ন্যায় হইবে।

চ ন্যায়েন বিদ্যায়াম্ অপি তস্য নাধিকার সিধ্যতি। অতঃ অধিকারসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং সংশয়ঃ ভবতি—] বেদবিদ্যায়াং শূদ্রঃ অধিক্রিয়তে, অথবা নহি [অধিক্রিয়তে] ?

পূর্ব্বপক্ষ—অত্রৈবর্ণিকদেবাদ্যাঃ ইব [অত্রৈবর্ণিকঃ] শূদ্রঃ [বেদবিদ্যায়াম্] অধিকারবান্ [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত-[অস্তি দেবশূদ্রয়োঃ বৈষম্যম্। উপনয়নাধ্যয়নাভাবে অপি পূর্ব্বার্জ্জিতসুকৃতি-বলেন] দেবাঃ স্বয়ংভাতবেদাঃ। [তাদৃশসুকৃতিরাহিত্যাৎ শূদ্রস্য ন স্বয়ংভাতবেদঃ। উপনয়না-ভাবাৎ চ] অধ্যয়নবর্জ্জনাৎ শূদ্রঃ শ্রুতৌ ন অধিকারী। [অতঃ বিদ্বত্তাখ্যস্য অধিকারহেতোঃ অভাবাৎ শ্রৌতবিদ্যায়াং শূদ্রস্য অধিকারঃ নাস্তি। ননু বেদবিদ্যায়াং শূদ্রস্য অনধিকারে সতি মুমুক্ষায়াং সত্যাম্ অপি মুক্তিঃ ন সিধ্যেৎ ইতি চেৎ ? অত্র উচ্যতে—] স্মার্ত্তে তু [ব্রহ্মবিদ্যায়াং তস্য] অধিকারঃ ন বাধ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়-[শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যা এখানে বিষয়। ছান্দোগ্যে সম্বর্গবিদ্যাতে "অহে শূদ্র, হার প্রভৃতি", ইত্যাদি বাক্যে বেদবিহিত ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার প্রতীত হইতেছে। আর "শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী" ইত্যাদি বাক্যে তাহার কর্ম্মে অধিকারহীনতা প্রতীত হইতেছে। আর সেই ন্যায়ানুসারেই বিদ্যাতেও তাহার অধিকার সিদ্ধ হইতেছে না। সেইহেতু অধিকারের সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনাবশতঃ সংশয় হয়—] বেদে বিহিত বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার আছে, অথবা নাই ?

পূর্ব্বপক্ষ—অত্রৈবর্ণিক (—ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বহির্ভূত) দেবতা প্রভৃতির ন্যায় [বর্ণত্রয়ের বহির্ভূত] শূদ্র [বেদে বিহিত বিদ্যাতে] অধিকারী।

সিদ্ধান্ত—[দেবতা ও শূদ্রের মধ্যে বৈষম্য আছে। উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন না থাকিলেও পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতির বলে] দেবগণের নিকট বেদ স্বয়ংপ্রতিভাত। [তাদৃশ সুকৃতিরহিত হওয়ায় শূদ্র কিন্তু স্বয়ংপ্রতিভাতবেদ নহে। আর উপনয়ন না থাকায়] বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত হওয়ায় শূদ্র শ্রুতিতে অধিকারী নহে। সেইহেতু অধিকারের প্রতি হেতু যে বিদ্বত্তা, তাহার অভাববশতঃ শ্রৌতবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নাই। যদি বলা হয়—বেদবিহিত বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার না থাকিলে মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহার মুক্তি হইবে না। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—] স্মৃতিবিহিত ব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু তাহার অধিকার নিবারিত হইতেছে না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মবিদ্যাতে দ্বিজাতির ন্যায় শূদ্রজাতিরও (১) অধিকার সমান। সিদ্ধান্তে—অধিকারের তারতম্য।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত *]

(১) যাঁহাদের অধিকার নিরূপণের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে, সেই শূদ্রজাতির স্বরূপ কি ? ১। কেহ বলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইঁহারাই আর্য্য, সেই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিজিত অনার্য্যগণই শূদ্র। ২। অপরে বলেন—শূদ্র আর্য্যজাতিই বটে, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার পদ হইতে তাহার উৎপত্তি। ৩। অন্যে বলেন—ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে যাঁহারা বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করতঃ পরসেবাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারাই শূদ্র। প্রথম পক্ষ পাশ্চাত্যগণের

* হিন্দুধর্ম্মে জাতিভেদপ্রথা কিপ্রকারে ও কেন হইল, এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার অভাব সমাজে পরিলক্ষিত হইতেছে। সেইহেতু এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে সমাজের দৃষ্টিপথে স্থাপনের জন্য কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অতি-প্রয়োজনীয়বোধে প্রস্তাবিত বিচার এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। আর দর্শনশাস্ত্রের পাঠকভিন্ন অন্য ব্যক্তির পক্ষে এই বিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবও নহে।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

মতবাদ, ইহার কোন সমর্থন শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে বহু আর্য্যেতর জাতি কালক্রমে আর্য্যসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্ধা বিভক্ত উক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থানলাভ করিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিকগণ বলেন। সেই প্রসঙ্গ আমাদের বিচার্য্য নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বোধক শাস্ত্রবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা বলেন—সৃষ্টিকর্ত্তার পদ হইতে শূদ্রজাতির উৎপত্তি, তাঁহাদের মতে জাতি জন্মগত, কারণ নবকল্পারম্ভে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সৃষ্টিকর্ত্তার তত্তৎ অবয়ব হইতে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে ব্রাহ্মণাদি শূদ্রান্ত জাতি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উৎপত্তির প্রতি ["রমণীয়চরণাঃ" ছাঃ ৫।১০।৭ ইত্যাদি শ্রুতিবলে] পূর্ব্বকৃত পুণ্য ও পাপ হেতু হইলেও তজ্জন্মে অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্ম বা গুণ সেই জাতিপ্রাপ্তির প্রতি হেতু নহে। অপর পক্ষ বলেন—আদিতে সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ, তজ্জন্মে অনুষ্ঠিত বিভিন্নপ্রকার কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত বিভিন্ন প্রকার গুণবশতঃ সেই ব্রাহ্মণগণই তৎকালে প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে কালক্রমে শূদ্রান্ত জাতি চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদিগকে বলা হয়—গুণকর্ম্মগত জাতিবাদী ও প্রথমোক্তগণকে বলা হয়—জন্মগত জাতিবাদী। এই গুণকর্ম্মগত জাতিবাদ ও জন্মগত জাতিবাদ, ইহাদের মধ্যে কোন পক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতি সম্মত, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।

[জন্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য।]

জন্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য এই—১। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যকৃতঃ। উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৩; ঋক্ সং ১০।৯০।১২)। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটীর অর্থ এই—ইঁহার (—বিরাট্ পুরুষের) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন'। ২। অপর শ্রুতিবাক্য এই—"প্রজাপতিঃ অকাময়ত প্রজায়েয়, সঃ মুখতঃ···নিরমিমীত...ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্"। "উরসো বাহুভ্যাং···নিরমিমীত··· রাজন্যো মনুষ্যাণাম্"। "মধ্যতঃ...নিরমিমীত···বৈশ্যো মনুষ্যাণাম্"। "পত্তঃ···নিরমিমীত···শূদ্রো মনুষ্যাণাম্" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪-৬)। উরসঃ—বীর্য্যযুক্ত। মধ্যতঃ—উদরদেশ হইতে। পত্তঃ—পদ হইতে। অপর অর্থ স্পষ্ট। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্তটী মন্ত্রবাক্য এবং শেষোক্তটী ব্রাহ্মণবাক্য; এইরূপে জন্মগত জাতিপ্রতিপাদনে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একবাক্যতা সিদ্ধ হইতেছে। এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্য এই—"ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম। বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্টঃ উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।। বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ। বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ॥ (মহাভাঃ শাঃ ৭২।৪-৫)। ঐ শাঃ ৩১৮।৯০ দ্রষ্টব্য।

[গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতিবাক্য।]

১। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদে মনুষ্যসৃষ্টি মাত্র বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ", "সঃ এতম্ এব সীমানং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" (ঐতঃ ১।২।৩, ১।৩।১২)। ২। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্র আসীৎ একম্ এব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপম্ অসৃজত ক্ষত্রম্"। "সঃ নৈব ব্যভবৎ, সঃ বিশম্ অসৃজত"। "সঃ নৈব ব্যভবৎ, সঃ শৌদ্রং বর্ণম্ অসৃজত"। (বৃঃ ১।৪।১১-১৩)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য ও আনন্দগিরিকৃত টীকানুযায়ী এই ব্রাহ্মণবাক্যসকলের অর্থ এই—'অগ্রে (—ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তির পূর্ব্বে) ইহা (—এই ক্ষত্রিয়াদি সকল) একমাত্র ব্রহ্মরূপেই (—ব্রাহ্মণজাতিরূপেই) বর্ত্তমান

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

ছিল, [ক্ষত্রিয়াদিভেদ ছিল না]। তিনি (—ব্রাহ্মণজাতিতে 'আমি' এইপ্রকার অভিমান-সম্পন্ন প্রজাপতি) একা ছিলেন বলিয়া (—জগতের পরিপালক ক্ষত্রিয়াদি ছিল না বলিয়া) ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি (—ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমানী সেই প্রজাপতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ) প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয়জাতিকে সৃষ্টি করিলেন"। "তিনি (—'আমি ব্রাহ্মণ' এই প্রকার অভিমানসম্পন্ন সেই পুরুষ, বিত্ত উপার্জ্জনকারীর অভাবে] কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না, তিনি বৈশ্য জাতিকে সৃষ্টি করিলেন"। "তিনি (—সেই ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী প্রজাপতি, পরিচারকের অভাববশতঃ] কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তিনি শূদ্র বর্ণকে সৃষ্টি করিলেন"। ৩। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রটী পঠিত হইতেছে—"ব্রহ্ম দেবানজনয়ৎ, ব্রহ্ম বিশ্বমিদং জগৎ। ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রং নিৰ্ম্মিতং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণমাত্মনা"॥ (তৈঃ ব্রাঃ ২।৮।৮।৯)। অর্থ—"ব্রহ্ম (—ব্রহ্মা) ইন্দ্রাদি দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম এই সমগ্র জগৎকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, ব্রহ্ম নিজেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন"। এইস্থলে পাঠক্রমানুসারে প্রথমে ক্ষত্রিয়ের ও পরে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও বহু স্মৃতিবাক্যে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি প্রথমে এবং পরে প্রয়োজনানুসারে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে পাঠক্রমাপেক্ষা প্রয়োজনানুসারে পারম্পর্য্যনিয়ামক 'অর্থক্রমই' বলবান্। সুতরাং অর্থক্রমানুসারে এইস্থলেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি প্রথমে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহাতে উক্ত মন্ত্রটীর শেষাংশের অর্থ হইবে—"ব্রহ্ম (—কল্পাদিতে উৎপন্ন ব্রহ্মা) নিজেই ব্রাহ্মণ * হইয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্ম (—ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানী সেই ব্রহ্মা) হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল"। এইরূপে বৃঃ ১।৪।১১ ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য এবং এই মন্ত্রবাক্যের একবাক্যতা সিদ্ধ হয়; বাক্যভেদাপেক্ষা একবাক্যতা বলবান্ (১।২।৪ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ)।

পূর্ব্বমীমাংসা ২।৪।২ শাখান্তরাধিকরণ এবং উত্তরমীমাংসা ৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ-ন্যায়বলে বিভিন্ন শাখাতে পঠিত এই শ্রুতিবাক্যসকলের একত্র উপসংহার (—সংগ্রহ) করিয়া অর্থ নিরূপণ করিতে হইবে। তাহাতে ১।২।৩ ইত্যাদি ঐতরেয়কবাক্য, ১।৪।১১ ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্য এবং ২।৮।৮।৯ এই তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পঠিত মন্ত্রবাক্য, এইসকলের একবাক্যতালব্ধ অর্থ হয় এইপ্রকার—'পূর্ব্বে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছিল, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং সেই মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মনুষ্যকে বলা হইত ব্রাহ্মণ, কারণ ব্রহ্মা নিজেই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া-ছিলেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী ব্রহ্ম সন্তানসন্ততিপরম্পরাক্রমে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত-প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠানের সুকরতার জন্য তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী চারিটী বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন' †। ব্রাহ্মণজাতিতে যে অভিমান, তাহা শরীরধারী পুরুষের পক্ষেই সম্ভব এবং শরীর-ধারী পুরুষকে সন্তানসন্ততিপরম্পরাক্রমেই বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইতে হইবে, অন্য উপায় নাই।

---

* "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" (কৌঃ ব্রাঃ উপঃ ২।১১) ইত্যাদি শ্রুতি এবং পুরাণে বর্ণিত মরীচি অত্রি অঙ্গিরা (মহাভাঃ শাঃ ৩৪০।৩৪, ৬৯, ৭২) প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের কথা স্মর্ত্তব্য। দেবতাসৃষ্টি হইতে হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে, কারণ পঞ্চীকরণ ও চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টির পরবর্ত্তী যাবতীয় সৃষ্টি অবান্তরপ্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ (—ব্রহ্মা) কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, ইহা ২।৪।৭ অধিকরণ প্রভৃতিতে আলোচিত হইবে।

† চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কর্ম্মাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্। অসৃজৎ সহি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ" মহভাঃ অনু ৪৮।৩) ইত্যাদি ইতিহাসবাক্য হইতে উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের অনুসরণকারী স্মৃতিবাক্য এই—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনা প্রিয়সাহসাঃ। ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥ গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপ-জীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজ বর্ণান্তরং গতাঃ॥" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮।১০-১৪)। ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মণজাতিপূর্ণ। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।২-৮ ইত্যাদি স্থলে বর্ণচতুষ্টয়ের অন্যান্য গুণ ও কর্ম্মসকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণানুসারেই নিয়মিত হইয়া থাকে, ইহ সূক্ষ্মদর্শিগণ বলেন। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্" "ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্" (গীতা ১৮।৪২, ৪৩) ইত্যাদি। সেইহেতু শ্রুতিতে গুণের উল্লেখ স্পষ্টভাবে না থাকিলেও স্মৃতিতে তাহা পরিস্ফুত হইয়াছে। শূদ্রত্ব প্রাপ্তির হেতুরূপে বেদাধ্যয়নের পরিত্যাগও শাস্ত্রে ভূরিশঃ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ" (মনু সং ২।১৬৮; বাশিষ্ঠ সং ৩ অঃ)। "ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৭)। "বেদসন্ন্যাসতঃ* শূদ্রস্তস্মাৎ বেদং ন সন্ন্যসেৎ" (বাশিষ্ঠ সং ১২), ইত্যাদি।

[কল্পভেদে বর্ণোৎপত্তি বিভিন্নভাবে হইলে বেদের অনিত্যতা।]

এই উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। উভয়বিধ বাক্যই বেদবাক্য, তাহাদের কোনটীকেই অপ্রমাণ ও অনর্থক বলা চলিবে না। আর শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইলে তদনুগামী স্মৃতিবাক্যসকলের তাৎপর্য্য স্বতঃই নির্ণীত হইয়া যাইবে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একবাক্যতা উভয়স্থলেই থাকায় উভয়প্রকার শ্রুতিবাক্যই সমবল, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত বাক্যসকলের সমবলবত্তাবলে বিকল্প অঙ্গীকৃত হইতে পারে না, অর্থাৎ ইহা বলা চলে না যে এক কল্পে ব্রহ্মার মুখাদি তত্তৎ অবয়ব হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হয়, আর অন্য কল্পে গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণজাতি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কারণ এক কল্পে একপ্রকারে এবং অন্য কল্পে অন্যপ্রকারে বর্ণসকলের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হয় যে সৃষ্টির কোন নিয়ামক নাই, প্রত্যেক কল্পে সৃষ্টি হয় অপূর্ব্ব। তাহা স্বীকার করিলে বস্তুর স্বরূপ ও স্বভাবের বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে বলিয়া পূর্ব্বকল্পীয় শব্দসকল পরকল্পীয় সেই

* ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক সমাজের এক বিশাল অংশ কেন বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তার বিষয়। মনে হয়—সুপ্রাচীনকালে কথ্য ভাষা ও বেদের ভাষা ছিল অভিন্ন, "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা" (গীতা৩।১০), "কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্ বেদশব্দেভ্যঃ এবাদৌ নির্ম্মিমীতে সঃ ঈশ্বরঃ" (মহাভাঃ শাঃ ২৩১।৫৭). ইত্যাদি বাক্য হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই প্রতিভাত হয়, কারণ শিক্ষক ও শিক্ষ্যেয়ের ভাষা অভিন্ন হইলেই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তন সম্ভব। কালক্রমে বেদের ভাষা হইতে কথ্যভাষার প্রভেদ হইয়া পড়ে, ফলে ভাষাজ্ঞানের অভাবে বেদাধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া বহু ব্যক্তি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা অনায়াসে অনুমান করা চলিতে পারে। ইহার সমর্থনও ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—"ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮।১৫)। 'ইহাই চারিটী বর্ণ, যাঁহাদের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে ব্রাহ্মী সরস্বতী (-বেদময়ী সংস্কৃত ভাষা) বিহিত হইয়াছিল। লোভবশতঃ অন্যান্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া [বহু ব্যক্তি] অজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছে (—বেদে অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে'— নীলকণ্ঠ)। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলেন—বর্ত্তমানকালেও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য অতি আবশ্যকীয় ইংরাজীভাষাকে যথোচিত স্থান প্রদান করিয়া সংস্কৃতভাষাকে অবশ্য শিক্ষণীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিলে নানাভাবে বহুধা বিচ্ছিন্ন এই হিন্দুনামধেয় আর্য্যজাতি অতিশীঘ্রই একত্ববদ্ধ এক বলবান্ ভারতীয় জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। অন্যথা ভয় হয়, এক ভারতীয় জাতি গঠন, আকাশকুসুমেই পর্য্যবসিত হইবে।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

অপূর্ব্ব অর্থসকলকে প্রকাশিত করিতে পারিবে না, ফলে অর্থের অভাবপ্রযুক্ত শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ ব্যাহত হইয়া বেদের নিত্যত্ব ও প্রামাণ্য ব্যাহত হইয়া পড়িবে। [১৷৩৷৮ অধিঃ ৫৪ ভাবদীঃ দ্রঃ]

[মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বলাবলবিচার, পূঃ মীঃ ৩৷২৷২ অধিকরণন্যায়বলে গুণকর্ম্মগত জাতিভেদপক্ষই গ্রহণীয়।]

আচ্ছা, তাহা হইলে এই উভয়প্রকার শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য কি? বলিতেছি—সেই তাৎপর্য্য মীমাংসান্যায়প্রয়োগকরতঃ অবগত হইতে হইবে (মনু সং ১২৷১০৬, ২৷১৷১১ সূত্রভাষ্য, ৯ বাক্য)। প্রথমতঃ দেখা যাউক, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি জন্মগত জাতিভেদপ্রতিপাদক মন্ত্র এবং গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদপ্রতিপাদক "ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্র আসীৎ⋯অসৃজত ক্ষত্রম্" (বৃঃ ১৷৪৷১১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণের বলাবল কি প্রকার। পূর্ব্বমীমাংসা ৫৷১৷৯ 'ব্রাহ্মণপাঠাৎ মন্ত্রপাঠস্য বলীয়স্ত্বাধিকরণে' প্রয়োগসামর্থ্য থাকায় (—কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রোচ্চারণকরতঃ কর্ম্মাঙ্গসকলের স্মরণ করিয়া সেই অঙ্গসকল ক্রমশঃ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া) ব্রাহ্মণপাঠাপেক্ষা মন্ত্রপাঠের বলবত্তা নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসা ৩৷২৷২ 'ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যে বিনিয়োগাধিকরণে' অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ক্রমনিরূপণব্যতিরিক্তস্থলে মন্ত্রপাঠাপেক্ষা ব্রাহ্মণপাঠের বলবত্তা নিরূপিত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলে "ব্রহ্ম বৈ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যসকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের কোনপ্রকার ক্রম সমর্পণ করিতেছে না এবং প্রয়োগকালে অর্থস্মারকতাও তাহার নাই। অবিদ্যার কার্য্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ["অবিদ্যাকার্য্যপ্রপঞ্চয়িতুম্ অধ্যায়শেষপ্রবৃত্তিঃ", বৃঃ ১৷৪৷১১, আনন্দগিরি টীঃ] কর্ম্মে অধিকারসিদ্ধির জন্য অবিদ্যার কার্য্যভূত ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ এই ব্রাহ্মণবাক্যসকলে সমর্পিত হইয়াছে ["কর্ম্মাধিকারার্থং বর্ণবিভাগস্য প্রস্তুতত্বাৎ", বৃঃ ১৷৪৷১৫ শাঙ্করভাষ্য]। এইপ্রকারে এই ব্রাহ্মণবাক্যসকলে অন্যপ্রমাণদ্বারা অপ্রাপ্ত যে বর্ণবিভাগ, তদ্বিষয়ক বোধ উৎপাদিত হইতেছে বলিয়া পূঃ মীঃ ৩৷২৷২ অধিকরণন্যায়বলে এই ব্রাহ্মণবাক্যসকলই হইবে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রবাক্যসকল হইতে বলবান্। সেইহেতু এই বলবান্ ব্রাহ্মণবাক্যবলে গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ পক্ষই শাস্ত্রসম্মত, ইহা নির্ণীত হয়। "সাবকাশনিরবকাশয়োর্মধ্যে নিরবকাশস্য বলীয়স্ত্বম্," এই মীমাংসান্যায়ানুসারেও "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই মন্ত্রবাক্য হইতে জন্মগত জাতিভেদপক্ষ গৃহীত হইতে পারে না; কারণ উক্ত মন্ত্রবাক্য নিরবকাশ (—প্রতিপাদ্যবিষয়হীন) নহে। "বিরাট্প্রাপ্তিরূপ স্বর্গাখ্য ফললাভের জন্য" (তৈঃ আঃ ৩৷১২৷১৮ সায়ণভাষ্য) মানসযজ্ঞরূপ * একপ্রকার উপাসনা উক্ত মন্ত্রসকলে বিহিত হইতেছে। উপাসনাও একপ্রকার ক্রিয়া, উক্ত মন্ত্রসকলে সেই উপাসনানুষ্ঠানের অঙ্গকলাপ ও ক্রম বর্ণিত হইতেছে বলিয়া পূঃ মীঃ ৫৷১৷৯ অধিকরণন্যায় হইবে সেইস্থলে সার্থক।

---

* উক্তস্থলে মানসযজ্ঞরূপ [বিরাট্ পুরুষ হবনীয়রূপে কল্পিত হওয়ায় 'পুরুষযজ্ঞও' বলা হয়।] একপ্রকার উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে ষড়বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গ এই—১। উপক্রম—"দেবাঃ যজ্ঞং অতন্বত" (তৈঃ আঃ ৩৷১২৷৬; উপসংহার—"যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ" (ঐ ৩৷১২৷১৮)। ২। অভ্যাস—"যজ্ঞং তন্বানা" (ঐ ৩৷১২৷৭) এবং উপরোক্ত বাক্যদ্বয়। আর যজ্ঞের অঙ্গকলাপের বর্ণনাও বস্তুতঃ যজ্ঞেরই অভ্যাস (— পুনঃ পুনঃ বর্ণনা)। এই মানসযজ্ঞকে অন্যপ্রমাণদ্বারা জানা যায় না বলিয়া ইহার ৩। অপূর্ব্বতা সিদ্ধ হয়। ৪। ফল—"নাকং মহিমানঃ সচন্তে" (ঐ ৩৷১২৷১৮)। ৫। অর্থবাদ—"ধাতা পুরস্তাৎ যমুদাজহার" (ঐ ৩৷১২৷১৭) "যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ (ঐ ৩৷১২৷১২ ইত্যাদি। ৬। উপপত্তি—"কতিধা ব্যকল্পয়ন্" (ঐ ৩৷১২৷১২) এবং "কৃতোঽকল্পয়ন্" (ঐ ৩৷১২৷১৮) এই সন্দংশন্যায়েই এখানে উপপত্তি (—যুক্তি), কারণ মানসযজ্ঞের অঙ্গকলাপ উপাসনার জন্য কল্পিত, ইহাই এতদ্দ্বারা নিরূপিত হয়। আরও পরিস্ফূর্তির জন্য উক্তস্থলের সায়ণভাষ্য আলোচ্য। ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতিরস্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

জন্মগতজাতিভেদকে বাধাদান করিলেও ব্রাহ্মণবাক্য মন্ত্রসকলের এই উপাসনা প্রতিপাদকতাকে বাধা দান করিতে পারে না।

[ব্রাহ্মণবাক্যদ্বয়ের বলাবল বিচার। স্বপ্রকরণে পঠিত বৃঃ বাক্যবলে গুণকর্ম্মগত জাতিভেদই গ্রহণীয়।]

অতঃপর জন্মগতজাতিভেদপ্রতিপাদক "প্রজাপতিঃ অকাময়ত··· ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪) ইত্যাদি এবং "গুণকর্ম্মগতজাতিভেদ প্রতিপাদক" ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্র আসীৎ··· অসৃজত ক্ষত্রম্" (বৃঃ ১।৪।১১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যদ্বয়ের বলাবল বিচার করিতে হইবে। "ব্রহ্ম বৈ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্য স্বপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে, কারণ বৃঃ ১।১।১০ শ্রুতিতে দেবগণের পশুসদৃশ, ঋণী অবিদ্বান্ পুরুষ দেবাদির উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী, ইহা বর্ণনা করিয়া সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি হেতুভূত যে বর্ণ ও আশ্রম, তাহাদের মধ্যে বর্ণ কি কি, ইহা নিরূপণের জন্য উক্ত ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইয়াছে (বৃঃ ১।৪।১১ শাঙ্করভাষ্য)। পক্ষান্তরে "প্রজাপতিঃ অকাময়ত" ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যসকল অগ্নিষ্টোমসংস্থাক সোমযজ্ঞের প্রকরণে সেই যজ্ঞবিধানের জন্য তাহার প্রশংসারূপে ["অগ্নিষ্টোমং বিধাতুং প্রস্তৌতি," সায়ণভাষ্য] পঠিত হইয়াছে। অগ্নিষ্টোমযজ্ঞই সেই প্রকরণের প্রধান প্রতিপাদ্য, সৃষ্টিকর্ত্তার তত্তৎ অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তিপ্রতিপাদন নহে, কারণ উভয়প্রতিপাদনে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। সেইহেতু সেইস্থলে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তিবর্ণনা পরপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহা স্বপ্রকরণে * পঠিত, তাহা পরপ্রকরণে পঠিতাপেক্ষা বলবান্। সুতরাং স্বপ্রকরণে পঠিত বলবান্ বৃঃ ১।৪।১১ ইত্যাদি বাক্যবলে গুণকর্ম্মগতজাতিভেদপক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর অন্য যুক্তি এই—দুর্ব্বলের সহিত বন্ধুত্ব সবলের দুর্ব্বলতার হেতু, ইহা লোকসিদ্ধ। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি বাক্য জন্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদন করিতে পারে না, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার সহিত "প্রজাপতিঃ অকাময়ত···ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য একবাক্যভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া (—একই অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া) তাহা প্রজাপতির মুখাদি তত্তৎ অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি প্রতিপাদন করিতে পারে না। অতএব "ব্রহ্ম বৈ" ইত্যাদি প্রবল ব্রাহ্মণবাক্যবলে গুণকর্ম্মগতজাতিভেদপক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর নিরবকাশের বলীয়স্ত্বন্যায়ও "প্রজাপতিঃ অকাময়ত" ইত্যাদিস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না, কারণ অগ্নিষ্টোমসংস্থাক সোমযজ্ঞের স্তুতির জন্য অর্থবাদরূপে এই বাক্যসকল হয় সাবকাশ।

[প্রজাপতির মুখ হইতে আদি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্ভব হইলেও অন্যান্য অবয়ব হইতে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি সম্ভব নহে।]

আচ্ছা, "প্রজাপতিঃ অকাময়ত···ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪) ইত্যাদি বাক্যসকল অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের স্তুতির জন্য অর্থবাদ হইলেও ভূতার্থবাদরূপে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছ না কেন? বলিতেছি, তাহারা ভূতার্থবাদ হইতে পারিত, যদি স্বপ্রকরণে পঠিত 'ব্রহ্ম বৈ' ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যসকল তাহাদের বিরোধী না হইত। কিন্তু উক্ত বৃহদারণ্যক বাক্যসকল বিরোধী হওয়ায় "বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ" (বৃঃ সম্বন্ধবার্ত্তিক ৫৬৭) ইত্যাদি বার্ত্তিকোক্তি-

* ১।১।৪ অধিঃ, ২ বর্ণক, "স্বপ্রকরণস্থঃ অনন্যশেষঃ" ইত্যাদি শারীরকভাষ্য (১৯৫ বাক্য), "কস্মাৎ পুনঃ অনন্যশেষতা ইতি, অতঃ আহ—যতঃ স্বপ্রকরণস্থঃ" ইত্যাদি ভামতী এবং গীতা ১৮।৫৫ শ্লোকের "ন চ অর্থবাদত্বং স্বপ্রকরণস্থত্বাৎ" ইত্যাদি ভাষ্য দ্রষ্টব্য। যাহা স্বপ্রকরণে পঠিত, স্বার্থে প্রামাণ্য থাকায়, তাহা বলবান্। আর যাহা পরপ্রকরণে অপরের স্তুতির জন্য পঠিত, তাহার স্বার্থে প্রামাণ্য থাকে না বলিয়া হয় দুর্ব্বল।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

বলে উক্ত অর্থবাদবাক্যসকল গুণবাদই হইবে, ভূতার্থবাদ নহে। গুণবাদের অবান্তরার্থে তাৎপর্য্য নাই। কিন্তু "অসৃজত ক্ষত্রম্" (বৃঃ ১।৪।১১), "বিশম্ অসৃজত" (ঐ ১।৪।১২) এবং "শৌদ্রং বর্ণম্ অসৃজত" (বৃঃ ১।৪।১৩) এই স্বপ্রকরণে পঠিত ব্রাহ্মণবাক্যত্রয়ের সহিত যথাক্রমে "রাজন্যো মনুষ্যাণাম্" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪) "বৈশ্যো মনুষ্যাণাম্" (ঐ ৭।১।১।৫) এবং "শূদ্রো মনুষ্যাণাম্" (ঐ ৭।১।১ ৬) এই অর্থবাদবাক্যত্রয়ের বিরোধ হইলেও "মুখতঃ নিরমিমীত… ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্" (ঐ ৭।১।১।৪) এই অর্থবাদবাক্যের বিরোধী তো কেহ নাই। সুতরাং তাহা ভূতার্থবাদ হইবে না কেন ? হউক্, তাহাতে ক্ষতি কি ? ইহাই তোমার পক্ষে ক্ষতি যে, তোমাকে প্রজাপতির মুখ হইতে আদি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে গুণকর্ম্মগত জাতিবাদী বলেন—ব্রহ্মার মুখ হইতে * আদি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হউক্ ; তাহাতে 'ব্রাহ্মণ হইতে গুণকর্ম্মভেদে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ হয় না। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উৎপত্তিবোধক অনেক স্মৃতিবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বাক্যটী বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাই এই— "বেদপুরাণেতিহাসপ্রামাণ্যান্নারায়ণমুখোদ্গতাঃ সর্ব্বাত্মানঃ সর্ব্বকর্ত্তারঃ সর্ব্বভাবাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ। বাক্যসংযমকালে হি তস্য বরপ্রদস্য দেবদেবস্য ব্রাহ্মণাঃ প্রথমং প্রাদুর্ভূতাঃ। ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষাঃ বর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ" (মহাভাঃ শাঃ ৩৪২।২০-২১)। ইহার অর্থ—"বেদ পুরাণ ও ইতিহাসের প্রামাণ্যবলে বলিতেছি, নারায়ণের + মুখ হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ সকলের সুখসম্পাদনে যত্ন করেন, সকলেরই অধ্যক্ষ হইয়া থাকেন এবং সকলের শুভ কামনা করেন। বরপ্রদ দেবদেবের মৌনাবলম্বনকালে ব্রাহ্মণগণ প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণগণ হইতে অবশিষ্ট বর্ণসকল উৎপন্ন হইয়াছেন"। যাহাহউক, এইরূপে বিচারদ্বারা আমরা যাহাতে উপনীত হইয়াছি, সেই গুণকর্ম্মগতজাতিবাদপক্ষ এই মহাভারতবচনদ্বারা সমর্থিত হইল এবং তাহার ফলে "ইতিহাস—পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" (মহাভাঃ ১।১।২২৯), এই মহাজনবাক্যও সার্থক হইল।

[ভট্টপাদ কুমারিলের মতবাদ সময়োচিত ব্যবস্থা মাত্র]

কিন্তু গুণকর্ম্মগতজাতিভেদ স্বীকার করিলে ভট্টপাদ কুমারিলের অভিমতের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বমিমাংসা ১।২।২ সূত্রের তন্ত্রবার্ত্তিকে ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"আচারনিমিত্ত (—কর্ম্মনিমিত্ত) বর্ণবিভাগে কোন প্রমাণ নাই, কারণ ব্রাহ্মণাদি সিদ্ধ হইলে তাহাদের জন্য আচার বিহিত হইবে, ফলে ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণাদি সিদ্ধ হইলে তাহাদের জন্য আচার বিহিত হইবে, আবার তদুচিত আচার পরিদৃষ্ট হইলে তাহার বলে ব্রাহ্মণাদি সিদ্ধ হইবে। আর একই ব্যক্তি শুভাচারকালে ব্রাহ্মণ এবং অশুভাচারকালে শূদ্র হইয়া পড়িবে। এইরূপে একই প্রযত্নের ফলে পরপীড়া ও অনুগ্রহ হইয়া পড়ে বলিয়া একই ব্যক্তি যুগপৎ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ হইয়া পড়িবে। এই সকল যুক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে তপস্যা প্রভৃতি বা তজ্জনিত সংস্কার ব্রাহ্মণ্য নহে, জাতি তাহাদের দ্বারা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। তবে কি প্রকারে অভিব্যক্ত হয় ? মাতা ও পিতার জাতিবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা তাহা অভিব্যক্ত হয়", ইত্যাদি।

* বায়ুপুরাণে ৬৫ অধ্যায়ে বৈবস্বত মন্বন্তরে' প্রজাপতির যজ্ঞাগ্নি হইতে ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তিবর্ণিত হইয়াছে।

+ "বিশ্বেশ্বর হরি রজোগুণ অবলম্বনকরতঃ স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়াছেন" (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।৫৭)। সুতরাং এইস্থলে 'ব্রহ্মা' অর্থে নারায়ণশব্দের প্রয়োগদৃষ্টে ভ্রম হওয়া উচিত নহে।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]
এই বিষয়ে তোমার বলিবার কি আছে ? তদুত্তরে গুণকর্ম্মগতজাতিবাদী বলেন—এইসকল যুক্তি আচার্য্যপাদের স্থানকালোচিত প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। বৌদ্ধবিপ্লবের পর এই পক্ষ অবলম্বন না করিলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক সার্ব্বভৌম নৃপতির অভাবে ধর্ম্মব্যবস্থাপনই সম্ভব হইত না। আর আচার্য্যপাদের বহু পূর্ব্ব হইতেই জাতি জন্মগতরূপেই স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। এই বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এতদ্বিষয়ক শ্রুতিস্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত আমাদিগকে আচার্য্যপাদের উক্তির যদি কোথাও বিরোধ হয়, তাহা সসম্মানে প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রথমে আচার্য্যপাদ প্রদত্ত অন্যোন্যাশ্রয়দোষের কথা ধরা যাউক। উক্ত দোষ সেইস্থলেই হয়, যেখানে দুইটী বস্তুব্যক্তি একে অপরকে অপেক্ষা করে। যেমন 'ক' অপেক্ষা করে 'খ'কে এবং 'খ' অপেক্ষা করে 'ক'কে , এইপ্রকার পরিস্থিতি হইলেই উক্ত দোষ হয়। স্মৃতি বলিতেছেন—"সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা। তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র সঃ ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৪)। [ত্রপা—লজ্জা, ঘৃণা—দয়া।] উদাহরণরূপে 'সত্যকথনকে' ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত আচাররূপে গ্রহণ করা যাউক। সত্যকথনাদি দৃষ্টে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় এবং সত্যকথনাদিই তাহার পক্ষে বিহিত, এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়, ইহাই ভট্টপাদ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তদুত্তরে গুণকর্ম্মগতজাতিবাদী বলেন—এই উভয় সত্যকথন যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলেই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের জ্ঞাপক সত্যকথন এবং বিধেয় সত্যকথন অভিন্ন নহে। কারণ, জাতির জ্ঞাপক যে সত্যকথন, তাহাকে বস্তুতঃ বিধায়ক সত্যকথনরূপে স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু কোন ব্যক্তিতে তাহার সত্তা দর্শন-করতঃ ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত হয় ও সত্যকথন তাহার জন্য বিহিত হয়। কিন্তু বিধায়ক ও বিধেয় বস্তু কদাপি অভিন্ন হইতে পারে না ; কারণ সিদ্ধ বস্তু ও সাধ্য বস্তু কদাপি অভিন্ন হয় না। অতএব এই উভয় সত্যকথন অভিন্ন নহে বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না। ইহা হইল **প্রথম যুক্তি**। এইবিষয়ে **দ্বিতীয় যুক্তি** এই—এই সত্যকথন পদার্থটী কি ? যথার্থ পরিস্থিতির উচ্চারণ। এই উচ্চারণ কণ্ঠ ও তালু ইত্যাদি স্থানে কোষ্ঠস্থ বায়ুর সংযোগ ও বিভাগ ব্যতীত কিছুই নহে। বিভিন্নকালিক বিভিন্ন কোষ্ঠস্থ বায়ুর সংযোগবিভাগ একজাতীয় হইলেও 'এক' নহে। সুতরাং বিধায়ক ও বিধেয় সত্যকথন অভিন্ন হইতে পারে না বলিয়া উক্ত দোষ হয় না। **তৃতীয় যুক্তি** এই—সত্যবাদিতা প্রভৃতিকে যদি 'গুণ' ধ। হয়, তাহা হইবে মানসিক বৃত্তিবিশেষ। অপেক্ষাবুদ্ধি-ব্যতিরিক্তস্থলে মানসবৃত্তিমাত্রেই তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু বিধায়ক সত্যবাদিতা ও বিধেয় সত্যবাদিতা অভিন্ন হইতে পারে না বলিয়া উক্ত দোষ হয় না। এইবিষয়ে **চতুর্থ যুক্তি** এই - তথাপি যদি বিধায়ক সত্যকথন ও বিধেয় সত্যকথনকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে জন্মগতজাতিবাদী তোমার পক্ষে 'চক্রকদোষ' দুরপনেয় হইবে, যথা—(১) জন্মকে অপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত হইল, (২) তাহাকে অপেক্ষা করিয়া সত্যকথনাদি ধর্ম্ম বিহিত হইল, (৩) সেই ধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া মৃত্যুর অনন্তর ["রমণীয়-চরণাঃ...রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদি শ্রুতিবলে] ব্রাহ্মণজন্ম হইল, (৪) সেই ব্রাহ্মণজন্মকে অপেক্ষা করিয়া পুনঃ সেই সত্যকথনাদি তাহার জন্য বিহিত হইল, ইত্যাদি। এই দোষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমাকে অবশ্যই সত্যকথনাদিকে বিভিন্ন বলিয়া

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে আমার উপরও আর অন্যোন্যাশ্রয়দোষ আপতিত হইবে না। আচ্ছা, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষে কি সত্যকথনাদি বিহিত নহে? না, তাহা তো বলা হইতেছে না। ইহাই বলা হইতেছে—সত্যকথনাদি গুণকর্ম্মসকল স্বভাবতঃ যাঁহাতে পরিলক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ ["ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্", গীতা ১৮।৪২ ইত্যাদি দ্রঃ]। তাঁহাকে আরও দৃঢ়ভাবে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তবে যে সত্যকথনাদি তাঁহাতে স্বাভাবিকভাবে আছে, আর যাহাতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তাহারা সমজাতীয় হইলেও অভিন্ন নহে, যেমন গোত্ব-জাতি অভিন্ন হইলেও গোব্যক্তিসকল অভিন্ন নহে, তদ্রূপ। অতএব অন্যোন্যাশ্রয়দোষ আমার উপর আপতিত হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। আর ভট্টপাদ শুভাচারকালে ব্রাহ্মণত্ব, অশুভাচার-কালে শূদ্রত্ব, যুগপৎ ব্রাহ্মণত্ব ও অব্রাহ্মণত্ব ইত্যাদি যে দোষসকল প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকলও তাঁহার সময়োচিত প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। কারণ মনুষ্যের ইহাই স্বভাব যে সাময়িক ত্রুটী-বিচ্যুতি তাহার ঘটিয়াই থাকে। তাদৃশ সাময়িক ব্যবহারদ্বারা বর্ণনিরূপণ ও ধর্ম্মব্যবস্থাপন শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে অধিকারীর অভাবে শ্রুতির প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জন্মগতজাতি শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই নিরূপণ করিয়াছি। বস্তুতঃ ভট্টপাদ যে জন্মমাত্রদ্বারাই বর্ণব্যবস্থা অঙ্গীকারের সমর্থক ছিলেন, তাহা বলা যায় না; কারণ "ক্বচিদাচারতশ্চাপি সম্যগ্রাজানু-পালিতাৎ" (শ্লোকবার্ত্তিক, ৫সূঃ বনবাদ ২৯), 'কোন কোন স্থলে নৃপতিকর্ত্তৃক সম্যগ্‌ভাবে পালিত প্রজার আচার (—কর্ম্ম) হইতেও ব্রাহ্মণত্বাদি নিরূপিত হয়', ইত্যাদিপ্রকার তাঁহার উক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার ভট্টপাদ যদি জন্মমাত্রদ্বারাই জাতি নিরূপণের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে জাতির উৎকর্ষপ্রাপ্তি অঙ্গীকার করিলেন কেন? যথা—"সঙ্করজাতানামপি চ পুনরুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং সপ্তমে পঞ্চমে বা অন্যতরবর্ণাপত্তিঃ স্মর্য্যতে" (পূঃ মীঃ ১।২।২ সূঃ তন্ত্র-বার্ত্তিক)। উক্তস্থলে ভট্টপাদ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৯৬ শ্লোকের * আলোচনা করিলেন। যদি মাতাপিতার জাতিজ্ঞান হইতেই সন্তানের জাতিবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার তাৎপর্য্য কি? এই সকলস্থলে ভট্টপাদ প্রাচীনকালীন সমাজব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; অন্যথা তাঁহার স্বোক্তির বিরোধ হইয়া পড়িবে। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে—জন্মগতজাতির উপর গুরুত্ব আরোপকরতঃ ভট্টপাদ সময়োচিত ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। তাহার বলে শ্রুতির বলাবল নিরূপণদ্বারা আমরা যে গুণকর্ম্মগতজাতি-ভেদরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার কোন বিরোধ হয় না। ইহা অঙ্গীকার না করিয়া জাতিকে জন্মগতরূপে অঙ্গীকার করিলে ভট্টপাদের উপর শ্রুতিবিরোধ আপতিত হইবে, কারণ "নৈতদ্ অব্রাহ্মণো বিবক্তুম্ অর্হতি" (ছাঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদি স্থলে অজ্ঞাতপিতৃক সত্যকামের ব্রাহ্মণত্ব মাত্র সত্যকথনের দ্বারাই নির্ণীত হইতেছে, ইহা পরিদৃষ্ট হয় (৯ ভাবদীঃ)।

* উক্ত শ্লোকটী এই—"জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা। ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্" ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।৯৬)। ইহার অর্থ—"জাতির উৎকর্ষ পঞ্চম, ষষ্ঠ, অথবা সপ্তম পুরুষে হয়। বৃত্তির (—জীবিকার জন্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের) ব্যতিক্রম হইলেও সেইপ্রকারই হইবে। প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ সঙ্করজাতি-স্থলেও হইবে পূর্ব্ববৎ"। ইহার দৃষ্টান্ত এই—ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্না কন্যা (—নিষাদী) কন্যাবংশ-পরম্পরাতে যদি ব্রাহ্মণেরই সহিত পরিণীতা হয়, তাহা হইলে তাদৃশী ষষ্ঠবংশোৎপন্না কন্যা ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিতা হইয়া যে সন্তান প্রসব করিবে, সেই সন্তান হইবে ব্রাহ্মণ। এইপ্রকারে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকার্জ্জনকারী ব্রাহ্মণ সপ্তম পুরুষে শূদ্রত্ব, বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা ষষ্ঠ পুরুষে বৈশ্যত্ব এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তির দ্বারা পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বর্ণসঙ্কর অন্যান্য জাতিস্থলেও এইপ্রকার ব্যবস্থা। [মনুসং ১০।৬৪-৬৫ শ্লোকও দ্রষ্টব্য]।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

[জন্মগত জাতিস্বীকারে দার্শনিকের দৃষ্টিতে দোষবশতঃ গুণকর্ম্মগতজাতি স্বীকার্য্য।]

আর এক কথা, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতিকে যাঁহারা সমজাতীয় মাতাপিতা হইতে জন্মমূলক বলেন, তাঁহারাও সেই ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতিকে আত্মনিষ্ঠ বলিতে পারেন না; কারণ জন্ম শরীরেরই হয়, আত্মার নহে। আর বৈশেষিকাদিমতাবলম্বীর দৃষ্টিতে এক জন্মের শরীর অভিন্ন নহে, প্রত্যেক মূহুর্ত্তে উপচয় অপচয় বশতঃ তাহা বিভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এইপ্রকার পরিস্থিতিতে জন্মদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব লব্ধ হয়, তাহা জন্মপ্রাপ্ত শরীরধারার প্রথম শরীরেরই হইবে, পরবর্ত্তী শরীরসকলের নহে। অতএব ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে শরীরধারার অন্তর্গত পরবর্ত্তী শরীরসকলে ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি ঐ শরীরধারান্তর্গত পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরে সম্পাদিত কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে।

[গুণকর্ম্মগতজাতিপক্ষে জাতকর্ম্মাদিসংস্কার ব্যবস্থা]

জন্মগতজাতিবাদিগণ বলেন—গুণকর্ম্মানুসারে যদি জাতি নিরূপিত হয়, অল্পবয়স্ক শিশুর তত্তৎ বর্ণোচিত গুণকর্ম্ম পরিস্ফুট না হওয়ায় তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারসকল হইতে পারিবে না, কারণ বেদে ধর্ম্মব্যবস্থা বর্ণানুসারে উপদিষ্ট হইয়াছে। তদুত্তরে গুণকর্ম্মগত জাতিবাদী বলেন—কর্ম্মে অধিকার অধিকারবিধি অনুসারেই নিরূপিত হইয়া থাকে। শ্রুতিবিহিত জাতেষ্টিতে পিতামাতাই অধিকারী [পূঃ মীঃ ৬।১।৪ অধিকরণে দম্পতির সহাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে]। যথা—"বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে" (পূঃ মীঃ ৪।৩।১৬ অধিঃ)—'পুত্রের জন্ম হইলে দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞসম্পাদন করিবে'। সুতরাং এই জাতেষ্টিন্যায় অনুসারে সন্তানের পিতামাতার যে জাতি, সেই জাতিতে প্রযুক্ত বিধি অনুসারে সন্তানের জাতকর্ম্মাদিসংস্কার সম্পাদিত হইবে, ইহাতে বিরোধ কোথায়? জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিষয়ে শাস্ত্রে মোটামুটী তিনপ্রকার ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়—(ক) পিতামাতা সমজাতীয় হইলে, (খ) বিষমজাতীয় হইলে এবং (গ) অজ্ঞাত হইলে। (ক) "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, একাদশবর্ষং রাজন্যং, দ্বাদশবর্ষং বৈশ্যম্", ইহা সমজাতীয় দম্পতি হইতে উৎপন্ন বালকের উপনয়নসংস্কারবোধক একটী শ্রুতিবাক্য। "রাজশ্বশুরাৎ যৎ" (পাঃ সূঃ ৪।১।১৩৭) ইত্যাদি সূত্রে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন—পিতামাতা উভয়েই ক্ষত্রিয় হইলে 'রাজন্+যৎ' প্রত্যয় করিয়া রাজন্য পদটী নিষ্পন্ন হয়। "ব্রাহ্মোঽজাতৌ" (ঐ ৬।৪।১৭১) ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন—'ব্রহ্মন্+অপত্যার্থে অন্' প্রত্যয় করিয়া ব্রাহ্মণশব্দটী নিষ্পন্ন হয়, তাহা ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত অপত্যে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যটী সমজাতীয় পিতামাতা হইতে উৎপন্ন সন্তানের উপনয়নসংস্কারের বিধায়ক। (খ) বিভিন্নজাতীয় পিতামাতা হইতে উৎপন্ন সন্তানের জাতকর্ম্মাদিবিধায়ক স্মৃতিবাক্য এই—"বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ। জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ। বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥ (ব্যাস সং ১।৭-৮), ইহার অর্থ—"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত সন্তানের সংস্কার ব্রাহ্মণের ন্যায় হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তানের সংস্কার বৈশ্যের ন্যায় হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যায় গর্ভজাত সন্তানের সংস্কার শূদ্রের ন্যায় হইবে"। আবার অন্যপ্রকার ব্যবস্থাও পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়। ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি" (মহাভাঃ অনুঃ ৪৭।২৮)। অর্থ স্পষ্ট (গ) পিতামাতা অজ্ঞাত হইলে ব্যবস্থা—"মাতাপিতৃভ্যাং যস্ত্যক্তঃ পথি যস্তং প্রকল্পয়েৎ। যো বর্ণঃ পোষয়েৎ

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

তং চ তদ্বর্ণঃ তস্য জায়তে।...তাবপি স্বাবিব সুতৌ সংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ" ॥ (মহাভাঃ অনুঃ ৪৯।২০-২৬)। এইস্থলে পালনকর্ত্তার জাতি অনুসারেই সংস্কার হইতেছে। উক্ত স্থলেই ক্ষেত্রজ প্রভৃতি সন্তানের সংস্কারব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। এইপ্রকার আরও সময়োপযোগী ব্যবস্থা স্মৃতিবিদ্গণ উদ্ধৃত করিতে পারেন.। এইরূপে ইহাই নির্ণীত হইল যে—জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের জন্য জাতকের গুণকর্ম্মের কোন অপেক্ষা নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে—জাতি সমজাতীয় মাতাপিতা হইতে জন্মগতমাত্র হইলে শাস্ত্রে উক্ত বিভিন্নপ্রকার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হইত না।

[জাতিশব্দের অর্থ বর্ণ ই হউক্ বা নিত্য জাতিই হউক্ ব্যক্তির জাতিপরিবর্ত্তন সম্ভব।]

কিন্তু তুমি জাতকর্ম্মাদির যে ব্যবস্থা প্রদর্শন করিলে তাহাতে তো জন্মগতজাতিই স্বীকৃত ও গুণকর্ম্মগতজাতি পরিত্যক্ত হইয়া পড়িল। তদুত্তরে গুণকর্ম্মগতজাতিবাদী বলেন—না, ত্যক্ত হয় না; সুপ্রাচীনকালে বয়ঃপ্রাপ্ত সেই বালকে যাদৃশ গুণকর্ম্ম পরিলক্ষিত হইত, তাদৃশ জাতিতেই সে নিবিষ্ট হইত। কিন্তু জাতি তো নিত্য পদার্থ, তাহার পরিবর্ত্তন কি প্রকারে হইবে? বলিতেছি—এইস্থলে ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত নিত্য জাতি বিবক্ষিত নহে; কারণ নিত্য জাতিকে সৃষ্টি করা যায় না। অথচ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" (গীতা ৪।১৩)। আবার "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ভগবতা পূর্ব্বং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা" (মহাভাঃ অনুঃ ১৪৩।২), "চাতুর্ব্বর্ণস্য কর্ম্মাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্ অসৃজৎ" (ঐ অনুঃ ৪৮।৩) ইত্যাদি বচনসকলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক বর্ণ ই সৃষ্ট হইয়াছে, ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত নিত্য জাতি নহে। আর গুণকর্ম্মানুসারে জাতকের সেই বর্ণেরই পরিবর্ত্তন সম্ভব। বর্ণ কি? "বর্ণ্যতে ইতি বর্ণঃ"—'যাহা বর্ণিত হয়, তাহাই বর্ণ'। যথা—"ব্রহ্ম—বেদঃ, তদধীতে, ইতি ব্রাহ্মণঃ" (শব্দকল্পদ্রুম), 'ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, যাঁহারা তাহা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ'। এইপ্রকারে বর্ণিত হয় বলিয়া বেদ যাঁহাদের প্রধান অবলম্বন, সেই ব্রাহ্মণ একটী বর্ণ। এইরূপে "ক্ষদতি—রক্ষতি জনান্ ইতি ক্ষত্রঃ", অথবা "ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রঃ" (ঐ), এইপ্রকারে বর্ণিত হয় বলিয়া ক্ষত্রিয় একটী বর্ণ। তদ্রূপ "পশূন্ বানিজ্যাদ্যুপযোগিনঃ লব্ধা বিশতি প্রতিষ্ঠাং লভতে, ইতি বৈশ্যঃ" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৭, নীলকণ্ঠ), এইরূপে বর্ণিত হয় বলিয়া বৈশ্য একটী বর্ণ। এইরূপে পরসেবাদিনা "শুচং শোকং, অভিদ্রুদ্রাব প্রাপ্তবান্ ইতি শূদ্রঃ" (১।৩।৩৪ ন্যায়নির্ণয়), এইরূপে বর্ণিত হয় বলিয়া শূদ্র একটী বর্ণ। অতএব অন্য বর্ণোচিত জাতকর্ম্মাদিদ্বারা সংস্কৃত হইলেও বয়ঃপ্রাপ্তবালকের বর্ণ গুণকর্ম্মানুসারে পরিবর্ত্তিত হইলে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। বস্তুতঃ কিন্তু 'জাতি' শব্দের অর্থ 'জন্ম', যথা—"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (যোঃ সূঃ ২।১৩)। পরবর্ত্তিকালে জাতির দ্বারা, অর্থাৎ জন্মের দ্বারা বর্ণতাপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়া পড়িলে জাতিশব্দ ও বর্ণশব্দ পর্য্যায়শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহা অনুমান করা চলিতে পারে। আর জাতিশব্দে যদি ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত "অনেকানুগত এক নিত্য পদার্থবিশেষকেই" গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ করা হয়, তাহাতেও ব্রাহ্মণত্বাদি জাতীর পরিবর্ত্তনে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না। কি প্রকারে? বলিতেছি—গুণকর্ম্ম এই নিত্য ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির উৎপাদক বা নাশক নহে, কিন্তু নিত্য জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধের নিয়ামক। কোন ব্যক্তিতে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান অসংখ্য

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

ব্রাহ্মণে বিদ্যমান যে নিত্য ব্রাহ্মণত্বজাতি, তাহা সেই ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্মবলে সেই ব্যক্তিতে সম্বদ্ধ হয়। আবার সেই ব্যক্তিতে যদি শূদ্রোচিত গুণকর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান অসংখ্য শূদ্রে বিদ্যমান যে নিত্য শূদ্রত্ব জাতি, তাহা সেই শূদ্রোচিত গুণকর্ম্মবলে সেই ব্যক্তিতে সম্বদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণত্বের সহিত সম্বন্ধনিয়ামক যে গুণকর্ম্ম, তাহা সেই ব্যক্তিতে না থাকায় সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না। এইপ্রকারে একই ব্যক্তিতে কালভেদে ব্রাহ্মণত্ব ও অব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে বলিয়া ব্যক্তিনিষ্ঠ নিত্যজাতিরও পরিবর্ত্তন সম্ভব। এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে—ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি জাতি নিত্য হইলেও যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব প্রভৃতি জাতিরই বা পরিবর্ত্তন হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা যায়—অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র্যই ইহার হেতু। মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব প্রভৃতি জাতি হয় সংস্থান-ব্যঙ্গ্য, অর্থাৎ তত্তৎ শরীরের তত্তৎ অবয়বসংস্থানদ্বারাই তাহারা অপরের জ্ঞানের বিষয় হয়। সেই অবয়বসংস্থান মনুষ্য ও পশুতে, যতকাল তাহার শরীর থাকে, ততকাল একই প্রকার থাকে। সেইহেতু সংস্থানব্যঙ্গ্য সেই মনুষ্যত্ব প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণত্বাদি গুণকর্ম্মব্যঙ্গ্য, সংস্থানব্যঙ্গ্য নহে; অর্থাৎ তত্তৎ গুণকর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি অপরের জ্ঞানের বিষয় হয়, শরীরের অবয়বসংস্থানের দ্বারা নহে। সেইহেতু গুণকর্ম্মরূপ অভিব্যঞ্জকের পরিবর্ত্তন হইলে অভিব্যঙ্গ্য ব্রাহ্মণত্বাদিরও পরিবর্ত্তন হয়, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না; কারণ অভিব্যঞ্জক যে গুণকর্ম্ম, তাহা জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধের নিয়ামক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বলা হয়—জাতি নিত্য পদার্থ, তাহা গুণকর্ম্মের নিয়মনকে অপেক্ষা করে না। তদুত্তরে বলিব—তাহা হইলে তাহা জন্মকেই বা অপেক্ষা করিবে কেন? ইহার কোন উত্তর তুমি দিতে পার না। অতএব ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিত্য হইলেও, ব্যক্তিতে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, ইহা সিদ্ধ হইল।

[সুপ্রাচীন আর্য্যসমাজে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণপরিবর্ত্তনে সূচক শাস্ত্রবাক্য।]

সুপ্রাচীনকালে গুণকর্ম্মানুসারে জাতির (—বর্ণের) পরিবর্ত্তন হইত, সেই বিষয়ে প্রমাণ এইসকল শাস্ত্রবাক্য, যথা—"এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা। শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥ সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি"॥ (মহাভাঃ অনুঃ ১৪৩।২৬, ৫১ ইত্যাদি)। অন্যত্র বর্ণচতুষ্টয়ের গুণকর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গে স্মৃতি বলিতেছেন—"সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা। তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র সঃ ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ"॥ (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৪)। অনন্তর বলিতেছেন—"শূদ্রে যদি এই সত্যাদি সপ্তপ্রকার গুণকর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যথা—"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ"॥ (ঐ ১৮৯।৮)। উক্তস্থলে টীকাকার পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"এতৎ সত্যাদি সপ্তকং দ্বিজে ত্রৈবর্ণিকে ধর্ম্ম এব বর্ণবিভাগে কারণং, ন জাতিঃ ইত্যর্থঃ। জাতি—জন্ম। আবার "একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠিরঃ। গুণক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্"॥ ইত্যাদি বচনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যঃ বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণঃ জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ"। (আপস্তম্ব ধর্ম্মসূঃ ২।৫।১১।১০-১১)। 'জাতিপরিবৃত্তি'—জাতিপরিবর্ত্তন

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

শ্রীমদ্ভাগবত "যস্য যল্লক্ষণম্" (৭।১১।৩২) ইত্যাদি শ্লোকেও গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্মৃতিবিদ্‌গণ এইপ্রকার বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিতে পারেন।

[গুণকর্ম্মানুসারে জাতিপরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত]

গার্গ্য [গার্গ্যগোত্রের প্রবর্ত্তক ?], ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণি, মৌদ্‌গল্যগোত্রের প্রবর্ত্তক মুদ্‌গল, ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাঃ ৯।২১, ১৯, ২০ এবং ৩৩ দ্রষ্টব্য)। ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌণক, এই শৌণকের বংশে বিভিন্নপ্রকার কর্ম্মবশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণই উৎপন্ন হইয়াছিল (বায়ুপুরাণ ৯২। ৪-৫ ; বিষ্ণুপুরাণ ৪।৮।১)। ক্ষত্রিয় ঋষভদেবের ৮১ জন পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাঃ ৫।৪।১১)। বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের ক্রোধে (মহাভাঃ অনু ৩৫।১৮) এবং ব্রাহ্মণগণের অদর্শনবশতঃ (—শিক্ষাদানরূপ অনুগ্রহের অভাববশতঃ, নীলকণ্ঠ) বৃষলত্ব (—শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ঐ ৩৩।২১-২২)। ক্ষত্রিয় বীতহব্য ভৃগুমুনির কৃপায় ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন (মহাভাঃ অনুঃ ৩০।৫৭)। "প্রজাপতি দক্ষের কন্যা কশ্যপপত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতীয় মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল" (বাল্মীরাঃ ৩।১৪।২৯)। এইস্থলে একই পিতামাতার সন্তান গুণকর্ম্মানুসারে চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইপ্রকার অর্থই অঙ্গীকার করিতে হইবে। "ঋষিগণ যেখানে সেখানে পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বীয় তপস্যাপ্রভাবে তাঁহাদের ঋষিত্ব (—ব্রাহ্মণত্ব) বিধান করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, শূদ্রাতে উৎপন্ন কাক্ষীবানপুত্র (ইনি নিষাদ না হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন), দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি এই বিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত (মহাভাঃ শাঃ ২৯৬।১৩-১৪)। সুপ্রসিদ্ধ বেদব্যাস এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রও এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয়জয় ও ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মগুণের অধিকারী হইবার জন্য ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের তপস্যার বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণ ১।৫৭-৬৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। এইপ্রকার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাস ও পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তপস্যাপ্রভাবে উৎপন্ন অদৃষ্টবিশেষের বলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন, ইহা বলা চলে না ; কারণ "দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ", এই উভয়মীমাংসাসম্মত ন্যায়বলে দৃষ্ট ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্মের দ্বারা সম্ভব হইলে 'অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা' অনুচিত। আর উদ্ধৃত শৌণকবংশীয় যাঁহাদের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল, জন্মগতজাতীবাদী শূদ্রোচিত গুণকর্ম্মব্যতিরেকে তাঁহাদের শূদ্রত্বপ্রাপ্তির কি হেতু নিরূপণ করিবেন ? অতএব ইহাই নির্ণীত হয় যে—সুপ্রাচীনকালে জাতি ছিল গুণকর্ম্মগত ও পরিবর্ত্তনশীল। জন্মগত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইত না।

[গুণকর্ম্মগতজাতির জন্মগতজাতিতে ক্রমপরিণতি]

শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মসকল বর্ণানুযায়ী বিহিত হইয়াছে, * ইহা বৈদিক ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব। সুতরাং ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না যে সুপ্রাচীনকালে ইহলোক ও পরলোক অভ্যুদয়কামী ধার্ম্মিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে তত্তৎ বর্ণে অভিহিত করিতেন ও তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, অন্যথা অঙ্গহানিবশতঃ কর্ম্মটীই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, তাহার ফল লব্ধ হইবে না।

---

* 'যদি ব্রাহ্মণো যজেত বার্হস্পত্যং মধ্যে নিধায় আহুতিম্ আহুতিম্ হুত্বা অভিঘারয়েৎ। যদি বৈশ্যঃ বৈশ্বদেবম্। যদি রাজন্যঃ ঐন্দ্রম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫০, প্রকটার্থবিবরণে উদ্ধৃত)। বার্হস্পত্যম্, বৈশ্বদেবম্ এবং ঐন্দ্রম্ এইশব্দগুলির অর্থ—তত্তৎ দেবতাসম্বন্ধি হবনীয় দ্রব্য। 'অভিঘারণ' শব্দের অর্থ—আজ্যসম্পাৎ। "যদি সোমঃ ব্রাহ্মণানাং সঃ ভক্ষঃ। যদি দধি বৈশ্যানাং সঃ ভক্ষঃ। যদ্যপঃ শূদ্রাণাং সঃ ভক্ষঃ" (ঐতঃ ব্রাঃ ৩৫।৩।২৯)। "ক্ষত্রিয়ঃ যজমানঃ, অথ অস্য স্বো ভক্ষঃ

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব বড়ই বিচিত্র, প্রশংসনীয় হইলে নিজেতে বিদ্যমান থাকুক, বা না থাকুক, তাদৃশ গুণকর্ম্ম নিজেতে খ্যাপন করিতে সে বড়ই উৎসুক। এইহেতু শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মের সাঙ্গতার জন্য গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণনিয়মন কালক্রমে রাজার কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাক্যসকল সেই বিষয়ে প্রমাণ, যথা—"অথ রাজধর্ম্মাঃ, প্রজাপরিপালনম্, বর্ণাশ্রমাণাং স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থাপনম্" (বিষ্ণু সং ৩ অঃ)। "দেশধর্ম্মজাতিধর্ম্মকুলধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব এতান অনুপ্রবিশ্য রাজা চতুরো বর্ণান্ স্বধর্ম্মে স্থাপয়েৎ" (বাসিষ্ঠ সং ১৯।৫) "যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতা, তেষাং শাস্তিকরো রাজা" (অত্রি সং ১৭)। "সায়ং প্রাতঃ সদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রা নো উপাসতে। কামং তান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মসু যোজয়েৎ" (বৌধায়ন স্মৃতি ২।৪।২০] ইত্যাদি এই জাতীয় বহু স্মৃতিবচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র জাতকের বর্ণনির্দ্দেশকরতঃ সম্ভবতঃ এই সময়ে নৃপতিগণকে প্রজাগণের বর্ণনিয়মনে সহায়তা করিত। আমাদের জন্মপত্রিকাতে জাতকের বর্ণনির্দ্দেশ অদ্যাপিও পরিদৃষ্ট হয়। কালক্রমে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, সমাজের উচ্চস্তরে সুযোগ সুবিধা ও সম্মানের বাহুল্যবশতঃ স্বাভাবিক গুণকর্ম্মানুসারে স্বীয় বর্ণনিয়মনে উচ্চবর্ণীয় জনগণের অনিচ্ছা, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক সার্ব্বভৌম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতির অভাব, স্বীয় সন্তানসন্ততির প্রতি পিতামাতার রক্ষণশীল মনোভাব, পৈতৃক বৃত্তিতে সন্তানের পারদর্শিতা, সাঙ্গ মুখ্যবেদ ও ধনুর্ব্বেদাদিতে আবাল্য মৃত্যুপর্য্যন্ত একনিষ্ঠ অভ্যাসের আবশ্যকতা, শিক্ষার তারতম্য ও অভাববশতঃ আচার ব্যবহার ও কৃষ্টির তারতম্য, ইত্যাদি নানা কারণে এই গুণকর্ম্মগত বর্ণবিভাগ পরবর্ত্তিকালে জন্মগতজাতিবিভাগে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়। কিন্তু তাদৃশ পরিস্থিতিতেও নৃপতিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত জাতিচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসাঙ্কর্য্য নিবারণের প্রয়াস করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্র-তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন (বাল্মীকি রাঃ উত্তঃ ৮৯ অঃ) বর্ণসকলের এই ধর্ম্মসাঙ্কর্য্য নিবারণের প্রয়াসমাত্র ; "চাতুর্বর্ণ্যঞ্চলোকেঽস্মিন্ স্বেস্বে ধর্ম্মে নিযোক্ষ্যতি" (বাল্মীঃ রাঃ ১।১।৯৭) এবং "বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ" (অত্রি সং ১৯) ইত্যাদি বচন হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই অবগত হওয়া যায় *। মহাভারত শাঃ ৭৭ অধ্যায় কেকয়োপাখ্যানে নৃপতিগণের এতদ্বিষয়ক প্রচেষ্টার আরও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

[সঙ্করজাতির উৎপত্তি]

নৃপতিগণের প্রচেষ্টার ফলে ধর্ম্মসাঙ্কর্য্য বহুকাল পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে নিয়মিত হইলেও বর্ণসাঙ্কর্য্য কিন্তু নিয়মিত হইবার আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই। বস্তুতঃ সেই সুপ্রাচীন আর্য্য-সমাজে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ ছিল না। সেইহেতু আমরা দেখিতে পাই

ন্যগ্রোধস্যাবরোধশ্চ (ঐ ৩৫।৪।৩০)। ন্যগ্রোধাবরোধ শব্দের অর্থ—বটবৃক্ষের জটা। "এহীতি ব্রাহ্মণস্য, আগহাদ্রবেতি বৈশ্যস্য চ রাজন্যবন্ধোশ্চ। আধাবেতি শূদ্রস্য" (শতঃ ব্রাঃ ১।১।৪।১২) ইত্যাদি এইপ্রকার বহু বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। [আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের ১।১৯।৯ ভাষ্যে শূদ্রশব্দে 'নিষাদস্থপতি' (পূঃ মীঃ ৬।১।১৩ অধিঃ) গৃহীত হইয়াছে]। এইভাবে একই কর্ম্ম বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্নভাবে এবং রাজসূয়াদি বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন বর্ণের জন্য শ্রুতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বর্ণানুযায়ী ধর্ম্মব্যবস্থারূপ এই নির্দ্দোষ ব্যবস্থা কালক্রমে জন্মগতজাতিভেদের হেতু হইয়া পড়িয়াছে।

* কালক্রমে এইপ্রকার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কারণ "তপঃ সর্ব্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে" (মহাভাঃ শাঃ ২৯৫।১৪), ইত্যাদি বচন হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতি অবগত হওয়া যায়। ("হীনস্য—দমদয়াদানাদিহীনস্য শূদ্রাদেঃ"—নীলকণ্ঠ)।

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির সহিত ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির বিবাহ (শ্রীমদ্ভা ৯।১৮), ব্রাহ্মণ অরিষ্টনেমির দুহিতা সুমতির সহিত ক্ষত্রিয় রাজা সগরের বিবাহ (বাল্মীকি রাঃ ১।৩৮।৪), ক্ষত্রিয় গাধিরাজতনয়া সত্যবতীর সহিত ব্রাহ্মণ ঋষি ঋচীকের বিবাহ (ঐ ১।৩৪।৭ ; শ্রীমদ্ভাঃ ৯।১৫) ইত্যাদি। এই বিবাহের সন্তানগণ পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। সেইহেতু দেবযানির গর্ভজাত যযাতিপুত্র যদু ও তুর্ব্বসু এবং সুমতির গর্ভজাত সগরপুত্রগণ হইয়াছিলেন ক্ষত্রিয়। আর ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি এবং ক্ষত্রিয় প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার গর্ভজাত জমদগ্নিপুত্র ভগবান্ পরশুরাম হইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ। 'রাজা দশরথের রাজ্যে সঙ্করজাতি ছিল না' ["ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ" বাল্মী রাঃ ১।৬।১২), ইহার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, তাৎকালিক সমাজে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ হইত না। সন্তান পিতার, অথবা মাতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া সঙ্করজাতির প্রশ্নই তৎকালে উঠে নাই। শব্দভেদী বাণদ্বারা দশরথ কর্ত্তৃক নিহত বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে উৎপন্ন ঋষিকুমার এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত (বাল্মীঃ রাঃ ২।৬৩।৫১)। শূদ্রাতে উৎপন্ন হইলেও পিতার জাতি প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি স্বরাদিসহ বেদপাঠ, সন্ধ্যাবন্দনার অনুষ্ঠান এবং পিতার অগ্নিহোত্রে প্রতিনিধিত্ব করিতেন (ঐ ২।৬৪।৩৩)। সঙ্করজাতি হইলে তাহা সম্ভব হইত না। কালক্রমে কিন্তু এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন বর্ণচতুষ্টয়ের অনুলোম ও বিলোমক্রমে বিবাহজ সন্তান এক একটী নূতন জাতিরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। তখন বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যায় গর্ভজাত ক্ষত্রিয় সন্তান 'সূত'নামক এবং বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণসন্তান 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত' নামক সঙ্করজাতিরূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৯১—৯৩)। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮ ও ৪৯ অধ্যায়, মনু সং ১০ অধ্যায়, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৯১-৯৬ ইত্যাদি স্থলে এই সঙ্করজাতি-সকলের * উৎপত্তিক্রম দেখিতে পারেন। তাৎকালিক সমাজব্যবস্থাপকগণ কীদৃশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে নানাপ্রকার সঙ্করজাতি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাদৃশ সন্তান পিতা বা মাতার জাতি অনুসারে কেন মূল চারিটী বর্ণে নিবদ্ধ থাকে নাই, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। আমাদের মনে হয়—যখন হইতে সমাজজীবনে এই বর্ণসঙ্করশব্দটী প্রবিষ্ট হইয়াছে; তখন হইতেই হইয়াছে আমাদের অধঃপতনের সূচনা। আর্য্যসমাজ যদি ভগবৎসৃষ্ট মূল চারিটী বর্ণেই নিবদ্ধ থাকিত, মনুষ্যকৃত নানা জন্মগত জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত না হইয়া পড়িত, তাহা হইলে সমাজ এতটা বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত না। যে জাতির শাস্ত্র বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১), উক্ত বর্ণসঙ্করজাতি স্বীকৃতির ফলে তাঁহাদের সমাজব্যবস্থা আজ অস্পৃশ্যতারূপ পূতিগন্ধে সমগ্র দেশকে ব্যাপ্তকরতঃ সর্ব্বপ্রকারেই উন্নতির পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে।

---

* সুপ্রাচীনকালে কিন্তু বিবাহব্যতিরিক্তস্থলে বর্ণচতুষ্টয়ের ব্যভিচারজাত সন্তানসন্ততি, সগোত্রাদিবিবাহজ সন্তান-সন্ততি এবং উপনয়নাদিসংস্কারের অভাবে বৈধ সন্তানসন্ততিই বর্ণসঙ্কর আখ্যায় আখ্যাত হইত, "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম-বেদ্যাবেদনেন চ। স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" ॥ (মনু সং ১০।২৪) ইত্যাদি মনুবচন ও তাহার টীকা হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই প্রতিভাত হয়। কালক্রমে কিন্তু বর্ণচতুষ্টয়ের অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে বিবাহজ সন্তানসন্ততিও পিতা অথবা মাতার জাতি প্রাপ্ত না হইয়া বর্ণসঙ্কর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে (মনু সং ১০।২৫ ইত্যাদি), ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ যাহা মনুষ্যের আয়ত্তাতীত ও প্রবৃত্তিবশে মনুষ্য যাহা প্রায়ই অনুষ্ঠান করিয়া বসে, এতাদৃশ (সগোত্রবিবাহ ও ব্যভিচারাদি] বিষয় অপেক্ষা, যাহা কোন কারণবশতঃ সমাজবদ্ধ মনুষ্য সমষ্টিগতভাবে বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে; তাদৃশ বিষয় পরেই সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা সমাজজীবনে দৃষ্টসিদ্ধ।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥১।৩।৩৪॥

পদচ্ছেদ—শুক্, অস্য, তদনাদরশ্রবণাৎ, তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে, হি।

সূত্রার্থ—[সম্বর্গবিদ্যায়াং শ্রূয়তে—"হারেত্বা শূদ্র" (ছাঃ ৪।২।৩) ইত্যাদি তত্র শ্রূয়মাণস্য শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে 'অস্তি,' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অস্য**—জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়স্য, **তদনাদরশ্রবণাৎ**-তস্য—হংসস্য অনাদর-সূচকবাক্যশ্রবণাৎ, [যা] **শুক্**—শোকঃ [উৎপন্নঃ, সঃ রৈক্বেণ স্বস্য সর্ব্বজ্ঞত্বখ্যাপনার্থং শূদ্রশব্দেন] **সূচ্যতে**—জ্ঞাপ্যতে। [যোগেনাপি শূদ্রশব্দস্য ক্ষত্রিয়পরত্বম্ আহ—] **তদাদ্রবণাৎ**—হংসবাক্যশ্রবণনন্তরং বিদ্যারাহিত্যজনিতয়া শুচা জানশ্রুতিঃ তং রৈক্বং প্রতি দুদ্রাব—গতবান তস্মাৎ [শূদ্রঃ জানশ্রুতিঃ উচ্যতে। অতঃ ন জাতিশূদ্রস্য শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ]। **হিশব্দঃ**—শ্রুত্যযৌগিকার্থলাভে অনন্বিত রূঢ়্যর্থঃ ত্যাজ্যঃ ইতি ন্যায়দ্যোতনার্থঃ।

অনুবাদ—[শ্রুতিতে সম্বর্গবিদ্যাতে পঠিত হইতেছে—"ওহে শূদ্র, হার তোমারই

ভাবদীপিকা [শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্ম্মগতজাতিভেদই শাস্ত্রসম্মত]

জাতিস্বীকৃতি জন্মগত হইয়া পড়িবার পরেও এবং সঙ্করজাতি স্বীকৃতির পরেও কিন্তু কোন না কোন প্রকারে জাতিপরিবর্ত্তন সমাজে প্রচলিত ছিল, "জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ" (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৯৬) ইত্যাতি যাজ্ঞবল্ক্যবচন হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। [ভাট্টমত আলোচনা-কালে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে]। তৎকালীন সমাজে এইপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনকারী দ্রোণচার্য্য ক্ষত্রিয়রূপে এবং শিশুহন্তা ক্রূর অশ্বত্থামা শূদ্ররূপে পরিণত না হইয়া ব্রাহ্মণরূপেই পরিগণিত হইতেন। কালক্রমে এই ব্যবস্থাও পরিত্যক্ত হইয়া "দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতা" ॥ (অত্রি সং ৩৬৪) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত অবস্থাতে আর্য্যসমাজ উপনীত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে বর্ণিত দেবব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, ইত্যাদির বর্ণনা অত্রি সং ৩৬৫ হইতে এবং মহাভারত শাঃ ৭৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকটীকে ইদানীন্তনকালীন সকল বর্ণেরই অবস্থার জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে, আজ সকল বর্ণেরই অবস্থা সমান। কিন্তু বর্ত্তমানকালীন অবস্থাও যে কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। গুণকর্ম্মানু-সারে ভগবৎসৃষ্ট মূল্য বর্ণচতুষ্টয়ের এইপ্রকার ক্রমপরিণতিই শাস্ত্রালোচনা হইতে নির্ণীত হয়।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, শতধা বিভক্ত এই হিন্দুজাতি বস্তুতঃ একই আর্য্যজাতি। একই পিতৃপুরুষের শোণিতধারা সকলের ধমনাতেই প্রবাহিত। ইহাদের মধ্যে কেহই বিজিত বা বিজেতা নহে। শূদ্রগণ সৃষ্টিকর্ত্তার পদ হইতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট জাতিও নহেন। অথবা শূদ্রগণ ও শূদ্রধর্ম্মা সঙ্করজাতিগণ অনার্য্য জাতিও নহেন। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণের ন্যায় ব্রাহ্মণগণেরই ইঁহারা বংশধর। বেদে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ এবং বর্ণানুসারে ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হওয়ায় সেই সূত্র অবলম্বনে বেদানুসরণকারী আর্য্যগণ নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কালক্রমে বর্ত্তমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছেন এবং বেদত্যাগাদি পূর্ব্বোক্ত হেতুসকলবশতঃ আর্য্যসমাজের এক বিরাট অংশ শূদ্রনামে ও শূদ্রধর্ম্মা নানাবিধ সঙ্করজাতি নামে অভিহিত হইতেছেন। [এই বিচার সম্পূর্ণরূপেই আমাদের]।

থাকুক্" ইত্যাদি। সেইস্থলে শ্রূয়মাণ যে শূদ্র, তাহার ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'আছে'। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] অস্য—জানশ্রুতি নামক ক্ষত্রিয়ের, তদনাদরশ্রবণাৎ—সেই হংসের অনাদরসূচক বাক্য শ্রবণবশতঃ [যে] শুক্—শোক [উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা রৈককর্তৃক স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা খ্যাপনের জন্য 'শূদ্র' এই শব্দের দ্বারা] সূচ্যতে—জ্ঞাপিত হইতেছে। [শব্দের যৌগিক বৃত্তির দ্বারা শূদ্রশব্দের অর্থ ক্ষত্রিয়ও হয়, ইহা বলিতেছেন—] তদাদ্রবণাৎ—হংসের বাক্য শ্রবণের পর বিদ্যাহীনতাজনিত শোকবশতঃ জানশ্রুতি সেই রৈকের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এইহেতু [জানশ্রুতি শূদ্ররূপে কথিত হইতেছেন। অতএব জাতিশূদ্রের বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই]। হিশব্দটী—শ্রৌত যৌগিকার্থ লব্ধ হইলে অনন্বিত রূঢ় অর্থ (—যে রূঢ় অর্থ সঙ্গত নহে, তাহা) ত্যাজ্য, এই যুক্তিটী সূচনা করিবার জন্য।

[৭৬৪ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মম্ অপোহ্য দেবাদীনামপি বিদ্যাসু অধিকারঃ উক্তঃ, তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যাপি অধিকারঃ স্যাৎ ইতি এতাম্ আশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুম্ ইদম্ অধিকরণম্ আরভ্যতে।১ তত্র শূদ্রস্যাপি অধিকারঃ স্যাৎ ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্, অর্থিত্বসামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ; "তস্মাৎ শূদ্রঃ যজ্ঞে অনবক্‌প্তঃ" (তৈঃ সং ৭।১।১৬) ইতিবৎ 'শূদ্রঃ বিদ্যায়াম্ অনবক্‌প্তঃ' ইতি চ নিষেধাশ্রবণাৎ।২ যচ্চ কর্ম্মসু অনধিকারকারণং শূদ্রস্য অনগ্নিত্বং, ন তৎ বিদ্যাসু অধিকারস্য অপবাদকং লিঙ্গম্।৩ নহি

ভাষ্যানুবাদ

[অধিকরণসঙ্গতি। শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকারবিষয়ে আশঙ্কা।]

যেমন [ব্রহ্মবিদ্যাতে] মনুষ্যের অধিকারনিয়মকে (—মনুষ্যেরই অধিকার আছে অপরের নাই, এইপ্রকার ব্যবস্থাকে) নিরাকৃত করিয়া দেবতা প্রভৃতিরও [নির্গুণব্রহ্ম-] বিদ্যাসকলে অধিকার কথিত হইয়াছে, সেইপ্রকারেই [বেদবিহিত ব্রহ্মবিদ্যাতে] দ্বিজাতির অধিকারনিয়মকে (—দ্বিজাতিরই অধিকার আছে, অপরের নাই, এইপ্রকার ব্যবস্থাকে) নিরাকরণদ্বারা শূদ্রেরও [তাহাতে] অধিকার হইবে, ইত্যাদি এই আশঙ্কাকে নিরাকরণ করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে।১

[পূঃ—শ্রৌত ও স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে অর্থিত্বাদিবিশিষ্ট শূদ্রের শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার।]

পূর্ব্বপক্ষ—তাহাতে (—শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে) শূদ্রেরও অধিকার হইবে, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল, যেহেতু [তাহার ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক] অর্থিত্ব ও সামর্থ্য সম্ভব এবং যেহেতু "সেইহেতু (—সংস্কৃত অগ্নিবিহীন হওয়ায়) শূদ্র যজ্ঞসম্পাদনে অসমর্থ", ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় 'শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যাতে অসমর্থ', এইপ্রকার নিষেধ শ্রুতিতে পঠিত হয় নাই।২ আর কর্ম্মসকলে শূদ্রের অধিকার না থাকার প্রতি কারণ যে অনগ্নিত্ব (—আধানসিদ্ধ আহবনীয়াদি সংস্কৃত বহ্নির অভাববান্ হওয়া), তাহা বিদ্যাসকলে অধিকারের নিবর্ত্তক লিঙ্গপ্রমাণ হইতে পারে না।৩ যেহেতু যিনি আহবনীয়াদি

শাঙ্করভাষ্যম্

আহবনীয়াদিরহিতেন বিদ্যা বেদিতুং ন শক্যতে ।৪ ভবতি চ শ্রৌতং লিঙ্গং শূদ্রাধিকারস্য উপোদ্বলকম্।৫ সম্বর্গবিদ্যায়াং হি জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং শুশ্রূষুং শূদ্রশব্দেন পরামৃশতি—"অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিঃ অস্তু" (ছাঃ ৪।২।৩) ইতি।৬ বিদুর-প্রভৃতয়শ্চ শূদ্রযোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ স্মর্য্যন্তে ।৭ তস্মাৎ অধিক্রিয়তে শূদ্রঃ বিদ্যাসু ইতি ।৮ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন শূদ্রস্য অধিকারঃ, বেদাধ্যয়নাভাবাৎ।৯ অধীত-বেদঃ হি বিদিতবেদার্থঃ বেদার্থেষু অধিক্রিয়তে ।১০ ন চ শূদ্রস্য

ভাষ্যানুবাদ

অগ্নিরহিত, তিনি ব্রহ্মবিদ্যাকে অবগত হইতে পারিবেন না, ইহা বলা যায় না ।৪ পরন্তু শূদ্রের [ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকারের সমর্থক শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণ আছে ।৫ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু সম্বর্গবিদ্যাতে [ব্রহ্মবিদ্যা] শ্রবণেচ্ছু জানশ্রুতি পৌত্রায়ণকে (—জনশ্রুতের পুত্রের পৌত্র জানশ্রুতিকে) শূদ্রশব্দের দ্বারা [শ্রুতি] উল্লেখ করিতেছেন, যথা—"ওহে শূদ্র (২) গাভীগণের সহিত কণ্ঠহার ও রথ তোমারই থাকুক্," ইত্যাদি ।৬ [শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারবিষয়ে স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন] আর শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইলেও বিদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানসম্পন্নরূপে স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছেন ।৭ সেইহেতু (—ব্রহ্মবিদ্যারূপ শ্রেয়ঃসাধনের প্রতি শূদ্রের অর্থিত্ব ও সামর্থ্য থাকায় তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, এই যুক্তিপুষ্ট লিঙ্গপ্রমাণ আছে বলিয়া) শূদ্র [শ্রৌত] ব্রহ্মবিদ্যাসকলে অধিকারী ।৮

[সিঃ—অদৃষ্টোৎপাদক সংস্কৃতবেদাধ্যয়নে অনধিকারবশতঃ শ্রৌতবিদ্যাতে জাতিশূদ্রের অনধিকার ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি, বেদাধ্যয়নের অভাববশতঃ শূদ্রের [শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার নাই ।৯ যেহেতু যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বেদের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদপ্রতিপাদিত বিষয়সকলে অধিকারী (৩) ।১০ শূদ্রের কিন্তু বেদাধ্যয়ন নাই কারণ উপনয়নপূর্ব্বকই

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষীর মতে—এই শূদ্রশব্দটী শূদ্রের শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারবোধক লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ তাহা শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার দ্যোতন করিতেছে ।

(৩) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অধ্যয়নবিধিবলে গুরুর উচ্চারণের অনূচ্চারণকরতঃ বেদব্রত, ক্রম ও স্বরাদিসহ যে বেদাক্ষরসকলের উচ্চারণ, তাহাকে বলে 'বেদের সংস্কার' । সেইভাবে পঠিত যে বেদ, তাহাকে বলে 'সংস্কৃত বেদ' । যেমন আধানক্রিয়াসিদ্ধ যে আহবনীয়াদি সংস্কৃত বহ্নি, তাহাই যজ্ঞাঙ্গ হইয়া থাকে, তদ্রূপ "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৫।৭।২) এই অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ যে 'সংস্কৃত বেদ', তাহাই পুরুষের বেদাধ্যয়নজনিত অদৃষ্টের

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদাধ্যয়নম্ অস্তি, উপনয়নপূর্ব্বকত্বাৎ বেদাধ্যয়নস্য।১১ উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ।১২ যত্তু অর্থিত্বং, ন তৎ অসতি সামর্থ্যে অধিকারকারণং ভবতি।১৩ সামর্থ্যম্ অপি ন লৌকিকং কেবলম্ অধিকারকারণং ভবতি, শাস্ত্রীয়ে অর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্য অপেক্ষিতত্বাৎ।১৪ শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্য অধ্যয়ননিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ।১৫ যচ্চ ইদং "শূদ্রঃ যজ্ঞে অনবকৢপ্তঃ" ইতি, তন্ন্যায়পূর্ব্বকত্বাৎ বিদ্যায়াম্ অপি অনবকৢপ্তত্বং দ্যোতয়তি, ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ।১৬ যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং শূদ্রশব্দশ্রবণং লিঙ্গং মন্যসে, ন তৎ লিঙ্গং, ন্যায়াভাবাৎ।১৭ ন্যায়োক্তে হি

ভাষ্যানুবাদ

বেদাধ্যয়নে অধিকার হয়।১১ আর উপনয়ন [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই] বর্ণত্রয়কে বিষয় করে।১২ আর যে অর্থিত্বের কথা বলা হইয়াছে (২ বাক্য), সামর্থ্য না থাকিলে তাহা অধিকারের প্রতি কারণ হয় না (১৷৩৷৭ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ)।১৩ আর কেবল [ধন, শারীরিক ও মানসিক পটুতা প্রভৃতি] লৌকিক সামর্থ্যও অধিকারের প্রতি কারণ নহে, যেহেতু শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য অপেক্ষিত।১৪ আর যেহেতু শাস্ত্রীয় যে সামর্থ্য, তাহা [শূদ্রের পক্ষে বেদের] অধ্যয়ন নিরাকরণ-দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে।১৫ [আর যে বলা হইয়াছে 'শূদ্রঃ বিদ্যায়াম্ অনবকৢপ্তঃ', এইপ্রকার নিষেধবচন নাই (২ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "শূদ্র যজ্ঞসম্পাদনে অসমর্থ", এই যে বাক্য, তাহা ন্যায়পূর্ব্বক (—যুক্তিসিদ্ধ) হওয়ায় বিদ্যাতেও [শূদ্রের] অসামর্থ্য দ্যোতনা করিতেছে, কারণ [অদৃষ্টোৎপাদক যে সংস্কৃত বেদার্থজ্ঞান, তাহার অভাবরূপ] যুক্তি [কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা] উভয়ত্রই সমান।১৬ আর সম্বর্গবিদ্যাতে শূদ্রশব্দের শ্রবণকে যে [শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারজ্ঞাপক] লিঙ্গপ্রমাণ মনে করিতেছ, তাহা লিঙ্গপ্রমাণই নহে; যেহেতু [সেই বিষয়ে] অনুকূল যুক্তি নাই।১৭ [যদি বলা হয়—যুক্তি না থাকিলেও লিঙ্গপ্রমাণবলে তাহা সিদ্ধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যুক্তিসঙ্গতভাবে

ভাবদীপিকা

উৎপাদক হইয়া থাকে। অতএব উক্ত বিধিবলে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত স্বর ও ক্রমাদি সহিত অধীতবেদ পুরুষের যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, সেই অদৃষ্ট সহিত যে বেদাধ্যয়নজন্য বেদার্থজ্ঞান, তাহা যে পুরুষের থাকে, সেই পুরুষই শ্রৌত কর্ম্ম ও শ্রৌত বিদ্যাসকলে অধিকারী। ইহা অঙ্গীকার না করিলে উক্ত অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। উক্ত অধ্যয়নবিধি অনুসারে গুরুর নিকট ক্রম ও স্বরাদিসহ বেদগ্রহণ না করিয়া লিখিতপাঠ হইতে বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের উক্তপ্রকার অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তি শ্রৌত কর্ম্ম ও শ্রৌত বিদ্যাতে অধিকারী হইতে পারেন না। [ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

লিঙ্গদর্শনং দ্যোতকং ভবতি ।১৮ ন চ অত্র ন্যায়ঃ অস্তি।১৯ কামং চ অয়ং শূদ্রশব্দঃ সম্বর্গবিদ্যায়াম্ এব একস্যাং শূদ্রম্ অধিকুর্য্যাৎ, তদ্বিষয়ত্বাৎ ; ন সর্ব্বাসু বিদ্যাসু ।২০ অর্থবাদস্থত্বাৎ তু ন ক্বচিদপি অয়ং শূদ্রম্ অধিকর্ত্তুম্ উৎসহতে।২১ শক্যতে চ অয়ং শূদ্রশব্দঃ অধিকৃতবিষয়ঃ যোজয়িতুম্ ।২২ কথম্ ইতি ?২৩ উচ্যতে—"কম্ উ অরে এনম্ এতৎ সন্তং সযুগ্বানম্ ইব রৈক্কম্ আত্থ" (ছাঃ ৪।১।৩)

ভাষ্যানুবাদ

কথিত বিষয়ে যে লিঙ্গপ্রমাণ দৃষ্ট হয়, তাহা হয় [প্রতিপাদ্য বস্তুর সিদ্ধির প্রতি] দ্যোতক ।১৮ এখানে কিন্তু কোন যুক্তি নাই [কারণ অদৃষ্টোৎপাদক সংস্কৃতবেদার্থ-জ্ঞানলাভে শূদ্রের যে অসামর্থ্য, তন্মূলক যুক্তির দ্বারা তাহার অর্থিত্বাদির সম্ভাবনা-ঘটিত যুক্তি (২ বাক্য), নিরস্ত হইয়াছে] ।১৯

[সিঃ—মাত্র সম্বর্গবিদ্যাতে জাতিশূদ্রের অধিকার স্বীকৃতি ও তাহা অস্বীকারে যুক্তি।]

[যদি বলা হয়—শূদ্রধর্ম্মা হইলেও নিষাদশব্দের শ্রবণবশতঃ নিষাদস্থপতির (১।৩।৫ অধিঃ ১২ ভাবদীঃ) যেমন রৌদ্রেষ্টিতে অধিকার অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ সম্বর্গবিদ্যাতে শূদ্রশব্দ শ্রুত হইতেছে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার স্বীকার করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই শূদ্রশব্দটী একমাত্র সম্বর্গবিদ্যাতে যদি শূদ্রকে অধিকারী করে, তাহা করুক্, যেহেতু ইহা তাহাকে বিষয় করে (—শূদ্র-শব্দ শক্তিবৃত্তিতে শূদ্রজাতিকে সমর্পণ করে) ; কিন্তু [এই শূদ্রশব্দ] সকলপ্রকার বিদ্যাতে তাহাকে অধিকারী করিতে পারে না ।২০ [এক্ষণে এই স্বীকৃতিকে ত্যাগ করিতেছেন – বিধিবাক্যে পঠিত হওয়ায় নিষাদশব্দ নিষাদজাতির অধিকারের সমর্পক হইয়াছে], কিন্তু অর্থবাদবাক্যে পঠিত হওয়ায় ইহা (—শূদ্রশব্দ) কোনস্থলেই (—শ্রৌত কোন বিদ্যাতেই) শূদ্রকে অধিকারী করিতে পারে না (৪) ।২১

[সিঃ—শূদ্রশব্দের যৌগিকার্থগ্রহণে যুক্তি, শোকগ্রস্ত ব্যক্তিই শূদ্রশব্দের অর্থ, জাতিশূদ্র নহে।]

[আচ্ছা, তাহা হইলে অত্রস্থ শূদ্রশব্দটীর অর্থ কি ? তাহা বলিতেছেন—] এই শূদ্রশব্দটীকে কিন্তু অধিকৃতবিষয়ে (—অধিকারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে) যোজনা করিতে পারা যায় ।২২ কিপ্রকারে ?২৩ তাহা বলা হইতেছে—"ওহে কিপ্রকার মহিমাযুক্ত কাহাকে লক্ষ্য করিয়া সযুগ্বা (—বলীবর্দ্দযুক্ত শকটের সহিত বর্ত্তমান) রৈক্কের ন্যায় বলিলে (—রৈক্ককে যাহা বলা উচিত, তাহা কোন্

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'শূদ্র' শব্দরূপ লিঙ্গপ্রমাণটীর (২ ভাবদীঃ) দুর্ব্বলতা সূচিত করিলেন, কারণ অর্থবাদবাক্যে যাহা পঠিত হয়, তাহা তাৎপর্য্যবান্ নহে, 'অন্যার্থদর্শন' মাত্র। [প্রমাণসকলের পরিচয় দ্রষ্টব্য]। অধ্যয়নবিধির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া এই অর্থবাদ ভূতার্থবাদ নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি অস্মাৎ হংসবাক্যাৎ আত্মনঃ অনাদরং শ্রুতবতঃ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য, শুক্ উৎপেদে, তাম্, ঋষিঃ রৈক্বঃ শূদ্রশব্দেন অনেন সূচয়াম্বভূব আত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞতাখ্যাপনায় ইতি গম্যতে, জাতিশূদ্রস্য অনধিকারাৎ।২৪ কথং পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুক্ উৎপন্না সূচ্যতে ইতি?২৫ উচ্যতে—'তদাদ্রবণাৎ'।২৬ শুচম্ অভিদুদ্রাব, শুচা বা অভিদুদ্রুবে, শুচা বা রৈক্বম্ অভিদুদ্রাব ইতি শূদ্রঃ।২৭

ভাষ্যানুবাদ

নিকৃষ্ট পুরুষকে বলিলে")? ইত্যাদি এই হংসের বাক্য হইতে নিজের অনাদর শ্রবণকারী জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের শোক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাকে (—সেই শোককে) ঋষি নিজের পরোক্ষজ্ঞতা (—'যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করি নাই, তাহাও আমি জানি', স্বীয় এই অলৌকিক শক্তিমত্তা) খ্যাপনের জন্য এই শূদ্রশব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছিলেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু জাতিশূদ্রের [বিধিসিদ্ধ বেদাধ্যয়নে ও বৈদিক বিদ্যাতে] অধিকার নাই।২৪ আচ্ছা, উৎপন্ন শোক শূদ্রশব্দের দ্বারা কি প্রকারে সুচিত হইতেছে?২৫ তাহা বলা হইতেছে—"তদাদ্রবণাৎ"।২৬ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] শোককে অভিদুদ্রাব (—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন), অথবা শোককর্তৃক [সেই জানশ্রুতি] প্রাপ্ত (—আক্রান্ত) হইয়াছিলেন, অথবা [জানশ্রুতি] শোকের দ্বারা [অভিভূত হইয়া সেই] রৈক্বের নিকট দুদ্রাব (—গমন করিয়াছিলেন, (৫) এইপ্রকারে শূদ্রশব্দটী নিষ্পন্ন হয়।২৭ [আচ্ছা, "যৌগিকার্থ অপেক্ষা রূঢ় অর্থ বলবান্", ইহাই সর্ব্বসম্মত ন্যায়, প্রস্তাবিতস্থলে শূদ্রশব্দের শূদ্রজাতিরূপ রূঢ় অর্থকে ত্যাগ করিয়া শোকগ্রস্ত ব্যক্তিরূপ যৌগিকার্থ কেন গৃহীত হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু অবয়বার্থ (—যৌগিকার্থ) সম্ভব এবং যেহেতু রূঢ় অর্থ অসম্ভব (৬)।২৮ [বিধিসিদ্ধ বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় প্রস্তাবিতস্থলে শূদ্রশব্দের রূঢ়ার্থ গ্রহণ অসম্ভব হইলেও যৌগিকার্থের গ্রহণ কিপ্রকারে সম্ভব

ভাবদীপিকা

(৫) লক্ষ্য করিতে হইবে—"তদাদ্রবণাৎ" এই পদঘটক তৎশব্দটীর দ্বারা যথাক্রমে—শোক, জানশ্রুতি ও রৈক্ব, এই অর্থত্রয় গৃহীত হইতেছে। [আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—শূদ্রশব্দের এইপ্রকার যৌগিকার্থের পরিহার যেস্থলে অভিপ্রেত, সেইস্থলে ভাষ্যমধ্যে 'জাতিশূদ্র' এইপ্রকার শব্দ বহুস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে]।

(৬) প্রস্তাবিত স্থলে ইহাই বলা হইতেছে—যদিও "যোগাৎ রূঢ়ির্বলীয়সী" এই ন্যায়ানুসারে যৌগিকার্থাপেক্ষা রূঢ় অর্থ বলবান্, তথাপি "শ্রুতযৌগিকার্থলাভে সতি অনন্বিত রূঢ্যর্থঃ ত্যাজ্যঃ"—'শ্রৌত যৌগিকার্থের লাভ হইলে অনন্বিত (—অসঙ্গত, অন্যযুক্তির দ্বারা বাধিত) রূঢ় অর্থ ত্যাজ্য' এই ন্যায়বলে এখানে শ্রুতিতে বর্ণিত শূদ্রশব্দের যৌগিকার্থই গৃহীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবয়বার্থসম্ভবাৎ রূঢ্যর্থস্য চ অসম্ভবাৎ।২৮ দৃশ্যতে চ অয়ম্ অর্থঃ অস্যাম্ আখ্যায়িকায়াম্।২৯ ॥১।৩।৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [শোকের দ্বারা অভিভূত হওয়া ইত্যাদি] এইপ্রকার অর্থ এই আখ্যায়িকাতে পরিদৃষ্ট হইতেছে ॥২৯।১।৩।৩৪॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥১।৩।৩৫॥

পদচ্ছেদ—ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ, চ, উত্তরত্র, চৈত্ররথেন, লিঙ্গাৎ।

সূত্রার্থ—[শূদ্রশব্দস্য যৌগিকত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—জানশ্রুতিঃ ন মুখ্যশূদ্রঃ। কুতঃ?] **ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ**—ক্ষত্রিয়ত্বস্য অবগতেঃ। [তৎ কস্মাৎ? উচ্যতে—] **উত্তরত্র**—সম্বর্গবিদ্যাবাক্যশেষে, **চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ**—চিত্ররথবংশীয়েন প্রসিদ্ধক্ষত্রিয়েণ অভিপ্রতারিণা সমভিব্যাহারাত্মকলিঙ্গাৎ। [এবম্ অভিপ্রতারিণঃ ক্ষত্রিয়ত্বে সিদ্ধে সমানায়াং বিদ্যায়াং তৎসমভিব্যাহারাত্মকলিঙ্গাৎ জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সিধ্যতি; সমানজাতীয়ানামেব হি প্রায়েণ সমভিব্যাহারঃ ভবতি। অতঃ ন জাতিশূদ্রস্য অধিকারঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[শূদ্রশব্দটী যৌগিকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—জানশ্রুতি মুখ্যশূদ্র (—জাতিশূদ্র) নহেন। কেন নহেন? তাহা বলিতেছেন—) **ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ**—যেহেতু [তাঁহার] ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। [তাহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যাইতেছে? তাহা বলা হইতেছে—] যেহেতু **উত্তরত্র**—সম্বর্গবিদ্যার বাক্যশেষে, **চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ**—চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী নামক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্রে বর্ণনারূপ লিঙ্গপ্রমাণ বর্ত্তমান আছে। [এইপ্রকারে অভিপ্রতারীর ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইলে একই বিদ্যাতে তাহার সহিত একত্র বর্ণনারূপ লিঙ্গপ্রমাণবশতঃ জানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়, কারণ সমানজাতীয়গণের প্রায়ই একত্র বর্ণনা হয়। অতএব জাতিশূদ্রের [শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রঃ জানশ্রুতিঃ, যৎকারণং প্রকরণনিরূপণেন ক্ষত্রিয়ত্বম্ অস্য উত্তরত্র চৈত্ররথেন অভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাৎ লিঙ্গাৎ গম্যতে।১ উত্তরত্র হি সম্বর্গবিদ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অভিপ্রতারিসমভিব্যাহার এবং ক্ষত্তৃপ্রেষণাদিলিঙ্গপ্রমাণবলে জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া শূদ্রশব্দের যৌগিকার্থ গ্রহণদ্বারা জাতিশূদ্রের শ্রৌতবিদ্যাতে অধিকার নিরাকরণ।]

আর এইহেতুবশতঃ জানশ্রুতি জাতিশূদ্র নহেন, যেহেতু প্রকরণের নিরূপণের (—পর্য্যালোচনার) দ্বারা চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত সমভিব্যাহাররূপ (—একত্রে বর্ণনারূপ) লিঙ্গপ্রমাণ হইতে ইহার (—জানশ্রুতির) ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে।১ 'উত্তরত্র' অর্থাৎ সম্বর্গবিদ্যার বাক্যশেষে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়, ইহা বর্ণিত হইতেছে, যথা—"একদা কপি-

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্যশেষে চৈত্ররথিঃ অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ সঙ্কীর্ত্যতে—"অথ হ শৌনকং চ কাপেয়ম্ অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" (ছাঃ ৪।৩।৫) ইতি।২ চৈত্ররথিত্বং চ অভিপ্রতারিণঃ কাপেয়যোগাৎ অবগন্তব্যম্।৩ কাপেয়যোগঃ হি চিত্ররথস্য অবগতঃ "এতেন বৈ চিত্ররথং কাপেয়াঃ অযাজয়ন্" (তাণ্ড্য ব্রাঃ ২০।১২।৫) ইতি।৪ সমানান্বয়ানাং চ প্রায়েণ সমানান্বয়াঃ যাজকাঃ ভবন্তি।৫ "তস্মাৎ চৈত্ররথিঃ নাম একঃ ক্ষত্রপতি অজায়ত" (ঐ) ইতি চ ক্ষত্রপতিত্বাবগমাৎ ক্ষত্রিয়ত্বম্ অস্য অবগন্তব্যম্।৬ তেন ক্ষত্রিয়েণ অভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীর্ত্তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সূচয়তি, সমানানাম্ এব হি

ভাষ্যানুবাদ

গোত্রীয় শৌণককে ও কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারীকে যখন পরিবেষণ করা হইতেছিল, তখন [জনৈক] ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন," ইত্যাদি।২ [কিন্তু অভিপ্রতারী চিত্ররথবংশীয়, এই বিষয়ে প্রমাণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অভিপ্রতারী চিত্ররথবংশীয়, ইহা কাপেয়ের যোগবশতঃ (—কপিগোত্রোৎপন্ন শৌণকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ) অবগত হইতে হইবে।৩ যেহেতু কাপেয়ের (—কপিগোত্রোৎপন্নগণের) সহিত চিত্ররথের সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়, যথা—"ইহার (—দ্বিরাত্র যজ্ঞের) দ্বারা কপিগোত্রোৎপন্নগণ চিত্ররথকে যাজন করিয়াছিলেন," ইত্যাদি।৪ [কিন্তু চিত্ররথের সহিত কাপেয়গণের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও অভিপ্রতারী চিত্ররথবংশীয়, ইহা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সমানবংশোৎপন্নব্যক্তিগণের প্রায়ই সমানবংশীয়গণই যাজক (—পুরোহিত, ঋত্বিক্) হইয়া থাকেন ; [সেইহেতু কপিগোত্রীয় পুরোহিত শৌণকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অভিপ্রতারী চিত্ররথবংশীয় ইহা অবগত হওয়া যায়।৫ কিন্তু অভিপ্রতারী চিত্ররথবংশীয় হইলেও তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "তাঁহা হইতে (—চিত্ররথ হইতে) চৈত্ররথিনামক একজন ক্ষত্রিয়পতি (—ক্ষত্রিয় রাজা) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন," এইপ্রকারে [চৈত্ররথির] ক্ষত্রিয়পতিত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া ইহার (—চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারীর) ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হইতে হইবে।৬ [আচ্ছা, অভিপ্রতারী না হয় ক্ষত্রিয় হইলেন, তাহাতে জানশ্রুতির কি হইল ? তাহা বলিতেছেন—] সেই ক্ষত্রিয় অভিপ্রতারীর সহিত একই বিদ্যাতে যে সঙ্কীর্ত্তন (—বর্ণনা), তাহা জানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব সূচনা করিতেছে, কারণ প্রায়ই তুল্য ব্যক্তিগণেরই সমভিব্যাহার (—একত্রে বর্ণনা) হইয়া থাকে। [অতএব জানশ্রুতি

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রায়েণ সমভিব্যাহারাঃ ভবন্তি।৭ ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্যযোগাৎ চ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতিঃ।৮ অতঃ ন শূদ্রস্য অধিকারঃ ।১।১।৩।৩৫।

ভাষ্যানুবাদ

ক্ষত্রিয় হওয়ায় 'শূদ্র' শব্দের যৌগিকার্থ গ্রহণই শ্রুতির অভিপ্রেত, ইহা নিশ্চিত হইল ।৭ জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [রৈক্কের অন্বেষণের জন্য] ক্ষতার (—সারথির, সূতের) প্রেরণ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের (৭) সহিত সম্বন্ধবশতঃও জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়।৮ সেইহেতু (—সম্বর্গবিদ্যাগ্রহণকারী জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া) শূদ্রের [সম্বর্গবিদ্যা প্রভৃতি শ্রৌতবিদ্যাতে] অধিকার নাই ।৯।১।৩।৩৫।

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥১।৩।৩৬॥

পদচ্ছেদ—সংস্কারপরামর্শাৎ, তদভাবাভিলাপাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[শূদ্রস্য অনধিকারে লিঙ্গান্তরমাহ—] **সংস্কারপরামর্শাৎ**—"তং হ উপনিন্যে" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৫।৩।১৩), "অধীহি ভগব ইতি হ উপসসাদ" (ছাঃ ৭।১।১) ইত্যাদি বিদ্যাপ্রদেশেষু বিদ্যাগ্রহণাঙ্গভূতস্য উপনয়নসংস্কারস্য পরামর্শাৎ, **তদভাবাভিলাপাৎ**—"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি" (মনু সং ১০।১২৬) ইত্যাদিনা শূদ্রস্য উপনয়নাদি-সংস্কারাভাবাভিধানাৎ, **চ**—আচারাৎ অপি [ন শূদ্রস্য বিদ্যায়াম্ অধিকারঃ। [আদ্যসূত্রে বেদা-ধ্যয়নাঙ্গোপনয়নাভাবাৎ ন জাতিশূদ্রস্য অধিকারঃ ইতি উক্তম্। ইদানীং তু ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গোপনয়না-ভাবাৎ ন তস্য অধিকারঃ ইতি উচ্যতে, ইতি ভেদঃ]।

অনুবাদ—[শূদ্রের শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে অনধিকারের প্রতি অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] **সংস্কারপরামর্শাৎ**—"তাঁহাকে উপনীত করিলেন", "হে ভগবন্ অধ্যাপন করুন, এই মন্ত্র উচ্চারণকরতঃ উপস্থিত হইলেন", ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণসকলে বিদ্যাগ্রহণের অঙ্গভূত উপনয়নসংস্কারের উল্লেখ আছে বলিয়া, **তদভাবাভিলাপাৎ**—"শূদ্রের [অভক্ষ্যভক্ষণাদিজন্য] কোন পাপ হয় না এবং সে সংস্কারের যোগ্য নহে" ইত্যাদি বচনের দ্বারা শূদ্রের উপনয়নাদিসংস্কারের অভাব কথিত হইয়াছে বলিয়া এবং **চ**-শিষ্টাচারবশতঃও [শূদ্রের শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই। প্রথম সূত্রে বেদাধ্যয়নের অঙ্গভূত উপনয়নের অভাব-

ভাবদীপিকা

(৭) পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় অভিপ্রতারীর সহিত একত্র বর্ণনারূপ জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক একটী লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে সারথিপ্রেরণ, স্বর্ণ, গো ও গ্রামদান (ছাঃ ৪।২।৪) ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যের সহিত সম্বন্ধরূপ জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক অন্য একটী লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ফলে অর্থবাদগত ক্ষত্রিয়ত্ববোধক অনেক লিঙ্গপ্রমাণবলে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার-বোধক অর্থবাদবাক্যগত শূদ্রশব্দরূপ একটী লিঙ্গপ্রমাণ (২ ভাবদীঃ) বাধিত হইয়া পড়িল। পরবর্ত্তিসূত্রসকলেও অনেক শ্রৌত ও স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণ সিদ্ধান্তপক্ষে প্রদর্শিত হইবে।

বশতঃ জাতিশূদ্রের অধিকার নাই, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গভূত উপনয়নের অভাববশতঃ তাহার অধিকার নাই, ইহা কথিত হইতেছে ; ইহাই প্রভেদ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন শূদ্রস্য অধিকারঃ, যৎ বিদ্যাপ্রদেশেষু উপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে—"তং হ উপনিন্যে" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৫।৩।১৩), "অধীহি ভগবঃ ইতি হ উপসসাদ", (ছাঃ ৭।১।১); "ব্রহ্মপরাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ 'এষঃ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি' ইতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ ভগবন্তং পিপ্পলাদম্ উপসন্নাঃ" (প্রঃ ১।১) ইতি চ।১ "তান্ হ অনুপনীয় এব" (ছাঃ ৫।১১।৭) ইত্যপি প্রদর্শিতা এব উপনয়নপ্রাপ্তিঃ ভবতি।২ শূদ্রস্য চ সংস্কারাভাবঃ অভিলপ্যতে—'শূদ্রঃ চতুর্থঃ বর্ণঃ একজাতিঃ' (মনু সং ১০।৪) ইতি একজাতিত্বস্মরণ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিদ্যাগ্রহণাঙ্গভূত সংস্কারাভাবরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে জাতিশূদ্রের শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নিরাকরণ।]

আর এইহেতুবশতঃও শূদ্রের [শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার নাই, যেহেতু বিদ্যার প্রদেশসকলে (—ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ শ্রুতির যে সকল স্থলে পঠিত হইয়াছে, সেই স্থলসকলে) উপনয়ন প্রভৃতি (৮) সংস্কারসকল উল্লিখিত হইতেছে, যথা—"তাঁহাকে উপনীত করিলেন", "হে ভগবন্, অধ্যাপন করুন, এই মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ [নারদ সনৎকুমারের নিকট] উপস্থিত হইলেন" এবং "ব্রহ্মপর (—বেদপারগ) ও ব্রহ্মনিষ্ঠ (—সগুণব্রহ্মের উপাসনাপর, সুকেশা প্রভৃতি] পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ইনি (—পিপ্পলাদ) নিশ্চয়ই সেই সমস্ত বলিবেন, এইরূপ চিন্তাকরতঃ যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হইলেন", ইত্যাদি।১ [কিন্তু বৈশ্বানরবিদ্যাতে তো উপনয়ন ব্যতিরেকেই বিদ্যাপ্রদান পরিদৃষ্ট হয় (ছাঃ ৫।১১।৭)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তাঁহাদিগকে উপনীত না করিয়াই [বিদ্যাদান করিবার জন্য এইরূপ বলিলেন"] ইত্যাদিস্থলেও উপনয়নের প্রাপ্তি বস্তুতঃ প্রদর্শিতই হইয়াছে, [কারণ উপনীত হইয়া বিদ্যাগ্রহণের জন্যই ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে ক্ষত্রিয় অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু 'হীন বর্ণ উচ্চবর্ণকে উপনীত না করিয়াই বিদ্যাদান করিবেন', এই শিষ্টাচার পালনের জন্য রাজা অশ্বপতি তাঁহাদিগকে উপনীত করেন নাই।২ "অভিলাপাৎ" ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর শূদ্রের সংস্কারভাব [শিষ্টগণ কর্ত্তৃক] কথিত হয়, কারণ "শূদ্র চতুর্থ বর্ণ ও একজাতি (—উপনয়নসংস্কারবিহীন"), এইপ্রকারে [শূদ্রের] একজাতিত্ব স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।৩ আর "শূদ্রের [অভক্ষ্যভক্ষণাদিজন্য] কোন পাতক হয় না এবং সে কোনপ্রকার সংস্কারের যোগ্য নহে", ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

(৮) এখানে 'প্রভৃতি' শব্দে বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ইত্যাদিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

নাৎ ।৬ "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারম্ অর্হতি" (মনু ১০।১২৬) ইত্যাদিভিশ্চ ।৪॥১।৩।৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ

বচনসকল হইতেও 'শূদ্রের উপনয়নাদি সংস্কারাভাব সূচিত হয় বলিয়া শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে তাহাদের অধিকার নাই' ।৪॥১।৩।৩৬।

তদভাবনির্ধারণেচ প্রবৃত্তেঃ ॥১।৩।৩৭॥

পদচ্ছেদ—তদভাব নির্ধারণে, চ, প্রবৃত্তেঃ ।

সূত্রার্থ—[শূদ্রস্য বিদ্যানধিকারে লিঙ্গান্তরমাহ—সত্যবচনেন সত্যকামজাবালস্য] **তদভাবনির্ধারণে**—'তস্য'—জাতিশূদ্রত্বস্য অভাবঃ —তদভাবঃ,তস্য নির্ধারণে—নিশ্চিতে সতি [গৌতমস্য] **প্রবৃত্তেঃ**—বিদ্যোপদেশে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, **চ**—অপি. [ন শূদ্রস্য শ্রৌতবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ ইত্যর্থঃ] ।

অনুবাদ—[জাতিশূদ্রের [শ্রৌত] বিদ্যাতে অনধিকারের প্রতি অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—সত্যবচনের দ্বারা সত্যকাম জাবালের] **তদভাবনির্ধারণে**- তস্য' —জাতিশূদ্রত্বের যে অভাব, তাহা তদভাব, তাহার 'নির্ধারণে'—নিশ্চয় হইলে (—জাতিশূদ্রত্বাভাব নিশ্চিত হইলে), **প্রবৃত্তেঃ চ**—[গৌতমের] বিদ্যোপদেশে প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়াও [শূদ্রের শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই] ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন শূদ্রস্য অধিকারঃ, যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে নির্ধারিতে জাবালং গৌতমঃ উপনেতুম্ অনুশাসিতুং চ প্রববৃতে।১ "ন এতৎ অব্রাহ্মণঃ বিবক্তুম্ অর্হতি, সমিধং সোম্য আহর, উপত্বা নেষ্যে, ন সত্যাৎ অগাঃ" (ছাঃ ৪।৪।৫) ইতি শ্রুতিলিঙ্গাৎ ।২॥১।৩।৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সত্যাবিচ্যুতিরূপ অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে শূদ্রের উপনয়ন ও শ্রৌতবিদ্যাতে অধিকার নিরাকরণ] ।

আর এইহেতুবশতঃও [শ্রৌত বিদ্যাতে] শূদ্রের অধিকার নাই, যেহেতু সত্যবচনের দ্বারা [সত্যকাম জাবালের] শূদ্রত্বাভাব নির্ধারিত হইলে গৌতম জাবালকে উপনীত করিতে ও উপদেশদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।১ 'ইহা (—এতাদৃশ সত্যবচন) ব্রাহ্মণভিন্ন কেহ বলিতে পারে না, হে প্রিয়দর্শন, সমিধ্ (—যজ্ঞকাষ্ঠ) আহরণ কর, তোমাকে উপনীত করিব, যেহেতু তুমি সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই" (৯), এইপ্রকার শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণবশতঃ 'জাতিশূদ্রের উপনয়ন ও শ্রৌতবিদ্যাতে অধিকার সিদ্ধ হয় না' ।২॥১।৩।৩৭॥

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে 'সত্যাবিচ্যুতিরূপ' এই শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণবলে সাক্ষাদ্ভাবে ব্রাহ্মণেরই উপনয়ন ও শ্রৌতবিদ্যাতে অধিকার সূচিত হওয়ায় শূদ্রের তাহাতে অনধিকার সূচিত হইতেছে। সুতরাং

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১।৩।৩৮॥

পদচ্ছেদ—শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ, স্মৃতেঃ, চ।

সূত্রার্থ—[শূদ্রস্য বিদ্যানধিকারে শ্রৌতম্ ইব স্মার্ত্তং লিঙ্গং দর্শয়তি—] **স্মৃতেঃ**—স্মৃতিবচনাৎ, **চ**—আচারাদপি, **শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ**—বেদশ্রবণস্য তদধ্যয়নস্য বেদার্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ নিষেধাৎ [ন জাতিশূদ্রস্য বৈদিকব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ]।

অনুবাদ—[শূদ্রের বিদ্যাতে অনধিকারের প্রতি শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণের ন্যায় স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] **স্মৃতেঃ**—স্মৃতিবাক্য থাকায়, **চ**—এবং শিষ্টাচাররূপ হেতুবশতঃও, **শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ**—বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং তাহার (—বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের) অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় [জাতিশূদ্রের বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই।]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন শূদ্রস্য অধিকারঃ, যদ্ অস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধঃ ভবতি।১ বেদশ্রবণপ্রতিষেধঃ বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধঃ তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে।২ শ্রবণ-প্রতিষেধঃ তাবৎ "অথ অস্য বেদম্ উপশৃণ্বতঃ ত্রপুজতুভ্যাং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্মার্ত্তলিঙ্গপ্রমাণবলে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক বিদ্যাতে শূদ্রের অনধিকার।]

আর এইহেতুবশতঃও শূদ্রের [শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার নাই, যেহেতু স্মৃতিবাক্যবলে ইহার 'শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অর্থের প্রতিষেধ আছে।১ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] শূদ্রের পক্ষে বেদশ্রবণের প্রতিষেধ, বেদাধ্যয়নের প্রতিষেধ এবং তাহার অর্থজ্ঞান ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের প্রতিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত হইতেছে।২ শ্রবণের প্রতিষেধ এইপ্রকার—"আর সমীপবর্ত্তিস্থান হইতে [বুদ্ধিপূর্ব্বক] বেদশ্রবণকারী ইহার (—শূদ্রের) কর্ণবিবর ত্রপু (—সীসক) ও জতুর (—গালার) দ্বারা পরিপূরণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য" (১০) এবং "এই

ভাবদীপিকা

শূদ্রের শ্রৌতবিদ্যাতে অনধিকার জ্ঞাপনের প্রতি এই লিঙ্গপ্রমাণকে 'অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গ-প্রমাণ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইস্থলে আখ্যায়িকাটী এই—সত্যকাম নামক একটী পিতৃহীন বালক গুরুগৃহে গমনোদ্যত হইয়া মাতাকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করায় মাতা জবালা বলিয়া-ছিলেন—"যৌবনে তোমার পিতার পরিচর্য্যা ও অতিথিসেবা প্রভৃতিতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে তোমার পিতার গোত্র কি, তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। আমার নাম জবালা, সুতরাং আমার পুত্র তুমি 'সত্যকাম জাবাল', ইহাই তোমার গুরুর নিকট গিয়া বল"। গুরু হারিদ্রুমত গৌতম সত্যকামের নিকট এতাদৃশ সত্যবচন শ্রবণ করিয়া সত্যকাম ব্রাহ্মণ শূদ্র নহেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে উপনীত করিয়াছিলেন। ছাঃ ৪।৪।২-৫ দ্রষ্টব্য।

(১০) উক্ত গৌতমধর্ম্মসূত্রের মস্করিভাষ্যে কথিত হইয়াছে—পঞ্চম বর্ষের উর্দ্ধ বয়স্ক শূদ্র যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক [ভ্রমবশতঃ নহে] সন্নিকৃষ্ট স্থান হইতে সাঙ্গবেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলেই

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্" (গৌঃ ধর্ম্মসূঃ ১২।৪) ইতি, "পদ্যু হ বৈ এতৎ শ্মশানং যৎ শূদ্রঃ, তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্" (বাসিষ্ঠ ১৮ দ্রঃ) ইতি চ।৩ অতএব অধ্যয়নপ্রতিষেধঃ, যস্য হি সমীপে অপি ন অধ্যেতব্যং ভবতি, সঃ কথম্ অশ্রুতম্ অধীয়ীত ?৪ ভবতি চ "বেদোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধারণে শরীরভেদঃ" (গৌঃ ধর্ম্মসূঃ ১২।৪) ইতি।৫ অতএব চ অর্থাৎ অর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধঃ ভবতি।৬ "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" (মনু সং ৪।৮০) ইতি, "দ্বিজাতীনাম্ অধ্যয়নম্ ইজ্যা দানম্" (গৌঃ ধর্ম্মসূঃ ৯।১) ইতি চ।৭ যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কার-বশাৎ বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিঃ, তেষাং ন শক্যতে

ভাষ্যানুবাদ

যে শূদ্র, ইহা নিশ্চয় চলমান শ্মশান, সেইহেতু শূদ্রের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে না", ইত্যাদি।৩ এইহেতুবশতঃই (—বেদশ্রবণের নিষেধবশতঃই) বেদাধ্যয়নের প্রতিষেধ সিদ্ধ হয়, কারণ যাহার সমীপেও [বেদ] অধীত হওয়া উচিত নহে, সে কি প্রকারে [গুরুর মুখে] শ্রবণ না করিয়া [বেদ] অধ্যয়ন করিবে ?৪ আর বেদোচ্চারণ করিলে [শূদ্রের] জিহ্বাচ্ছেদন এবং ধারণ (—অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ত, স্বয়ম্ উচ্চারণ) করিলে শরীরভেদ (—পরশুদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন)", ইত্যাদি স্মৃতিবচন আছে।৫ আর এইহেতুবশতঃই (—অধ্যয়ন ও অভ্যাস নিষিদ্ধ হওয়ায়) অর্থাপত্তিবলে [শূদ্রের পক্ষে] বেদার্থজ্ঞান ও [তদনুযায়ী] অনুষ্ঠানের প্রতিষেধ [সিদ্ধ] হয়।৬ [সাক্ষাদ্ভাবেও বেদার্থজ্ঞানের প্রতিষেধ আছে, যথা—] "শূদ্রকে মতি (১১) দান করিবে না" এবং "বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও দান (১২) দ্বিজাতিগণের জন্য বিহিত", ইত্যাদি।৭ [আর যে বিদুর প্রভৃতির জ্ঞানোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে (১।৩।৩৪ সূঃ ৭ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি

ভাবদীপিকা

কর্ণবিবরপরিপূরণরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, অন্যথা নহে। আর দ্বিজাতিসহ একত্রে বেদোচ্চারণে 'জিহ্বাচ্ছেদ' এবং ধারণ অর্থাৎ স্বয়ম্ উচ্চারণ করিলে 'শরীরভেদ' ব্যবস্থা।

(১১) এই মতিশব্দের অর্থবিষয়ে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। রত্নপ্রভাকার বলেন—ইহার অর্থ 'বেদার্থজ্ঞান'। মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকার মেধাতিথি বলেন—ইহার অর্থ, দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ক উপদেশ। কুল্লূক ভট্ট বলেন—ইহার অর্থ, লৌকিক বিষয়ে উপদেশ। সিদ্ধান্তলেশকার বলেন—এইস্থলে "মতি" শব্দটীর অর্থ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত এবং শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত মনে হয়, কারণ মেধাতিথির ও ভট্টের মত গৃহীত হইলে পুরাণাদিস্মৃতি-শাস্ত্রসকলে শূদ্রের জন্য বিহিত ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইবে, ফলে উক্ত শাস্ত্রসকলের প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে; যেহেতু বেদে অধিকার না থাকায় তাহারাই তাহাতে মুখ্য অধিকারী।

(১২) এই দানকে নিত্যদান বলিয়া বুঝিতে হইবে, নৈমিত্তিক দানে শূদ্রেরও অধিকার আছে।

শাঙ্করভাষ্যম

ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিষেদ্ধুম্, জ্ঞানস্য ঐকান্তিকফলত্বাৎ।৮ "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯) ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণস্য অধিকারস্মরণাৎ।৯ বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্তি অধিকারঃ শূদ্রাণাম্ ইতি স্থিতম্।১০॥১।৩।৩৮॥ ইতি নবমং অপশূদ্রাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কারবলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাঁহাদের [মোক্ষরূপ] ফল-প্রাপ্তির প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না, যেহেতু জ্ঞানের ফল অবশ্যম্ভাবী।৮

[বেদমূলক বিদ্যাতে অধিকার না থাকিলেও ইতিহাস ও পুরাণমূলক (—স্মৃতিমূলক) বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার।]

আচ্ছা, সিদ্ধ শূদ্রের ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইলেও সাধক শূদ্রের জ্ঞানলাভ কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "চারিবর্ণকে শ্রবণ করাইবে" (১৩), এইপ্রকারে ইতিহাস ও পুরাণের জ্ঞানলাভে চারিবর্ণেরই অধিকার স্মৃতিতে বর্ণিত হওয়ায়, 'সেই সকল হইতেই তাহাদের জ্ঞানোৎপত্তি হইবে'।৯ [তাহা হইলে শূদ্রের কোন বিষয়ে অধিকার নিবারিত হইতেছে? তাহা বলিতেছেন-] কিন্তু বেদপূর্ব্বক [জ্ঞানোৎপত্তিতে] শূদ্রগণের অধিকার নাই, ইহা নিশ্চিত হইল।১০॥ ১।৩।৩৮॥ অপশূদ্রাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ পুরাণাদিপাঠ]

(১৩) এইস্থলে সমগ্র শ্লোকটী এই—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ। বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম্"॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯, সিদ্ধান্তবাগীশকৃত সংস্করণে ৩১৬।৪৭-৪৮)। ইহার অর্থ—'ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া চারিবর্ণকেই [বেদ] শ্রবণ করাইবে। এই যে বেদের অধ্যয়নরূপ প্রসিদ্ধ কর্ম্ম, তাহা মহৎ বলিয়া স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে'।

[কেহ বলেন—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোকে পঠিত বেদশব্দের অর্থ মহাভারত ও পুরাণ।]

এক্ষণে কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিচার করিতে হইবে। বেদত্যাগ প্রভৃতি হেতুবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়, ইহা ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইহেতু বেদাধ্যয়নে শূদ্রের অধিকার নাই। [ইহা বহু শাস্ত্রবচনবলে ভাষ্যমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে]। অথচ আচার্য্য বেদব্যাস উক্ত শ্লোকে চারিবর্ণকেই, সুতরাং তদন্তর্গত শূদ্রকেও বেদ শ্রবণ করাইবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? কেহ বলেন—উক্ত শ্লোকে পঠিত বেদশব্দটীর অর্থ 'পঞ্চম বেদ মহাভারত ও পুরাণ', কারণ "ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২০), এইপ্রকার বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার "বেদান্ অধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্" (মহাভাঃ শাঃ ৩৪০।২১), ইত্যাদিস্থলেও মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে এবং শিষ্যগণকে তিনি পঞ্চমবেদও অধ্যাপন করিয়াছিলেন, ইহা এই শেষোক্ত বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। অতএব "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোকে পঠিত বেদশব্দে মহাভারত ও পুরাণকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা অন্যান্য অনেক স্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। বহু স্মৃতির বিরোধ একা এই স্মৃতি করিতে পারে না। সেইহেতু প্রস্তাবিত স্মৃতিবচনে বেদশব্দের মুখ্য-বেদরূপ অর্থকে সঙ্কোচ করিয়া ইতিহাস ও পুরাণরূপ গৌণ বেদই গ্রহণীয়।

ভাবদীপিকা [স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ পুরাণাদিপাঠ]

[অপরে বলেন—উক্ত শ্লোকে পঠিত বেদশব্দের অর্থ মুখ্যবেদ, মহাভারতাদি গৌণবেদ নহে, এই বিষয়ে যুক্তি।]

অপরে বলেন—প্রস্তাবিতস্থলে বেদশব্দের ইতিহাস ও পুরাণরূপ অর্থ গ্রহণের প্রতি কোন হেতু নাই, কারণ মহাভারতের যে অধ্যায়ে "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোকটী পঠিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বেদশব্দের অর্থ মুখ্যবেদ, ইতিহাস (—মহাভারত) ও পুরাণাদিরূপ গৌণ বেদ নহে, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হয়। এই বিষয়ে **প্রথম যুক্তি** এই—উক্ত প্রকরণের উপক্রমে "বেদানধ্যাপয়ামাস ব্যাসঃ শিষ্যান্ মহাতপাঃ" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।২৬) এইস্থলে মুখ্য বেদরূপ অর্থেই বেদশব্দের প্রয়োগ স্বীকার করিতে হইবে, কারণ উপসংহারে "স্তুত্যর্থম্ ইহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা" (ঐ ৩২৭।৫০), এইস্থলে মুখ্য বেদ অর্থেই বেদ-শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু নবকল্পারম্ভে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মুখ্য বেদই উচ্চারিত হইয়াছিল, বেদব্যাসকৃত মহাভারত ও পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ নহে। অতএব উপক্রম ও উপ-সংহারের একবাক্যতাবলে মুখ্যবেদই এইস্থলে বেদশব্দের অর্থ, ইহাই নির্ণীত হয়। এই বিষয়ে **দ্বিতীয় যুক্তি** এই—উক্তস্থলেই পঠিত হইয়াছে "ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্মশুশ্রূষবে তথা" (ঐ ৩২৭।৪৩)। অত্রস্থ 'ব্রহ্ম' শব্দটীর অর্থ—মুখ্যবেদ ["বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম"—অমরকোশ-নানার্থবর্গ]। জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তু এইস্থলে ব্রহ্মশব্দে গৃহীত হইতে পারেন না, কারণ তিনি এই প্রকরণে প্রস্তাবিত হন নাই। পরন্তু মুখ্য বেদই এই প্রকরণের প্রস্তাবিত বিষয়, ইহা উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাবলে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতাদিতে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এই বিষয়ে **তৃতীয় যুক্তি** এই—"ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবং সমভিকাঙ্ক্ষতে" (ঐ ৩২৭।৪৪), এইস্থলে নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায়ানুশীলনকারীর (—বৈধ বেদাধ্যয়ন-কারীর) ব্রহ্মলোকলাভরূপ ফল বর্ণিত হইয়াছে (ছাঃ ৮।১৫।১ দ্রঃ)। মহাভারত ও পুরাণ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকলাভরূপ ফল কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং এইস্থলে বেদশব্দের মুখ্য-বেদরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এইবিষয়ে **চতুর্থ যুক্তি** এই—"ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২২), এই বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—মহর্ষি রোমহর্ষণ আচার্য্য বেদব্যাসের নিকট ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আর তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পুত্র ও শিষ্য মহর্ষি সূত ইতিহাস ও পুরাণের বক্তৃ ও ব্যাখ্যাতৃরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন পুরাণ সেই বিষয়ে প্রমাণ। মহাভারতের প্রস্তাবিত প্রকরণে জৈমিনি প্রভৃতি ব্যাসশিষ্যগণ বর প্রার্থনা করিলেন, "ষষ্ঠঃ শিষ্যঃ ন তে খ্যাতিং গচ্ছেৎ" ইত্যাদি (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪০)—'গুরুপুত্র শুকদেব এবং সুমন্ত প্রভৃতি আমরা চারি জন, এই পাঁচ জন ব্যতিরেকে আপনার ষষ্ঠ শিষ্য যেন [বেদজ্ঞরূপে] খ্যাতিলাভ না করে'। 'বেদসকল এখানেই প্রতিষ্ঠিত হউক্' (ঐ ৪১)। প্রস্তাবিত "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদিস্থলে বেদশব্দের অর্থ মুখ্যবেদ না হইয়া যদি মহাভারতাদিরূপ পঞ্চম বেদ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধযোগী আচার্য্য ব্যাসদেবকর্ত্তৃক শিষ্যগণকে বরপ্রদান ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ পুরাণাদির বক্তৃরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মুখ্যবেদজ্ঞরূপে মহর্ষি রোমহর্ষণের তাদৃশ খ্যাতি না থাকায় আচার্য্য ব্যাসদেবের বরপ্রদান ব্যর্থ হয় নাই, স্বীকার করিতে হইবে। সেইহেতু অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে এই-স্থলে প্রযুক্ত বেদশব্দটীর অর্থ মুখ্যবেদ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইবিষয়ে **পঞ্চম যুক্তি**

ভাবদীপিকা [স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ পুরাণাদি পাঠ]

এই—"এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং স্বাধ্যায়স্য বিধিং প্রতি" (ঐ ৩২৭।৫২), এইস্থলে স্বাধ্যায়শব্দের প্রয়োগ হইতেও মুখ্যবেদরূপ অর্থ পরিগৃহীত হয়, কারণ 'পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাপ্রাপ্ত স্বশাখাভূত বেদের বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়নেই স্বাধ্যায়শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে" (ঋক্ সং সায়ণভাষ্য, বেদোপক্রমণিকা), মহাভারতাদির অধ্যয়নে নহে। অতএব অত্রস্থ বেদশব্দটীর অর্থ মুখ্যবেদ, মহাভারতাদি গৌণবেদ নহে, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

[অত্রস্থ বেদশব্দের অর্থ—মুখ্যবেদ, তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গবলে তাহা নিরূপণ।]

তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের প্রয়োগদ্বারাও এইস্থলে প্রযুক্ত বেদশব্দের মুখ্যবেদরূপ অর্থ ই লব্ধ হয়। যথা, **উপক্রমে**—"বেদানধ্যাপয়ামাস" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।২৬) এবং **উপসংহারে**—"স্বাধ্যায়স্য বিধিং প্রতি" (ঐ ৩২৭।৫২), এই বাক্যদ্বয়ে মুখ্যবেদের অধ্যয়নবোধক বেদশব্দের ও স্বাধ্যায়শব্দের প্রয়োগ। মহাভাঃ, শান্তিপর্ব্ব ৩২৭।৩৪, ৩৫, ৪১, ৪২, ৪৪ ইত্যাদি শ্লোকে পুনঃ পুনঃ বেদশব্দের প্রয়োগরূপ **অভ্যাস**। "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" এইপ্রকার **অপূর্ব্বতা**। ব্রহ্মলোকে নিবাসরূপ (ঐ ৩২৭।৪৪) **ফল** এবং শুকদেবের রাজা জনকের নিকট হইতে আকাশমার্গে প্রত্যাবর্ত্তন, ব্যাসাশ্রমের বর্ণনা, শিষ্যগণকে বেদাধ্যাপন ইত্যাদিপ্রকার আখ্যায়িকাত্মক **অর্থবাদ** মহাভারতের এই অধ্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং তাৎপর্য্যগ্রাহক এই লিঙ্গসকলের বলেও মহাভারতের এই অধ্যায়ে মুখ্যবেদপ্রদানবিষয়েই আলোচনা হইয়াছে, মহাভারত ও পুরাণরূপ গৌণবেদ বিষয়ে নহে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে অবগত হওয়া যায়। আর "মুখ্যার্থের গ্রহণ সম্ভব হইলে গৌণার্থের গ্রহণ অন্যায্য" (১।৩।৭ অধিঃ ৭ ভাবদীঃ) ইহাসর্ব্বসম্মত ন্যায়।

[ক্রম ও স্বরাদিবিহীন যে বেদপাঠ, তাহা বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠ। তাদৃশ পাঠে শূদ্রের অধিকার।]

এক্ষণে অতি সঙ্গতভাবেই আশঙ্কা হয়—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি শূদ্রান্ত চারি বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইবার বিধি পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ ভাষ্যকার এই বাক্যটীকে ইতিহাস ও পুরাণের জ্ঞানলাভরূপে ব্যাখ্যা করিলেন কেন (৯ ভাষ্যবাক্য)? তদুত্তরে বলা যায়—এই বিষয়ে টীকাকারগণ নির্ব্বাক। এইস্থলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা এই—"ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ জ্ঞাপন করে, তাহা বেদ" (ঐতঃ ব্রাঃ সায়ণভাষ্য)। কিন্তু বেদের স্বরূপ কি? 'শিক্ষা' নামক বেদাঙ্গে বিহিত যে ক্রম ও স্বর প্রভৃতি, আরোপিত সেই ক্রম ও স্বরাদিবিশিষ্ট যে বেদপঠিত বর্ণ, তাহাই বেদের স্বরূপ। ["তত্তৎ ক্রমবিশিষ্টানাম্ এব বর্ণানাং বেদশব্দাভিধেয়ত্বাৎ" (পঞ্চপাদিকাবিবরণ ১।১।৩ সূঃ) "ক্রমবিশিষ্টবর্ণাত্মকস্য বেদস্য" (তত্ত্বদীপন, ১।১।৩ সূঃ) এবং "আরোপিতক্রমস্বরবিশিষ্টবর্ণাত্মকস্য বেদস্য" (৪।১।৩ সূঃ রত্নপ্রভা দ্রঃ)। বেদে পঠিত যে ককারাদি বর্ণ ও লৌকিক যে ককারাদি বর্ণ, ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ নাই, বর্ণ সর্ব্বত্র একই (১।৩।২৮সূঃ ৫৯-৭৩বাক্য)। কিন্তু উক্ত ক্রম ও স্বরাদি যোজিত হইলেই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের উপায়জ্ঞাপক উক্ত গ্রন্থঘটক বর্ণসমুদায় বেদ নামে অভিহিত হয়, উদ্ধৃত বৃদ্ধবচনসকল হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু 'শিক্ষা' বিহিত ক্রম ও স্বরাদিবিশিষ্টরূপে শ্রুতির বর্ণসকলের যে অধ্যয়ন, তাহাকে বলা হয় 'বেদাধ্যয়ন'। আর ক্রম ও স্বরাদিসহযোগে গুরুকর্ত্তৃক উচ্চারিত শ্রুতিপঠিত বর্ণসকলের অনুচ্চারণ করিতে করিতে বেদব্রতাদিসহ যে সাঙ্গ* বেদগ্রহণ, তাহাই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"

* বেদের ষড়ঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টীকে বলে বেদাঙ্গ। এই ষড়ঙ্গসহ যে বেদগ্রহণ, তাহাই সাঙ্গ বেদগ্রহণ। শিক্ষা—ইহা স্বরবিধায়ক শাস্ত্র। ইহাতে বর্ণ ও বর্ণসকলের উচ্চারণস্থান ; উদাত্ত

ভাবদীপিকা [স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ পুরাণাদি পাঠ]

(শতঃ ব্রাঃ ১৫।৫।৭।২) এই অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ ["বেদস্য প্রাপ্তিঃ হি গুরুমুখোচ্চারণা-নুচ্চারণরূপাধ্যয়নকৃতা", ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ১।৩।৩৪ দ্রঃ]। এইপ্রকারে বেদব্রত, ক্রম ও স্বরাদিসহ গুরুর অনুচ্চারণকরতঃ গৃহীত না হইলে তাহাকে বেদগ্রহণ বলা যায় না। সুতরাং ক্রম ও স্বরাদিহীন যে বেদাক্ষরসকলের উচ্চারণ, তাহাকে মুখ্য বেদপাঠও বলা যায় না, তাহার ফলে বেদের সংস্কারও হয় না এবং পাঠকের বেদপাঠজনিত অদৃষ্টের উৎপত্তিও (৩ ভাবদীঃ) হয় না। এইপ্রকারে যথাবিধি গৃহীত ও অধীত না হইলে তাদৃশ বেদাধ্যয়নের দ্বারা বেদার্থবিষয়ক যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাকে আর বেদপূর্ব্বক বেদার্থজ্ঞান বলা যায় না। উপনয়নসংস্কারের অভাববশতঃ শূদ্রের পক্ষে অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ এবং বেদব্রত, ক্রম ও স্বরাদিসহ তাহার অধ্যয়ন সম্ভব নহে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে স্থাপনকরতঃ সকল বর্ণকেই বেদ-শ্রবণ করান্, শূদ্র সেই বেদশ্রবণ করিলেও বেদব্রত ক্রম ও স্বরাদিসহ অনুচ্চারণের অভাববশতঃ তাহাকে আর বিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ বলা যায় না, সুতরাং তজ্জনিত জ্ঞানকেও বেদপূর্ব্বক জ্ঞান বলা যায় না। ইহা শূদ্রের পক্ষে বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণশ্রবণই হইয়া পড়ে,* কারণ সেইসকলেও উপনয়নসংস্কার বেদব্রত ক্রম ও স্বরাদিসহ অনুচ্চারণের অপেক্ষা নাই। এই অর্থ গৃহীত হইলে অন্যান্য স্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ হয় না। ফলে "বহু স্মৃতির বিরোধ একা এই স্মৃতি করিতে পারে না", এই যুক্তিও নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া বেদশব্দের অর্থসঙ্কোচেরও আবশ্যকতা হয় না। [সমান যুক্তিবলে ত্রৈবর্ণিকের এতাদৃশ বেদশ্রবণও ইতিহাস ও পুরাণশ্রবণই হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। উক্ত প্রকারে স্বরাদিবিহীনভাবে লিখিত বেদগ্রন্থ পাঠ করিলে, তাহাও বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠই হইবে]। ইতিহাস ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মে শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে (ব্যাস সং ১।৫-৬; শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫)। এইপ্রকার তাৎপর্য্যবশতঃই ভগবান্ ভাষ্যকার বেদাধ্যয়ন-প্রতিপাদক "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯) ইত্যাদি শ্লোকটীকে ১।৩।৩৮ সূঃ ৯ ভাষ্যবাক্যে শূদ্রের পক্ষে ইতিহাস ও পুরাণের প্রতিপাদকরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহা অঙ্গীকার না করিলে মহাভারতের উক্ত প্রকরণে ও উক্ত শ্লোকে মুখ্য বেদ অর্থেই বেদশব্দের

অনুদাত্ত ও স্বরিত, এই ত্রিবিধ স্বর ; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ইত্যাদি মাত্রা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কল্প—ইহাতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই অপর নাম 'শ্রৌতসূত্র' ও 'কল্পসূত্র'। বৈদিক অভিধানের নাম নিরুক্ত। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। ছন্দ :—গায়ত্রী, উষ্ণিক্ ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ইত্যাদি ছন্দোবোধক শাস্ত্রকে বলে ছন্দঃ। গ্রহগণের অবস্থান, তিথি ও নক্ষত্রাদির জ্ঞাপক শাস্ত্রকে বলে—জ্যোতিষ।

* এইস্থলে সংশয় হয়—বহু যুক্তি ও তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গাদির বলে অত্রস্থ বেদশব্দের অর্থ 'মুখ্যবেদ', ইহা নির্ণয় করিয়া এক্ষণে সেই বেদশব্দকে ইতিহাস ও পুরাণরূপে ব্যাখ্যা করিতেছ। অহো বড়ই শাস্ত্রার্থ প্রদর্শিত হইল। তদপেক্ষা বরং উক্ত বেদশব্দকে প্রথমোক্ত পক্ষের ন্যায় মহাভারতরূপে ব্যাখ্যা করিতেছ না কেন? বলিতেছি' উপনয়নসংস্কারের অভাববশতঃ শূদ্রের পক্ষে স্বরাদিসহ মুখ্যবেদপাঠ নিষিদ্ধ। ফলে প্রস্তাবিতস্থলে 'তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি বশতঃ লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়। আর বিরুদ্ধ অংশকে পরিত্যাগ করিয়া শক্যবস্তুর সহিত যাহা সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধ, এতাদৃশ বস্তুই জহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে গৃহীত হয়। ["শক্যসাক্ষাৎসম্বন্ধঃ কেবললক্ষণা", বেঃ পঃ]। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" স্থলে গঙ্গাজল-প্রবাহরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ত্যক্ত হইয়া গঙ্গাপ্রবাহের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধ গঙ্গাতীর পদার্থই গৃহীত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে তদ্রূপ স্বরাদিসহ পঠিত মুখ্য বেদের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় জহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে স্বরাদিসহ পাঠরূপ বিরুদ্ধাংশকে পরিত্যাগ করিয়া স্বরাদিবিহীনভাবে পঠিত মুখ্য বেদগ্রন্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া মহাভারতাদিকে গ্রহণ করিলে বেদশব্দের শক্যার্থ যে মুখ্যবেদ, তাহার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধই থাকিবে না, ফলে তাহাকে জহল্লক্ষণাবৃত্তিলভ্য অর্থই বলা যাইবে না। যদি কোনকপ্রার পরম্পরাসম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়া মহাভারতাদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে 'বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা' হইয়া পড়িবে। 'সন্নিকৃষ্টলক্ষণা' সম্ভব হইলে বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা গৃহীত হইতে পারে না [১।৪।২ অধিঃ ৩ ভাবদীঃ দ্রঃ]।

ভাবদীপিকা [স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ পুরাণাদি পাঠ]

প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভগবান্ শারীরকভাষ্যকার জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, এইপ্রকার অতি অসঙ্গত মূলনাশিকা কল্পনা করিতে হইবে, অত্যন্ত ঘৃণার সহিত তাহা উপেক্ষার যোগ্য। যদি এইস্থলে মহাভারতাদির প্রতিপাদনই ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ বন্ধূনাং...ভারতমাখ্যানম্" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) ইত্যাদি এই জাতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারিতেন, "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি বেদপ্রতিপাদক এই শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন না; ইহাও চিন্তনীয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—এইপ্রকারে ব্রাহ্মণের পশ্চাতে বসিয়া অনুচ্চারণ না করতঃ বেদশ্রবণ করিলে শূদ্রের প্রত্যবায় হয় না এবং কর্ণবিবর-পরিপূরণাদি প্রায়শ্চিত্তবিধির বিষয়ও হইতে হয় না। [এই ব্যাখ্যা মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত—স্বামী চিদ্ঘনানন্দ]।

[অন্য স্মৃতিবচন ও যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন।]

অন্য স্মৃতিবচন হইতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"সর্ব্বে বর্ণাঃ ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মজাশ্চ সর্ব্বে নিতং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম" (মহাভাঃ শাঃ ৩১৮।৮৯)—'সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, যেহেতু সকলেই ব্রহ্ম (—ব্রাহ্মণজাতি) হইতে উৎপন্ন (১ভাবদীঃ), সেইহেতু নিত্যই সকলে ব্রহ্মকে (—বেদকে) উচ্চারণ করেন'। "নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম" এই বাক্যটীকে লক্ষ্য করিতে হইবে। উপনয়নসংস্কারযুক্ত বর্ণসকল স্বাধ্যায়বিধিবলে ক্রম ও স্বরাদিসহ নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবেন এবং উপনয়নসংস্কারহীনগণ তদ্রহিতভাবে তাহা করিবেন, ইহাই এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য। ইহা স্বীকার না করিলে 'ব্যাহরন্তে' এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তা যে "সর্ব্বে বর্ণাঃ" তাহার অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে; কারণ শূদ্রও একটী বর্ণ। সর্ব্ব বর্ণ হইতে তাহার বাদ পড়া উচিত নহে।

কেহ কেহ বলেন—"অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমেব শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন"॥ (ভবিষ্যপুরাণ ১।৭২) ইত্যাদি বচনবলে শূদ্রের পুরাণপাঠই নিষিদ্ধ। সুতরাং ক্রম ও স্বরাদিরহিত বেদপাঠ বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠ হইলেও, পুরাণপাঠেই শূদ্রের অধিকার না থাকায় "শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্" ইত্যাদি বাক্যের উক্তপ্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলা যায়—ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বাক্যবলে শূদ্রের পক্ষে উক্ত পুরাণপাঠই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমরা অঙ্গীকার করিতেছি; কারণ গ্রন্থারম্ভে সেই গ্রন্থের অধিকারিনির্ব্বচন-প্রসঙ্গে উক্ত শ্লোকটী পঠিত হইয়াছে। উক্ত বচনবলে কিন্তু সকলপ্রকার পুরাণ ও ইতিহাস পাঠে শূদ্রের অনধিকার অঙ্গীকার করা যায় না; কারণ তাহাতে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্ম্মশ্রেয়সিমূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ॥ ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্"॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) এবং "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত-ধর্ম্মযোগ্যাস্তু নেতরে॥ শূদ্রো বর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি। বেদমন্ত্র স্বধাস্বাহাবষট্কারাদি-ভির্বিনা॥ (ব্যাস সং ১।৫-৬) ইত্যাদি বাক্যসকল বাধিত হইয়া পড়িবে। প্রথমোক্ত শ্লোকে ইতিহাস ও পুরাণে এবং শেষোক্ত সংহিতাবাক্যে বেদমন্ত্র [অবশ্য পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে স্বরাদি সহ বুঝিতে হইবে] এবং স্বধাকার প্রভৃতি ভিন্ন স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মে শূদ্রের অধিকার স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। আর "তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা" (ব্যাস সং ১।৪)—'স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতিই প্রবল', এই যুক্তিবলে উক্ত ভবিষ্যপুরাণবচন উক্ত ব্যাসসংহিতা বচন-

ভাবদীপিকা [স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ পুরাণাদি পাঠ]

বলে বাধিতও হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত ভবিষ্যপুরাণবচনবলে শূদ্রের ইতিহাস ও যাবতীয় পুরাণপাঠ নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

পুনঃ সংশয় হয়—"শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্", ইত্যাদি বাক্যে শূদ্রকে বেদশ্রবণ করাইবারই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি 'স্বরাদিরহিতভাবে স্বয়ংপাঠে শূদ্রের অধিকার আছে', এইপ্রকার শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করিতেছ কেন? বলিতেছি—'শূদ্র স্বয়ং ইতিহাসাদি পাঠ করিবে না,' এইপ্রকার নিষেধ পরিদৃষ্ট হয় না। যদি তাদৃশ নিষেধ কোথাও থাকে, যাহা আমাদের অজ্ঞাত, তাহা যুক্তিবলে বাধিত হইয়া পড়িবে। যুক্তিবলে স্মৃতি বাধিত হয়, সেই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিই প্রমাণ, যথা—"স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ" (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২।২১)। আচ্ছা, কি সেই ন্যায় (—যুক্তি)? বলিতেছি—চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের জন্য ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান তাহার কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? অর্থিত্ব ও সামর্থ্য প্রভৃতি সত্ত্বেও সকল সময়েই তাহাকে তজ্জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, এইপ্রকার ব্যবস্থা কল্পনারও অযোগ্য। আর শূদ্র যদি পুনঃ পুনঃ বেদ ও পুরাণাদি শ্রবণকরতঃ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করে [বেদের বেলায় স্বরাদিরহিতভাবে আবৃত্তি বুঝিতে হইবে] তাহার বাধক কি? শূদ্র শ্রবণ করিবে, মনে মনে আবৃত্তি করিতেও বাধা নাই, আর কণ্ঠতঃ উচ্চারণ, অর্থাৎ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক কল্পনা। এই যুক্তির বলেই তাদৃশ কোন স্মৃতিবাক্য যদি থাকে, তাহা সেই স্থলে সঙ্কুচিত অথবা বাধিত হইয়া পড়িবে। যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা ধর্ম্মহানি হয়, ইহা শিষ্টগণের বাণী, যথা—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"॥ (মনু সং ১২।১১৩, কুল্লুকভট্টকৃত টীকাতে উদ্ধৃত)। অতএব শূদ্র ব্রাহ্মণগণের পশ্চাতে উপবেশন করিয়া অনুচ্চারণ না করতঃ বেদ শ্রবণ করিতে পারেন এবং স্বরাদিরহিতভাবে বেদ এবং ইতিহাস পুরাণাদি স্বয়ং পাঠ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে পারেন, ইহা সিদ্ধ হইল। এইপ্রকার অভিপ্রায় বশতঃই ভগবান ভাষ্যকার "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যস্য অধিকারস্মরণাৎ", এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন *। [এই বিচার আমাদের]

অপশূদ্রাধিকরণসমাপ্ত

---

*কেহ কেহ বলেন—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোক যে স্থলে পঠিত হইয়াছে, তাহা বেদাধ্যয়নের প্রকরণ; 'চারি বর্ণকে বেদ শ্রবণ করান' সেইস্থলে সন্নিধিপাঠ মাত্র। সেইহেতু প্রবল প্রকরণপ্রমাণবলে তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে। আর উহা যদি প্রকরণপ্রমাণসমর্পিতও হয়, তাহা হইলেও শূদ্রের বেদাধ্যয়নে শ্রুতিস্মৃতির বিরোধরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে সেই প্রকরণ বাধিত হইয়া পড়িবে. ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—"বেদো বিস্তার্যতাময়ম্" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৪) "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" (ঐ ৪৯) ইত্যাদিস্থলে লোট্ ও বিধিলিঙ্ দ্বারা অপূর্ব্ববিধি জ্ঞাপিত হইতেছে। ফলে 'চারি বর্ণকে বেদ শ্রবণ করাণকে' প্রকরণপ্রতিপাদ্যরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে, সন্নিধিপাঠরূপে নহে। উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ সেই প্রকরণকে বাধিত করিতে পারে না, কারণ স্বরাদিরহিত বেদরূপ অর্থ গৃহীত হইলেই উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ চরিতার্থ হইয়া যায়। অতএব এই প্রকরণে পঠিত বেদশব্দের মহাভারতাদিরূপ অর্থগ্রহণের প্রতি কোন হেতু নাই।

১০। কম্পনাধিকরণম্ [৩৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কঠ ২।৩।২ বাক্যে পরমেশ্বরই প্রাণশব্দবাচ্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে প্রসঙ্গবশতঃ দেবতা ও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার অবলম্বনে বিচার আরব্ধ হইয়াছিল। সেইহেতু পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি না হইয়া ৭ম প্রমিতাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। প্রমিতাধিকরণে অঙ্গুষ্ঠবাক্যে ব্রহ্মের সহিত ঐক্যজ্ঞানের জন্য জীবের অনুবাদ বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু সেই প্রকার হইবে না, অর্থাৎ এখানে প্রাণের অনুবাদ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যজ্ঞানের জন্য নহে; কারণ প্রাণ স্বরূপতঃ কল্পিত পদার্থ, তাহার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য হইতে পারে না। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জগৎকম্পনকৃৎপ্রাণোঽশনির্বায়ুরুতেশ্বরঃ।
অশনির্ভয়হেতুত্বাদ্বায়ুর্বাদেহচালনাৎ॥
বেদনাদমৃতত্বোক্তেরীশোঽন্তর্যামিরূপতঃ।
ভয়হেতুশ্চালনং তু সর্ব্বশক্তিযুতত্বতঃ॥

অন্বয়—জগৎকম্পনকৃৎপ্রাণঃ অশনি, বায়ু, উত ঈশ্বরঃ? ভয়হেতুত্বাৎ অশনিঃ, দেহচালনাৎ বায়ুঃ বা। ঈশঃ, বেদনাৎ অমৃতত্বোক্তেঃ, অন্তর্যামিরূপতঃ ভয়হেতুঃ; চালনং তু সর্ব্বশক্তিযুতত্বতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কঠবল্লীষু আম্নায়তে—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণে এজতি নিঃসৃতম্" (কঠ ২।৩।২) ইত্যাদি। ইদং বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। অত্র জগচ্চালনহেতুত্বাৎ পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকস্য প্রাণস্য প্রতীতিঃ ভবতি, ভয়হেতুত্বাৎ চ অশনেঃ। অমৃতত্বং তু ব্রহ্মণি প্রতিভাতি। এবং জগৎকম্পনকারিণি প্রাণে ত্রিধা সংশয়ঃ ভবতি—যঃ] জগৎকম্পনকৃৎ প্রাণঃ [সঃ কিম্] অশনিঃ, বায়ুঃ, উত ঈশ্বরঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—ভয়হেতুত্বাৎ [সঃ প্রাণঃ] অশনিঃ [স্যাৎ], দেহচালনাৎ [সঃ] বায়ুঃ বা [ভবতি। প্রাণশব্দবাচ্যস্য দেহাদিচালনকর্ত্তৃত্বাবগমাৎ]

সিদ্ধান্ত—ঈশঃ [প্রাণশব্দবাচ্যঃ ভবিতুম্ অর্হতি। কুতঃ? "যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি" (কঠ ২।৩।৯) ইতি তস্য] বেদনাৎ অমৃতত্বোক্তেঃ; অন্তর্যামিরূপতঃ [সঃ ঈশ্বরঃ] ভয়হেতুঃ [ভবতি, "ভীষা অস্মাৎ বাতঃ পবতে" (তৈঃ ২।৮।১) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। জগতঃ] চালনং তু [পরমেশ্বরস্য] সর্ব্বশক্তিযুতত্বতঃ [উপপদ্যতে]

অনুবাদ

সংশয়—[কঠবল্লীসকলে পঠিত হইতেছে—"এই যাহা কিছু গতিশীল বস্তু, সেই সকলই প্রাণ আছেন বলিয়াই তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া কম্পিত হইতেছে," ইত্যাদি। এই বাক্যটী এখানে বিষয়। এখানে জগতের চালনের প্রতি হেতুতা থাকায় পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণের প্রতীতি হইতেছে এবং ভয়ের প্রতি হেতুতাবশতঃ অশনির প্রতীতি হইতেছে। অমৃতত্ব কিন্তু ব্রহ্মে প্রতিভাত হইতেছে। এইপ্রকারে জগতের কম্পনকারক প্রাণবস্তুতে তিনপ্রকার সংশয় হইতেছে—যিনি] জগতের পরিচালনকর্ত্তা প্রাণ [তিনি কি] বজ্র, অথবা বায়ু, অথবা ঈশ্বর?

পূর্ব্বপক্ষ—ভয়ের হেতু হওয়ায় [সেই প্রাণ] হইবে বজ্র, অথবা দেহকে পরিচালন করে বলিয়া তাহা হইবে বায়ু, [কারণ যাহা প্রাণশব্দের বাচ্য, তাহার দেহাদিচালনাতে কর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়]।

সিদ্ধান্ত—ঈশ্বর [প্রাণশব্দের বাচ্য হইবেন, ইহা সঙ্গত। কেন? বলিতেছি—"যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃতস্বরূপ হইয়া যান," ইত্যাদি শ্রুতিতে] যেহেতু তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলে অমৃতত্বপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে; অন্তর্যামিস্বরূপ হন বলিয়া [সেই ঈশ্বর] ভয়ের হেতু, [যেহেতু "ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়," এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে]। আর [জগতের] পরিচালনা সর্ব্বশক্তিযুক্ততাবশতঃ পরমেশ্বরের পক্ষেই যুক্তিসঙ্গত।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রাণোপাসনা। সিদ্ধান্তে—নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞান।

কম্পনাৎ ॥১।৩।৩৯॥

সূত্রার্থ— [কঠবল্লীষু শ্রূয়তে— "যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণে এজতি নিঃসৃতম্" (কঠ ২।৩।২) ইত্যাদি। তত্র "এজৃ কম্পনে" ইতি ধাতোঃ কম্পনার্থকত্বাৎ সর্ব্বজগৎকম্পনহেতুঃ প্রাণঃ প্রতীয়তে। সঃ কিং বায়ুবিকারঃ, উত পরমাত্মা ইতি সন্দেহে, বায়ুবিকারঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ইহ প্রাণশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা এব, কুতঃ?] **কম্পনাৎ**—সর্ব্বশব্দবাচ্যস্য সবায়ুকস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ জীবনাদিচেষ্টাহেতুত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ— [কঠবল্লীসকলে পঠিত হইতেছে—"এই যাহা কিছু গতিশীল বস্তু, সেই সকলই প্রাণ আছেন বলিয়াই তাঁহা হইতে নির্গত হইয়া কম্পিত হইতেছে," ইত্যাদি। সেই স্থলে "এজ্ ধাতুর অর্থ কম্পন", এইপ্রকারে ধাতুটীর অর্থ কম্পন হওয়ায় সর্ব্বজগতের কম্পনের প্রতি হেতু যে প্রাণ, তাহার প্রতীতি হইতেছে। তাহা (—সেই প্রাণ) কি বায়ুর বিকার, অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; বায়ুর বিকার, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এখানে পরমাত্মাই প্রাণশব্দের বাচ্য। কেন?] **কম্পনাৎ**— যেহেতু তিনি [উক্ত শ্রুতিতে পঠিত] সর্ব্বশব্দের বাচ্য যে বায়ুর সহিত সমগ্র জগৎ, তাহার জীবনাদিচেষ্টার হেতু।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকঃ অধিকারবিচারঃ।১ প্রকৃতাম্ এব ইদানীং বাক্যার্থবিচারণাং প্রবর্ত্তয়িষ্যামঃ।২ "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"॥ (কঠ ২।৩।২) ইতি।৩ এতৎ বাক্যম্ "এজৃ কম্পনে" ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, বিষয়বাক্য ও সংশয়]

প্রসঙ্গাগত অধিকারবিষয়ক বিচার সমাপ্ত হইল।১ এক্ষণে প্রস্তাবিত বাক্যার্থের বিচারকেই প্রবর্ত্তন করাইব (—শ্রুতিবাক্যের অর্থনিরূপণের জন্য পূর্ব্ববৎ বিচার আরম্ভ করিব)।২ "এই যাহা কিছু গতিশীল পদার্থ, সেই সমস্তই প্রাণ আছেন বলিয়াই তাঁহা হইতে নির্গত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে (—নিয়মতঃ চেষ্টাযুক্ত হইতেছে, জগতের উৎপত্তি ও স্পন্দনের হেতুস্বরূপ সেই প্রাণ] উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভয়ানক; যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃতস্বরূপ হইয়া যান্",

শাঙ্করভাষ্যম্

ধাত্বর্থানুগমাৎ লক্ষিতম্।৪ অস্মিন্ বাক্যে সর্ব্বম্ ইদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং স্পন্দতে, মহৎ চ কিঞ্চিৎ ভয়কারণং বজ্রশব্দিতম্ উদ্যতং, তদ্বিজ্ঞানাৎ চ অমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ ইতি শ্রূয়তে।৫ তত্র কঃ অসৌ প্রাণঃ, কিং তৎ ভয়ানকং বজ্রম্ ইতি অপ্রতিপত্তেঃ বিচারে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তিঃ বায়ুঃ প্রাণঃ ইতি।৬ প্রসিদ্ধেরেব চ অশনিঃ বজ্রং স্যাৎ।৭ বায়োশ্চ ইদং মাহাত্ম্যং সঙ্কীর্ত্ত্যতে।৮ কথম? ৯ সর্ব্বম্ ইদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতে প্রতিষ্ঠায় এজতি।১০ বায়ুনিমিত্তম্ এব চ মহৎ ভয়ানকং

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি।৩ [ইহা এই অধিকরণের বিষয়বাক্য তাহা কিপ্রকারে অবগত হইলে? তাহা বলিতেছেন—] এই বাক্যটী, "এজ্ ধাতুর অর্থ কম্পন," এইপ্রকারে ধাত্বর্থের অনুগম (— অবগতি) হইতে লক্ষিত হইতেছে (—এজ্ ধাতুর অর্থ 'কম্পন' হওয়ায় "কম্পনাৎ" এই সূত্রে 'এজতি' পদযুক্ত এই বিষয়বাক্যটী গৃহীত হইতেছে)।৪ এই বাক্যে 'এই সমস্ত জগৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া স্পন্দিত হয়', 'উদ্যত বজ্রশব্দের দ্বারা কথিত মহৎ ভয়ের কারণ কোন বস্তু' এবং 'তাহার জ্ঞান হইতে অমৃতত্বপ্রাপ্তি', এইগুলি শ্রুত হইতেছে।৫ সেইস্থলে প্রাণ কে এবং সেই ভয়ানক বজ্রটী কি, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে না বলিয়া বিচার করিলে—

[পূঃ—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে বায়ুই প্রাণশব্দে গ্রহণীয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়—[লোকমধ্যে] প্রসিদ্ধি থাকায় পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক বায়ুই প্রাণ (১)।৬ আর প্রসিদ্ধিবশতঃই অশনি [শব্দের অর্থ] হইবে বজ্র।৭ (২) বায়ুরই এই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।৮ কিপ্রকারে জানিলে? ৯ [তাহা বলিতেছেন—] এই সমগ্র জগৎ 'প্রাণ' এই শব্দের দ্বারা কথিত যে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক বায়ু, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে [অতএব জগৎকম্পনহেতুত্বরূপ ব্রহ্মবোধক স্পষ্ট লিঙ্গপ্রমাণ এখানে নাই]।১০ আর বায়ুরূপ নিমিত্তবশতঃই মহৎ ও ভয়ানক বজ্র উদ্যত হয়, কারণ বায়ু মেঘরূপে বিবর্ত্তিত হইলে

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে বায়ুবোধক প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

(২) যদি বলা হয়—"অতএব প্রাণঃ" (১।১।২৩) এইস্থলে তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণবলে মুখ্যপ্রাণবোধক প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের বাধ হওয়ায় প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলেও অমৃতত্বহেতুত্ব সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ব জগৎকম্পনহেতুত্ব ভয়হেতুত্ব ইত্যাদি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গসকল আছে। সেইহেতু প্রাণশব্দের বায়ুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের উত্থানই হইতে পারে না। উক্ত বিষয়বাক্য ১।১।৯ প্রাণাধিকরণেই গতার্থ হইবে, ইহাই উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—**বায়োশ্চ**—'বায়ুরই' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

বজ্রম্ উদ্যম্যতে, বায়ৌ হি পর্জ্জন্যভাবেন বিবর্ত্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনয়ঃ বিবর্ত্তন্তে ইতি আচক্ষতে ।১১ বায়ুবিজ্ঞানাৎ এব চ ইদম্ অমৃতত্বম্ ।১২ তথাহি শ্রুত্যন্তরম্—"বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ, অপ পুনঃ মৃত্যুং জয়তি যঃ এবং বেদ" (বৃঃ ৩।৩।২) ইতি ।১৩ তস্মাৎ বায়ুঃ অয়ম্ ইহ প্রতিপত্তব্যঃ ইতি ।১৪ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ব্রহ্ম এব ইদম্ ইহ প্রতিপত্তব্যম্ ।১৫ কুতঃ? ১৬ পূর্ব্বোত্তরালোচনাৎ ।১৭ পূর্ব্বোত্তরয়োঃ হি গ্রন্থভাগয়োঃ ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানম্ উপলভামহে ।১৮ ইহৈব কথম্ অকস্মাৎ অন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্য-

ভাষ্যানুবাদ

বিদ্যুৎ, বর্ষণকারী মেঘ, বৃষ্টি এবং বজ্র উৎপন্ন হয়, এইরূপ [লোকমধ্যে] কথিত হয়। [অতএব ভয়হেতুত্বরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গও এখানে নাই]।১১ আর বায়ুবিষয়ক জ্ঞান হইতেই এই অমৃতত্ব লব্ধ হয়।১২ দেখ, এই বিষয়ে অন্য শ্রুতি আছে, যথা—"বায়ুই ব্যষ্টি (—তত্তৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসকলের অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত), বায়ুই সমষ্টি (—সূত্রাত্মরূপে অবস্থিত), যিনি এইপ্রকার জানেন তিনি মৃত্যুকে অপজয় করেন (—পুনরায় মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না"), ইত্যাদি। [অতএব অমৃতত্বের হেতুতারূপ ব্রহ্মলিঙ্গও এখানে নাই] ।১৩ সেইহেতু (—উক্ত লিঙ্গপ্রমাণসকল ব্রহ্মকে সমর্পণ না করিয়া বায়ুকেই সমর্পণ করে বলিয়া) ইহাকে (—প্রাণকে) এখানে বায়ু বলিয়া বুঝিতে হইবে।১৪

[সিঃ—একবাক্যতাপুষ্ট ও প্রকরণপ্রমাণানুগৃহীত বহু লিঙ্গপ্রমাণবলে পরমাত্মাই প্রাণশব্দে গ্রহণীয়।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—এখানে ইহাকে (—প্রাণশব্দের বাচ্যকে) ব্রহ্মরূপেই অবগত হইতে হইবে।১৫ তাহাতে হেতু কি?১৬ [তাহা বলিতেছেন—] পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা (৩) হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।১৭ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] পূর্ব্ববর্ত্তী এবং উত্তরবর্ত্তী গ্রন্থভাগে ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, ইহা আমরা উপলব্ধি করিতেছি।১৮ তদুভয়ের মধ্য-

ভাবদীপিকা

(৩) এইস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য ও উত্তরবর্ত্তী বাক্যের একবাক্যতার (—একার্থপ্রতিপাদকতার) কথা বলিতেছেন। "তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম" (কঠ ২।৩।১) ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, পরবর্ত্তী "ভয়াদস্য অগ্নিঃ তপতি" (ঐ ২।৩।৩) ইত্যাদি বাক্যেও বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি যাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই ব্রহ্মই বর্ণিত হইতেছেন। মধ্যস্থলে "যদিদং কিঞ্চ" (ঐ ২।৩।২) ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশব্দে যদি বায়ু প্রভৃতি অন্য কিছু বর্ণিত হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ (—বিভিন্নার্থপ্রতিপাদকতা) হইয়া পড়িবে। "একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ গ্রহণীয় নহে"। সিদ্ধান্তী পরে যে প্রকরণ ও লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিবেন, তাহারা এই একবাক্যতার দ্বারা পুষ্ট হইতেছে, বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

মানং প্রতিপদ্যেমহি? ১৯ পূর্ব্বত্র তাবৎ "তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন"॥ (কঠ ২।৩।১) ইতি ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্। ২০ তদেব ইহাপি সন্নিধানাৎ "জগৎ সর্ব্বং প্রাণে এজতি" (কঠ ২।৩।২) ইতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ নির্দ্দিষ্টম্ ইতি গম্যতে। ২১ প্রাণশব্দঃ অপি অয়ং পরমাত্মনি এব প্রযুক্তঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" (বৃ ৪।৪।১৮) ইতি

ভাষ্যানুবাদ

বর্ত্তী এইস্থলেই অকস্মাৎ বায়ু নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, ইহা কিপ্রকারে অবগত হইব? ১৯ পূর্ব্বে "তাহাই (—সেই মূলই) শুক্র (—জ্যোতিঃস্বরূপ), তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই অমৃত (—অবিনাশী) বলিয়া কথিত হয়, লোকসকল তাঁহাতেই আশ্রিত রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না," এইপ্রকারে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ২০ এখানেও সন্নিধানবশতঃ (—নিকটে পঠিত হওয়ায়) এবং "প্রাণ আছেন বলিয়াই এই সমস্ত জগৎ স্পন্দিত হয়", এইরূপে [কঠ ২।৩।১ শ্রুত্যুক্ত] লোকাশ্রয়তার প্রত্যভিজ্ঞা (৪) হয় বলিয়া, তিনিই (—সেই ব্রহ্মই) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। ২১ এই প্রাণশব্দটীও পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু "প্রাণের প্রাণ" এইপ্রকার [শ্রুতিবাক্য] পরিদৃষ্ট হয়। ২২ আর এই 'এজয়িতৃত্ব'ও (—স্পন্দনকর্ত্তৃত্বও) পরমাত্মার পক্ষেই সঙ্গত (৫),

ভাবদীপিকা

(৪) এখানে সিদ্ধান্তী লিঙ্গপ্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, তাহা এইপ্রকার—"জগৎ সর্ব্বং প্রাণে এজতি" (কঠ ২।৩।২) এইস্থলে 'প্রাণ আছেন বলিয়াই তাঁহাকে আশ্রয়করতঃ সমগ্র জগৎ স্পন্দিত হইতেছে', এইপ্রকারে 'সর্ব্বাশ্রয়তারূপ' একটী লিঙ্গপ্রমাণ সমর্পিত হইতেছে আর সেই লিঙ্গপ্রমাণটীর দ্বারা "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" (কঠ ২।৩।১) এই শ্রুতিতে পঠিত যে 'সর্ব্বলোকাশ্রয়তা', তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। সেইস্থলে ব্রহ্মই সর্ব্বলোকাশ্রয়রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সেইহেতু কঠ ২।৩।২ বাক্যোক্ত 'সর্ব্বাশ্রয়তা' হইল ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ, বায়ুবোধক নহে। কিন্তু প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে বায়ুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা কিপ্রকারে ব্রহ্মবস্তু সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রাণশব্দঃ"—'এই প্রাণশব্দটীও' ইত্যাদি।

(৫) এইস্থলে 'সর্ব্বজগৎকম্পনহেতুত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। "জগৎ সর্ব্বং প্রাণে এজতি" (কঠ ২।৩।২) এইস্থলে সর্ব্বজগৎ বলিতে বায়ুকেও গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ তাহাও জগদন্তঃপাতী কার্য্যবস্তু। সেইহেতু সর্ব্বশব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া বায়ুভিন্ন "সর্ব্বকে" সমর্পণ করিতে পারে না। অতএব যে প্রাণ আছেন বলিয়া বায়ুর সহিত সমগ্র জগৎ স্পন্দিত হইতেছে, তিনি বায়ু হইতে পারেন না; কিন্তু তিনি তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরই। এইরূপে "সর্ব্বজগৎকম্পনহেতুত্ব" হইল ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ, বায়ুবোধক নহে। আর প্রাণশব্দ ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া (২২ বাক্য) তাহা অব্যভিচরিতভাবে বায়ুবোধক হইতে পারে না। ফলে পূর্ব্বপক্ষীর শ্রুতিপ্রমাণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শনাৎ।২২ এজয়িতৃত্বম্ অপি ইদং পরমাত্মনঃ এব উপপদ্যতে, ন বায়ুমাত্রস্য। ২৩ তথাচ উক্তম্—"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ"॥ (কঠ ২।২।৫) ইতি। ২৪ উত্তরত্রাপি "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"॥ (কঠ ২।৩।৩) ইতি ব্রহ্ম এব নির্দ্দেক্ষ্যতে, ন বায়ুঃ; সাবায়ুকস্য জগতঃ ভয়হেতুত্বাভিধানাৎ।২৫ তদেব ইহাপি সন্নিধানাৎ 'মহদ্ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্,' ইতি চ ভয়হেতুত্বপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ নির্দ্দিষ্টম্ ইতি গম্যতে।২৬

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর পক্ষে নহে।২৩ এই বিষয়ে এইপ্রকারই কথিত হইয়াছে, যথা—"মরণশীল কোন প্রাণীই প্রাণের দ্বারা, কিম্বা অপানের দ্বারা জীবনধারণ করে না, কিন্তু অপরের (—প্রাণাপানভিন্ন কোন বস্তুর) দ্বারা জীবনধারণ করে, যাহাতে এই দুইটী (—প্রাণ ও অপান) আশ্রিত রহিয়াছে"।২৪ পরবর্ত্তী বাক্যেও "ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দান করেন, ভয়ে সূর্য্য তাপদান করেন, আর ভয়বশতঃই ইন্দ্র বায়ু ও পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু ধাবিত (—স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত) হন" (৬) এইপ্রকারে ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইবেন, কিন্তু বায়ু নহে; কারণ উক্ত [শ্রুতিবাক্যে] বায়ুর সহিত জগতের ভয়হেতুতা (—বায়ুর সহিত সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই পরমেশ্বরকে ভয় করেন, ইহা) কথিত হইয়াছে।২৫ আর "উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহৎ ভয়ের কারণ" (কঠ ২।৩।২), এইরূপে ভয়হেতুতার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া সন্নিধানবশতঃ তিনিই (—ভয়হেতুভূত সেই ব্রহ্মই) এখানেও (—"প্রাণে এজতি, এই" বাক্যেও) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (৭)।২৬ [কিন্তু বজ্রশব্দটী ব্রহ্মে কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে

ভাবদীপিকা

(৬) সিদ্ধান্তী এইস্থলে সন্দংশন্যায় প্রদর্শনদ্বারা অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ২০ সংখ্যক বাক্যে "তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম" (কঠ ২।৩।১) এইরূপে সন্দংশের পূর্ব্বাবয়ব এবং প্রস্তাবিত বাক্যে "ভয়াদস্য অগ্নিঃ তপতি" (কঠ ২।৩।৩) এইরূপে সন্দংশের উত্তরাবয়ব প্রদর্শিত হইল। এই পূর্ব্ববর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হওয়ায় সন্দংশমধ্যপতিত "যদিদং কিঞ্চ" (কঠ ২।৩।২) ইত্যাদি বাক্যেও প্রাণ-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই সমর্পিত হইয়াছেন, ইহা অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণবলে নির্ণীত হইল।

(৭) এখানে তাৎপর্য্য এই—"ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি" (কঠ ২।৩।৩) এই বাক্যে "ভয়হেতুত্ব-রূপ" যে লিঙ্গপ্রমাণ, তাহাকে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ সেইস্থলে পঠিত বায়ু প্রভৃতি নিজেই নিজের ভয়হেতু হইতে পারে না। প্রস্তাবিত "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" (কঠ ২।৩।২) ইত্যাদি বাক্যস্থ "মহদ্ভয়ম্" এইরূপে যে "ভয়হেতুত্ব"রূপ লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট

শাঙ্করভাষ্যম

বজ্রশব্দোঽপি অয়ং ভয়হেতুত্বসামান্যাৎ প্রযুক্তঃ।২৭ যথা হি বজ্রম্ উদ্যতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদি অহম্ অস্য শাসনং ন কুর্য্যাম্ ইতি অনেন ভয়েন জনঃ নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ত্ততে, এবম্ ইদম্ অগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিকং জগৎ অস্মাদেব ব্রহ্মণঃ বিভ্যৎ নিয়মেন স্বব্যাপারে প্রবর্ত্ততে ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম।২৮ তথাচ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ॥ (তৈঃ ২।৮।১) ইতি।২৯ অমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্ম এব ইদম্ ইতি গম্যতে, ব্রহ্মজ্ঞানাৎ হি অমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেঃ ৬।১৫) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।৩০ যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ ক্বচিৎ অমৃতত্বম্

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] এই বজ্রশব্দও ভয়হেতুতারূপ সাধারণ ধর্ম্মবশতঃ [পরমেশ্বরে] প্রযুক্ত হইয়াছে।২৭ যেমন দেখ, 'যদি আমি ইহার শাসন (—আজ্ঞা) পালন না করি, [তাহা হইলে] উদ্যত বজ্র আমারই মস্তকে পতিত হইবে', এইপ্রকার ভয়বশতঃ মনুষ্য রাজা প্রভৃতির শাসনে নিয়মপূর্ব্বক [স্বব্যাপারে] প্রবৃত্ত হয়, এইপ্রকারে এই অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য প্রভৃতি সমন্বিত জগৎ এই ব্রহ্ম হইতে ভয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া নিয়মপূর্ব্বক স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়; এইহেতু ব্রহ্ম ভয়ানক বজ্রের সহিত উপমিত হইয়াছেন।২৮ আর ব্রহ্মবিষয়ে সেইপ্রকার অন্য শ্রুতিও আছে, যথা—"ইঁহা হইতে ভয়বশতঃ বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, ভয়বশতঃ সূর্য্য উদিত হইতেছেন, ইঁহা হইতে ভয়বশতঃ অগ্নি ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু ধাবিত (—স্বস্বব্যাপারে প্রবৃত্ত) হইতেছেন", ইত্যাদি। [অতএব শ্রুত্যন্তরে ভয়হেতুতা ব্রহ্মেরই সিদ্ধ হওয়ায় প্রস্তাবিতস্থলে তাহার প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ ভয়হেতুভূত বজ্রশব্দ হয় ব্রহ্মে উপপন্ন]।২৯ আর অমৃতত্বরূপ (৮) ফল শ্রুত হইতেছে বলিয়াও ইনি (—এই প্রাণশব্দবাচ্য বস্তু) ব্রহ্মই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান হইতে অমৃতত্বের প্রাপ্তি হয়, কারণ তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অয়নায় (—পরমপদপ্রাপ্তির জন্য) অন্য উপায় নাই", এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে।৩০

ভাবদীপিকা

হইতেছে, তাহার দ্বারা উক্ত ২।৩।৩ বাক্যস্থ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ যে ভয়হেতুত্ব, 'এই ভয়হেতুত্বই সেই ভয়হেতুত্ব,' এইপ্রকারে তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। সুতরাং কঠ ২।৩।২ বাক্যস্থ ভয়হেতুত্বলিঙ্গ যে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ, বায়ুবোধক নহে এবং উক্ত সন্দংশের মধ্যে পঠিত হওয়ায় তাহা যে অবান্তরপ্রকরণ মাণ (৬ ভাবদীঃ) কর্ত্তৃক পুষ্ট, ইহা নির্ণীত হইল।

(৮) এইস্থলে ব্রহ্মবোধক অমৃতত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

অভিহিতং তদ্ আপেক্ষিকম্; তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন পরমাত্মানম্ অভিধায় "অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্" (বৃঃ ৩।৪।২) ইতি বায়্বাদেঃ আর্ত্তত্বাভিধানাৎ।৩১ প্রকরণাৎ অপি অত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ, "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ" (কঠ ১।২।১৪) ইতি পরমাত্মনঃ পৃষ্টত্বাৎ।৩২॥১।৩।৩৯॥ ইতি দশমং কম্পনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

আর যে বায়ুবিষয়ক জ্ঞান হইতে কোন কোন স্থলে অমৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে (১৩ বাক্য), তাহা আপেক্ষিক অমৃতত্ব, কারণ সেইস্থলেই (—বৃহদারণ্যকেই) অন্য প্রকরণের আরম্ভদ্বারা [বৃঃ ৩।৪ উষস্তব্রাহ্মণে অন্তর্যামী] পরমাত্মার কথা বলিয়া "এতদ্ব্যতিরিক্ত (—এই অন্তর্যামী পরমাত্মা ভিন্ন) অন্য বস্তু বিনাশী", এইরূপে বায়ু প্রভৃতির আর্ত্তত্ব (—বিনাশিত্ব) অভিহিত হইয়াছে।৩১ আর প্রকরণপ্রমাণ (৯) বশতঃও এখানে পরমাত্মবিষয়ক নিশ্চয় হয়, যেহেতু "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, এই কৃত ও অকৃত (—কার্য্য ও কারণ) হইতে ভিন্ন, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন (—কালত্রয়াতীত) যাহা আপনি জানেন, তাহা বলুন", এইপ্রকারে পরমাত্মাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন।৩২॥১।৩.৩৯॥ কম্পনাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে ব্রহ্মবোধক মহাপ্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। যাহা জিজ্ঞাসিত হয়, তাহারই উত্তর প্রদত্ত হয়। ব্রহ্মবিষয়ে নচিকেতা প্রশ্ন করিয়াছেন, যম সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিয়াছেন, অন্যথা উন্মত্তপ্রলাপ হইয়া পড়িবে। এইপ্রকারে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকায় প্রকরণপ্রমাণ সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে (৬ ভাবদীঃ) অবান্তরপ্রকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত জগৎকম্পনহেতুত্ব (১০ বাক্য) প্রভৃতি বায়ুবোধক লিঙ্গসকল ব্রহ্মবোধক লিঙ্গরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত একবাক্যতানুগৃহীত (৩. ভাবদীঃ) ও উভয়প্রকার প্রকরণপ্রমাণদ্বারা (৬ এবং ৯ ভাবদীঃ) পুষ্ট ব্রহ্মবোধক বহু লিঙ্গপ্রমাণের বলে পূর্ব্বপক্ষীর বাক্যভেদক (৩ ভাবদীঃ) যে প্রাণশব্দরূপ (১ ভাবদীঃ) বায়ুবোধক শ্রুতিপ্রমাণ, তাহা বাধিত হইয়া পড়িল (—বায়ুকে প্রতিপাদন করিতে পারিল না)। ১।১।৯ প্রাণাধিকরণে ব্রহ্মবোধক তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গবলে শ্রুতিপ্রমাণের বাধ হইয়াছিল। এইপ্রকারে ১।১।৯ প্রাণাধিকরণ ও ১।৩।১০ কম্পনাধিকরণ উভয়ত্রই প্রাণশব্দের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইলেও প্রমাণের বলাবলনির্ণয়ের বিভিন্নতা থাকায় প্রাণাধিকরণে গতার্থ না হইয়া ভিন্ন অধিকরণ রচনা হইল সার্থক।

কম্পনাধিকরণ সমাপ্ত।

১১। জ্যোতিরধিকরণম। [৪০ সূত্র]

[জ্যোতির্দর্শনাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রজাপতিবিদ্যাতে পরব্রহ্মই পরমজ্যোতিঃশব্দবাচ্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন কঠ ২।৩।২ শ্রুতিস্থ 'সর্ব্ব'শব্দটীর অর্থসঙ্কোচ (৫ ভাবদ্বীঃ) উপপন্ন হয় না বলিয়া সেই অসঙ্কোচের দ্বারা অনুগৃহীত সর্ব্বজগৎকম্পনহেতুত্বাদি লিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণবলে প্রাণশব্দের ব্রহ্মরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ প্রকরণপ্রমাণের অনুগ্রাহক কেহ নাই, যাহার বলে জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মরূপ অর্থ নির্ণীত হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

পরং জ্যোতিস্তু সূর্যস্য মণ্ডলং ব্রহ্ম বা ভবেৎ।
সমুত্থায়োপসম্পদ্যেত্যুক্ত্যা স্যাদ্রবিমণ্ডলম্॥
সমুত্থানং ত্বংপদার্থশুদ্ধির্ব্রহ্মাত্মবোধনম্।
সম্পত্তিরুত্তমত্বোক্তের্ব্রহ্ম স্যাদক্ষসাক্ষিতঃ॥

অন্বয়—পরং জ্যোতিঃ তু সূর্য্যস্য মণ্ডলং, ব্রহ্ম বা ভবেৎ? "সমুত্থায় উপসম্পদ্য" ইতি উক্ত্যা রবিমণ্ডলং স্যাৎ। উত্তমত্বোক্তেঃ অক্ষসাক্ষিতঃ ব্রহ্ম স্যাৎ; সমুত্থানং ত্বংপদার্থশুদ্ধিঃ, সম্পত্তিঃ ব্রহ্মাত্মবোধনম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে প্রজাপতিবিদ্যায়াম্ আম্নায়তে—"এবঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, সঃ উত্তম পুরুষঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি। তত্র জ্যোতিঃশ্রুতির্ব্রহ্মপ্রকরণাভ্যাং সংশয়ঃ ভবতি—] পরং জ্যোতিঃ [কিম্] সূর্য্যস্য মণ্ডলং, ব্রহ্ম বা ভবেৎ?

পূর্ব্বপক্ষ—["শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইতি অস্যার্থঃ—'দেহাৎ নির্গত্য জ্যোতিঃ প্রাপ্নোতি'। সঃ চ ব্রহ্মপক্ষে ন ঘটতে, ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ দেহাৎ নির্গমনাভাবাৎ, প্রাপ্তৃ-প্রাপ্তব্যভেদানুপপত্তেশ্চ। অত্র তু] "সমুত্থায় উপসম্পদ্য" ইতি উক্ত্যা [তৎ পরং জ্যোতিঃ] রবিমণ্ডলং স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—["সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ" ইতি] উত্তমত্বোক্তেঃ, [তথা "যঃ বেদ ইদং জিঘ্রাণি সঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১২।৪) ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তপ্রকারেণ] অক্ষসাক্ষিতঃ ব্রহ্ম [জ্যোতিঃশব্দবাচ্যম্] স্যাৎ। [যদুক্তম্ "শরীরাৎ সমুত্থায়" "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইতি এতদ্ দ্বয়ং ব্রহ্মপক্ষে ন সম্ভবতি ইতি। তদসৎ। যতঃ অত্র] সমুত্থানং ত্বংপদার্থশুদ্ধিঃ, [ন দেহাৎ নির্গমনম্]; সম্পত্তিঃ [চ] ব্রহ্মাত্মবোধনম্, [ন প্রাপ্তিঃ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে প্রজাপতিবিদ্যাতে পঠিত হইতেছে—"এই সুষুপ্ত জীব শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনি উত্তম পুরুষ", ইত্যাদি। সেইস্থলে জ্যোতিঃশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং ব্রহ্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ থাকায় সংশয় হয়—] পরম জ্যোতিঃ কি সূর্য্যমণ্ডল, অথবা ব্রহ্ম?

পূর্ব্বপক্ষ—["শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য", ইহার অর্থ—দেহ হইতে

নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হন"। সেই অর্থ কিন্তু ব্রহ্মপক্ষে সঙ্গত নহে, যেহেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে দেহ হইতে নির্গমন হয় না এবং যেহেতু প্রাপক ও প্রাপ্তব্যরূপ বিভিন্নতা সঙ্গত হয় না। এখানে কিন্তু] "সমুত্থায় উপসম্পত্ত", এইপ্রকার কথিত হইয়াছে বলিয়া [সেই পরম জ্যোতিঃ] সূর্য্যমণ্ডলই হইবে।

সিদ্ধান্ত—["সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ", এইরূপে] উত্তমত্ব (—শ্রেষ্ঠত্ব) কথিত হইয়াছে বলিয়া, [আর "যিনি জানেন ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, তিনি আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিতপ্রকারে] ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী হন বলিয়া ব্রহ্ম [জ্যোতিঃশব্দের বাচ্য] হইবেন। [আর যে বলা হইয়াছে—"শরীরাৎ সমুত্থায়" এবং "পরং জ্যোতিরুপসম্পত্ত", এই দুইটী ব্রহ্মপক্ষে সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি। তাহা ঠিক নহে। যেহেতু এখানে [সমুত্থানশব্দের অর্থ—ত্বংপদার্থের শোধন (—শরীরত্রয়াভিমানরাহিত্য, কিন্তু দেহ হইতে নির্গমন নহে]; আর সম্পত্তিশব্দের অর্থ 'জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান', [কিন্তু প্রাপ্তি নহে] ইত্যাদি।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, দেবযানমার্গস্থ সূর্য্যোপাসনাদ্বারা ক্রমমুক্তি। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা সদ্যোমুক্তি।

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥১।৩।৪০॥

পদচ্ছেদ—জ্যোতিঃ, দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পত্ত" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইত্যাদি। তত্র কিং জ্যোতিঃশব্দিতম্ আদিত্যাদিতেজঃ, উত ব্রহ্ম ইতি বিশয়ে "আদিত্যাদিতেজঃ" ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **জ্যোতিঃ**—জ্যোতিঃশব্দবাচ্যম্ [পরব্রহ্ম এব। কুতঃ ?] **দর্শনাৎ**—"যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি উপক্রমালোচনয়া ব্রহ্মণঃ এব প্রতিপাদ্যতয়া অনুবৃত্তিদর্শনাৎ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যে পঠিত হইতেছে—"এই সুষুপ্ত জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি। সেইস্থলে কি আদিত্যাদি তৈজস পদার্থ জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছেন, অথবা ব্রহ্ম, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'আদিত্যাদি তৈজসপদার্থ', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **জ্যোতিঃ**—জ্যোতিঃশব্দের বাচ্য [পরব্রহ্মই। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **দর্শনাৎ**—যেহেতু "যে আত্মা পাপরহিত" ইত্যাদি উপক্রমের আলোচনাদ্বারা প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্মেরই অনুবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরুপসম্পত্ত স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি শ্রূয়তে।১ তত্র সংশয্যতে- কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্বিষয়তমোপহং তেজঃ, কিংবা পরং ব্রহ্ম ইতি?২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৩ প্রসিদ্ধম্ এব তেজঃ জ্যোতিঃশব্দম্, ইতি।৪ কুতঃ ?৫ তত্র জ্যোতিঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ।৬ "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (১।১।২৪) ইতি অত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।৭ ন চ

শাঙ্করভাষ্যম্

ইহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে।৮ তথাচ নাড়ীখণ্ডে—"অথ যত্র এতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধম্ আক্রমতে (ছাঃ ৮।৬।৫) ইতি মুমুক্ষোঃ আদিত্যপ্রাপ্তিঃ অভিহিতা।৯ তস্মাৎ প্রসিদ্ধম্ এব তেজঃ জ্যোতিঃশব্দম্

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পুঃ—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে অর্চ্চিরাদিমার্গস্থ আদিত্যই পরমজ্যোতিঃ।]

"এই সম্প্রসাদ (—সুষুপ্ত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়", শ্রুতিতে এই প্রকার পঠিত হইতেছে।১ সেইস্থলে সংশয় করা হইতেছে—চক্ষুর যাহা বিষয় (—ঘটাদি), তাহার [আবরক] অন্ধকারের নিবারক তেজঃই কি জ্যোতিঃশব্দের বাচ্য, অথবা পরব্রহ্ম?২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] প্রসিদ্ধ তেজঃই (—সূর্য্যরূপ তৈজস পদার্থই জ্যোতিঃশব্দের বাচ্য।৪ তাহাতে হেতু কি?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু জ্যোতিঃশব্দটী (১) তাহাতেই (—সূর্য্যেই) রূঢ়।৬ [যদি বলা হয়—১।১।১০ জ্যোতিশ্চরণাধিকরণে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচক, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। সেই ন্যায় এখানেও প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের উত্থান ও অধিকরণারম্ভ হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" ইত্যাদি এইস্থলে প্রকরণপ্রমাণবলে (২) জ্যোতিঃশব্দটী নিজের [জড় তেজোরূপ] অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে অবস্থান করে (—ব্রহ্মবিষয়ক বোধ উৎপাদন করে)।৭ এখানে কিন্তু নিজের অর্থ পরিত্যাগের প্রতি তাদৃশ কোন হেতু পরিদৃষ্ট হইতেছে না। [সেইহেতু এখানে পূর্ব্বপক্ষের উত্থান ও অধিকরণারম্ভ হইতে পারে।৮ জড়জ্যোতিঃর বোধক অর্চ্চিরাদিমার্গস্থত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—]আর নাড়ীখণ্ডে (—ছাঃ ৮।৬।১ ইত্যাদি স্থলে) "অনন্তর (—সংজ্ঞালোপ হইবার পর, প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে] যখন [জীব] এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন এই রশ্মিসকলের দ্বারাই ঊর্দ্ধে (—স্বকর্ম্মার্জ্জিত লোকে) গমন করে," এইরূপে মুমুক্ষু

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" (ছাঃ ৮।১২।৩) এই বাক্যপঠিত জ্যোতিঃশব্দটীকে সূর্য্যরূপ জড় জ্যোতির বোধক শ্রুতিপ্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিলেন।

(২) এইস্থলে প্রকরণপ্রমাণ বলিতে প্রকরণ (১।১।১০ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ), "দ্যুসম্বন্ধত্বরূপ" লিঙ্গপ্রমাণ (ঐ ৮ ভাবদীঃ) এবং ব্রহ্মপরামর্শক একবাক্যতাপুষ্ট 'যৎ' পদরূপ শ্রুতিপ্রমাণ (ঐ এবং ১০ ভাবদীঃ) ইত্যাদি প্রমাণসকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। সেইস্থলে প্রস্তাবিত ব্রহ্মের সমর্পক 'যৎ'পদের সহিত সমানার্থক হওয়ায় জ্যোতিঃশব্দের জড়জ্যোতীরূপ অর্থ ত্যক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে (ঐ ৮ ভাবদীঃ)। প্রস্তাবিতস্থলে জ্যোতিঃশব্দের তাদৃশ অর্থ ত্যক্ত হইবার প্রতি কোন হেতু নাই, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্‌। ১১ কস্মাৎ ?১২ দর্শনাৎ।১৩ তস্য হি ইহ প্রকরণে বক্তব্যত্বেন অনুবৃত্তিঃ দৃশ্যতে।১৪ "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্য আত্মনঃ প্রকরণাদৌ অন্বেষ্টব্যত্বেন

ভাষ্যানুবাদ

ব্যক্তির [ব্রহ্মলোকের দ্বারভূত] আদিত্যপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে (৩)।৯ সেইহেতু (—অর্চ্চিরাদিমার্গস্থ সূর্য্যই জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে বলিয়া) প্রসিদ্ধ তেজঃই (—সূর্য্যমণ্ডলই) জ্যোতিঃশব্দবাচ্য, ইত্যাদি।১০

[সিঃ—একবাক্যতাপুষ্ট প্রকরণপ্রমাণানুগৃহীত শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে পরব্রহ্মই পরমজ্যোতিঃ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দবাচ্য।১১ তাহাতে হেতু কি ?১২ [তাহা বলিতেছেন—] "যেহেতু পরিদৃষ্ট হইতেছে"।১৩ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু এই প্রকরণে (৪) বক্তব্যরূপে তাঁহারই (—পরব্রহ্মেরই) অনুবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৪ [কিপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "যে আত্মা পাপবর্জ্জিত", এইরূপে প্রকরণের আদিতে অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট আত্মা অন্বেষণীয়রূপে এবং

ভাবদীপিকা

(৩) এইস্থলে 'অর্চ্চিরাদিমার্গস্থত্বরূপ' সূর্য্যবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। নাড়ীখণ্ডে (ছাঃ ৮।৬) যেমন সগুণ ব্রহ্মবিদের মৃত্যুর অনন্তর নাড়ীমধ্যগত রশ্মি অবলম্বনে দেবযানমার্গে সূর্য্যদ্বারে ব্রহ্মলোকে গতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ "শরীরাৎ সমুত্থায়" (ছাঃ ৮।১২।৩) অর্থাৎ মৃত্যুর অনন্তর, "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" অর্থাৎ 'সূর্য্যরূপ জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন,' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে "সমুত্থায়" ও "উপসম্পদ্য" (—মৃত হইয়া ও প্রাপ্ত হইয়া) এই পদদ্বয়ের দ্বারা এই বিচার্য্য জ্যোতিঃ যে অর্চ্চিরাদিমার্গস্থ সূর্য্যরূপ জ্যোতিঃ, ইহা অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু 'অর্চ্চিরাদিমার্গস্থত্ব' হইল জড়জ্যোতিঃ সূর্য্যের বোধক লিঙ্গপ্রমাণ।

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে স্বপক্ষে ব্রহ্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এইপ্রকার নিয়ম আছে—উপক্রমে যাহা প্রস্তাবিত হয়, উপসংহারে যাহা বর্ণিত হয়, মধ্যে যাহার অভ্যাস (—পুনঃ পুনঃ শ্রবণ) হয় এবং যদ্বিষয়ক ফল শ্রুত হয়, তাহাই হয় সেই প্রকরণের প্রধান প্রতিপাদ্য (বার্ত্তিকটীকা)। প্রস্তাবিত প্রজাপতিবিদ্যাতে "যঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি প্রকারে উপক্রম, "সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ (ছাঃ ৮।১২।৩) ইত্যাদি প্রকারে উপসংহার, "এতং তু এব তে" (ছাঃ ৮।৯।৩, ৮।১০।৪, ৮।১১।২) ইত্যাদি প্রকারে অভ্যাস এবং "ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১) ইত্যাদি প্রকারে ফল বর্ণিত হইতেছে। সেইহেতু ইহা পরব্রহ্মবোধক প্রকরণ, ইহা নির্ণীত হয়। আর একই প্রকরণে পঠিত বিষয়সকলের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকায় প্রকরণপ্রমাণের লক্ষণও সংঘটিত হয়। আবার এই প্রকরণে ব্রহ্মই সমর্পিত

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাৎ।১৫ "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮।৯।৩) ইতি চ অনুসন্ধানাৎ।১৬ "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১) ইতি চ অশরীরভাবায় জ্যোতিঃসম্পত্তেঃ অস্য অভিধানাৎ।১৭ ব্রহ্মভাবাৎ চ অন্যত্র অশরীরতানুপপত্তেঃ।১৮ "পরং জ্যোতিঃ", "সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি চ বিশেষণাৎ।১৯ যত্তু উক্তম্—মুমুক্ষোঃ আদিত্য-

ভাষ্যানুবাদ

বিশেষরূপে জিজ্ঞাসার (—বিচারের) বিষয়রূপে প্রতিজ্ঞাত হইতেছেন।১৫ [পর-ব্রহ্মবোধক প্রকরণের বিচ্ছেদ হয় নাই, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "ইঁহা-কেই (—এই আত্মাকেই) আমি পুনরায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব", এইরূপে [পূর্বপ্রস্তাবিত আত্মারই] অনুসন্ধান (—স্মরণ) হইতেছে।১৬ ['অশরীরতারূপ' ফলপ্রাপ্তিবশতঃ জ্যোতিঃশব্দে শরীরধারী সূর্য্যদেবতা গ্রহণীয় নহেন, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "যিনি অশরীর (—শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিবেক যাহার নিবৃত্ত হইয়াছে (৫), তাঁহাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না", এইরূপে অশরীরতারূপ ফললাভের জন্য ইহার (—জীবের) জ্যোতিঃসম্পত্তি (—জ্যোতিঃ-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মাত্মভাব) অভিহিত হইয়াছে বলিয়া 'সূর্য্য এখানে গ্রহণীয় নহেন, কারণ বিগ্রহবান্ সূর্য্যদেবতাকে প্রাপ্তির দ্বারা বিদ্বানের অশরীরতা সিদ্ধ হয় না'।১৭ [কিন্তু উপাসনার দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী সূর্য্যদেবতার প্রাপ্তি হইলে ক্রমশঃ অশরীরতা সিদ্ধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু ব্রহ্মভাবব্যতি-রেকে অন্যভাবে অশরীরতা যুক্তিসঙ্গত নহে।১৮ আর "পরং জ্যোতিঃ" এবং "তিনি উত্তম পুরুষ" (৬), এইপ্রকার বিশেষণ থাকায় 'ব্রহ্মকেই জ্যোতিঃশব্দে গ্রহণ করিতে হইবে'।১৯ আর যে বলা হইয়াছে, ["রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধম্ আক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫) ইত্যাদি বাক্যে] মুমুক্ষুর আদিত্যপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে (৯ বাক্য), ইত্যাদি।২০

ভাবদীপিকা

হইয়াছেন, ইহা নির্ণীত হওয়ায় "যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি জ্যোতির্বাক্যের সহিত (১।১।১০ অধিঃ), এই "পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য" (ছাঃ ৮।১২।৩) এই বাক্যের একবাক্যতাও সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই প্রকরণপ্রমাণ হইল একবাক্যতাপুষ্ট। পক্ষান্তরে জ্যোতিঃশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে অত্রস্থ "পরং জ্যোতিঃ" শব্দে আদিত্যরূপ জড়জ্যোতিঃ গৃহীত হইলে (১ ভাবদীঃ) বাক্যভেদ (—একই জ্যোতিঃশব্দের বিভিন্নার্থপ্রতিপাদকতা) হইয়া পড়িবে।

(৫) এইস্থলে 'অশরীরত্বরূপ' পরব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল; যেহেতু নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান হইলেই শরীরাভিমানরাহিত্যরূপ ফল সম্যগ্‌ভাবে সিদ্ধ হয়।

(৬) ইহা পরব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ, কারণ "উত্তম পুরুষ" (গীতা ১৫।১৭) শব্দ ব্রহ্ম-বস্তুকেই সমর্পণ করে। এইরূপে সিদ্ধান্তী কর্তৃক প্রদর্শিত জ্যোতির্বাক্যের (ছাঃ ৩।১৩।৭)

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তিঃ অভিহিতা ইতি।২০ নাসৌ আত্যন্তিকঃ মোক্ষঃ, গত্যুৎক্রান্তিসম্বন্ধাৎ।২১ নহি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যুৎক্রান্তী স্তঃ ইতি বক্ষ্যামঃ।২২॥১।৩।৪০॥ ইতি একাদশং জ্যোতিরধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[তদুত্তরে বলিতেছেন—] উহা আত্যন্তিক মোক্ষ নহে (৭), কারণ গতি ও উৎক্রান্তির সহিত সম্বন্ধ আছে।২১ আত্যন্তিক মোক্ষে গতি ও উৎক্রান্তি নাই, ইহা আমরা [৩।৩।১৭ অধিঃ এবং ৪র্থ অধ্যায়ে] বলিব।২২॥১।৩।৪০॥ জ্যোতিরধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

১২। অর্থান্তরত্বাধিকরণম। [৪১ সূত্র]

[অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ছান্দোগ্য ৮।১৪।১ বাক্যপঠিত আকাশশব্দ ব্রহ্মবাচক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে উপক্রমে পঠিত আত্মশব্দের (ছাঃ ৮।৭।১) বলে যেমন জ্যোতিঃশব্দের জড়জ্যোতীরূপ অর্থ ত্যক্ত হইয়াছে, প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ উপক্রমস্থ আকাশশব্দের (ছাঃ ৮।১৪।১) বলে ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মশব্দের (ঐ) অর্থ ত্যক্ত হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বিয়দ্বা ব্রহ্মবাঽঽকাশো বৈ নামেতি শ্রুতং, বিয়ৎ।
অবকাশপ্রদানেন সর্ব্বনির্ব্বাহকত্বতঃ॥
নির্বোঢ়ৃত্বং নিয়ন্তৃত্বং চৈতন্যস্যৈব তত্ত্বতঃ।
ব্রহ্মস্যাদ্বাক্যশেষে চ ব্রহ্মাত্মেত্যাদিশব্দতঃ॥

অন্বয়--"আকাশো বৈ নাম" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইতি শ্রুতং বিয়ৎ বা, ব্রহ্ম বা? অবকাশপ্রদানেন সর্ব্বনির্ব্বাহকত্বতঃ বিয়ৎ। নির্বোঢ়ৃত্বং নিয়ন্তৃত্বং তত্ত্বতঃ চৈতন্যস্য এব, বাক্যশেষে চ ব্রহ্ম আত্মা ইত্যাদি শব্দতঃ ব্রহ্ম স্যাৎ।

ভাবদীপিকা

সহিত একবাক্যতাসম্পাদক প্রকরণপ্রমাণ (৪ ভাবদীঃ) কর্তৃক পুষ্ট অশরীরত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (৫ ভাবদীঃ) ও উত্তমপুরুষরূপ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর বাক্যভেদক (৪ ভাবদীঃ) জ্যোতিঃশব্দরূপশ্রুতিপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) ও অর্চ্চিরাদিমার্গস্থত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (৩ ভাবদীঃ) বাধিত হইল। তাহার ফলে পরব্রহ্মই অত্রস্থ জ্যোতিঃশব্দের বাচ্য, ইহা সিদ্ধ হইল।

(৭) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর "অর্চ্চিরাদিমার্গস্থত্বরূপ" (৩ ভাবদীঃ) সূর্য্যবোধক লিঙ্গপ্রামাণটী বিঘটিত হইল; কারণ নাড়ীখণ্ডে (ছাঃ ৮.৬।৫) সগুণদহরোপাসকের অর্চ্চিরাদিমার্গে যে সূর্য্যপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মোক্ষ নহে, সেইহেতু সেইস্থলে সূর্য্যের বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত। প্রস্তাবিত নির্গুণদহরবিদ্যাতে (—প্রজাপতিবিদ্যাতে) কিন্তু অর্চ্চিরাদিমার্গের ও সূর্য্যপ্রাপ্তির কোনপ্রকার অপেক্ষা নাই, যেহেতু "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬)। অতএব প্রস্তাবিতস্থলে 'অর্চ্চিরাদিমার্গস্থত্ব', লিঙ্গপ্রমাণই নহে। জ্যোতিরধিকরণ সমাপ্ত।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং সঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদি। তত্র আকাশশব্দব্রহ্মশব্দাভ্যাং সংশয়ঃ ভবতি—] "আকাশঃ বৈ নাম" ইতি [আকাশশব্দেন যৎ] শ্রুতং, [তৎ] বিয়ৎ বা [স্যাৎ], ব্রহ্ম বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—অবকাশপ্রদানেন সর্ব্বনির্ব্বাহকত্বতঃ [তৎ] বিয়ৎ [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[অত্র] নির্বোঢ়ৃত্বং [নাম] নিয়ন্তৃত্বং, [ন অবকাশপ্রদানমাত্রং, সর্ব্বপ্রকারনির্বাহকত্বস্য নিয়ন্তৃত্বান্তর্ভাবাৎ। তৎ] তত্ত্বতঃ চেতনস্য [ব্রহ্মণঃ] এব [সম্ভবতি ; "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি শ্রুতেঃ। নহি অচেতনস্য বিয়তঃ নিয়ম্যবিশেষান্ অজানতঃ নিয়ন্তৃত্বং সম্ভবতি]। বাক্যশেষে চ ["তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং সঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ] 'ব্রহ্ম' 'আত্মা' ইত্যাদি শব্দতঃ ব্রহ্ম [এব অত্র আকাশশব্দবাচ্যং] স্যাৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্য উপনিষদে পঠিত হইতেছে—"আকাশ এই নামে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি নাম ও রূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা (—অভিব্যক্তির কারণ), তাহারা (—সেই নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা," ইত্যাদি। সেইস্থলে আকাশশব্দ ও ব্রহ্মশব্দ থাকায় সংশয় হয়—] "আকাশঃ বৈ নাম", এইরূপে [আকাশশব্দের দ্বারা] যাহা শ্রুত হইয়াছে, তাহা কি ভূতাকাশ, অথবা ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—অবকাশপ্রদানদ্বারা সকল বস্তুর অভিব্যক্তির হেতু হয় বলিয়া তাহা ভূতাকাশ।

সিদ্ধান্ত—[এখানে] নির্বোঢ়ৃত্ব (—নির্ব্বাহকত্ব) শব্দের অর্থ 'নিয়মনকর্তৃত্ব', [কিন্তু অবকাশপ্রদানমাত্র নহে, কারণ সকলপ্রকার নির্ব্বাহকত্বই নিয়ন্তৃত্বের অন্তর্গত। তাহা (—সেই নিয়ন্তৃত্ব) তত্ত্বতঃ চেতন ব্রহ্মের পক্ষেই সম্ভব, [যেহেতু "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব" এইপ্রকার শ্রুতি আছে নিয়ম্য বস্তুবিশেষসকলকে যাহা অবগত নহে, সেই অচেতন আকাশের পক্ষে নিয়ামক হওয়া নিশ্চয় সম্ভব নহে]। আবার বাক্যশেষে ["তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতিতে] ব্রহ্ম ও আত্মা ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকায় ব্রহ্মই এখানে আকাশশব্দবাচ্য।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, শ্রুতগুণসকলের সহযোগে বায়ু প্রভৃতির অধিষ্ঠানভূত ভূতাকাশাত্মক ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা ক্রমমুক্তি। সিদ্ধান্তে—সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানদ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি (—সদ্যোমুক্তি)।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥১।৩।৪১॥

পদচ্ছেদ—আকাশঃ, অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদি। তত্র কিম্ আকাশশব্দিতঃ ভূতাকাশঃ, উত পরমাত্মা ইতি বিশয়ে, ভূতাকাশঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—পরমাত্মা এব] আকাশঃ আকাশশব্দিতঃ [কস্মাৎ ?] অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ—["তে যদন্তরা" ইতি নামরূপাভ্যাম্] অর্থান্তরত্বেন [আকাশস্য

ব্যপদেশাৎ। আদিশব্দেন—"তদ্ ব্রহ্ম, তদ্ অমৃতং সঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইতি ব্রহ্মত্বাদিব্যপদেশঃ দ্রষ্টব্যঃ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যে শ্রুত হইতেছে—আকাশ এই নামে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি নাম ও রূপের অভিব্যক্তির হেতু' ইত্যাদি। সেইস্থলে আকাশশব্দের দ্বারা কি ভূতাকাশ কথিত হইয়াছে, অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'ভূতাকাশ', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—পরমাত্মাই] **আকাশঃ**—আকাশশব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছেন। [তাহাতে হেতু কি? তাহা বলিতেছেন—] **অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ**—যেহেতু ["সেই নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত"—এইপ্রকারে নাম ও রূপ হইতে] ভিন্ন বস্তুরূপে [আকাশের] কথন হইয়াছে। আদিশব্দের দ্বারা—"তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা", এইপ্রকারে ব্রহ্মত্ব প্রভৃতির উল্লেখকে বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম, তদ্ অমৃতং সঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইতি শ্রূয়তে।১ তৎ কিম্ আকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম, কিংবা প্রসিদ্ধম্ এব ভূতাকাশম্ ইতি বিচারে, ভূতপরিগ্রহঃ যুক্তঃ, আকাশশব্দস্য তস্মিন্ রূঢ়ত্বাৎ।২ নামরূপনির্ব্বহণস্য চ অবকাশদানদ্বারেণ তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্যত্বাৎ।৩ স্রষ্টৃত্বাদেশ্চ স্পষ্টস্য ব্রহ্মলিঙ্গস্য অশ্রবণাৎ ইতি।৪ এবং প্রাপ্তে ইদম্ উচ্যতে—পরমেব ব্রহ্ম ইহ আকাশশব্দং ভবিতুম্

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—উপক্রমস্থ শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে আকাশশব্দে ভূতাকাশ গ্রহণীয়।]

"আকাশ' এই নামে [শ্রুতিতে] যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা, তাহারা (—নাম ও রূপ) যাঁহার (—যে আকাশের) মধ্যে অবস্থিত, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা", শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে।১ সেইস্থলে কি পরব্রহ্ম আকাশশব্দবাচ্য, কিম্বা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশই আকাশশব্দবাচ্য. ইহা বিচার করিলে, [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] ভূতের (—ভূতাকাশের) পরিগ্রহই যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু আকাশশব্দটী তাহাতে রূঢ় (১)।২ [কিন্তু ভূতাকাশ নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] নাম ও রূপের যে অভিব্যক্তি, তাহা অবকাশপ্রদানদ্বারা তাহাতে (– ভূতাকাশে) যোজনা করিতে পারা যায় বলিয়া 'কোনপ্রকার বিরোধ হয় না'।৩ [কিন্তু ১।১।৮ আকাশাধিকরণে আকাশশব্দে ব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছেন, এখানে পুনরায় তদ্বিষয়ক বিচার হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—আর সেইস্থলে পঠিত "ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১।৯।১) ইত্যাদির ন্যায়] স্রষ্টৃত্ব

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে "আকাশঃ বৈ" (ছাঃ ৮।১৪।১) এই বাক্যস্থ আকাশশব্দটীকে ভূতাকাশ বোধক শ্রুতিপ্রমাণরূপে উপস্থাপন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্হতি।৫ কস্মাৎ?৬ 'অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ'।৭ "তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" ইতি হি নামরূপাভ্যাম্ অর্থান্তরভূতম্ আকাশং ব্যপদিশতি।৮ ন চ ব্রহ্মণঃ অন্যৎ নামরূপাভ্যাম্ অর্থান্তরং সম্ভবতি, সর্ব্বস্য বিকারজাতস্য নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাকৃতত্বাৎ।৯ নামরূপয়োঃ অপি নির্ব্বহণম্ নিরঙ্কুশং ন ব্রহ্মণঃ অন্যত্র সম্ভবতি, "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইত্যাদি ব্রহ্মকর্ত্তৃকত্বশ্রবণাৎ।১০ ননু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতি ব্রহ্মবোধক স্পষ্টলিঙ্গপ্রমাণ [এখানে] শ্রুত হইতেছে না বলিয়া 'বিচার আরব্ধ হইতে পারে' (২)।৪

[সিঃ--বাক্যশেষগত বহু শ্রুতিপ্রমাণপুষ্ট বহু লিঙ্গপ্রমাণবলে পরব্রহ্মই আকাশশব্দবাচ্য।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে ইহা বলা হইতেছে—পরব্রহ্মই এখানে আকাশশব্দবাচ্য, ইহা সঙ্গত।৫ তাহাতে হেতু কি?৬ [তাহা বলিতেছেন—] 'অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ'।৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু "তাহারা (—সেই নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে অবস্থিত (৩), তিনিই ব্রহ্ম", এইপ্রকারে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন বস্তু যে আকাশ, [শ্রুতি] তাহার কথা বলিতেছেন।৮ আর ব্রহ্মব্যতিরেকে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন কোন বস্তু থাকা সম্ভব নহে, যেহেতু [ভূতাকাশাদি] সমস্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ নাম ও রূপের দ্বারাই (—বাচক শব্দ ও বাচ্য অর্থরূপেই) অভিব্যক্ত হইয়াছে। [নামরূপের অন্তর্গত ভূতাকাশ নিজেই নিজের অভিব্যক্তির হেতু এবং নিজেই নিজের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইতে পারে না।৯ কিন্তু অবকাশদানদ্বারা নামরূপের অভিব্যক্তিহেতুতা তো ভূতাকাশেও সম্ভব (৩ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] নাম এবং রূপেরও যে নিরঙ্কুশ (—অন্যনিরপেক্ষ) অভিব্যক্তি, তাহা ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র সম্ভব নহে, কারণ "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত (৪) করিব, ইত্যাদি এইপ্রকারে [নামরূপের অভিব্যক্তিতে] ব্রহ্মকর্ত্তৃকত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। [ব্রহ্মসত্তার দ্বারা সত্তাবান্ যে নামরূপান্তর্গত আকাশ, তাহা কোন কিছু অভিব্যক্তির

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষী আরও বলেন—"আকাশঃ বৈ নাম", অত্রস্থ "বৈ নাম", ইহার অর্থ—প্রসিদ্ধি; অর্থাৎ আকাশ নামে যাহা প্রসিদ্ধ। ভূতাকাশই লোকমধ্যে আকাশ নামে প্রসিদ্ধ। সেইহেতু "বৈ নাম" অর্থাৎ 'প্রসিদ্ধি' হইল, ভূতাকাশবোধক লিঙ্গপ্রমাণ। ইহার দ্বারা 'অপ্রসিদ্ধ আকাশ', অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত হইয়া পড়েন।

(৩) সিদ্ধান্তী এখানে নামরূপব্যতিরিক্তত্বরূপ' ব্রহ্মবোধকলিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

(৪) এখানে সিদ্ধান্তে 'নামরূপাভিব্যক্তিকর্ত্তৃত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

নির্ব্বোঢ়ত্বম্ অস্তি।১১ বাঢ়ম্ অস্তি, অভেদস্তু ইহ বিবক্ষিতঃ।১২ নামরূপনির্ব্বহণাভিধানাৎ এব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গম্ অভিহিতং ভবতি।১৩ "তদ্ ব্রহ্ম তদ্ অমৃতং সঃ আত্মা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি।১৭ "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (১।১।২২) ইতি অস্যৈব অয়ং প্রপঞ্চঃ।১৫ ।। ১।৩।৪১।। ইতি দ্বাদশম্ অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রতি নিরঙ্কুশ হেতু হইতে পারে না, ইহাই ভাব]।১০ যদি বলা হয়, ["অনেন জীবেন আত্মনা" এইরূপে] নামরূপবিষয়ক অভিব্যক্তিকর্ত্তৃত্ব জীবেরও প্রত্যক্ষ-ভাবে আছে। [সুতরাং 'নামরূপাভিব্যক্তিকর্ত্তৃত্ব' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ নহে।১১ তদুত্তরে বলিতেছেন—] হাঁ, তাহা আছে, কিন্তু এখানে [জীব ও ব্রহ্মের] অভিন্নতাই বিবক্ষিত (৫)।১২ [আর যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মবোধক স্পষ্টলিঙ্গপ্রমাণ নাই (৪ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকথনের দ্বারাই স্রষ্টৃত্বাদিরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ অভিহিত হইতেছে।১৩ আর "তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা" (৬) ইত্যাদি ইহারা ব্রহ্মবাদের লিঙ্গ (—এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহারা তাহার জ্ঞাপক।১৪ কিন্তু আকাশশব্দে ব্রহ্ম গৃহীত হইলে তো ১।১।৮ অধিকরণের পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদি সূত্রটীরই ইহা বিস্তার, 'পুনরুক্তি নহে' (৭)। ১৫॥১।৩।৪১॥

অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবনামক কোন স্বতন্ত্রসত্তাযুক্ত পদার্থ নাই। এক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমানন্দস্বভাব আত্মা অনাদি অবিদ্যা অবলম্বনে নামরূপপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করিয়া ঘটে অনুপ্রবিষ্ট ["তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" তৈঃ ২।৬] মৃত্তিকার ন্যায় তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট ও অভিমানযুক্ত হইয়া জীব নামে অভিহিত হন এবং নামরূপের স্রষ্টৃরূপে 'ঈশ্বর' এই নামে অভিহিত হন। অতএব জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা বলিবার ইচ্ছায় "অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য" এই শ্রুতির প্রবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া কোন বিরোধ হয় না (বার্ত্তিকটীকা)। সুতরাং এখানে 'নামরূপাভি-ব্যক্তিকর্ত্তৃত্ব' হইল ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ।

(৬) এইস্থলে ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দ, এই দুইটী ব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ এবং 'অমৃতত্ব' এইটী ব্রহ্ম-বোধক লিঙ্গপ্রমাণ। এইরূপে এখানে ব্রহ্মের জ্ঞাপক তিনটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত উপক্রমে পঠিত ভূতাকাশবোধক আকাশশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) এবং 'প্রসিদ্ধিরূপ' লিঙ্গপ্রমাণ (২ ভাবদীঃ), সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বাক্যশেষগত ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়দ্বারা পুষ্ট 'নামরূপব্যতিরিক্তত্ব', (৩ ভাবদীঃ), 'নামরূপাভিব্যক্তি-কর্ত্তৃত্ব (৪ ভাবদীঃ) এবং অমৃতত্ব, এই লিঙ্গপ্রমাণত্রয়দ্বারা বাধিত হইয়া পড়িল; কারণ "বহু-সংবাদস্য তাৎপর্য্যনিমিত্তত্বাৎ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—'বহু প্রমাণ যে বিষয়টীকে সমর্পণ করে, তাহা প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য'।

১৩। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণম্ ।[৪২-৪৩ সূত্র]

[সুষুপ্ত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭ কণ্ডিকাতে পঠিত "বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি বাক্য জীবাভিন্ন ব্রহ্মবোধক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নামরূপ হইতে ভেদকথনবশতঃ 'আকাশ' যে ব্রহ্ম, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে ; কারণ "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" (বৃঃ ৪।৩।২১) ইত্যাদিস্থলে বস্তুতঃ ব্রহ্মাভিন্ন জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও গৌণভাবে ভেদ কথিত হইয়াছে। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

স্যাদ্বিজ্ঞানময়ো জীবো ব্রহ্ম বা জীব ইষ্যতে।
আদিমধ্যাবসানেষু সংসারপ্রতিপাদনাৎ ॥
বিবিচ্য লোকসংসিদ্ধং জীবং প্রাণাদ্যুপাধিতঃ।
ব্রহ্মত্বমন্ত্যতোঽপ্রাপ্তং বোধ্যতে ব্রহ্ম নেতরৎ ॥

অন্বয়—বিজ্ঞানময়ঃ জীবঃ স্যাৎ ব্রহ্ম বা ? আদিমধ্যাবসানেষু সংসারপ্রতিপাদনাৎ জীবঃ ইষ্যতে। প্রাণাদ্যুপাধিতঃ লোকসিদ্ধং জীবং বিবিচ্য অন্ততঃ অপ্রাপ্তং ব্রহ্মত্বম্ বোধ্যতে ; ব্রহ্ম ন ইতরৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদি। তত্র উভয়লিঙ্গদর্শনাৎ সংশয়ঃ ভবতি—অত্র শ্রুতঃ] বিজ্ঞানময়ঃ জীবঃ স্যাৎ, ব্রহ্ম বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[জ্যোতির্ব্রাহ্মণ-শারীরব্রাহ্মণয়োঃ] আদিমধ্যাবসানেষু [যথাক্রমেণ উভয়লোকানুসঞ্চরণম্ (বৃঃ ৪।৩.৭), জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়বর্ণনম্ (বৃঃ ৪।৩।৯-১৯) আত্মনঃ সোপাধিকত্বম্ (বৃঃ ৪।৪।৫) ইত্যাদিরূপেণ] সংসারপ্রতিপাদনাৎ [অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ] জীবঃ ইষ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবৎ জীবঃ অত্র প্রতিপাদ্যঃ, লৌকিকাৎ অহংপ্রত্যয়াৎ এব সিদ্ধত্বাৎ। কিমর্থং তর্হি জীবাদ্যভিধানম্ ? উচ্যতে—আদৌ তাবৎ "উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদিরূপেণ] প্রাণাদ্যুপাধিতঃ লোকসিদ্ধং জীবং বিবিচ্য, [মধ্যে জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়সঙ্গরাহিত্যং চ প্রদর্শ্য, অন্তে জীবস্বরূপানুবাদেন তস্য] অন্ততঃ অপ্রাপ্তং ব্রহ্মত্বং বোধ্যতে। [অতঃ অত্র] ব্রহ্ম [প্রতিপাদ্যতে], ন ইতরৎ [জীবঃ] ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে পঠিত হইতেছে—"ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে অবস্থিত এই যিনি বিজ্ঞান-

ভাবদীপিকা

(৩) ১।৩।৮ আকাশাধিকরণে 'জগৎস্রষ্টৃত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক স্পষ্ট লিঙ্গপ্রমাণ ছিল, এখানে তাহা নাই। অত্রস্থ 'নামরূপাভিব্যক্তিকর্তৃত্ব' অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ, কারণ দেবদত্তাদি নাম ও নীলপীতাদি রূপের অভিব্যক্তিতেও তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। আকাশাধিকরণে তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণবলে উপক্রমগত শ্রুতিপ্রমাণের বাধ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখানে কিন্তু বাধককোটির মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। ইহাই আকাশাধিকরণ হইতে এই অধিকরণের বিশেষত্ব। অর্থান্তরত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

ময় ও হৃদয়স্থ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ", ইত্যাদি। সেইস্থলে উভয়লিঙ্গ (—জীব ও পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণ) পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হয়—এইস্থলে শ্রুত] বিজ্ঞানময় কি জীব, অথবা ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—] জ্যোতির্ব্রাহ্মণ (বৃঃ ৪।৩) এবং শারীরব্রাহ্মণে (বৃঃ ৪।৪) আদি, মধ্য এবং অবসানে] যথাক্রমে—উভয়লোকে অনুসঞ্চরণ, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়বর্ণন এবং আত্মার সোপাধিকতা, ইত্যাদি প্রকারে] সংসারই প্রতিপাদিত হওয়ায় [এই বিজ্ঞানময়] জীবরূপে বিবক্ষিত।

সিদ্ধান্ত—] জীব এখানে প্রতিপাদ্য নহে, কারণ লৌকিক অহংজ্ঞান হইতেই তাহা সিদ্ধ হয়। আচ্ছা, তাহা হইলে জীব প্রভৃতির বর্ণনা কেন হইয়াছে ? তাহা বলা হইতেছে—প্রথমে "উভয়লোকে বিচরণ করে," এইপ্রকারে] লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ জীবকে প্রাণাদি উপাধি হইতে পৃথক করিয়া, [মধ্যে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সহিত তাহার সঙ্গরাহিত্য প্রদর্শনকরতঃ, শেষভাগে জীবস্বরূপের অনুবাদদ্বারা তাহার] অন্য প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত ব্রহ্মত্ব বোধিত হইতেছে। [সেইহেতু এখানে] ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতেছেন, ইতর (—জীব) নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মসম্পাদনকর্ত্তা জীবের স্তুতি। সিদ্ধান্তে—জীবানুবাদদ্বারা তাহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥১।৩।৪২॥

পদচ্ছেদ—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ, ভেদেন।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদি। তৎ কিং জীবানুবাদকম্, উত তদনুবাদেন ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদকম্ ইতি সন্দেহে, জীবানুবাদকম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাবজ্জীবানুবাদেন তস্য ব্রহ্মাভেদপ্রতিপাদকম্ ইদং বাক্যম্। কস্মাৎ ?] **সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ**—"প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্" (বৃঃ ৪।৩।২১), "প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ উৎসর্জ্জন্ যাতি" (বৃঃ ৪।৩।৩৫) ইতি সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ অবস্থয়োঃ, **ভেদেন**—শারীরাৎ ভেদেন [পরমাত্মনঃ প্রাজ্ঞশব্দেন] ব্যপদেশাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—] বৃহদারণ্যকে পঠিত হইতেছে—"ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে অবস্থিত এই যিনি বিজ্ঞানময়", ইত্যাদি। তাহা কি জীবের অনুবাদক, অথবা তাহার (—জীবের) অনুবাদদ্বারা [তাহার] ব্রহ্মস্বরূপতা প্রতিপাদক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'জীবের অনুবাদক', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এই বাক্যটী সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাবান্ জীবের অনুবাদদ্বারা তাহার ব্রহ্মাভিন্নতা প্রতিপাদক। কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—[**সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ**—যেহেতু "প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া (—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছু জানিতে পারে না", "প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করে", এইপ্রকারে সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি অবস্থাদ্বয়ে, **ভেদেন**—জীব হইতে ভিন্নরূপে [প্রাজ্ঞশব্দের দ্বারা পরমাত্মার] উল্লেখ আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

'ব্যপদেশাৎ' ইতি অনুবর্ত্ততে।১ বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে "কতম আত্মা ইতি, যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্ত-

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্যোতিঃ পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইতি উপক্রম্য ভূয়ান্ আত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ।২ তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্রান্বাখ্যানপরং বাক্যম্, উত অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরম্ ইতি সংশয়ঃ।৩ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৪ সংসারিস্বরূপমাত্রবিষয়ম্ এব ইতি।৫ কুতঃ?৬ উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্।৭ উপক্রমে "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি শারীরলিঙ্গাৎ।৮ উপসংহারে চ "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি তদপরি-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। বহুলিঙ্গপ্রমাণবলে জীবই বিজ্ঞানময়বাক্যের প্রতিপাদ্য]

'ব্যপদেশাৎ' এই শব্দটী [পূর্ব্বসূত্র হইতে] অনুবৃত্ত হইতেছে (—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; এই সূত্রের শেষাংশে 'ব্যপদেশাৎ' এই শব্দটী যোজনা করিয়া অর্থবোধ করিতে হইবে, ইহাই ভাব)।১ বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠপ্রপাঠকে "আত্মা কোনটী? ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে অবস্থিত [সুতরাং তদ্ভিন্ন] এই যিনি বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত) ও হৃদয়ে (—বুদ্ধির মধ্যে) অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ," এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া আত্মবিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে।২ তাহা (—সেই বাক্যটী) কি সংসারীর (—জীবের) স্বরূপমাত্র বর্ণনা করে, অথবা অসংসারীর (—জন্মমরণরহিত ব্রহ্মের) স্বরূপ প্রতিপাদন করে, এইপ্রকার সংশয় হয়।৩ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৪ [পূর্ব্বপক্ষ—এই বাক্যটী] জীবের স্বরূপমাত্রকেই বিষয় করে।৫ তাহাতে হেতু কি?৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] উপক্রম ও উপসংহার হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।৭ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু উপক্রমে "ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে অবস্থিত এই যিনি বিজ্ঞানময় (১), এইপ্রকার জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ আছে।৮ আর উপসংহারে যেহেতু "ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে অবস্থিত [সুতরাং তদ্ভিন্ন] এই যে বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য), তিনিই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা," এইপ্রকারে তাহাকে (—বিজ্ঞানময় জীবকে) পরিত্যাগ করা হয় নাই (২)।৯ আবার মধ্যস্থলেও (—বৃঃ ৪।৩।১৫-১৬ ইত্যাদিস্থলেও)

ভাবদীপিকা

(১) এই বিজ্ঞানময়শব্দটী পূর্ব্বপক্ষে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ জীবই বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত।

(২) সংশয় হয়—'মহান্ ও অজ' ইত্যাদি শব্দ জীবে কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সংসার অনাদি হওয়ায়, জীবের অজত্ব (—জন্মরাহিত্য) সিদ্ধ হয়। আর কোন কিছু পদার্থ হইতে জীবের মহত্বও অনুপপন্ন নহে। আর যে "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ" (বৃঃ ৪।৪।১২) ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও কার্য্যকরণসংঘাতের বশী (—নিয়ামক) এবং ভোগ্য প্রপঞ্চের ঈশান (—প্রভু) হওয়ায় জীবে সঙ্গত। অতএব ঈশানত্ব বশিত্ব প্রভৃতি সমস্তই জীববোধক লিঙ্গ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্যাগাৎ।৯ মধ্যে অপি বুদ্ধান্তাত্মবস্থোপন্যাসেন তস্য এব প্রপঞ্চনাৎ ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমেশ্বরোপদেশপরম্ এব ইদং বাক্যং, ন শারীরমাত্রান্বাখ্যানপরম্।১১ কস্মাৎ?১২ সুষুপ্তৌ উৎক্রান্তৌ চ শারীরাৎ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপদেশাৎ।১৩ সুষুপ্তৌ তাবৎ "অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্" (বৃঃ ৪।৩।২১) ইতি শারীরাৎ ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি।১৪ তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাৎ তস্য বেদিতৃত্বাৎ।১৫ বাহ্যাভ্যন্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎ প্রতিষেধসম্ভবাৎ।১৬ প্রাজ্ঞঃ

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু বুদ্ধান্ত (—(৩) জাগ্রদবস্থা) প্রভৃতি অবস্থার উল্লেখদ্বারা তাহারই (—সেই বিজ্ঞানময় জীবেরই) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।১০

[সিঃ—জীবভিন্নস্বরূপ ব্রহ্মলিঙ্গবলে পরমেশ্বরই বিজ্ঞানময়বাক্যের প্রতিপাদ্য।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—এই বাক্যটী পরমেশ্বরবিষয়ক উপদেশপর, কিন্তু মাত্র জীবের বর্ণনাপর নহে।১১ তাহাতে হেতু কি?১২ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সুষুপ্তিতে এবং উৎক্রান্তিতে জীব হইতে ভিন্নভাবে পরমেশ্বরের বর্ণনা আছে।১৩ যেমন দেখ, সুষুপ্তিতে 'এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত (৪) হইয়া বাহ্য কোন বস্তুকে জানিতে পারে না এবং আভ্যন্তর বস্তুকেও জানিতে পারে না," এইরূপে [শ্রুতি] জীব হইতে ভিন্নরূপে পরমেশ্বরকে বর্ণনা করিতেছেন।১৪ সেইস্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) পুরুষশব্দের অর্থ হইবে শারীর (—শরীরে অবস্থিত তদভিমানী জীব), যেহেতু তাহাই (—চৈতন্য স্বভাব সেই জীবই) জ্ঞাতা।১৫ [কিন্তু জীব জ্ঞাতা হইলেও এখানে জ্ঞাতৃত্বের অপেক্ষা নাই, কারণ বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থের জ্ঞাতৃত্ব উক্ত বাক্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু বাহ্য ও আভ্যন্তর বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের সম্ভাবনা হইলে, তাহার প্রতিষেধ সম্ভব, [যেহেতু 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না' এবং যেহেতু সুষুপ্তিতে বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন বস্তুই থাকে না।১৬ যদি

ভাবদীপিকা

(৩) এইস্থলে 'জাগ্রদাদি অবস্থাযুক্ততারূপ' জীববোধক লিঙ্গ প্রদর্শিত হইল। এইপ্রকারে উপক্রমে উপসংহারে ও মধ্যস্থলে বিজ্ঞানময়রূপ জীব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মে অধিকার সিদ্ধির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্ত্তা ও স্বর্গাদিফলভোক্তা দেহব্যতিরিক্ত জীবের স্তুতি প্রতিপাদনেই এই শ্রুতিবাক্যসকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

(৪) সিদ্ধান্তী এখানে 'জীবভিন্নত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ প্রদর্শন করিলেন। যাহা যাহার দ্বারা আলিঙ্গিত, তাহা হয় তদ্ভিন্ন। সেইহেতু যে প্রাজ্ঞের দ্বারা পুরুষশব্দবাচ্য জীব আলিঙ্গিত হয়, সেই প্রাজ্ঞ হন জীব হইতে ভিন্ন বস্তু ব্রহ্ম।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমেশ্বরঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যম্ অবিয়োগাৎ ।১৭ তথা উৎক্রান্তৌ অপি "অয়ং শারীরঃ আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ উৎসর্জ্জন্ যাতি" (বৃঃ ৪।৩।৩৫) ইতি জীবাৎ ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি ।১৮ তত্রাপি শারীরঃ জীবঃ স্যাৎ, শরীরস্বামিত্বাৎ, প্রাজ্ঞস্তু সঃ এব পরমেশ্বরঃ ।১৯ তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বরঃ এব অত্র বিবক্ষিতঃ ইতি গম্যতে ।২০ যদুক্তম্—আদ্যন্তমধ্যেষু শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বম্ অস্য বাক্যস্য ইতি ।২১ অত্র ব্রূমঃ—উপক্রমে তাবৎ "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্ ।২২ কিং তর্হি ?২৩ অনূদ্য সংসারিস্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণা অস্য একতাং বিবক্ষতি, যতঃ "ধ্যায়তি ইব, লেলায়তি ইব" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইতি এবমাদ্যুত্তরগ্রন্থ-

ভাষ্যানুবাদ

বলা হয়—'প্রকর্ষেণ অজ্ঞ—প্রাজ্ঞ' এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে অজ্ঞ জীবই পুরুষশব্দে কথিত হইয়াছে, সুতরাং জীবভিন্নত্বরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ এখানে নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রাজ্ঞশব্দে পরমেশ্বর গ্রহণীয়, যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্বাত্মক জ্ঞানের সহিত তিনি নিত্য অবিযুক্ত, [অতএব "যোগাৎ রূঢ়িঃ বলীয়সী" এই ন্যায়ানুসারে প্রজ্ঞাপ্রকর্ষবিশিষ্টে রূঢ় এই শব্দটীর 'প্রকর্ষেণ অজ্ঞ' এইপ্রকার যৌগিকার্থ গৃহীত হইতে পারে না] ।১৭ এইরূপেই উৎক্রান্তিতেও "এই শারীর আত্মা (—জীব) প্রাজ্ঞ আত্মকর্ত্তৃক (—পরমেশ্বরকর্ত্তৃক) অন্বারূঢ় (—অধিষ্ঠিত) হইয়া [মৃত্যু-যন্ত্রণা বশতঃ] উচ্চ শব্দ করিতে করিতে গমন করে," এইপ্রকারে [শ্রুতি] জীব হইতে ভিন্নরূপে পরমেশ্বরকে বর্ণনা করিতেছেন ।১৮ সেইস্থলেও (—বৃঃ ৪।৩।৩৫ বাক্যেও) শরীরের স্বামী হওয়ায় শারীর জীবই হইবে, প্রাজ্ঞ কিন্তু হইবেন সেই পরমেশ্বরই। [অতএব 'জীবভিন্নত্বরূপ' উক্ত ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ সুস্থিত হইল] ।১৯ সেইহেতু সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে ভিন্নভাবে বর্ণিত হওয়ায় পরমেশ্বরই এখানে (বৃঃ ৪।৩।৭ বাক্যে) বিবক্ষিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।২০

[সিঃ—উপক্রম ও উপসংহারাদিবলে প্রসিদ্ধ জীবের অনুবাদদ্বারা অপ্রসিদ্ধ জীবব্রহ্মৈকত্বই বিজ্ঞানময়বাক্যের প্রতিপাদ্য।]

আর যে বলা হইয়াছে—আদিতে, মধ্যে ও শেষভাগে জীববোধকলিঙ্গপ্রমাণ থাকায় এই বাক্যটী তদ্বোধক (—জীববোধক, ৭–১০ বাক্য) ইত্যাদি ।২১ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি, উপক্রমে "ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে এই যিনি বিজ্ঞানময়," এইপ্রকারে জীবের স্বরূপ বিবক্ষিত হয় নাই ।২২ তবে কি বিবক্ষিত হইয়াছে ?২৩ [তাহা বলিতেছেন—] জীবের স্বরূপকে অনুবাদ করিয়া পরব্রহ্মের সহিত ইহার একত্বকে [শ্রুতি] বলিবার ইচ্ছা করিতেছেন, যেহেতু ["বুদ্ধি ধ্যান করিলে আত্মা] যেন ধ্যানই করেন," ["বুদ্ধি চঞ্চল হইলে আত্মা] যেন চঞ্চলই হন," ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্ম্মনিরাকরণপরা লক্ষ্যতে।২৪ তথা উপসংহারে অপি যথোপক্রমম্ এব উপসংহরতি—"সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।২২) ইতি।২৫ যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে, সঃ বৈ এষ মহান্ অজঃ আত্মা পরমেশ্বরঃ এব অস্মাভিঃ প্রতিপাদিতঃ ইত্যর্থঃ।২৬ যস্তু মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাৎ সংসারিস্বরূপবিবক্ষাং মন্যতে, সঃ প্রাচীম্ অপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীম্ অপি দিশং প্রতিষ্ঠেত; যতঃ ন বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসেন অবস্থাবত্ত্বং সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতম্*।২৭ কিং তর্হি?২৮ অবস্থারহিতত্বম্ অসংসারিত্বং চ।২৯ কথম্ এতদ্ অবগম্যতে?৩০ যৎ "অতঃ ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইতি

* বিবক্ষতি— ইতি পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

এইসকল যে পরবর্ত্তী গ্রন্থের প্রবৃত্তি, তাহা জীবনিষ্ঠধর্ম্মের নিবারকরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।২৪ এইপ্রকারেই উপসংহারেও উপক্রমের অনুযায়িভাবেই [শ্রুতি] উপসংহার করিতেছেন, যথা—"ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে অবস্থিত [সুতরাং তদ্ভিন্ন] এই যে বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য), তিনিই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা," ইত্যাদি।২৫ [এই শ্রুতিবাক্যটীরই ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময় সংসারিরূপে (—জীবরূপে) লক্ষিত হইতেছেন, তিনিই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা পরমেশ্বর, ইহা আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি, ইহাই [উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর] অর্থ।২৬ কিন্তু যিনি মনে করেন, মধ্যে বুদ্ধান্ত (– জাগ্রৎ) ইত্যাদি অবস্থার উল্লেখ থাকায় [শ্রুতির এই প্রকরণে] জীবের স্বরূপ বলিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বদিকে প্রেরিত হইলেও পশ্চিমদিকে গমন করেন; যেহেতু জাগ্রদাদি অবস্থার উল্লেখদ্বারা [জীবের জাগ্রদাদি] অবস্থাযুক্ততা, অথবা জীবত্ব বিবক্ষিত হয় নাই।২৭ তবে কি বিবক্ষিত হইয়াছে?২৮ [তাহা বলিতেছেন—জাগ্রদাদি] অবস্থারাহিত্য ও অসংসারিত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে।২৯ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়?৩০ [তদুত্তরে প্রশ্নোত্তরসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "অতঃপর মুক্তির জন্য বলুন," এইরূপে [জনক] পদে পদে (—পুনঃ পুনঃ) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং যেহেতু "তাহার (—স্বপ্নে অনুভূত পুণ্য ও পাপের ফলের) সহিত সম্বদ্ধ হন না, কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ' (৫), এইরূপে

ভাবদীপিকা

(৫) এই অসঙ্গত্ব, ও পুণ্যপাপাসংস্পৃষ্টত্ব হইল ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ। যেহেতু যাহা কার্য্যকরণসংঘাতসংযুক্ত (—শরীর ও ইন্দ্রিয়যুক্ত), তাহা অসঙ্গ ও পুণ্যপাপাসংস্পৃষ্ট নহে। কিন্তু যাহা কার্য্যকরণসংঘাত হইতে বিযুক্ত, তাহাই তাদৃশ ধর্ম্মবান্, সুতরাং তাহাই ব্রহ্ম। ["কার্য্যকরণসংঘাতাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

পদে পদে পৃচ্ছতি, যচ্চ "অনন্বাগতঃ তেন ভবতি অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৫-১৬) ইতি পদে পদে প্রতিব্যক্তি।৩১ "অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন, তীর্ণঃ হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি" (বৃঃ ৪।৩।২২) ইতি চ।৩২ তস্মাৎ অসংসারিস্বরূপ-প্রতিপাদনপরম্ এব এতদ্বাক্যম্ ইতি অবগন্তব্যম্।৩৩ ॥১।৩।৪২॥

ভাষ্যানুবাদ

[যাজ্ঞবল্ক্য] পুনঃ পুনঃ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন।৩১ আবার "পুণ্যের সহিত সংশ্লেষবর্জ্জিত, পাপের সহিত সংশ্লেষবর্জ্জিত, কারণ সেই সময়ে (—সুষুপ্তিতে) হৃদয়ের সকল শোককে (—বুদ্ধিস্থ সমস্ত কামনাকে) অতিক্রম করেন," এইপ্রকার 'প্রতিবচনও পরিদৃষ্ট হইতেছে ।৩২ সেইহেতু (—পাপপুণ্যাদির সহিত অসংশ্লিষ্ট অপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুই এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছেন বলিয়া) এই বাক্যটী (—বিচার্য্য বৃঃ ৪।৩।৭ বাক্যটী) অসংসারিস্বরূপতা (—জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা) প্রতিপাদন করে, ইহা বুঝিতে হইবে (৬) ।৩৩ ॥১।৩।৪২॥

ভাবদীপিকা

বিবিক্তস্য ব্রহ্মত্বাৎ" বার্ত্তিকটীকা] । এইরূপে প্রশ্নোত্তরের সামর্থ্যরূপ লিঙ্গবলেও জাগ্রদাদি অবস্থারহিত অসংসারী ব্রহ্ম এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নির্ণীত হইতেছে।

(৬) এতাবৎ পর্য্যন্ত ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য এই—বৃঃ ৪।৩।১৬ বাক্যে জাগ্রদাদি অবস্থাযুক্ততারূপ জীব-বোধক লিঙ্গ এবং অসঙ্গত্ব ও পুণ্যপাপাসংস্পৃষ্টত্বরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহাদের মধ্যে জীব প্রসিদ্ধ পদার্থ ; আর ব্রহ্ম অপ্রসিদ্ধ, লোকে তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত নহে। সকলের জ্ঞাত প্রসিদ্ধ পদার্থের বোধনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই। পরন্তু যাহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ অজ্ঞাত, তৎপ্রতিপাদনেই তাঁহার তাৎপর্য্য, কারণ জ্ঞাত পদার্থ বিজ্ঞাপিত হইলে শ্রুত্যুক্ত উপদেশে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইবে না। লোকমধ্যে অজ্ঞ ব্যক্তির কোন বিষয়ে বোধ উৎপাদন করিতে হইলে, তাহার নিকট জ্ঞাত কোন প্রসিদ্ধ পদার্থের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে অপ্রসিদ্ধ বিষয় তাহার বুদ্ধিতে আরূঢ় করা হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ জীবের অনুবাদ করিয়া অপ্রসিদ্ধ যে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা, অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। এইপ্রকার তাৎপর্য্যই শ্রুতির অবগত হইতে হইবে, অন্যথা জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নপ্রতিবচনরূপা এই শ্রুতির প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব "একস্মিন্ বাক্যে প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধয়োঃ লিঙ্গেষু (সন্নিবিষ্টেষু) প্রসিদ্ধানুবাদেন অপ্রসিদ্ধার্থঃ এব প্রতিপাদ্যঃ বাক্যস্য অপূর্ব্বার্থত্বাৎ" (ন্যায়নির্ণয়), এই ন্যায়বলে জাগ্রদাদ্যবস্থা-যুক্ততা প্রভৃতি জীবলিঙ্গসকলের দ্বারা (১, ৩ ভাবদীঃ) জীবের অনুবাদকরতঃ অপ্রসিদ্ধ যে তাহার ব্রহ্মত্ব তাহা এই শ্রুতিবাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছে, বুঝিতে হইবে। এইপ্রকারে ইহাও নির্ণীত হয়—"জাগ্রদাদি অবস্থার যে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা ত্বংপদার্থশোধনের জন্য, সুতরাং ত্বংপদার্থ-শোধনদ্বারে ব্রহ্মের সহিত শুদ্ধ জীবের ঐক্যপ্রতিপাদনেই উক্ত লিঙ্গের তাৎপর্য্য হওয়ায় তাহা আর জীববোধক লিঙ্গই হইতে পারে না" (রত্নপ্রভা)।

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥১।৩।৪৩॥

সূত্রার্থ—[বাক্যস্য ব্রহ্মাত্মৈকত্বপরত্বে হেত্বন্তরমাহ —]পত্যাদিশব্দেভ্যঃ — "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি পত্যাদিশব্দাঃ, তেভ্যঃ [অসংসারি-ব্রহ্মাত্মৈকত্বপ্রতিপাদকম্ ইদং বাক্যম্ ইতি অবগম্যতে]।

অনুবাদ — [বিচার্য্য বাক্যটী জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদক, এইবিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন —] পত্যাদিশব্দেভ্যঃ — "সকলের নিয়ামক, সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি", এই যে পতি প্রভৃতি শব্দসকল, এইসকল হইতে এই [বৃঃ ৪।৩।৭] বাক্য অসংসারি ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একত্ব প্রতিপাদক, ইহা অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরম্ এব এতৎ বাক্যম্ ইতি অবগন্তব্যম্।১ যদ্ অস্মিন্ বাক্যে পত্যাদয়ঃ শব্দাঃ অসংসারিস্বরূপ-প্রতিপাদনপরাঃ সংসারিস্বভাবপ্রতিষেধনাশ্চ ভবন্তি।২ "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি এবং জাতীয়কাঃ অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ।৩ "সঃ ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্, নো এব অসাধুনা কনীয়ান্" (ঐ) ইতি এবংজাতীয়কাঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি ও বহু লিঙ্গপ্রমাণবলে পরমেশ্বরই এই বাক্যের প্রতিপাদ্য।]

আর এইহেতুবশতঃও এই বাক্যটী (—বৃঃ ৪।৩।৭ বাক্য) অসংসারীর (জন্মমরণ-বর্জ্জিত পরমাত্মার) স্বরূপ প্রতিপাদক, ইহা বুঝিতে হইবে।১ [কি সেই হেতু, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু এই বাক্যে (৭) অসংসারীর স্বরূপ প্রতিপাদক এবং সংসারীর (—জন্মমরণশীল জীবের) স্বভাবের প্রতিষেধক 'পতি' প্রভৃতি শব্দসকল আছে।২ "সকলের নিয়ামক, সকলের ঈশান (—প্রভু), সকলের অধিপতি (৮) ইত্যাদি এই-জাতীয় [শব্দসকল] অসংসারীর স্বভাব প্রতিপাদন করিতেছে।৩ "তিনি সাধু (—শাস্ত্রবিহিত) কর্ম্মের দ্বারা মহীয়ান্ হন না, অসাধু (—নিষিদ্ধ) কর্ম্মের দ্বারা

ভাবদীপিকা

(৭) 'এই বাক্য' বলিতে "কতম আত্মা ইতি যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭) এই বাক্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত কণ্ডিকাতে কিন্তু 'পতি প্রভৃতি শব্দ' পঠিত হইতেছে না। জ্যোতির্ব্রাহ্মণ (বৃঃ ৪।৩) এবং শারীরক ব্রাহ্মণে (বৃঃ ৪।৪) জীবের ব্রহ্মস্বরূপতারূপ একই বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে (৩।৩।৮ অধিঃ)। শারীরক ব্রাহ্মণে "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিস্থলে বৃঃ ৪।৩।৭ বাক্যে প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময়ই আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ" (ঐ) ইত্যাদিপ্রকারে সেই বিজ্ঞানময়েই 'পতি' ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইহেতু ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন — "যেহেতু এই বাক্যে অসংসারীর স্বরূপ প্রতিপাদক…'পতি' প্রভৃতি শব্দসকল আছে।

(৮) এইস্থলে বশিত্ব (— সর্ব্বনিয়ামকত্ব) এবং সর্ব্বাধিপতিত্বরূপ পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণ এবং 'ঈশান' শব্দরূপ পরমেশ্বরবোধক শ্রুতিপ্রমাণ (১।৩।৭ অধিঃ ৩ ভাবদীঃ দ্রঃ) প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংসারিস্বভাবপ্রতিষেধনাঃ।৪ তস্মাৎ অসংসারী পরমেশ্বরঃ ইহ উক্তঃ ইতি অবগম্যতে।৫ ॥১।৩।৪৩॥ ইতি ত্রয়োদশং সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণম্।

ইতিশ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য —পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-কৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য জ্ঞেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদকাস্পষ্টশ্রুতিসমন্বয়াখ্যঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

হীনতর হন না" (৯), ইত্যাদি এইজাতীয় [শব্দসকল] সংসারীর স্বভাবের প্রতি-ষেধক।৪ সেইহেতু (—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণসকল পরমাত্মাকেই সমর্পণ করে বলিয়া) জন্মমরণবর্জ্জিত পরমেশ্বর এখানে [শুদ্ধজীবাভিন্নরূপে] বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৫ ॥১।৩।৪৩॥ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৯) এই বাক্যে 'পুণ্যকর্ম্মাস্পৃষ্টত্ব' এবং অপুণ্যকর্ম্মাস্পৃষ্টত্ব' এই ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্বপক্ষী 'বশিত্ব' প্রভৃতিকে জীববোধক বলিয়াছেন (২ ভাবদীঃ), তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন —মুখ্যসম্ভবে গৌণমুখ্যয়োঃ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ঃ"—'গৌণ ও মুখ্যার্থের মধ্যে মুখ্যার্থের গ্রহণ সম্ভব হইলে মুখ্যার্থের গ্রহণই ন্যায্য', এই ন্যায়বলে মুখ্য নিয়ামক ও মুখ্য সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের গ্রহণ সম্ভব হইতেছে বলিয়া মাত্র ভোগ্যপ্রপঞ্চের প্রভু ও মাত্র কার্য্যকরণসংঘাতের নিয়ামক জীবরূপ অমুখ্য অর্থ গ্রহণের প্রতি কোন হেতু নাই। ফলে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'জীব ভিন্নত্ব' (৪ ভাবদীঃ) এবং মুখ্য বশিত্ব প্রভৃতি বহু লিঙ্গপ্রমাণ ও ঈশানশব্দশ্রুতিপ্রমাণবলে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত জীববোধক লিঙ্গসকল (১ ও ৩ ভাবদীঃ) বাধিত হইল (—জীবকে প্রতিপাদন করিতে পারিল না)। প্রমাণসকলের বাধ্যবাধকভাবের প্রতি অন্য যুক্তি এই—জীববোধক লিঙ্গসকল লোকপ্রসিদ্ধ জীবরূপ পদার্থের বোধক। ব্রহ্মবোধক লিঙ্গসকল কিন্তু লোকমধ্যে অপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ পদার্থের বোধক। অপ্রসিদ্ধ ও অজ্ঞাত অর্থ প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য থাকায় ব্রহ্ম-বোধক লিঙ্গসকল হয় তাৎপর্য্যবান্। সেইহেতু অপ্রসিদ্ধ পদার্থবোধক ব্রহ্মলিঙ্গসকলের বলে প্রসি-দ্ধার্থবোধক জীবলিঙ্গসকল বাধিত হইয়া পড়ে (ন্যায়নির্ণয়)। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়ের 'জ্ঞেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক অস্পষ্টশ্রুতিসমন্বয়'
নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

পাদপ্রতিপাদ্য – সাংখ্যাভিমত প্রধানাদিরূপ অর্থের প্রতিপাদকরূপে সন্দিহ্যমান 'অব্যক্ত' ও 'অজা' ইত্যাদি পদের এবং 'অসৎ' প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদের অর্থ বিচারদ্বারা বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় দৃঢ়ীকরণ।

অবান্তরপাদসঙ্গতি –ঈক্ষত্যধিকরণে (১।১৫ অধিঃ) "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি বেদান্তবাক্যসকল অবিশেষভাবে চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতা প্রতিপাদন করে এবং সাংখ্যসম্মত প্রধান অশব্দ, অর্থাৎ শ্রুতিপ্রতিপাদিত নহে, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বিগত পাদত্রয়ে চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ এবং বেদান্তবাক্যসকল অবিশেষভাবে ব্রহ্মেই সমন্বিত হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে "প্রধানকে যে 'অশব্দ' বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ ব্রহ্মের ন্যায় প্রধানও শ্রুতির কোন কোন স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে," এইপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমন্বয়ের উপর আক্ষেপকরতঃ তাহার সমাধানের জন্য এই পাদের প্রথমাধিকরণত্রয় আরব্ধ হইতেছে বলিয়া ঈক্ষত্যধিকরণের সহিত, অর্থাৎ বস্তুতঃ তাহারই বিস্তারভূত পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ের সহিত এই পাদের প্রথমাধিকরণত্রয়ের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় সঙ্গতি—প্রধান শ্রুতিপ্রতিপাদিত নহে (—অশব্দ), ইহা প্রতিপাদনদ্বারা ব্রহ্মেই বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই পাদের প্রথমাধিকরণত্রয়ের মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। আনুমানিকাধিকরণম্। [১-৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কারণাবস্থ স্থূল শরীরই ১।৩।১১ কঠশ্রুতিতে পঠিত অব্যক্ত।

অধিকরণসঙ্গতি –পূর্ব্বাধিকরণে যেমন বৃহদারণ্যক বাক্যটীর প্রসিদ্ধ জীবরূপ অর্থ ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ "মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" (কঠ ১।৩।১১) ইত্যাদি বাক্যস্থ অব্যক্তশব্দটীর দ্বারা অপ্রসিদ্ধ প্রধানই গৃহীত হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদ ও অধ্যায়সঙ্গতি –'অব্যক্তশব্দের' অর্থনির্ণয়দ্বারা সাংখ্যসম্মত প্রধানের অবৈদিকত্ব প্রতিপাদনকরতঃ বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি ও মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

'মহতঃ পরমব্যক্তং' প্রধানমথবা বপুঃ।
প্রধানং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ততত্ত্বানাং প্রত্যভিজ্ঞয়া ॥
শ্রুতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরিশেষাচ্চ তদ্বপুঃ।
সূক্ষ্মত্বাৎ কারণাবস্থমব্যক্তাখ্যাং তদর্হতি ॥

অন্বয়—"মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" প্রধানম্, অথবা বপুঃ? সাংখ্যশাস্ত্রোক্ততত্ত্বানং প্রত্যভিজ্ঞয়া প্রধানম্। শ্রুতার্থ-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরিশেষাৎ চ তৎ বপুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ কারণাবস্থং তৎ অব্যক্তাখ্যাম্ অর্হতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয় –[কঠবল্লীষু আম্নায়তে —"মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (কঠ ১।৩।১১) ইতি। অত্র অব্যক্তপদং বিষয়ঃ। সাংখ্যস্মৃতিপ্রকরণাভ্যাং অত্র সংশয়ঃ ভবতি —] "মহতঃ পরম্

অব্যক্তম্" [ইতি পঠিতেন অব্যক্তশব্দেন সাংখ্যাভিমতং] প্রধানম্ [অভিধীয়তে], অথবা [পূর্ব্ববাক্যপ্রতিপাদিতং] বপুঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মহদব্যক্তপুরুষাঃ সাংখ্যশাস্ত্রে পরাপরভাবেন যথা প্রসিদ্ধাঃ তথৈব ইহাপি "মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্, অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইতি] সাংখ্যশাস্ত্রোক্ততত্ত্বানাং প্রত্যভিজ্ঞয়া [তৎ অব্যক্তং] প্রধানং [ভবতি]

সিদ্ধান্ত—["আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" (কঠ ১।৩।৩) ইত্যাদি বাক্যে যানি বস্তূনি আম্নাতানি, তানি এব "ইন্দ্রিয়েভ্য পরাহ্যর্থাঃ" (কঠ ১।৩।১০) ইত্যাদিবাক্যে প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। স্মার্ত্তপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ তু শ্রৌতং প্রত্যভিজ্ঞানং প্রত্যাসন্নত্বাৎ প্রবলং ভবতি। অতঃ [শ্রুতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; [পূর্ব্ববাক্যে শরীরম্ একং পরিশিষ্টম্, উত্তরবাক্যে তু অব্যক্তশব্দঃ, অতঃ] পরিশেষাৎ চ তৎ [অব্যক্তং] বপুঃ [ভবতি। নচ এবং পরিশেষেষু অপি শরীরস্য স্পষ্টত্বাৎ অব্যক্তশব্দবাচ্যত্বম্ অনুপপন্নম্ ইতি শঙ্কনীয়ং], সূক্ষ্মত্বাৎ কারণাবস্থং তৎ [শরীরম্] অব্যক্তাখ্যাম্ অর্হতি।

অনুবাদ

সংশয়—[কঠবল্লীসকলের মধ্যে পঠিত হইতেছে—"মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি। এখানে 'অব্যক্ত' এই পদটী বিষয়। সাংখ্যস্মৃতি ও [শরীরবোধক] প্রকরণপ্রমাণবলে এখানে সংশয় হয়—] "মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে [পঠিত অব্যক্তশব্দের দ্বারা সাংখ্যসম্মত] প্রধান অভিহিত হইতেছে, অথবা [পূর্ব্ববাক্যে প্রতিপাদিত] শরীর অভিহিত হইতেছে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ, ইহারা যেমন সাংখ্যশাস্ত্রে পূর্ব্বাপরভাবে প্রসিদ্ধ আছে, এখানেও সেইরূপেই "মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে] সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত তত্ত্বসকলের প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া [সেই অব্যক্তশব্দের অর্থ হইবে—] প্রধান।

সিদ্ধান্ত-["আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি বাক্যে যে বস্তুসকল পঠিত হইয়াছে, তাহারাই "ইন্দ্রিয়সকল হইতে বিষয়সকল শ্রেষ্ঠ", ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে। স্মার্ত্ত-প্রত্যভিজ্ঞা হইতে কিন্তু নিকটবর্ত্তী হওয়ায় শ্রৌতপ্রত্যভিজ্ঞা প্রবল। সেইহেতু] শ্রুতিবর্ণিত বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া এবং [পূর্ব্ববাক্যে এক শরীরমাত্র অবশিষ্ট থাকে, পরবর্ত্তিবাক্যে কিন্তু অব্যক্তশব্দটী অবশিষ্ট থাকে, সেইহেতু] অবশিষ্ট থাকে বলিয়া তাহা (—সেই অব্যক্ত) হইবে 'শরীর' (—অব্যক্তশব্দের অর্থ হইবে 'শরীর')। [আর এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে যে—অবশিষ্ট থাকিলেও শরীর স্পষ্ট উপলব্ধ হয় বলিয়া অব্যক্তশব্দের বাচ্য হইবে, ইহা সঙ্গত নহে] ; যেহেতু সূক্ষ্ম হওয়ায় কারণাবস্থাপন্ন সেই শরীর 'অব্যক্ত' এই আখ্যালাভের যোগ্য।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। সিদ্ধান্তে—সেইপ্রকার নিয়ম আছে।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥১।৪।১॥

পদচ্ছেদ—আনুমানিকম্, অপি, একেষাম্, ইতি, চেৎ, ন, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ, দর্শয়তি, চ।

সূত্রার্থ—[কঠবল্লীষু শ্রূয়তে—"মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" (কঠ ১।৩।১১) ইতি। তত্র কিম্ অব্যক্তশব্দেন প্রধানম্ উচ্যতে, উত পূর্ব্বপ্রকৃতং শরীরম্ ইতি সংশয়ে—] **একেষাম্**—কেষাঞ্চিৎ শাখিনাম্, **আনুমানিকম্ অপি**—আনুমানগম্যং প্রধানম্ অপি [অব্যক্তশব্দেন প্রত্যক্ষং পঠ্যতে ইতি প্রধানস্য অশব্দত্বম্ অসিদ্ধম্], **ইতি চেৎ**, [ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু –] **ন**—ন প্রধানং তত্র পঠ্যতে, [কুতঃ ?] **শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ**—"শরীরং রথমেব তু" (কঠ ১।৩) ইতি অস্মিন্ পূর্ব্ববাক্যে শরীরস্য রথরূপকেণ 'বিন্যস্তস্য'—কল্পিতস্য [অব্যক্তশব্দেন] 'গৃহীতেঃ'—গ্রহণাৎ। [কথং শরীরপরঃ অব্যক্তশব্দঃ ? তত্রাহ—] **দর্শয়তি**—পূর্ব্বাপরবাক্য-সন্দর্ভঃ পর্য্যালোচ্যমানঃ প্রকৃতং পরিশিষ্টং চ শরীরম্ এব অব্যক্তশব্দগ্রাহ্যং দর্শয়তি ইত্যর্থঃ। চকারঃ—প্রকরণাদিকং সমচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[কঠবল্লীসকলের মধ্যে পঠিত হইতেছে, "মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি। সেইস্থলে 'অব্যক্ত' এই শব্দের দ্বারা কি প্রধান কথিত হইতেছে, অথবা পূর্ব্বপ্রস্তাবিত শরীর কথিত হইতেছে, এইপ্রকার সংশয় হইলে], **একেষাম্** – কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের মতে, **আনুমানিকম্ অপি** – অনুমানগম্য প্রধানও, ['অব্যক্ত' এই শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পঠিত হইতেছে, এইহেতু প্রধানের অশব্দতা (–প্রধান শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নহে, ইহা) সিদ্ধ হয় না, **ইতি চেৎ** - এইপ্রকার যদি বলা হয়, [ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই –] **ন** – না, সেইস্থলে প্রধান পঠিত হইতেছে না। [কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন –] **শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ** – যেহেতু "শরীরই কিন্তু রথ", ইত্যাদি এই পূর্ব্ববাক্যে রথের রূপক-রূপে (–সদৃশরূপে) 'বিন্যস্তস্য' – কল্পিত শরীরের [অব্যক্তশব্দের দ্বারা] 'গৃহীতেঃ' – গ্রহণ হয়। [আচ্ছা, অব্যক্তশব্দ কিপ্রকারে শরীরকে বুঝাইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন –] **দর্শয়তি** – পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বাক্যসমূহ পর্য্যালোচিত হইলে প্রস্তাবিত পরিশিষ্ট শরীরকেই অব্যক্তশব্দের দ্বারা গ্রহণীয়রূপে প্রদর্শন করে। চকারটী—প্রকরণপ্রভৃতি প্রমাণসকলকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্ উক্তম্—"জন্মাদস্য যতঃ" (১।১।২) ইতি।১ তল্লক্ষণং প্রধানস্যাপি, সমানম্ ইতি আশঙ্ক্য তদ্ অশব্দত্বেন নিরাকৃতম্—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) ইতি।২ গতিসামান্যং চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতি ইতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রন্থেন।৩ ইদং তু

ভাষ্যানুবাদ

[পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থভাগের সহিত সঙ্গতি প্রদর্শন।]

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে– "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি।১ সেই লক্ষণটী প্রধানের পক্ষেও সমান, ইহা আশঙ্কা করিয়া অশব্দত্বরূপ (—শ্রুতিতে প্রতিপাদিত না হওয়ারূপ) হেতুর দ্বারা তাহা নিরাকৃত হইয়াছে, যথা—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্," ইত্যাদি।২ আর বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মকারণবাদের প্রতি গতিসামান্য বিদ্যমান আছে (—ব্রহ্ম জগৎকারণ, ইহা উপনিষদ্বাক্যসকল হইতে সমানভাবে অবগত হওয়া যায়), কিন্তু প্রধানকারণবাদের প্রতি তাহা বিদ্যমান

শাঙ্করভাষ্যম্‌

ইদানীম্ অবশিষ্টম্ আশঙ্ক্যতে—যদুক্তং প্রধানস্য অশব্দত্বং, তৎ অসিদ্ধম্; কাসুচিৎ শাখাসু প্রধানসমর্পণাভাসানাং শব্দানাং শ্রূয়মাণত্বাৎ।৪ অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধম্ এব মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতম্ ইতি প্রসজ্যতে।৫ তৎ যাবৎ তেষাং শব্দানাং অন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে, তাবৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্ ইতি প্রতিপাদিতম্ অপি আকুলীভবেৎ।৬ অতঃ তেষাম্ অন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ত্ততে।৭ আনুমানিকম্‌ অপি—অনুমাননিরূপিতম্‌ অপি প্রধানম্‌ একেষাং শাখিনাং শব্দবদ্ উপলভ্যতে।৮ কাঠকে হি পঠ্যতে—"মহতঃ পরম অব্যক্তম্‌, অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (কঠ ১।৩।১১) ইতি।৯ তত্র যে এব যন্নামানঃ যৎক্রমাশ্চ মহদব্যক্তপুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ, তে এব ইহ

ভাষ্যানুবাদ

নাই, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের দ্বারা বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।৩ এক্ষণে অবশিষ্ট বিষয়ে এই আশঙ্কা করা হইতেছে—[ঈক্ষত্যধিকরণে] প্রধানের যে অশব্দতা কথিত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ, কারণ [বেদের] কোন কোন শাখাতে যেন প্রধানের সমর্পক শব্দসকল শ্রুত হইতেছে।৪ এইহেতু প্রধানের বেদপ্রতিপাদিত জগৎ-কারণতাই কপিল প্রভৃতি মহান্ ও পরমর্ষিগণ (—শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ) কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে, ইহা প্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।৫ সেইহেতু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই [আপাত-দৃষ্টিতে প্রধানপ্রতিপাদক] শব্দসকলের অন্যপরতা প্রতিপাদিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের কারণ,' ইহা প্রতিপাদিত হইলেও আকুলীকৃত হইয়া পড়ে (—স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না)।৬ এইহেতু তাহাদের (—আপাতদৃষ্টিতে প্রধান প্রতিপাদক শব্দসকলের) অন্যপরতা (—অন্যপ্রকার অর্থ) প্রদর্শন করিবার জন্য পরবর্ত্তী সন্দর্ভ (—গ্রন্থভাগ) প্রবৃত্ত হইতেছে।৭

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—স্থান, শ্রুতি ও সমাখ্যাপ্রমাণবলে প্রধানই শ্রুতিপ্রতিপাদিত জগৎকারণ।]

পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'আনুমানিকমপি' অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা নিরূপিত হইলেও কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের নিকট 'প্রধান' শব্দের (—শ্রুতিপ্রতিপাদিতের) ন্যায় উপলব্ধ হইতেছে।৮ যেহেতু কঠোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ", ইত্যাদি।৯ সেইস্থলে যে মহৎ অব্যক্ত ও পুরুষ, যে নামে এবং যে ক্রমে [সাংখ্য] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ, তাহাদেরই এখানে (—কঠ ১।৩।১১ শ্রুতিতে) প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে (১)।১০ 'অব্যক্ত'

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। সাংখ্যস্মৃতিতে "মহৎ অব্যক্ত (—প্রধান) ও পুরুষ," এইক্রমে পরাপরভাবে যে তত্ত্বসকলের প্রসিদ্ধি আছে,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে।১০ তত্র অব্যক্তম্ ইতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাৎ চ 'ন ব্যক্তম্ অব্যক্তম্' ইতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানম্ অভিধীয়তে।১১ তস্য শব্দবত্ত্বাৎ অশব্দত্বম্ অনুপপন্নম্।১২ তদেব চ জগতঃ কারণং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যঃ ইতি চেৎ?১৩ ন এতদ্ এবম্, নহি এতৎ কাঠকং বাক্যং স্মৃতিপ্রসিদ্ধয়োঃ মহদব্যক্তয়োঃ অস্তিত্বপরম্।১৪ নহি অত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে।১৫ শব্দমাত্রং হি অত্র 'অব্যক্তম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে।১৬

ভাষ্যানুবাদ

এই শব্দটী [সাংখ্য] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ হওয়ায় (২) এবং শব্দাদিহীনতাবশতঃ 'যাহা ব্যক্ত নহে, তাহা অব্যক্ত' (৩), এইরূপে ব্যুৎপত্তি সম্ভব হওয়ায় সেইস্থলে (—উক্ত কাঠক শ্রুতিতে, অব্যক্তশব্দের দ্বারা] সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ প্রধান অভিহিত হইতেছে।১১ [সুতরাং] তাহা (—প্রধান) শব্দবৎ (—শ্রুতিপ্রতিপাদিত) হওয়ায় তাহার অশব্দত্ব (—অবৈদিকত্ব) সঙ্গত নহে।১২ আর ["অজাম্ একাম্" শ্বেঃ ৪।৫, ইত্যাদি] শ্রুতি, ["হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে", গীতা ১৩।২০ ইত্যাদি] স্মৃতি, ['যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অব্যক্তরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন', এইপ্রকার] যুক্তি (৪) এবং [কাপিলমতানুযায়িগণের মধ্যে] প্রসিদ্ধিবশতঃ তাহাই (—অব্যক্তশব্দের দ্বারা অভিহিত প্রধানই) জগতের কারণ, [ব্রহ্ম নহেন], এইপ্রকার যদি বলা হয়।১৩

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণসকলের নিরাকরণ, শ্রৌত অব্যক্তশব্দ স্মার্ত্ত প্রধানকে সমর্পণ করে না।]

সিদ্ধান্ত—[তদুত্তরে বলিব] ইহা এইপ্রকার নহে, যেহেতু এই কাঠকবাক্য [সাংখ্য] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ মহৎ ও অব্যক্তের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে না।১৪ [কেন করে না? প্রধানেরই তো এখানে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। না, তাহা হইতেছে না], কারণ [সাংখ্য] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র কারণ যে ত্রিগুণাত্মক প্রধান, তাহা যেপ্রকার, এখানে (—কঠ ১।৩।১১ শ্রুতিতে) সেইপ্রকারে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে

ভাবদীপিকা

এই কঠ ১।৩।১১ শ্রুতিতেও সেই ক্রমেই সেই 'মহৎ অব্যক্ত ও পুরুষ' পঠিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিতে দ্বিতীয়স্থানে পঠিত 'অব্যক্ত' প্রধানই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।

(২) সাংখ্যশাস্ত্রে 'অব্যক্ত' শব্দটীর অর্থ—'প্রধান' (সাংখ্যকারিকা ১০, ১৬ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। সেইহেতু এখানে অব্যক্তশব্দটীর দ্বারা স্মার্ত্তরূঢ়ি, অর্থাৎ অব্যক্তশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

(৩) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে শব্দাদিহীন প্রধানের বোধক 'অব্যক্ত' এই যৌগিকশব্দরূপ সমাখ্যাপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

(৪) 'ভেদানাং পরিমাণাৎ' (সাং কাঃ ১৫) এবং "মহদাদিভেদাঃ অব্যক্তকারণবন্তঃ পরিমিতত্বাৎ" ইত্যাদি তত্রস্থ তত্ত্বকৌমুদী দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ চ শব্দঃ 'ন ব্যক্তম্ অব্যক্তম্' ইতি যৌগিকত্বাৎ অন্যস্মিন্ অপি সূক্ষ্মে সুদুর্লক্ষ্যে চ প্রযুজ্যতে।১৭ ন চ অয়ং কস্মিংশ্চিৎ রূঢ়ঃ।১৮ যাতু প্রধানবাদিনাং রূঢ়িঃ, সা তেষাম্ এব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণভাবং প্রতিপদ্যতে।১৯ নচ ক্রমমাত্রসামান্যাৎ সমানার্থপ্রতিপত্তিঃ ভবতি অসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে।২০ নহি অশ্বস্থানে গাং পশ্যন্ 'অশ্বঃ অয়ম্' ইতি অমূঢ়ঃ অধ্যবস্যতি।২১ প্রকরণনিরূপণায়াং চ অত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে,

ভাষ্যানুবাদ

না।১৫ এখানে 'অব্যক্ত' এই শব্দটী মাত্র প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে।১৬ আর সেই শব্দটী 'যাহা ব্যক্ত নহে, তাহা অব্যক্ত', এইপ্রকার যৌগিকার্থের বোধক হওয়ায় [প্রধান ভিন্ন] অন্য কোন সূক্ষ্ম ও অতীব দুর্লক্ষ্য বস্তুতেও প্রযুক্ত হয় (৫)।১৭ আর ইহা (—অব্যক্তশব্দ) কোন বিষয়ে রূঢ় নহে।১৮ [কেন নহে? ইহা তো সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ প্রধানে রূঢ়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু প্রধানকারণবাদিগণের যে রূঢ়ি, তাহা তাহাদেরই পারিভাষিক হওয়ায় বেদের অর্থনিরূপণে কারণভাব প্রাপ্ত হয় না (৬)।১৯ আর তদ্রূপের (—সেই বস্তুটীর) প্রত্যভিজ্ঞা না হইলে, [উপরন্ত তদ্বিরুদ্ধ বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা হইলে], মাত্র ক্রমের সাদৃশ্যবশতঃ সমান বিষয়ের জ্ঞান হয় না।২০ [কিন্তু প্রমাণসকল স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় অন্যনিরপেক্ষভাবেই স্বার্থনিশ্চায়ক হয় বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞার অপেক্ষা করে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—বিরুদ্ধ বস্তুর জ্ঞান হইলে স্থানপ্রমাণ স্বার্থসমর্পণ করিতে পারে না]; যেহেতু অশ্বের স্থানে গো দর্শনকরতঃ কোন অমূঢ় ব্যক্তি 'ইহা অশ্ব', এইপ্রকার নিশ্চয় করে না (৭)।২১

ভাবদীপিকা

(৫) এখানে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'সমাখ্যা' প্রমাণ (৩ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইল, কারণ সেই অব্যক্ত বস্তু যে 'প্রধানই' হইবে, তাহার কোন নিয়ামক নাই। যদি বলা হয়—'অব্যক্ত' এই রূঢ় শব্দই (—শ্রুতিপ্রমাণই) নিয়ামক। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ন চ**—'আর ইহা' ইত্যাদি।

(৬) সিদ্ধান্তী এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর শ্রুতিপ্রমাণকে নিরাকরণ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—সাংখ্যশাস্ত্রের যাহা পরিভাষা, তাহা পুরুষবুদ্ধিপ্রভব সঙ্কেত মাত্র। আর পুরুষের বুদ্ধি বিচিত্র (—নানাপ্রকার)। তাহার বলে অনাদি অপৌরুষেয় বেদের অর্থ নিরূপিত হইতে পারে না, কারণ তাহাতে বেদার্থও বিচিত্র হইয়া পড়িবে। অতএব স্মার্ত্ত অব্যক্তশব্দ স্মার্ত্ত প্রধানে রূঢ় হয় হউক; তাহা বৈদিক অব্যক্তশব্দবাচ্য পদার্থে রূঢ় না হওয়ায় তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু 'যথাসংখ্যাপাঠ' (১ ভাবদীঃ) হইতে তো সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত ও শ্রৌত অব্যক্তের অভিন্নতাই সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ন চ ক্রমমাত্র**—'আর তদ্রূপের' ইত্যাদি।

(৭) এইস্থলে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষীর 'যথাসংখ্যাপাঠরূপ' স্থানপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইল। সিদ্ধান্তীর মতে যথাসংখ্যাপাঠের মধ্যস্থলে পঠিত কঠ ১।৩।১১ বাক্যপঠিত

শাঙ্করভাষ্যম্

'শারীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ' ।২২ শরীরং হি অত্র রথরূপকবিন্যস্তম্ অব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে ।২৩ কুতঃ ?২৪ প্রকরণাৎ পরিশেষাৎ চ ।২৫ তথাহি অনন্তরাতীতঃ গ্রন্থঃ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপকক্লৃপ্তিং দর্শয়তি—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনী-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একবাক্যতানুগৃহীত প্রকরণপ্রমাণপুষ্ট শ্রৌত যথাসংখ্যাপাঠবলে শরীরই অব্যক্তশব্দে গ্রহণীয়।]

[কিন্তু বিরুদ্ধ বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা তো এখানে হইতেছে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আর প্রকরণের নিরূপণ করিলে এখানে পরপরিকল্পিত (—সাংখ্যাভিমত) প্রধান প্রতীত হয় না, যেহেতু "রূপকভাবে কল্পিত শরীরের গ্রহণ হইতেছে" ।২২ [ইহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু রথের রূপকভাবে বিন্যস্ত (—সদৃশভাবে কল্পিত) শরীর এখানে অব্যক্তশব্দের দ্বারা পরিগৃহীত হইতেছে (৮)। [সুতরাং প্রধানের বিরুদ্ধ শরীররূপ বস্তুরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে] ।২৩ কিপ্রকারে ইহা নিশ্চয় করিলে ?২৪ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রকরণ ও পরিশেষ হইতে ইহা অবগত হওয়ায় যায় ।২৫ [প্রকরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ আত্মা ও শরীর প্রভৃতির [যথাক্রমে] রথী ও রথাদিরূপে কল্পনা প্রদর্শন করিতেছে, যথা—["জীব-] আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে কিন্তু রথ বলিয়াই জানিবে, বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া জানিবে, এবং মনকে প্রগ্রহ (—লাগাম) বলিয়া জানিবে। [বিজ্ঞব্যক্তিগণ] ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া থাকেন, [রূপরসাদি] বিষয়সকলকে তাহাদের

ভাবদীপিকা

'অব্যক্ত সাংখ্যসম্মত প্রধান নহে; উপরন্তু তাহা সাংখ্যসম্মত প্রধানের বিরুদ্ধ অন্য পদার্থ। কি সেই অন্য পদার্থ, ইহা পরবর্ত্তী ভাষ্যে বলিতেছেন।

(৮) সিদ্ধান্তী এইস্থলে শ্রৌতক্রম (—শ্রুতিতে বর্ণিত যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। তাহা এইপ্রকার—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি" (কঠ ১।৩।৩), এইস্থলে বুদ্ধি ও রথী আত্মার মধ্যবর্ত্তিস্থলে 'শরীর' পঠিত হইয়াছে। তাদৃশ শরীররূপ রথদ্বারা প্রাপ্তব্য বিষ্ণুর পরম পদ বর্ণনাকালে "মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (কঠ ১।৩।১১) এইপ্রকারে সেই বুদ্ধি ও আত্মা প্রভৃতিই বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু কঠ ১।৩।৩ বাক্যে বুদ্ধি ও আত্মার মধ্যবর্ত্তিস্থলে পঠিত শরীরই, কঠ ১।৩।১১ বাক্যে মহৎশব্দবাচ্য সমষ্টিবুদ্ধি ও পুরুষশব্দবাচ্য আত্মার মধ্যবর্ত্তিস্থলে 'অব্যক্ত' শব্দের দ্বারা পঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে বুদ্ধি ও আত্মার মধ্যবর্ত্তিস্থলে পঠিত হওয়ারূপ যথাসংখ্যাপাঠের বলে 'অব্যক্ত' শব্দে শরীরই গ্রহণীয়। পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত যথাসংখ্যাপাঠ (১ ভাবদীঃ) হইতে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত এই যথাসংখ্যাপাঠ বলবান্, কারণ শ্রৌতক্রম স্মার্ত্তক্রমাপেক্ষা প্রবল।

শাঙ্করভাষ্যম্

যিণঃ" ॥ (কঠ ১।৩।৩, ৪) ইতি।২৬ তৈশ্চ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ অসংযতৈঃ সংসারম্ অধিগচ্ছতি।২৭ সংযতৈঃ তু অধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং আপ্নোতি ইতি দর্শয়িত্বা, কিং তদ্ অধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ইতি অস্যাম্ আকাঙ্ক্ষায়াং, তেভ্যঃ এব প্রকৃতেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মানম্ অধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদং দর্শয়তি—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ

ভাষ্যানুবাদ

গোচর (—গমনের পথ, বিচরণের ক্ষেত্র) বলিয়া থাকেন এবং আত্মা (—শরীর) ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্তকে (—তদ্বিশিষ্ট জীবকে) ভোক্তা বলিয়া থাকেন", ইত্যাদি (৯)।২৬ অসংযত সেই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা [ভোক্তা জীব] সংসার প্রাপ্ত হয় (কঠ ১।৩।৭)।২৭ কিন্তু সংযত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা সংসারমার্গের পারস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় (কঠ ১।৩।৯), ইহা প্রদর্শন করিয়া, 'সংসারমার্গের পারস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদটী কি', এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে, প্রস্তাবিত সেই ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠরূপে সংসারমার্গের পারস্বরূপ পরমাত্মাকে বিষ্ণুর পরমপদরূপে [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"ইন্দ্রিয়সকল হইতে অর্থসকল (—শব্দাদি বিষয়সকল) শ্রেষ্ঠ (১০), বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে [নিশ্চয়াত্মিকাজ্ঞানরূপা] বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা (—জ্ঞানক্রিয়াশক্তিযুক্ত সমষ্টিবুদ্ধিস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ) শ্রেষ্ঠ। মহৎ (—হিরণ্যগর্ভ) হইতে অব্যক্ত (—সর্ব্বজগতের বীজভূত অব্যাকৃত, মায়াশক্তি) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ (—পরব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনিই কাষ্ঠা (—সমস্ত পরাপরভাবের পরিসমাপ্তিস্থান), তিনিই পরমগতি (—সর্ব্বোৎকৃষ্ট গন্তব্যস্থান, যাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না"), ইত্যাদি।২৮

ভাবদীপিকা

(৯) সিদ্ধান্তী এখানে প্রকরণ ও পরিশেষের মধ্যে (২৫ বাক্য) প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, কারণ ইহা শরীরকে রথরূপে কল্পনাকরতঃ রথী জীবের বিষ্ণুর পরমপদরূপ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রকরণ। প্রাকরণিক সম্বন্ধ পরস্পরাকাঙ্ক্ষার অধীন। এক্ষণে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের (কঠ ১।৩।৩,৪) সহিত পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যসকলের আকাঙ্ক্ষা আছে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—**তৈশ্চ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ**—'অসংযত সেই' ইত্যাদি।

(১০) 'ইন্দ্রিয়সকল হইতে শব্দাদিবিষয়সকল শ্রেষ্ঠ', ইহা কিপ্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে কঠোপনিষদ্ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"রূপরসাদি বিষয়সকল স্ব-প্রকাশনের জন্য ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করিয়াছে"। সেইহেতু বিষয়সকল ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার তাৎপর্য্যবর্ণনপ্রসঙ্গে বার্ত্তিকটীকাকার বলেন,—"গন্ধাদি তন্মাত্রারূপ

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ (কঠ ১।৩।১০,১১) ইতি।২৮ তত্র যে এব ইন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্ব্বস্যাং রথরূপককল্পনায়াম্ অশ্বাদিভাবেন প্রকৃতাঃ, তে এব ইহ পরিগৃহ্যন্তে প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারায়।২৯ তত্র ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ঃ তাবৎ পূর্ব্বত্র ইহ চ সমানশব্দাঃ এব।৩০ অর্থাঃ যে শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ ইন্দ্রিয়হয়গোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ, তেষাং চ

ভাষ্যানুবাদ

[আচ্ছা, ইহা না হয় শরীরকে রথরূপে কল্পনাকরতঃ আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির প্রকরণ হইল। কিন্তু 'কঠ ১।৩।১১ বাক্যপঠিত 'অব্যক্ত'শব্দে প্রধানকে গ্রহণ করিতে বাধা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পূর্ব্ববর্ত্তী সেইস্থলে (—কঠ ১।৩।৩-৪ শ্রুতিতে) রথের রূপক কল্পনাতে যে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অশ্বাদিরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত বস্তুর পরিত্যাগ ও অপ্রস্তাবিত বস্তুর গ্রহণরূপ দোষের পরিহারের জন্য তাহারাই এখানে পরিগৃহীত হইতেছে।২৯ [সুতরাং একবাক্যতা (—একার্থ-প্রতিপাদকতা) সিদ্ধির জন্য অব্যক্তশব্দে প্রধানকে গ্রহণ করা চলিবে না; পরন্তু একবাক্যতার দ্বারা অনুগৃহীত এই প্রকরণপ্রমাণ দ্বারা পুষ্ট পূর্ব্বোক্ত শ্রৌতক্রম-বলে (৮ ভাবদীঃ), অব্যক্তশব্দে শরীরকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

[সিঃ—'মহানাত্মা'শব্দে জীব অথবা হৈরণ্যগর্ভী সমষ্টিবুদ্ধি, যাহাই গৃহীত হউক না কেন পরিশেষন্যায়বলে 'অব্যক্ত'শব্দে শরীরই গ্রহণীয়।]

[এইপ্রকারে প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে ২৫ সংখ্যক বাক্যে প্রস্তাবিত 'পরিশেষের' বলেও অব্যক্তশব্দে শরীরকে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] সেইস্থলে (—কঠশ্রুতিতে) পূর্ব্ববর্ত্তিস্থলে (—কঠ ১।৩।৩-৪ শ্লোকে) এবং এখানে (—কঠ ১।৩।১০-১১ শ্লোকে) ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি, ইহারা একই শব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।৩০ [কিন্তু "পরাহ্যর্থাঃ" (কঠ ১।৩।১০) এইস্থলে যে অর্থসকল পঠিত হইয়াছে, তাহারা তো পুর্ব্বে পঠিত হয় নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] শব্দাদিবিষয়রূপ যে অর্থসকল ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গোচররূপে

ভাবদীপিকা

যে ভূতসূক্ষ্ম, তাহারাই ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের উপাদান।" ভাব এই—আকাশাদি তন্মাত্রার (—অপঞ্চীকৃত ভূতের) সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। সুতরাং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দতন্মাত্রা হইতে যথাক্রমে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, ত্বক্ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, কার্য্য হইতে কারণ ব্যাপক হয় বলিয়া এবং ঘটে মৃত্তিকার ন্যায় কার্য্যে কারণ অনুস্যূত থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়কে, অর্থাৎ তত্তৎ তন্মাত্রাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী স্থলসকলে 'যাহা যাহার অধীন, তাহা তাহা হইতে নিকৃষ্ট', যথা বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহার মনের অধীন, সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয় মন হইতে নিকৃষ্ট', মন সেইসকল হইতে শ্রেষ্ঠ, এইপ্রকার অর্থবোধ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বম্ ; 'ইন্দ্রিয়াণাং গ্রহত্বং বিষয়াণাম্ অতিগ্রহত্বম্' ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধিঃ।৩১ বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং, মনোমূলত্বাৎ বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য।৩২ মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিং হি আরুহ্য ভোগ্যজাতং ভোক্তারম্ উপসর্পতি।৩৩ বুদ্ধেঃ আত্মা মহান্ পরঃ যঃ, সঃ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" (কঠ ১।৩।৩) ইতি রথিত্বেন উপক্ষিপ্তঃ।৩৪ কুতঃ?৩৫ আত্মশব্দাৎ।৩৬ ভোক্তুশ্চ ভোগোপকরণাৎ পরত্বোপপত্তেঃ।৩৭ মহত্ত্বং চ অস্য স্বামিত্বাৎ উপপন্নম্।৩৮

ভাষ্যানুবাদ

(—বিচরণের পথরূপে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (কঠ ১।৩।৪), তাহাদেরই [কঠ ১।৩।১০ শ্রুতিতে বর্ণিতপ্রকারে] ইন্দ্রিয়সকল হইতে শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসঙ্গত, কারণ 'ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহত্ব ও বিষয়সকলের অতিগ্রহত্ব' (বৃঃ ৩।২।২-৮), ইহা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে (১১)। [অতএব 'অর্থসকল' পূর্ব্বে পঠিত হয় নাই, ইহা বলা চলে না]।৩১ আর বিষয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, যেহেতু বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যে ব্যবহার, তাহা মনোমূলক (—মনের অধীন)।৩২ আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া ভোগ্য বস্তুসকল ভোক্তার নিকট গমন করিয়া থাকে (—বিষয়াকারা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বিষয় হইয়াই ভোগ্যবস্তুসকল ভোক্তৃজীবকর্ত্তৃক গৃহীত হয় (১২), সেইহেতু সংশয়াত্মক মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ)।৩৩ বুদ্ধি হইতে যে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, তিনি "আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে", এইপ্রকারে রথিরূপে (—জীবরূপে) উপন্যস্ত হইয়াছেন।৩৪ ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে (—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ যে জীব, তিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন কিপ্রকারে)?৩৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে।৩৬ আর যেহেতু ভোগের যাহা উপকরণ (—সাধন), তাহা হইতে ভোক্তার (—ভোক্তা আত্মার) শ্রেষ্ঠতা যুক্তিসঙ্গত।৩৭ আবার

ভাবদীপিকা

(১১) 'বিষয়সকল ইন্দ্রিয়সকল হইতে শ্রেষ্ঠ' (১০ ভাবদীঃ) অন্য শ্রুতি অবলম্বনে এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—'যাহা পুরুষরূপ পশুকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ বন্ধন করে, তাহারা 'গ্রহ'। ইন্দ্রিয়গণই পুরুষকে বন্ধন করে, সেইহেতু 'গ্রহ'শব্দে 'ইন্দ্রিয়' গ্রহণীয়। আর ইন্দ্রিয়গণের যে গ্রহত্ব, তাহা বিষয়ের অধীন, কারণ বিষয় না হইলে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্বই, অর্থাৎ গ্রহত্বই থাকে না। সেইহেতু বিষয়সকল ইন্দ্রিয়সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। আবার যে বিষয় ইন্দ্রিয়ের গ্রহত্ব সম্পাদন করে, তাহাকে অতিগ্রহই বলিতে হয়। যেমন নৃপতির নৃপতিত্ব যৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, তাঁহাকে বলা হয় 'রাজার রাজা'। অতএব বিষয়সকল ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা নির্ণীত হইল।

(১২) ২।৩।১৫ তক্ষাধিকরণের ভাবদীপিকাতে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা "মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ। প্রজ্ঞাসংবিচ্চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে" ॥ (মহাভাঃ) ইতি স্মৃতেঃ, "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (শ্বেঃ ৬।১৮) ইতি চ শ্রুতেঃ যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ, সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং পরা প্রতিষ্ঠা।৩৯ সা ইহ মহান্ আত্মা ইতি উচ্যতে।৪০ সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধিগ্রহণেন এব গৃহীতা সতী হিরুক্ ইহ উপদিশ্যতে, তস্যাঃ অপি অস্মদীয়াভ্যঃ বুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তেঃ।৪১ এতস্মিংস্তু পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণ এব পরেণ

ভাষ্যানুবাদ

ইহার (—ভোক্তা আত্মার) যে মহত্ত্ব, তাহা [কার্য্যকরণসংঘাতের] স্বামী হওয়ায় উপপন্ন হয়।৩৮ [কিন্তু মহৎশব্দটী যদি আত্মবাচী হয়, তাহা হইলে "মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত না হইয়া "আত্মনঃ পরম্ অব্যক্তম্" এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা "মন (—মননশক্তি), মহান্ (—ব্যষ্টিমনের ব্যাপক সমষ্টিবুদ্ধি), মতি (—ভাবী নিশ্চয়), ব্রহ্মা (—নিরতিশয় ব্যাপক বস্তু), পূর (—ভোগ্য বস্তুসকলের আশ্রয়), প্রজ্ঞা (—তাৎকালিক নিশ্চয়), খ্যাতি (—কীর্ত্তিশক্তি), ঈশ্বর (—নিয়মন শক্তি), প্রজ্ঞা (—ত্রৈকালিক নিশ্চয়), সংবিদ্ (—বিষয়ের অভিব্যঞ্জিকা শক্তি), চিৎ (—চৈতন্যশক্তি) এবং স্মৃতিরূপে [সমষ্টিবুদ্ধিস্বরূপ হিরণ্যগর্ভই] পঠিত হইতেছেন", এইপ্রকার স্মৃতি আছে বলিয়া এবং "যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে (—হিরণ্যগর্ভকে) উৎপাদন করিয়াছিলেন ও তাঁহার জন্য বেদসকলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে বলিয়া [ইহা অবগত হওয়া যায় যে] প্রথমে জাত হিরণ্যগর্ভের যে বুদ্ধি, তাহা সকল [ব্যষ্টি] বুদ্ধির পরম আশ্রয়স্থল।৩৯ তাহা (—হিরণ্যগর্ভের সেই সমষ্টি বুদ্ধি) এখানে 'মহান্ আত্মা', এইপ্রকারে কথিত হইতেছে।৪০ [কিন্তু পূর্ব্বে তো হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি বুদ্ধি প্রস্তাবিত হয় নাই। যদি অপ্রস্তাবিত পদার্থের গ্রহণই করিলে, তবে প্রধান কি দোষ করিল? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহ (—সমষ্টি বুদ্ধি) পূর্ব্বে (—"বুদ্ধিং তু সারথিম্" কঠ ১।৩।৩ এইস্থলে, ব্যষ্টি] বুদ্ধিগ্রহণের দ্বারাই গৃহীত হইয়া এখানে (—"আত্মা মহান্ পরঃ" কঠ ১।৩।১০, এইস্থলে) হিরুক্ (—পৃথগ্ভাবে) উপদিষ্ট হইতেছে, কারণ তাহারও (—সেই হৈরণ্যগর্ভী সমষ্টিবুদ্ধিরও) আমাদিগের বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব সঙ্গত।৪১ [কিন্তু 'মহান্ আত্মা' (কঠ ১।৩।১০) এই শব্দের দ্বারা কঠ ১।৩।৩ বাক্যস্থ রথী আত্মা গৃহীত না হইয়া সমষ্টিবুদ্ধি গৃহীত হইলে, 'রথ ও রথী' এই দুইটী পদার্থ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে; অব্যক্তশব্দে গ্রহণীয় 'রথ'মাত্র নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু এই [শেষোক্ত]

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরুষগ্রহণেন রথিনঃ আত্মনঃ গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্।৪২ পরমার্থতঃ পরমাত্মবিজ্ঞানাত্মনোঃ ভেদাভাবাৎ।৪৩ তদেবং শরীরম্ এব একং পরিশিষ্যতে।৪৪ ইতরাণি ইন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতানি এব

ভাষ্যানুবাদ

পক্ষে ["অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ", অত্রস্থ] পরমাত্মবিষয়ক পরবর্ত্তী পুরুষের গ্রহণ-দ্বারাই রথী আত্মার গ্রহণ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।৪২ [কিন্তু রথী তো জীব, পক্ষান্তরে অত্রস্থ পুরুষশব্দে পরমাত্মা বর্ণিত হইয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—এইপ্রকার আশঙ্কা সঙ্গত নহে], যেহেতু পরমাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মার (—জীবাত্মার) মধ্যে পরমার্থতঃ ভেদ নাই।৪৩ [এক্ষণে পরিশেষের উপসংহার করিতেছেন—] সেইহেতু (—এইপ্রকারে উভয়ত্র পাঁচটী পদার্থকেই সমানভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া (১৩) এইপ্রকারে [কঠ ১।৩।৩ শ্রুতিস্থ] একমাত্র শরীরই অবশিষ্ট থাকিতেছে।৪৪ পরম পদ প্রদর্শন করিবার ইচ্ছাবশতঃ [শ্রুতি] প্রস্তাবিত ইন্দ্রিয়াদি অন্য পদার্থসকলের ক্রমশঃ বর্ণনাকরতঃ এখানে অন্ত্য (—শেষভাগে

ভাবদীপিকা

(১৩) এইস্থলে ব্যাপারটী এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে—কঠ ১।৩।৩-৪ শ্রুতিতে ১। জীবাত্মরূপ রথী, ২। শরীররূপ রথ, ৩। বুদ্ধিরূপ সারথী, ৪। মনোরূপ বল্গা, ৫। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব এবং ৬। রূপরসাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আর কঠ ১।৩।১০-১১ শ্রুতিতে—১। ইন্দ্রিয়, ২। অর্থ (—বিষয়), ৩। মন, ৪। বুদ্ধি, ৫। মহান্ আত্মা এবং ৬। অব্যক্ত, এই পদার্থসকল বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্য ৩৪ সংখ্যক বাক্যে বর্ণিত প্রকারে শেষোক্ত কোটিতে বর্ণিত ৫। মহান্ আত্মাকে, পূর্ব্বোক্ত কোটিতে বর্ণিত ১। জীবাত্মরূপ রথিরূপে গ্রহণ করিলে, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় ও বিষয় সহ পাঁচটী পদার্থকে উভয়ত্রই সমানভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাত্র পূর্ব্বোক্ত কোটিতে বর্ণিত ২। শরীররূপ রথ এবং শেষোক্ত কোটিতে বর্ণিত ৬। অব্যক্ত অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। আর ৪০ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যানুসারে কঠ ১।৩।১০ শ্রুতিস্থ 'মহান্ আত্মা' শব্দে হৈরণ্যগর্ভী সমষ্টিবুদ্ধি গৃহীত হইলে, ৪২ এবং ৪৩ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যানুসারে কঠ ১।৩।১১ শ্রুতিস্থ পুরুষশব্দে কঠ ১।৩.৩ শ্রুতিস্থ রথী আত্মাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে কঠ ১।৩।১০-১১ শ্রুতিতে—১। ইন্দ্রিয়, ২। অর্থ (—বিষয়), ৩। মন, ৪। বুদ্ধি (—ব্যষ্টিবুদ্ধি) ও মহান্ আত্মা (—সমষ্টিবুদ্ধি). ৫। অব্যক্ত এবং ৬। পুরুষ, এই ছয়টী পদার্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে—ব্যষ্টিবুদ্ধি ও সমষ্টিবুদ্ধি বস্তুতঃ অভিন্ন তত্ত্ব হওয়ায় (৪১ বাক্য), একই কোষ্ঠকে গৃহীত হইয়াছে। এইপ্রকার ব্যাখাতেও পূর্ব্বোক্ত কোটিস্থ ২। শরীররূপ রথ এবং সর্ব্ব শেষোক্ত কোটিস্থ, ৫। অব্যক্ত, ব্যতিরেকে অবশিষ্ট পাঁচটী পদার্থকে উভয়ত্রই সমানভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অতএব পরিশেষন্যায়বলে—কঠ ১।৩।৩ শ্রুত্যুক্ত অবশিষ্ট শরীরই যে কঠ ১।৩।১১ শ্রুত্যুক্ত অবশিষ্ট অব্যক্ত, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই পরবর্ত্তী ভাষ্যে বর্ণনা করিতেছেন—**ইতরাণি ইন্দ্রিয়াণি**—'পরম পদ প্রদর্শন' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমপদদিদর্শয়িষয়া সমনুক্রামন পরিশিষ্যমাণেন ইহ অন্ত্যেন অব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্যমাণং প্রকৃতং শরীরং দর্শয়তি ইতি গম্যতে।৪৫ শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হি অবিদ্যাবতঃ ভোক্তুঃ শরীরাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসার-মোক্ষগতিনিরূপণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিঃ ইহ বিবক্ষিতা।৪৬ তথাচ "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"॥ (কঠ ১৩।১২) ইতি বৈষ্ণবস্য পরম-পদস্য দুরবগম্যত্বম্ উক্ত্বা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি—"যচ্ছে-দ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্-জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি"॥ (কঠ ১৩।১৩) ইতি।৪৭ এতদুক্তং ভবতি—বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ, বাগাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারম্

ভাষ্যানুবাদ

অর্থাৎ কঠ ১৩।১১ বাক্যে বর্ণিত) অবশিষ্ট অব্যক্তশব্দের দ্বারা অবশিষ্ট আছে যে প্রস্তাবিত শরীর, তাহাকে প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৪৫

[সিঃ—রথরূপককল্পনার প্রয়োজন। লিঙ্গপ্রমাণবলে প্রস্তাবিত কাঠকবাক্যসকলের ব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিতে তাৎপর্য্য প্রদর্শন।]

[ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানলাভের জন্য দেহাদিকে রথাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে 'প্রধান' প্রতিপাদনের অবকাশই নাই, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বিষয় ও বেদনাসংযুক্ত (—সুখদুঃখাদির অনুভবযুক্ত) যে অবিদ্যাবান্ ভোক্তা, শরীর প্রভৃতির রথাদিরূপককল্পনা অবলম্বনে তাহার সংসারগতি ও মোক্ষগতি নিরূপণের দ্বারা প্রত্যগাত্মা (—শুদ্ধ জীবচৈতন্য) ব্রহ্মই, এইরূপ জ্ঞান এখানে বিবক্ষিত হইয়াছে।৪৬ [কাঠকবাক্যের এইপ্রকার তাৎপর্য্যবিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "সকল প্রাণীর মধ্যে গূঢ়রূপে অবস্থিত (১৪) এই আত্মা প্রকাশিত হন না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণকর্ত্তৃক সূক্ষ্মা (—নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃতা) ও একাগ্রভূতা বুদ্ধির দ্বারা পরিদৃষ্ট হন (১৫), এইপ্রকারে বিষ্ণুর পরমপদের দুর্জ্ঞেয়তা বর্ণনা করিয়া তাহার অবগতির জন্য যোগ প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—প্রাজ্ঞব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে লয় করিবে, তাহাকে জ্ঞানাত্মাতে (—প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিতে) লয় করিবে, জ্ঞানকে (—ব্যষ্টি-বুদ্ধিকে) মহান্ আত্মাতে (—সমষ্টি বুদ্ধিভূত হিরণ্যগর্ভে) লয় করিবে এবং তাহাকে শান্ত আত্মাতে (—সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত পরব্রহ্মে) লয় করিবে", (১৬) ইত্যাদি।৪৭

ভাবদীপিকা

(১৪) এইস্থলে 'গূঢ়ত্ব', (১৫) এইস্থলে 'একাগ্রবুদ্ধিজ্ঞেয়ত্ব' এবং (১৬) এইস্থলে 'যোগগম্যত্ব' রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এইসকলের বলে অবগত হওয়া যায়—ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই এই কাঠক বাক্যসকলের প্রতিপাদ্য, প্রধানের কোন প্রসঙ্গই এখানে নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎসৃজ্য মনোমাত্রেণ অবতিষ্ঠেত।৪৮ মনোঽপি বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াং বুদ্ধৌ অধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ।৪৯ তামপি বুদ্ধিং মহতি আত্মনি ভোক্তরি, অগ্র্যায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিযচ্ছেৎ।৫০ মহান্তং তু আত্মানং শান্তে আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে পরস্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েৎ ইতি চ।৫১ তদেবং পূর্ব্বাপরলোচনায়াং নাস্তি অত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানস্য অবকাশঃ।৫২॥১।৪।১॥

ভাষ্যানুবাদ

[যোগবিধায়ক শ্রুতিবাক্যটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ইহাই বলা হইতেছে—বাণীকে মনে সম্যগ্‌ভাবে যোজনা (—লয়) করিবে, অর্থাৎ বাগাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে পরিত্যাগ করিয়া মনোমাত্ররূপে অবস্থান করিবে।৪৮ বিষয়বিকল্পাভিমুখ (—বিষয়াবলম্বনে সঙ্কল্পবিকল্পকারি) মনকে বিকল্পরূপ (—অনিশ্চয়তারূপ) দোষদর্শন দ্বারা 'জ্ঞান' এই শব্দের দ্বারা কথিত অধ্যবসায়স্বভাব (—নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিতে ধারণ করিবে।৪৯ সেই বুদ্ধিকেও ভোক্তা মহান্ আত্মাতে (—হিরণ্যগর্ভে), অথবা সূক্ষ্মতাসম্পাদনদ্বারা [সমাধিপরিপাকজা] এগ্রকাভূতা বুদ্ধিতে নিঃশেষে প্রদান (—লয়) করিবে।৫০ আর মহান্ আত্মাকে কিন্তু প্রকরণের প্রতিপাদ্য যে পরম পুরুষ (কঠ ১।৩।১১), যিনি পরম কাষ্ঠা (—সকলপ্রকার কার্য্যকারণভাবের পরিসমাপ্তিস্থান), সেই শান্ত আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিবে।৫১ সেইহেতু (—ক্রম ও প্রকরণপ্রমাণ, পরিশেষন্যায় এবং ব্রহ্মবোধক লিঙ্গসকল থাকায়) এইপ্রকারে পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা করিলে এখানে অন্যের (—সাংখ্যমতাবলম্বীর) পরিকল্পিত প্রধানের অবকাশ থাকে না।৫২॥১।৪।১॥

সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ ॥১।৪।২॥

সূত্রার্থ—[ননু স্থূলশরীরস্য ব্যক্তশব্দার্হস্য কথম্ অব্যক্তশব্দার্হত্বম্ ? অতঃ আহ—] **তুশব্দঃ**—শঙ্কানিরাসার্থঃ। **সূক্ষ্মম্**—স্থূলশরীরারম্ভকভূতানাং সূক্ষ্মং কারণম্ [অব্যক্তশব্দেন দর্শয়তি। কুতঃ ?] **তদর্হত্বাৎ**—অব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়- যাহাতে ব্যক্তশব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত, সেই স্থূল শরীরের অব্যক্তশব্দের দ্বারা অভিহিত হইবার যোগ্যতা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তুশব্দটী** আশঙ্কানিরাকরণের জন্য। **সূক্ষ্মম্**—স্থূলশরীরের আরম্ভক ভূতসকলের সূক্ষ্ম কারণকে [শ্রুতি অব্যক্তশব্দের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **তদর্হত্বাৎ**—যেহেতু তাহা অব্যক্তশব্দের দ্বারা বোধ্য হইবার যোগ্য।

শাঙ্করভাষ্যম্—উক্তম্ এতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরম্ অব্যক্তশব্দং, ন প্রধানম্ ইতি।১ ইদম্ ইদানীম্ আশঙ্ক্যতে—

শাঙ্করভাষ্যম্

কথম্ অব্যক্তশব্দার্হত্বং শরীরস্য ?২ যাবতা স্থূলত্বাৎ স্পষ্টতরম্ ইদং শরীরং ব্যক্তশব্দার্হম্, অস্পষ্টবচনস্তু অব্যক্তশব্দঃ ইতি ।৩ অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে—সূক্ষ্মং তু ইহ কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে, সূক্ষ্মস্য অব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ ।৪ যদ্যপি স্থূলম্ ইদং শরীরং ন স্বয়ম্ অব্যক্তশব্দম্ অর্হতি, তথাপি তস্য তু আরম্ভকং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট হওয়ায় স্থূলশরীরের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্মই এখানে অব্যক্তশব্দবাচ্য।]

প্রকরণ ও পরিশেষের দ্বারা ইহা কথিত হইয়াছে—শরীর অব্যক্তশব্দের বোধ্য, কিন্তু প্রধান নহে।১ এক্ষণে ইহা আশঙ্কা করা হইতেছে—শরীর কিপ্রকারে অব্যক্তশব্দের বোধ্য হইবার যোগ্য হইবে ?২ যেহেতু স্থূল হওয়ায় এই শরীর স্পষ্টতরভাবেই ব্যক্তশব্দের বোধ্য হইবার যোগ্য, অব্যক্তশব্দটী কিন্তু অস্পষ্টতার বোধক, ইত্যাদি।৩ এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া) উত্তর কথিত হইতেছে—এখানে কিন্তু [অব্যক্তশব্দে] কারণরূপে অবস্থিত সূক্ষ্মশরীর (১৭) বিবক্ষিত হইতেছে; যেহেতু যাহা সূক্ষ্ম, তাহা অব্যক্তশব্দের বোধ্য হইবার যোগ্য।৪ যদিও এই স্থূলশরীর স্বয়ং অব্যক্তশব্দের বোধ্য হইবার যোগ্য নহে, তথাপি তাহার আরম্ভক যে ভূতসূক্ষ্ম, তাহা অব্যক্তশব্দের বোধ্য হইবার যোগ্য। [কার্য্যবস্তু উপাদানকারণ হইতে অভিন্ন হয় বলিয়া উপাদাননিষ্ঠ যে অব্যক্ততা,

ভাবদীপিকা [সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গশরীর বিভিন্ন পদার্থ]

(১৭) এইস্থলে 'সূক্ষ্মশরীর' বলিতে কিম্বিধ শরীরের বোধ হইতেছে, তাহা চিন্তনীয়। ইহাকে লিঙ্গশরীররূপে গ্রহণ করা যায় না, কারণ রথরূপক কল্পনাতে মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হইয়াছে। উহারা লিঙ্গশরীরেরই অন্তর্গত হওয়ায় পুনরায় রথরূপে লিঙ্গ-শরীরের গ্রহণ হইতে পারে না। সেইহেতু এই 'সূক্ষ্ম শরীর' বলিতে স্থূল শরীরকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কিম্বিধ স্থূলশরীর, যাহাকে অব্যক্তশব্দে গ্রহণ করা হইতেছে ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—৩।১।১ রংহত্যধিকরণে প্রতিপাদিত ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ-শীল, মোক্ষকালপর্য্যন্তস্থায়ী, এবং লিঙ্গশরীরের আধারভূত যে ভূতসূক্ষ্ম (—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ), যাহা পরবর্ত্তিকালে বহু ভূতাংশের সহিত সংযোগ, অথবা পিতামাতার শুক্রশোণিত-সংযোগ বশতঃ স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ ষাট্‌কৌশিক স্থূলশরীররূপে অভিহিত হয়, এই সূক্ষ্মশরীরশব্দে সেই ভূতসূক্ষ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাই এই প্রসিদ্ধ স্থূলশরীরের সূক্ষ্মাবস্থা হওয়ায় হয় অব্যক্তশব্দের বাচ্য। (বার্ত্তিকটীকাবলম্বনে)। [লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীর বিভিন্ন পদার্থ, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে," সূক্ষ্মশরীরং প্রতিজীবং লিঙ্গস্য আশ্রয়ত্বেন নিয়তম্ অস্তি", ১।৪।৩ সূঃ রত্নপ্রভা। আশ্রয় ও তাহাতে আশ্রিত পদার্থ বিভিন্ন। বহুস্থলেই কিন্তু লিঙ্গশরীর ও সূক্ষ্মশরীর এই শব্দদ্বয়কে পর্য্যায়শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কোথায় কোন অর্থে সূক্ষ্মশরীর শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তত্তৎস্থলে নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। ত্বক্ মাংস রক্ত অস্থি স্নায়ু ও মজ্জা এই ছয়টীকে ষট্‌কোশ বলা হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূতসূক্ষ্মম্ অব্যক্তশব্দম্ অর্হতি।৫ প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ, যথা—"গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্" (ঋক্ সং ৯।৪৬।৪) ইতি।৬ শ্রুতিশ্চ "তৎ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।৭) ইতি ইদমেব ব্যাকৃতনামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃত-নামরূপং বীজশক্ত্যবস্থম্ অব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি।৭॥১।৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহা কার্য্যবস্তুতে গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাই ভাব।৫ উপাদানবাচকশব্দের কার্য্যবস্তুতে প্রয়োগবিষয়ে শ্রৌত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আর প্রকৃতি-শব্দ (—কারণবোধক শব্দ) কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, ইহা দেখা গিয়াছে, যথা—"গোসকলের সহিত (—গোদুগ্ধের সহিত) মৎসরকে (—সোমরসকে) মিশ্রিত করিবে", ইত্যাদি।৬ [অব্যক্তরূপে অবস্থিত কার্য্যবস্তু অব্যক্তশব্দবোধ্য হইবার যোগ্য, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রুতিও "ইহা (—ব্যাকৃত নাম-রূপাত্মক এই জগৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে] অব্যাকৃত (—অনভিব্যক্ত) ছিল", এইরূপে নাম ও রূপাবলম্বনে বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত এই জগৎকে [উৎপত্তির] পূর্ব্বাবস্থাতে অভিব্যক্তনামরূপপরিত্যক্তরূপে এবং অব্যক্তশব্দের দ্বারা বোধ্য হইবার যোগ্য বীজশক্তিরূপ অবস্থাযুক্তরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।৭ [অতএব ইহা নিশ্চিত হইল—কারণাত্মকরূপে অবস্থিত এই স্থূল শরীরই সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট হওয়ায় অব্যক্তশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে]॥১।৪।২॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ॥১।৪।৩॥

পদচ্ছেদ—তদধীনত্বাৎ, অর্থবৎ।

সূত্রার্থ—[ননু ভূতসূক্ষ্মাব্যক্তাঙ্গীকারে তস্যৈব প্রধানত্বেন সাংখ্যৈঃ অঙ্গীকৃতত্বাৎ তদ্বাদঃ প্রাপ্তঃ ইতি। অতঃ আহ—ভূতসূক্ষ্মাব্যক্তাঙ্গীকারেণ ন স্বতন্ত্রপ্রধানকারণবাদঃ অস্মাভিঃ অঙ্গীকৃতঃ। কস্মাৎ?] **তদধীনত্বাৎ**—ঈশ্বরাধীনত্বাৎ অব্যক্তস্য। [তর্হি ঈশ্বরাৎ এব অস্তু জগদুৎপত্তিঃ, কিম্ অব্যক্তাঙ্গীকারেণ? অতঃ আহ—"মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০) ইত্যাদিশ্রুতৌ অব্যক্তস্য ঈশ্বরসহকারিত্বাবগমাৎ] **অর্থবৎ**—প্রয়োজনবৎ অব্যক্তম্। [ন চ ঈশ্বরস্যাপি তদ্বিনা কারণত্বম্ অস্তি, অসঙ্গত্বাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—ভূতসূক্ষ্মাত্মকরূপে অব্যক্তকে অঙ্গীকার করিলে, তাহাই সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক প্রধানরূপে অঙ্গীকৃত হওয়ায় প্রধানকারণবাদই প্রাপ্ত হইয়া পড়িল। এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—ভূতসূক্ষ্মাত্মক অব্যক্ত অঙ্গীকারের দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র প্রধানকারণবাদ অঙ্গীকার করিতেছি না। কেন করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তদধীনত্বাৎ**—যেহেতু অব্যক্ত ঈশ্বরের অধীন। [আচ্ছা, তাহা হইলে ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হউক, অব্যক্ত অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"মহেশ্বরকে মায়াধীশ (—মায়ার অধিষ্ঠান, তাহার সত্তা ও প্রকশা-

সম্পাদক) বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি শ্রুতিতে অব্যক্তকে ঈশ্বরের সহকারিরূপে অবগত হওয়া যায় বলিয়া] অর্থবৎ—অব্যক্ত হয় প্রয়োজন সম্পাদক। [তদ্ব্যতিরেকে (—অব্যক্তব্যতিরেকে) ঈশ্বরেরও জগৎকারণতা সম্ভব হয় না, যেহেতু তিনি নির্লেপ, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্রাহ—যদি জগৎ ইদম অনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্মকং প্রাগবস্থম্ অব্যক্তশব্দার্হম্ অভ্যুপগম্যেত, তদাত্মনা চ শরীরস্যাপি অব্যক্তশব্দার্হত্বং প্রতিজ্ঞায়তে; সঃ এব তর্হি প্রধানকারণবাদঃ এবং সতি আপদ্যেত ; অস্যৈব জগতঃ প্রাগবস্থায়াঃ প্রধানত্বেন অভ্যুপগমাৎ ইতি।১ অত্র উচ্যতে—যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেন অভ্যুপগচ্ছেম, প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদম্।২ পরমেশ্বরাধীনা তু ইয়ম্ অস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতঃ অভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা।৩ সা চ অবশ্যাভ্যুপগন্তব্যা, অর্থবতী হি সা।৪ নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।৫ মুক্তানাং চ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—জগতের সূক্ষ্ম প্রাগবস্থাই প্রধানশব্দবাচ্য হওয়ায় সিদ্ধান্তপক্ষে প্রধানকারণবাদ প্রসক্তি।]

এইস্থলে [পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যে উদাহৃত বৃঃ ১।৪।৭ শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে পূর্ব্ববাদী সাংখ্যমতাবলম্বী] বলেন—যাহার নাম ও রূপ অভিব্যক্ত হয় নাই এবং যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থাতে বীজাত্মকরূপে অবস্থিত থাকে, সেই এই জগৎকে যদি অব্যক্তশব্দের যোগ্যরূপে স্বীকার করা হয়, আর তদাত্মকরূপে (—অনভিব্যক্ত নামাদিরূপে) শরীরেরও যদি অব্যক্তশব্দযোগ্যতা প্রতিজ্ঞা করা হয়; তাহা হইলে এইপ্রকার হওয়ায় (—সূক্ষ্মপ্রাগবস্থা স্বীকৃত হওয়ায়) সেই প্রধানকারণবাদেরই প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে, যেহেতু এই জগতেরই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা প্রধানরূপে অঙ্গীকৃত হয়।১

[সিঃ—ঈশ্বরাধীন অনির্ব্বচনীয়া মায়াশব্দিতা অবিদ্যাই অব্যক্ত, তাহা স্বাধীন ও সত্য প্রধান হইতে ভিন্ন হওয়ায় প্রধানকারণবাদ প্রসক্ত হয় না।]

সিদ্ধান্ত --এই বিষয়ে বলা হইতেছে, যদি আমরা কোন স্বাধীন প্রাগবস্থাকে জগতের কারণরূপে অঙ্গীকার করিতাম, তাহা হইলে প্রধানকারণবাদ (—সাংখ্যসম্মত প্রধানই জগৎকারণ, এই মতবাদ আমাদিগের উপর] আপতিত করিয়া ফেলিতাম।২ আমরা কিন্তু জগতের এই [মায়াশক্তিরূপা] প্রাগবস্থাকে পরমেশ্বরের অধীনরূপে অঙ্গীকার করিয়া থাকি, স্বাধীনরূপে নহে।৩ আর তাহা (—সেই প্রাগবস্থা) অবশ্যই স্বীকার্য্যা, যেহেতু তাহা প্রয়োজনসম্পাদিকা।৪ [কি সেই প্রয়োজন, তাহা বলিতেছেন—] তদ্ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় না, কারণ যিনি শক্তিরহিত, তাঁহার [সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মে] প্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।৫ [কূটস্থ ও অসঙ্গ পরমেশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় মায়াশক্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহা বলিয়া বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা সিদ্ধির জন্যও তাহা স্বীকার করিতে হইবে,

শাঙ্করভাষ্যম্

পুনঃ অনুৎপত্তিঃ ।৬ কুতঃ ?৭ বিদ্যয়া তস্যাঃ বীজশক্তেঃ দাহাৎ ।৮ অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ অব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে

ভাষ্যানুবাদ

ইহা বলিতেছেন—] আর মুক্তপুরুষগণের পুনরায় জন্ম হয় না ।৬ কেন হয় না ?৭ যেহেতু বিদ্যার (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের) দ্বারা সেই [অবিদ্যারূপা] বীজশক্তির নাশ হইয়া যায় (১৮) ।৮ [সাংখ্যকল্পিত সত্যপদার্থ স্বাধীন প্রধান হইতে সেই অবিদ্যার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—] অবিদ্যারূপা যে প্রসিদ্ধা বীজশক্তি, তাহা 'অব্যক্ত' এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য, তাহা পরমেশ্বরকে আশ্রয়করতঃ অবস্থান করে, মায়াময়ী (—মায়াসদৃশ, মায়া যেমন মায়াবীর অধীন, ইহাও তদ্রূপ ঈশ্বরের অধীন, ইহাই ভাব) এবং মহাসুপ্তিস্বরূপা, যাহাতে স্বরূপজ্ঞানরহিত সংসারী

ভাবদীপিকা [অবিদ্যার একত্ব ও নানাত্বপক্ষে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা।]

(১৮) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যাহা থাকিলে জীবের জন্মমরণাদিরূপ সংসার হয় এবং যাহার নিবৃত্তি হইলে সেই জন্মমরণাদির নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেই বীজশক্তিভূতা অব্যক্তরূপা অবিদ্যা বা মায়াশক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্যা। তদ্ব্যতিরেকে সৃষ্টি অঙ্গীকার করিলে মুক্তপুরুষগণেরও পুনরায় বন্ধন হইয়া পড়িবে। সাংখ্যমতে সংসারের হেতুভূত প্রধান নিত্য পদার্থ হওয়ায় পুরুষের মুক্তিই উপপন্ন হয় না। [ইহা পরে ২।২।১ অধিকরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে]। এইস্থলে আশঙ্কা হয়, মায়ার (—অবিদ্যার) নিবৃত্তি হইলে সংসারের নিবৃত্তি হইয়া যায়। তাহা হইলে একজনের ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে জগৎপ্রপঞ্চের উচ্ছেদবশতঃ সকলেরই সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যায় না কেন ? মায়া এক, তাহা তো বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তদুত্তরে **কেহ কেহ বলেন**—অবিদ্যা এক হইলেও সাবয়ব (—নানা অংশবিশিষ্ট)। ব্রহ্মবিদ্যার বলে যাঁহার বন্ধনের কারণভূত অবিদ্যাংশ নিবৃত্ত হয়, তাঁহার বন্ধনও নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেইহেতু তাঁহার আর বন্ধন হয় না। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চের কারণভূত যে অবিদ্যাংশ, তাহা নিবৃত্ত হয় না, সেইহেতু জগৎপ্রপঞ্চের অনুবৃত্তি হইতে থাকে, ফলে সকলের সংসারবন্ধনের উচ্ছেদ হয় না। **অপরে বলেন**—"যো যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি একঃ" (শ্বেঃ ৪।১১) ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে" (ঋক্ সং ৬।৪৭।১৮) ইত্যাদি শ্রুতিবলে পরমেশ্বরের উপাধিভূতা মায়া অনেক, ইহা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং সেই বহু মায়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জীবের বন্ধনের হেতু হওয়ায় যাঁহার ব্রহ্মবিদ্যোদয় হয়, তাঁহারই তদবিদ্যার নাশবশতঃ হয় বন্ধনমুক্তি। অপরের তাহা হয় না বলিয়া তাহার সংসারের উচ্ছেদ হয় না। আবার **কেহ কেহ বলেন**—অবিদ্যা এক, নানা নহে ; কিন্তু তথাপি তাহা নিজশক্তিপ্রভাবে বিচিত্রকার্য্যকারিণী হওয়ায় প্রতিজীবে বন্ধমোক্ষব্যবস্থার কোন বিরোধ হয় না। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা ও ন্যায়নির্ণয় অবলম্বনে)। বলা বাহুল্য, ইহা বহুজীববাদীর প্রক্রিয়া। একজীববাদে এইপ্রকার সংশয়ের উদয়ই সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ সেই মুক্তপুরুষ ব্যতিরেকে জগৎপ্রপঞ্চের দ্রষ্টা বদ্ধজীব বা জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই বিদ্যমান থাকে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংসারিণঃ জীবাঃ ।৯ তদেতৎ অব্যক্তং ক্বচিৎ আকাশশব্দ-নির্দ্দিষ্টম্—"এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" (বৃঃ ৩।৮।১১) ইতি শ্রুতেঃ ।১০ ক্বচিৎ অক্ষরশব্দোদিতম্—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ ২।১।২) ইতি শ্রুতেঃ ।১১ ক্বচিৎ মায়া ইতি সূচিতম্ "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।১২ অব্যক্তা হি সা মায়া, তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্য অশক্যত্বাৎ ।১৩ তদিদং "মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" ইতি উক্তম্, অব্যক্তপ্রভবত্বাৎ মহতঃ, যদা হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধিঃ মহান্ ।১৪ যদা তু জীবঃ মহান্, তদাপি অব্যক্তাধীনত্বাৎ জীবভাবস্য

ভাষ্যানুবাদ

জীবগণ শয়ন করে (—আবদ্ধ হইয়া জন্মমৃত্যু অনুভব করে) ।৯ [অবিদ্যাত্মিকা মায়াশক্তির অস্তিত্ববিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই এই অব্যক্ত কোন কোন স্থলে 'আকাশ' এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু 'হে গার্গি, এই অক্ষরে (—ক্ষয়রহিত পরব্রহ্মে) 'আকাশ' ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে", এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।১০ কোন কোন স্থলে [তাহা] অক্ষরশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, যেহেতু ["স্বীয় কার্য্যপ্রপঞ্চ হইতে] শ্রেষ্ঠ যে অক্ষর (—অব্যাকৃত), তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।১১ কোন কোন স্থলে 'মায়া' এইরূপে সূচিত হইয়াছে, যেহেতু "প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়াধীশ (—মায়ার সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদক) বলিয়া জানিবে", এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে (১৯) ।১২ সেই প্রসিদ্ধা মায়াই অব্যক্ত, কারণ তাহার তত্ত্ব (—ব্রহ্মাভিন্নত্ব) বা অন্যত্ব (—ব্রহ্মভিন্নত্ব) নিরূপণ করিতে পারা যায় না ।১৩ [অতএব স্বাধীন ও সত্য প্রধান হইতে এই ঈশ্বরাধীন্ ও অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তিরূপ অব্যক্ত ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় প্রধানকারণবাদের প্রসক্তি হয় না] ।

[সিঃ—কার্য্য ও কারণের অভেদোপচারবশতঃ অব্যক্তের কার্য্যভূত শরীরে গৌণভাবে অব্যক্তশব্দের প্রয়োগ ।]

[আচ্ছা সেই মায়া ও অবিদ্যাশব্দিত যে অব্যক্ত, তাহা মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ কিপ্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] মহৎ যখন হিরণ্যগর্ভসম্বন্ধী [সমষ্টি] বুদ্ধিরূপে বিবক্ষিত হয়, তখন ইহা (—অব্যক্ত) "মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে কথিত হইয়াছে, কারণ মহৎ অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন ।১৪ কিন্তু মহৎ

ভাবদীপিকা

(১৯) উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যত্রয়ে অবিদ্যা অর্থে আকাশাদি যে তিনটী শব্দ প্রযুক্ত হইল, তাঁহাদের অর্থ এই—আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং প্রসিদ্ধ আকাশের হেতু হওয়ায় তাহাকে বলা হয়—'আকাশ'। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানব্যতিরেকে ক্ষরণ, অর্থাৎ নিবৃত্তি হয় না বলিয়া তাহাকে বলা হয়—'অক্ষর'। আর বিচিত্রকার্য্যকারীণী হওয়ায় তাহাকে বলা হয়—'মায়া'।

শাঙ্করভাষ্যম্

"মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" ইতি উক্তম্।১৫ অবিদ্যা হি অব্যক্তম্, অবিদ্যাবত্ত্বেন এব জীবস্য সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ সন্ততঃ বর্ত্ততে।১৬ তচ্চ অব্যক্তগতং মহতঃ পরত্বম্ অভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে।১৭ সত্যপি শরীরবৎ ইন্দ্রিয়াদীনাং তদ্বিকারত্বাবিশেষে শরীরস্য এব অভেদোপচারাৎ অব্যক্তশব্দেন গ্রহণম্, ইন্দ্রিয়াদীনাং স্বশব্দৈঃ এব গৃহীতত্বাৎ, পরিশিষ্টত্বাৎ চ শরীরস্য।১৮ অন্যে তু বর্ণয়ন্তি-দ্বিবিধং হি শরীরং স্থূলং সূক্ষ্মং চ।১৯ স্থূলং যদ্ ইদম্ উপলভ্যতে।২০ সূক্ষ্মং যদ্ উত্তরত্র বক্ষ্যতে—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" (৩।১।১)

ভাষ্যানুবাদ

যখন জীবরূপে বিবক্ষিত, তখনও জীবভাব অব্যক্তের অধীন হওয়ায় "মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকার কথিত হইয়াছে।১৫ [কিন্তু জীবভাব অব্যক্তের অধীন কিপ্রকারে? তাহা তো অবিদ্যার অধীন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অবিদ্যাই অব্যক্তশব্দে কথিত হয়, অবিদ্যাযুক্ত হয় বলিয়াই জীবের সকলপ্রকার ব্যবহার অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে (২০)।১৬ [কিন্তু জীব হইতে 'অব্যক্ত' না হয় শ্রেষ্ঠ হইল, তাহাতে প্রস্তাবিতস্থলে "অব্যক্তশব্দের দ্বারা গৃহীত শরীর" (১।৪।১ সূঃ ৪৫ বাক্য) কিপ্রকারে মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সেই যে অব্যক্তগত মহদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব (১৪,১৫ বাক্য), তাহা [কার্য্য ও কারণের মধ্যে] অভিন্নতার উপচার হয় বলিয়া (—কারণ ও কার্য্যকে গৌণভাবে অভিন্ন বলা হয় বলিয়া) তাহার (—অব্যক্তের) কার্য্য যে শরীর, তাহাতে পরিকল্পিত হইতেছে (—অব্যক্তের কার্য্য শরীরকে গৌণভাবে অব্যক্ত বলা হইতেছে)।১৭ [কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও তো অব্যক্তের কার্য্য, তাহাদিগকেই বা কেন অব্যক্তশব্দে গ্রহণ করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয় প্রভৃতি স্ববাচকশব্দের দ্বারাই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এবং শরীরই অবশিষ্ট আছে বলিয়া, শরীরের ন্যায় ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও অবিশেষভাবে তাহার (—অব্যক্তের) কার্য্য হইলেও [তাহাদিগকে গ্রহণ না করিয়া] অভিন্নতার উপচারবশতঃ অব্যক্তশব্দের দ্বারা শরীরেরই গ্রহণ হইয়াছে।১৮

[পৃঃ—বৃত্তিকারমতে ১।৪।২-৩ সূত্রের ব্যাখ্যা। লিঙ্গশরীরই অব্যক্ত।]

অপর সকলে (—বৃত্তিকারমতাবলম্বিগণ) কিন্তু বলেন—শরীর দুইপ্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম (—লিঙ্গ) ইহা প্রসিদ্ধ।১৯ এই যাহা উপলব্ধ হইতেছে, তাহা স্থূল।২০

ভাবদীপিকা

(২০) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—অবিদ্যাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীব। এই যে জীবরূপ প্রতিবিম্বভাব, তাহা অবিদ্যারূপ উপাধির অধীন। সেইহেতু প্রতিবিম্বরূপ জীব হইতে অব্যক্তশব্দে অভিহিত অবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।২১ তচ্চ উভয়ম্ অপি শরীরম্ অবিশেষাৎ পূর্ব্বত্র রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতম্।২২ ইহ তু সূক্ষ্মম্ অব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে, সূক্ষ্মস্য অব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ।২৩ তদধীনত্বাৎ চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য জীবাৎ তস্য পরত্বম্, যথা অর্থাধীনত্বাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বম্ অর্থানাম্ ইতি।২৪ তৈস্তু এতৎ বক্তব্যং—অবিশেষেণ শরীরদ্বয়স্য পূর্ব্বত্র রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতিত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথম্ সূক্ষ্মম্ এব শরীরম্ ইহ গৃহ্যতে, ন পুনঃ স্থূলমপি ইতি?২৫ আম্নাতস্য অর্থং প্রতিপত্তুং প্রভবামঃ,

ভাষ্যানুবাদ

যাহা পরে "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" (২১), এইরূপে কথিত হইবে, তাহা সূক্ষ্ম।২১ সেই উভয়প্রকার শরীরই অবিশেষভাবে পূর্ব্বে (—কঠ ১৷৩৷৩ শ্রুতিতে) রথরূপে বর্ণিত হইয়াছে।২২ ["সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ" (১৷৪৷২) এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] কিন্তু এখানে (—কঠ ১৷৩৷১১ শ্রুতিতে) সূক্ষ্মশরীর অব্যক্তশব্দের দ্বারা পরিগৃহীত হইতেছে, [স্থূলশরীর নহে], কারণ সূক্ষ্মই অব্যক্তশব্দার্হ (—অব্যক্তশব্দের যোগ্য।২৩ আচ্ছা, সেই সূক্ষ্মশরীর মহৎশব্দবাচ্য জীব হইতে শ্রেষ্ঠ কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে ১৷৪৷৩ সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর [জীবের] বন্ধন ও মোক্ষরূপ ব্যবহার তাহার (—সূক্ষ্মশরীরের) অধীন হওয়ায় জীব হইতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইতেছে, যেমন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিষয়ের অধীন হওয়ায় ইন্দ্রিয়সকল হইতে বিষয়সকলের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে (১০ ও ১১ ভাবদীঃ) ইত্যাদি।২৪

[সিঃ—অব্যক্তশব্দে সূক্ষ্মশরীর গৃহীত হইলে একবাক্যতাভঙ্গ। লিঙ্গশরীর পৃথগ্ভাবে গৃহীত হওয়ায় একবাক্যতাবলে স্থূলশরীরই অব্যক্ত।]

সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—কিন্তু তাঁহাদিগকে (—বৃত্তিকারপক্ষকে) ইহা বলিতে হইবে—পূর্ব্বে (—কঠ ১৷৩৷৩ বাক্যে) অবিশেষভাবে দুইটী শরীরই রথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, যাহাদের প্রস্তাবিত হওয়া ও পরিশিষ্ট থাকা (—প্রকরণ ও পরিশেষ) সমান, তাহাদের (—সেই শরীরদ্বয়ের) মধ্যে এখানে কেবল সূক্ষ্মশরীরই কেন গৃহীত হইতেছে, কিন্তু স্থূল শরীরও গৃহীত হইতেছে না কেন?২৫ [বৃত্তিকারপক্ষের সমাধান—] শ্রুতিতে যাহা পঠিত হইয়াছে তাহার অর্থ অবগত হইতে আমরা সমর্থ,

ভাবদীপিকা

(২১) এই সূত্রটীর ভাবার্থ এই— জীব (—জীবের লিঙ্গশরীর) ভাবী শরীরের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্মের (—পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশের) দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া লোকান্তরে গমন করে, ছাঃ ৫৷৩৷৩ শ্রুতিতে পঠিত প্রশ্ন ও প্রতিবচনের দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে—বৃত্তিকারপক্ষ এখানে সূক্ষ্মশরীর বলিতে 'লিঙ্গশরীর' গ্রহণ করিতেছেন। ইহা অঙ্গীকার না করিলে সিদ্ধান্তপক্ষের সহিত কোন প্রভেদ থাকে না (১৭ ভাবদীঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন আম্নাতং পর্য্যনুযোক্তুম্।২৬ আম্নাতং চ অব্যক্তপদং সূক্ষ্মম্ এব প্রতিপাদয়িতুং শক্নোতি, ন ইতরৎ ব্যক্তত্বাৎ তস্য ইতি চেৎ ?২৭ ন, একবাক্যতাধীনত্বাৎ অর্থপ্রতিপত্তেঃ।২৮ নহি ইমে পূর্ব্বোত্তরে আম্নাতে একবাক্যতাম্ অনাপদ্য কঞ্চিৎ অর্থং প্রতিপাদয়তঃ, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ।২৯ ন চ আকাঙ্ক্ষাম্ অন্তরেণ একবাক্যতাপ্রতিপত্তিঃ অস্তি।৩০ তত্র অবিশিষ্টায়াং শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াং যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধে অনভ্যুপগম্যমানে একবাক্যতা এব বাধিতা ভবতি, কুতঃ আম্নাতস্য অর্থপ্রতিপত্তিঃ ?৩১

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু শ্রুতিতে যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহার উপর আক্ষেপ করিতে পারি না।২৬ শ্রুতিপঠিত যে অব্যক্তপদ, তাহা সূক্ষ্মকেই প্রতিপাদন করিতে সমর্থ, কিন্তু অপরকে (—স্থূলশরীরকে) প্রতিপাদন করিতে পারে না, যেহেতু তাহা ব্যক্ত, এইপ্রকার যদি বলা হয়—২৭ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন —] না, এইপ্রকার বলিতে পার না, যেহেতু অর্থের জ্ঞান একবাক্যতার (২২) অধীন।২৮ যেহেতু পূর্ব্বে ও পরে যাহারা পঠিত হইয়াছে, সেই দুইটী (—কঠ ১।৩।৩, ৪ এবং ১।৩।১০,১১, এই পক্ষদ্বয়) একবাক্যতা প্রাপ্ত না হইয়া কোনপ্রকার অর্থপ্রতিপাদন করে না, কারণ তাহাতে প্রস্তাবিতের পরিত্যাগ ও অপ্রস্তাবিতের গ্রহণরূপ দোষ হইয়া পড়িবে (২৩)।২৯ আর [পরস্পরের মধ্যে] আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে একবাক্যতাপ্রাপ্তি হয় না।৩০ [আচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাবলেই না হয় একবাক্যতা হইল, তাহাতে প্রস্তাবিতস্থলে কি হইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহাতে (—আকাঙ্ক্ষাই একবাক্যতা-জ্ঞানের হেতু হওয়ায়, তোমার মতে অবিশেষভাবে উভয়প্রকার শরীরই কঠ ১।৩।৩ বাক্যে শরীরশব্দে প্রস্তাবিত হওয়ায় (২২ বাক্য), কঠ ১।৩।১১ বাক্যে অব্যক্ত-শব্দে] অবিশেষভাবে দুইটী শরীরেরই গ্রহণ হইবার আকাঙ্ক্ষা হইলে আকাঙ্ক্ষা-নুসারে সম্বন্ধ স্বীকার না করায় একবাক্যতাই বাধিত হইতেছে ; [সুতরাং] শ্রুতিতে যাহা পঠিত হইতেছে, তাহার অর্থজ্ঞান কিপ্রকারে হইবে ?৩১ [অতএব

ভাবদীপিকা

(২২) একবাক্যতা—পরস্পরাকাঙ্ক্ষয়া একার্থপ্রতিপাদকত্বেন একবুদ্ধ্যারূঢ়ত্বম্—'একবাক্যতা'। [১।৩।৮ অধিঃ ৭০ ভাবদীঃ দ্রঃ]।

(২৩) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—শরীরশব্দ স্থূলশরীরেই রূঢ়, সুতরাং কঠ ১।৩।৩ বাক্যে শরীরশব্দে স্থূল শরীরই গৃহীত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে, সূক্ষ্মশরীর নহে। এক্ষণে কঠ, ১।৩।১১ বাক্যে অব্যক্তশব্দে বৃংহত্যধিকরণন্যায়বলে মাত্র সূক্ষ্মশরীর (—লিঙ্গশরীর) গৃহীত হইলে, কঠ ১।৩।৩ বাক্যে প্রস্তাবিত যে স্থূলশরীর, তাহার পরিত্যাগ এবং সেইস্থলে যে সূক্ষ্মশরীর প্রস্তাবিত হয় নাই, তাহার গ্রহণরূপ দোষ হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন চ এবং মন্তব্যং দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্য ইহ গ্রহণং, স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎসতয়া সুশোধত্বাৎ অগ্রহণম্ ইতি।৩২ যতঃ নৈব ইহ শোধনং কস্যচিৎ বিবক্ষ্যতে।৩৩ নহি অত্র শোধনবিধায়ি কিঞ্চিৎ আখ্যাতম্ অস্তি।৩৪ অনন্তরনির্দ্দিষ্টত্বাৎ তু 'কিং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' ইতি ইদম্ ইহ বিবক্ষ্যতে।৩৫ তথাহি 'ইদম্ অস্মাৎ পরম্' ইতি উক্ত্বা 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ' ইতি আহ।৩৬ সর্ব্বথাপি তু আনুমানিকনিরাকরণোপপত্তেঃ তথা নাম অস্তু, ন নঃ কিঞ্চিৎ ছিদ্যতে।৩৭॥১।৪।৩॥

ভাষ্যানুবাদ

আকাঙ্ক্ষার বলে একবাক্যতা সিদ্ধির জন্য তোমাকে কঠ ১।৩।৩ বাক্যে প্রস্তাবিত ত্বদভিমত উভয়প্রকার শরীরকেই কঠ ১।৩।১১ বাক্যে পঠিত অব্যক্তশব্দের বোধ্য-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, মাত্র সূক্ষ্মশরীরের গ্রহণ চলিবে না]। আর ইহা মনে করা উচিত নহে যে শোধন (—অনাত্মভানিশ্চয়) দুরূহ হওয়ায় এখানে (—কঠ ১।৩।১১ বাক্যস্থ অব্যক্তশব্দে) সূক্ষ্মশরীরেরই (—লিঙ্গশরীরেরই) গ্রহণ হইয়াছে, কিন্তু দৃষ্ট বিভৎসতাবশতঃ স্থূলশরীরের শোধন সুসাধ্য হওয়ায় তাহার গ্রহণ হয় নাই, ইত্যাদি।৩২ [কেন মনে করা উচিত নহে, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু এখানে (—শ্রুতির এই প্রকরণে) কোন কিছুর শোধন বিবক্ষিত হইতেছে না।৩৩ যেহেতু এখানে শোধনবিধানকারী কোন আখ্যাত (—বিধিলিঙ্ লোট্ ইত্যাদি) বিদ্যমান নাই।৩৪ [আচ্ছা, তোমার মতে এখানে কি বিবক্ষিত? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া 'বিষ্ণুর সেই পরম পদটী কি', ইহাই এখানে বিবক্ষিত হইতেছে।৩৫ [কি প্রকারে তাহা জানিলে? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সেইপ্রকারেই 'ইহা ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা 'ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ', এই প্রকারে বর্ণনা করিয়া "পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই", ইহা [শ্রুতি] বলিতেছেন।৩৬ [অতএব লিঙ্গশরীরের শোধন এখানে বিবক্ষিত না হওয়ায় অব্যক্তশব্দে তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে মন ও বুদ্ধ্যাদি শব্দের দ্বারা লিঙ্গশরীর পৃথগ্‌ভাবে শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে বলিয়া একবাক্যতাবলে এখানে শরীর (কঠ ১।৩।৩) এবং অব্যক্তশব্দে (কঠ ১।৩।১১) স্থূল শরীরকেই গ্রহণ করিতে হইবে (১৭ ভাবীঃ)। তথাপি যদি লিঙ্গশরীরকে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ করা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু সকলপ্রকারেই (—অস্মদভিমত স্থূলশরীর, বা ত্বদভিমত লিঙ্গশরীর, ইহাদের মধ্যে যে কোনটীর অব্যক্তশব্দে গ্রহণ হইলেও) অনুমানগম্য প্রধানের নিরাকরণ যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় তাহা হয় হউক্ (—অব্যক্তশব্দে লিঙ্গশরীরই গৃহীত হউক্), তাহাতে

ভাষ্যানুবাদ

আমাদের কিছু ক্ষতি নাই, [কারণ অব্যক্তশব্দে সাংখ্যাভিমত প্রধান গৃহীত হইল না]।৩৭ ॥১।৪।৩॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।৪।৪॥

পদচ্ছেদ—জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[অব্যক্তং ন প্রধানম্ ইত্যত্র হেত্বন্তরম্ আহ—প্রধানপুরুষবিবেকাৎ কৈবল্যং বদদ্ভিঃ সাংখ্যৈঃ জ্ঞেয়ত্বেন প্রধানম্ অভিধীয়তে। অত্র তু] জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ—জ্ঞেয়ত্বস্য অবচনাৎ—অনভিধানাৎ, চ—অপি [অব্যক্তং ন প্রধানম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[অব্যক্ত প্রধান নহে, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—'প্রধান ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়', এইপ্রকার কথনকারী সাংখ্যগণকর্তৃক 'প্রধান' জ্ঞেয়রূপে অভিহিত হইতেছে। এখানে কিন্তু] জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ চ—অব্যক্তের জ্ঞেয়তা (—তাহাকে জানিতে হইবে, ইহা) কথিত হয় নাই বলিয়াও [অব্যক্ত প্রধান নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞেয়ত্বেন চ সাংখ্যৈঃ প্রধানং স্মর্য্যতে, গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাৎ কৈবল্যম্ ইতি বদদ্ভিঃ ।১ নহি গুণস্বরূপম্ অজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ পুরুষস্য অন্তরং শক্যং জ্ঞাতুম্ ইতি ।২ ক্বচিৎ চ বিভূতিবিশেষ-প্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়ম্ ইতি স্মরন্তি ।৩ নচ ইদম্ ইহ অব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেন উচ্যতে ।৪ পদমাত্রং হি অব্যক্তশব্দঃ ।৫ ন ইহ অব্যক্তং জ্ঞাতব্যম্ উপাসিতব্যং চ ইতি বাক্যম্ অস্তি ।৬ নচ অনু-পদিষ্টপদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থম্ ইতি শক্যং প্রতিপত্তুম্ ।৭ তস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জ্ঞেয় বা উপাস্যরূপে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়া এই অব্যক্তশব্দ সাংখ্যোক্ত প্রধানের বোধক নহে।]

গুণ (—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান) এবং পুরুষের ভেদজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, এইপ্রকার কথনশীল সাংখ্যমতাবলম্বিগণকর্তৃক প্রধান জ্ঞেয়রূপে সাংখ্যস্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে ।১ [কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বী তো প্রধানকে জ্ঞেয়-রূপে অঙ্গীকার করেন না, কিন্তু মুক্তির হেতুরূপে প্রধান ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানই তাঁহারা অঙ্গীকার করেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] গুণের (—উক্তপ্রকার প্রধানের) স্বরূপকে না জানিয়া গুণসকল হইতে পুরুষের ভিন্নতাকে নিশ্চয়ই জানিতে পারা যায় না ।২ আবার কোন কোন স্থলে [প্রকৃতিলীনতা ও অণিমাদি] বিভূতিবিশেষের প্রাপ্তির জন্য প্রধান জ্ঞেয় (—উপাস্য), ইহা [তাঁহারা] স্মরণ করেন ।৩ এখানে (—উপনিষদে) কিন্তু এই অব্যক্ত জ্ঞেয়রূপে বর্ণিত হইতেছে না ।৪ এখানে অব্যক্তশব্দ একটী পদমাত্র ।৫ [সেই] অব্যক্তকে জানিতে হইবে, অথবা উপাসনা করিতে হইবে, এইপ্রকার বাক্য এখানে নাই ।৬ [যদি বলা হয়—কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে শাস্ত্রে শব্দ প্রযুক্ত হয় না, সেইহেতু অব্যক্তের উপাসনাদিবোধক বিধি না থাকিলেও অর্থাপত্তিবলে তাহা কল্পনা করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যাহা [জ্ঞেয় বা উপাস্যরূপে শাস্ত্রে]

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি ন অব্যক্তশব্দেন প্রধানম্ অভিধীয়তে ।৮ অস্মাকং তু রথরূপককৢপ্তশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ণোঃ এব পরমং পদং দর্শয়িতুম্ অয়ম্ উপন্যাসঃ ইতি অনবদ্যম্ ।৯ ॥ ১।৪।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

উপদিষ্ট হয় নাই, তাদৃশ পদার্থের জ্ঞান পুরুষার্থের সাধন, ইহা জানিতে পারা যায় না ।৭ সেইহেতুবশতঃও (—সাংখ্যাভিমত ফললাভের জন্য বেদান্তশাস্ত্রে উপাস্য বা জ্ঞেয়রূপে উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়াও) অব্যক্তশব্দের দ্বারা প্রধান অভিহিত হইতেছে না ।৮ [কিন্তু অপ্রয়োজনীয় শব্দ শাস্ত্রে প্রযুক্ত হয় না বলিয়া তোমার মতেই বা অব্যক্তশব্দের কি গতি হইবে ? তাহা বলিতেছেন—] আমাদের মতে কিন্তু রথের সদৃশভাবে কল্পিত শরীরাদির অনুসরণের (—তাহাদের তাৎপর্য্যাবধারণের) দ্বারা বিষ্ণুর পরম পদ প্রদর্শনের জন্যই এই উপন্যাস (—অব্যক্তাদির উল্লেখ) হইয়াছে, এইহেতু কোন দোষ হয় না ৯ ॥১।৪।৪॥

বদতীতিচেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥১।৪।৫॥

পদচ্ছেদ—বদতি, ইতি, চেৎ, ন, প্রাজ্ঞঃ, হি, প্রকরণাৎ।

সূত্রার্থ—["মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য" (কঠ ১।৩।১৫) ইতি উত্তরবাক্যম্ অব্যক্তশব্দিতং প্রধানং] বদতি—জ্ঞেয়ত্বেন বদতি, ইতি চেৎ, ন, হি—যস্মাৎ, [অত্র] প্রাজ্ঞঃ—পরমাত্মা [নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ, ন প্রধানম্। কুতঃ ?] প্রকরণাৎ—"পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ", "সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে" (কঠ ১।৩।১১-১২) ইতি আত্মপ্রকরণাৎ।

অনুবাদ ["মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে নিত্য বস্তু, তাহাকে অবগত হইয়া" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্য অব্যক্তশব্দের দ্বারা কথিত প্রধানকে] বদতি—জ্ঞেয়রূপে বলিতেছে, ইতি চেৎ—এইপ্রকার যদি বলা হয়, [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] ন—না, তাহা বলা যায় না। হি—যেহেতু (এখানে] প্রাজ্ঞঃ—পরমাত্মা, [জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, প্রধান নহে। কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রকরণাৎ—যেহেতু "পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই," "সকল প্রাণীতে গূঢ়রূপে অবস্থিত আত্মা প্রকাশিত হন না", এইরূপে [বিজ্ঞাপিত] আত্মবোধক প্রকরণ প্রমাণ আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্রাহ সাংখ্যঃ—'জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ' ইতি অসিদ্ধম্ ।১ কথম্ ?২ শ্রূয়তে হি উত্তরত্র অব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ॥ (কঠ ১।৩।১৫) ইতি ।৩ অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃতৌ নিরূপিতং, তাদৃশম্ এব নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্ ।৪ তস্মাৎ প্রধানম্ এব ইদম্ তদেব চ অব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টম্ ইতি ।৫ অত্র

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রমঃ-ন ইহ প্রধানং নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টং, প্রাজ্ঞঃ হি ইহ পরমাত্মা নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ ইতি গম্যতে।৭ কুতঃ?৮ প্রকরণাৎ।৯ প্রাজ্ঞস্য হি প্রকরণং বিততং বর্ত্ততে।১০ "পুরুষাৎ ন

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—সিদ্ধান্তপক্ষে স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শন। শ্রুতিতে শব্দাদিহীন প্রধান জ্ঞেয়রূপে বর্ণিত হওয়ায় অব্যক্তই প্রধান।]

এইস্থলে সাংখ্যমতাবলম্বী বলেন—"জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ" এই হেতুটী অসিদ্ধ (২৪)।১ কি প্রকারে?২ যেহেতু অব্যক্তশব্দের দ্বারা বর্ণিত যে প্রধান, পরবর্ত্তিস্থলে তাহার অবগতিবোধক বাক্য শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"যাহা শব্দরহিত স্পর্শরহিত রূপবিহীন ক্ষয়রহিত রসবর্জ্জিত নিত্য গন্ধবিহীন অনাদি অনন্ত মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ও কূটস্থ, তাহাকে অবগত হইয়া [জীব] মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়", ইত্যাদি।৩ দেখ, যে প্রকার শব্দাদিহীন প্রধান মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্নরূপে [সাংখ্যস্মৃতিতে] নিরূপিত হইয়াছে, এখানে (—এই শ্রুতিবাক্যে) সেইপ্রকারই নিচায্যরূপে (—বিজ্ঞেয়রূপে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৪ সেইহেতু (—সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত শব্দাদিহীন প্রধানেরই এখানে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া) ইহা (—মহত্তত্ত্ব হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা] প্রধানই হইবে।৫ তাহাই [কঠ ১।৩।১১ বাক্যে] 'অব্যক্ত' এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি।৬

[সিঃ—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট প্রকরণবলে পরমাত্মাই জ্ঞেয়, অব্যক্তসংজ্ঞক প্রধান নহে।]

সিদ্ধান্ত—এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—এখানে (—কঠ ১।৩।১৫ বাক্যে) প্রধান জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কারণ প্রাজ্ঞ (—প্রজ্ঞাপ্রকর্ষবিশিষ্ট) পরমাত্মা এখানে বিজ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৭ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ?৮ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রকরণ-প্রমাণ আছে।৯ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু প্রাজ্ঞের প্রকরণ (—পরমাত্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ, কঠশ্রুতির এইস্থলে] বিস্তৃতভাবে বর্ত্তমান আছে (২৫)।১০ [ইহা যে পরমাত্মবিষয়ক প্রকরণ, সেই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন

ভাবদীপিকা

(২৪) সাংখ্যমতাবলম্বী এইস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেন। সিদ্ধান্তী পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছেন—'অব্যক্তং ন প্রধানম্ জ্ঞেয়ত্ববচনাভাবাৎ'। তদুত্তরে সাংখ্যী বলিতেছেন,—"অশব্দমস্পর্শম্" (কঠ ১।৩।১৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে শব্দাদিবিহীন প্রধান নিচায্যরূপে (—জ্ঞেয়রূপে) বর্ণিত হইতেছেন। সুতরাং অব্যক্তরূপ (—প্রধানরূপ) পক্ষে 'জ্ঞেয়ত্ববচনাভাব-রূপ' হেতু থাকিতেছে না বলিয়া উক্ত হেত্বাভাস সিদ্ধান্তপক্ষে আপতিত হইয়া পড়িতেছে। লক্ষ্য করিতে হইবে—শব্দাদিহীনত্বকে সাংখ্যমতাবলম্বী প্রধানবোধক লিঙ্গপ্রমাণ মনে করিতেছেন।

(২৫) "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা" (কঠ ১।১।২০) এবং "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ তদ্বদ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদি শ্লোকে যে আত্মবিষয়ক বর প্রার্থনা করা হইয়াছে [১।৪।৬ সূঃ ২১-৩৮ ভাষ্য-

শাঙ্করভাষ্যম.

পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” (কঠ ১।৩।১১) ইত্যাদি-নির্দ্দেশাৎ।১১ “এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে” (কঠ ১।৩।১২) ইতি চ দুর্জ্ঞাতত্ববচনেন তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ।১২ “যচ্ছেৎ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ” (কঠ ১।৩।১৩) ইতি চ তজ্‌জ্ঞানায় এব বাগাদিসংযমস্য বিহিতত্বাৎ।১৩ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষণফলত্বাৎ চ।১৪ নহি প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ইতি সাংখ্যৈঃ ইষ্যতে, চেতনাত্মবিজ্ঞানাৎ হি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ইতি তেষাম্

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] যেহেতু “পুরুষ (২৬) হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তাহাই সমস্ত কার্য্য-কারণভাবের পরিসমাপ্তিস্থান, তাহাই পরমা গতি” ইত্যাদিপ্রকার নির্দ্দেশ আছে।১১ আর যেহেতু “সমস্ত প্রাণীর মধ্যে গূঢ়রূপে অবস্থিত এই আত্মা (২৭) প্রকাশিত হন না”, এইপ্রকার দুর্জ্ঞেয়তাবোধক বাক্যের দ্বারা তিনিই (—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষই) জ্ঞেয়রূপে আকাঙ্ক্ষিত হইতেছেন।১২ আবার যেহেতু “বিবেকিব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে লয় করিবেন”, এইরূপে তাঁহাকে (—সেই পুরুষকে) জানিবার জন্যই বাগাদির সংযম বিহিত হইতেছে।১৩ আর যেহেতু [“অশব্দম্ অস্পর্শম্” (কঠ ১।৩।১৫) ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া] মৃত্যুর মুখ হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্তিলাভরূপ ফল (২৮) বর্ণিত হইতেছে।১৪ [অতএব পরমাত্মাই এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য, ইহা নির্ণীত হইতেছে। যদি বলা হয়—উক্তপ্রকার দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রধানেও সঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু মাত্র প্রধানকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা সাংখ্যগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় না, কারণ চেতন আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান হইতেই মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা তাঁহাদের স্বীকৃতি (—অভিমত)।১৫ [সাংখ্যমতাবলম্বী শব্দাদিহীনতাকে প্রধানবোধক লিঙ্গ মনে করিতেছিলেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—] সকল উপনিষদে

ভাবদীপিকা

বাক্য দ্রঃ]. সেই বরদান প্রসঙ্গেই আত্মতত্ত্ব নানাভাবে বর্ণিত হইতেছে। প্রস্তাবিতস্থলে “অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্” (কঠ ১।৩।২) ইত্যাদিরূপে আরব্ধ হইয়া সেই আত্মতত্ত্বই অন্যপ্রকারে উপস্থাপিত হইতেছে। সুতরাং পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও তদ্বিষয়ক উত্তরের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকায় কঠ-শ্রুতির বহুস্থলব্যাপিয়া এই প্রকরণপ্রমাণ বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে।

(২৬) এই ‘পুরুষ’শব্দ আত্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ, অনাত্মা প্রধানে পুরুষশব্দের প্রয়োগ হয় না।

(২৭) ইহাও পরমাত্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ, কারণ আত্মশব্দ পরমাত্মাতেই মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়। ১৪—১৬ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য।

(২৮) এইস্থলে ‘মোক্ষরূপফলজ্ঞাপ্যত্বরূপ’ পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এই সকল প্রমাণের দ্বারা ইহা পরমাত্মবোধক প্রকরণ, ইহা নির্ণীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অভ্যুপগমঃ।১৫ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রাজ্ঞস্যৈব আত্মনঃ অশব্দাদি-ধর্ম্মত্বম্ অভিলপ্যতে।১৬ তস্মাৎ ন প্রধানস্য অত্র জ্ঞেয়ত্বম্ অব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টত্বং বা।১৭॥ ১।৪।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রাজ্ঞ আত্মারই (—পরমাত্মারই) শব্দাদিহীনতারূপ ধর্ম্ম বর্ণিত হইতেছে।১৬ সেইহেতু (—উক্ত অশব্দত্বাদি লিঙ্গের বলে একই শ্রুতিতে বর্ণিত ব্রহ্মের গ্রহণ সম্ভব হইলে বিজাতীয় স্মৃতিসিদ্ধ প্রধানের গ্রহণ সঙ্গত নহে বলিয়া) এখানে প্রধান জ্ঞেয় নহে, অথবা অব্যক্তশব্দের দ্বারা [তাহা] নির্দ্দিষ্টও হয় নাই।১৭॥১।৪।৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥১।৪।৬॥

পদচ্ছেদ—ত্রয়াণাম্, এব, চ, এবম্, উপন্যাসঃ, প্রশ্নঃ, চ।

সূত্রার্থ—[কিঞ্চ] **চ**—যতঃ, **এবম্**—পূর্ব্বোত্তরবাক্যপর্য্যালোচনয়া **ত্রয়াণাম্ এব**—অগ্নিজীবপরমাত্মনাম্ এব, **উপন্যাসঃ**—বক্তব্যত্বেন উপস্থাপনম্, **প্রশ্নঃ চ**—প্রশ্নঃ অপি [দৃশ্যতে ; অতঃ ন অব্যক্তং প্রধানম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আর এককথা—] **চ**—যেহেতু, **এবম্**—[কঠোপনিষদের] পূর্ব্ববর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী বাক্যসকলের পর্য্যালোচনার দ্বারা, **ত্রয়াণাম্ এব**—অগ্নি, জীব ও পরমাত্মারই, **উপন্যাসঃ**—বক্তব্যরূপে উল্লেখ [এবং] **প্রশ্নঃ চ**—প্রশ্নও [পরিদৃষ্ট হইতেছে ; সেইহেতু অব্যক্ত প্রধান নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন প্রধানস্য অব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা, যস্মাৎ ত্রয়াণাম্ এব পদার্থানাম্ অগ্নিজীবপরমাত্মনাম্ অস্মিন্ গ্রন্থে কঠবল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাৎ বক্তব্যতয়া উপন্যাসঃ দৃশ্যতে।১ তদ্বিষয়ঃ এব চ প্রশ্নঃ।২ ন অতঃ অন্যস্য প্রশ্নঃ উপন্যাসঃ বা অস্তি।৩ তত্র তাবৎ "সঃ ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যম্ অধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্" (কঠ ১।১।১৩) ইতি অগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ।৪ "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অগ্নি জীব ও পরমাত্মব্যতিরেকে প্রধানবিষয়ক প্রশ্ন ও প্রতিবচনের অভাববশতঃ অত্রস্থ অব্যক্ত প্রধান নহে।]

আর এইহেতুবশতঃও প্রধান অব্যক্তশব্দের বাচ্য নহে, অথবা জ্ঞেয়ও নহে, কারণ এই গ্রন্থে, অর্থাৎ কঠবল্লীসকলের মধ্যে বরপ্রদানের সামর্থ্যবশতঃ অগ্নি জীব ও পরমাত্মা, এই তিনটী পদার্থেরই বক্তব্যরূপে উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে।১ আর তদ্বিষয়ক প্রশ্নও পরিদৃষ্ট হইতেছে।২ ইহা হইতে ভিন্ন কোন কিছুর প্রশ্ন, অথবা উল্লেখ নাই।৩ তন্মধ্যে "হে যমরাজ, স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নিকে সেই আপনি অবগত আছেন, শ্রদ্ধাবান্ আমাকে আপনি তাহা বলুন", ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন।৪ "মনুষ্যের মৃত্যু হইলে এই যে সংশয় হয়, কেহ বলেন—[শরীরেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত দেহান্তরসঞ্চারী] আত্মা আছেন, কেহ বলেন—ইনি নাই, আপনাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট

শাঙ্করভাষ্যম্

মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" ॥ (কঠ১।১।২০) ইতি জীববিষয়ঃ প্রশ্নঃ ।৫ "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ" ॥ (কঠ ১।২।১৪) ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ ।৬ প্রতিবচনমপি "লোকাদিম্ অগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা" (কঠ ১।১।১৫) ইতি অগ্নিবিষয়ম্ ।৭ "হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্। যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥" (কঠ ২।২।৬-৭) ইতি ব্যবহিতং জীববিষয়ম্ ।৮ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ১।২।১৮) ইত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া আমি ইহা অবগত হইব ; বরসকলের মধ্যে ইহা তৃতীয় বর", ইহা জীববিষয়ক প্রশ্ন ।৫ "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, এই কৃত ও অকৃত (—কার্য্য ও কারণ) হইতে ভিন্ন, অতীত ও বর্ত্তমান হইতে ভিন্ন (—কালত্রয়াতীত) যাহা আপনি দর্শন করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন", ইহা পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন ।৬ প্রতিবচনও পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"লোকাদি (—সৃষ্টপদার্থসমূহের আদিভূত, প্রথম শরীরী বিরাডাত্মক] সেই অগ্নিসম্বন্ধে [যমরাজ] নচিকেতাকে বলিলেন, [যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণের জন্য] যে প্রকার ও যত সংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং যেপ্রকারে অগ্নিচয়ন (—বহ্নিস্থাপনের জন্য বেদিনির্ম্মাণ) করিতে হইবে, [তাহাও বলিলেন"], ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রতিবচন ।৭ "হে গৌতম, এক্ষণে আমি তোমাকে গোপনীয় শাশ্বত ব্রহ্মের কথা বলিব, [যাঁহাকে অবগত না হইলে] মরণকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মা যাহা হয় (—যে প্রকার সংসারগতি প্রাপ্ত হয়), তাহাও বলিব।" অন্য [অবিদ্যাবান্] দেহধারী জীবগণ [স্ব স্ব] কর্ম্ম ও জ্ঞানানুযায়ী দেহধারণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, অপরে (—তদপেক্ষা অধমকর্ম্মবিশিষ্ট জীবগণ) বৃক্ষাদিস্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়", ইহা [ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের দ্বারা] ব্যবহিত (২৯) জীববিষয়ক প্রতিবচন ।৮

ভাবদীপিকা

(২৯) "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা" (কঠ ১।১।২০) ইত্যাদি এই জীববিষয়ক প্রশ্ন হইতে "যথা চ মরণং প্রাপ্য" (কঠ ২।২।৬), ইত্যাদি এই জীববিষয়ক প্রতিবচনটী, "দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা" (কঠ ১।১।২১) ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "যস্মিন্ এতৌ উপাশ্রিতৌ" (কঠ ২।২।৫) ইত্যাদি পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসকলের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া পঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও "যথা চ মরণং প্রাপ্য" ইত্যাদি ইহা যে জীববিষয়ক প্রতিবচন, ইহা এই বাক্যটীর যোগ্যতা পর্য্যালোচনাদ্বারা অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমাত্মবিষয়ম ।৯ ন এবং প্রধানবিষয়ঃ প্রশ্নঃ অস্তি, অপৃষ্টত্বাৎ চ অনুপন্যসনীয়ত্বং তস্য ইতি ।১০ অত্র আহ—যঃ অয়ম আত্মবিষয়ঃ প্রশ্নঃ—"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তি" (কঠ ১।১।২০) ইতি, কিং সঃ এব অয়ম্ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ১।২।১৪) ইতি পুনঃ অনুকৃষ্যতে, কিম্বা ততঃ অন্যঃ অয়ম্ অপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যতে ইতি ।১১ কিং চ অতঃ ?১২ সঃ এব অয়ং প্রশ্নঃ পুনঃ অনুকৃষ্যতে ইতি যদি উচ্যেত, দ্বয়োঃ আত্মবিষয়য়োঃ প্রশ্নয়োঃ একতাপত্তেঃ অগ্নি-বিষয়ঃ আত্মবিষয়শ্চ দ্বৌ এব প্রশ্নৌ ইতি অতঃ ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপন্যাসৌ ইতি ।১৩ অথ অন্যঃ অয়ম্ অপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যতে ইতি উচ্যেত, ততঃ যথা এব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নকল্পনায়াম্

ভাষ্যানুবাদ

"বিপশ্চিৎ (—মেধাবী, অবিলুপ্তচৈতন্যস্বভাববান্ আত্মা) জন্মগ্রহণ করেন না, বিনষ্ট হন না", ইত্যাদি এইসকল বহু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত পরমাত্মবিষয়ক প্রতি-বচন ।৯ প্রধানবিষয়ক এইপ্রকার প্রশ্ন নাই, যেহেতু জিজ্ঞাসিত না হওয়ায় তাহা উল্লেখের যোগ্যও নহে ।১০

[পূঃ—প্রশ্নত্রয়ের অসম্ভাবনা প্রদর্শনদ্বারা প্রধানের শ্রৌতত্ব প্রতিপাদন।]

এখানে [সাংখ্যমতাবলম্বী পূর্ব্ববাদী] বলেন—"মনুষ্য মৃত হইলে এই যে সংশয় হয়, কেহ বলেন আত্মা আছেন" ইত্যাদি, এই যে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন, তাহাই কি এই "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন" এইরূপে পুনরায় আকৃষ্ট হইতেছে, কিম্বা তাহা হইতে ভিন্ন এই অপূর্ব্ব (—নূতন) প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে ?১১ [সিদ্ধান্তী—] ইহা হইতে কি হইবে (—এইপ্রকার প্রশ্নের তাৎপর্য্য কি) ?১২ [পূর্ব্ববাদী—] সেই এই [আত্মবিষয়ক] প্রশ্নটী পুনরায় আকৃষ্ট হইতেছে, এই প্রকার যদি বলা হয়, [তাহা হইলে জীব ও পরম-] আত্মবিষয়ক প্রশ্নদ্বয়ের একতা-প্রাপ্তি হয় বলিয়া অগ্নিবিষয়ক ও আত্মবিষয়ক প্রশ্ন দুইটীই হইবে, এইহেতু ইহা বলা উচিত হইবে না যে তিনটী বিষয়ে প্রশ্ন ও উপন্যাস (—প্রতিবচনরূপে উপস্থাপন) হইয়াছে ।১৩ [সুতরাং তোমাদের সূত্র অসঙ্গত হইয়া পড়ে]। আর যদি বলা হয়—ইহা ["ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন" ইত্যাদিরূপে পরমাত্মবিষয়ক] নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে, তাহা হইলে যেমন বরপ্রদান ব্যতিরেকে (৩০) প্রশ্নকল্পনাতে

ভাবদীপিকা

(৩০) নচিকেতা যমের নিকট প্রথম বরে পিতার প্রসন্নতা (কঠ ১।১।১০), দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা (ঐ ১।১।১৩) এবং তৃতীয় বরে জীবাত্মবিদ্যা (ঐ ১।১।২০) প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরমাত্মবিষয়ক চতুর্থ কোন বর অবশিষ্ট নাই। সুতরাং পরমাত্মবিষয়ক চতুর্থ বর অঙ্গীকার করিলে, তাহা বরপ্রদান ব্যতিরেকেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম

অদোষঃ, এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রধানোপন্যাসকল্পনায়াম্' অদোষঃ স্যাৎ ইতি।১৪ অত্র উচ্যতে—নৈবং বয়ম্ ইহ বরপ্রদান-ব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কঞ্চিৎ কল্পয়ামঃ' বাক্যোপক্রমসামর্থ্যাৎ।১৫ বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসংবাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিঃ আসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে।১৬ মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে পিত্রা প্রহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ।১৭ নচিকেতাঃ কিল তেষাং প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে।১৮ দ্বিতীয়েন অগ্নিবিদ্যাম্, তৃতীয়েন আত্মবিদ্যাম্ "যেয়ং প্রেতে" ইতি "বরাণাম্ এষঃ বরঃ তৃতীয়ঃ" (কঠ ১।১।২০) ইতি লিঙ্গাৎ।১৯ তত্র যদি "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ"

ভাষ্যানুবাদ

দোষ হয় না, এইপ্রকারে প্রশ্নব্যতিরেকেও প্রধানের [বক্তব্য বিষয়রূপে] উপস্থাপন কল্পনাতে দোষ হইবে না, ইত্যাদি।১৪ [সুতরাং প্রধানকে শ্রুতি-প্রতিপাদিতরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে]।

[সিঃ—বরপ্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত না হওয়ায় প্রধান প্রতিপাদনের অবকাশ নাই।]

সিদ্ধান্তী—[প্রশ্নের একত্বপক্ষকে (১৩ বাক্য) অবলম্বনকরতঃ বলিতেছেন—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—বাক্যোপক্রমের সামর্থ্য থাকায় (—বাক্যের উপক্রমে বরপ্রদানকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া) আমরা এখানে বরপ্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন কল্পনা করিতেছি না।১৫ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] বরপ্রদানের জন্য যাহা আরব্ধ হইয়াছে, এইপ্রকার যে যম ও নচিকেতার কথোপকথনরূপা বাক্যসকলের প্রবৃত্তি, তাহা কঠোপনিষদের বল্লী-সকলে গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে।১৬ পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত নচিকেতাকে যম তিনটী বর প্রদান করিয়াছিলেন।১৭ নচিকেতাও সেই [বর] সকলের মধ্যে প্রথম বরের দ্বারা পিতার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।১৮ দ্বিতীয় বরের দ্বারা অগ্নিবিদ্যা এবং তৃতীয় বরের দ্বারা "মৃত্যু হইলে এই যে", এই-প্রকারে আত্মবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেহেতু "বরসকলের মধ্যে ইহা তৃতীয় বর", এইপ্রকার [বরের তৃতীয়ত্বজ্ঞাপক] লিঙ্গ (—জ্ঞাপক চিহ্ন) আছে।১৯ [অতএব জীবাত্মবিদ্যাই যে তৃতীয় বরে প্রার্থনীয় ইহা নির্ণীত হইতেছে]। সেই-স্থলে "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন", এইরূপে ইহা যদি অন্য নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত, তাহা হইলে বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্নকল্পনাবশতঃ [ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব" (কঠ ১।১।৯) এই উপক্রম] বাক্যটী বাধিত হইয়া পড়িত।২০ [তাহা কিন্তু হইতেছে না, কারণ, বরপ্রদান ব্যতিরেকে কিছুই জিজ্ঞাসিত হইতেছে না। সুতরাং অজিজ্ঞাসিত বিষয় যে প্রধান, তদ্বিষয়ক উক্তির কোন সম্ভাবনাই এই শ্রুতিতে নাই]।

শাঙ্করভাষ্যম্

(কঠ ১।২।১৪) ইতি অন্যঃ অয়ম্ অপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যেত, ততঃ বর-প্রদানব্যতিরেকেণাপি প্রশ্নকল্পনাৎ বাক্যং বাধ্যেত।২০ ননু প্রষ্টব্যভেদাৎ অপূর্ব্বঃ অয়ং প্রশ্নঃ ভবিতুম্ অর্হতি।২১ পূর্ব্বঃ হি প্রশ্নঃ জীববিষয়ঃ, 'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তি নাস্তি' ইতি বিচিকিৎসাভিধানাৎ।২২ জীবশ্চ ধর্ম্মাদিগোচরত্বাৎ ন "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইতি প্রশ্নম্ অর্হতি।২৩ প্রাজ্ঞস্তু ধর্ম্মাদ্যতীতত্বাৎ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" ইতি প্রশ্নম্ অর্হতি।২৪ প্রশ্নচ্ছায়া চ ন সমানা লক্ষ্যতে, পূর্ব্বস্য অস্তিত্বনাস্তিত্ববিষয়ত্বাৎ, উত্তরস্য ধর্ম্মাদ্যতীত-বস্তুবিষয়ত্বাৎ।২৫ তস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ, ন

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—লিঙ্গপ্রমাণবলে জীব ও পরমাত্মা বিভিন্ন হওয়ায় পরমাত্মবিষয়ক অপূর্ব্ব প্রশ্নের ন্যায় অপূর্ব্ব প্রধানও এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য।]

পূর্ব্বপক্ষ—যদি বলা হয়, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ ["অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" কঠ ১।২।১৪] এই প্রশ্নটী অপূর্ব্ব (—নূতন) হওয়াই উচিত।২১ দেখ, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নটী হইতেছে জীববিষয়ক কারণ 'মনুষ্য মৃত হইলে (৩১) এই যে সংশয় হয়, [আত্মা] বিদ্যমান থাকেন, অথবা থাকেন না' (কঠ ১।১।২০) এইপ্রকারে [জীববিষয়ক] সংশয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে।২২ আর জীব ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় (—আশ্রয়) হয় বলিয়া "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন", এইপ্রকার প্রশ্নের যোগ্য নহে।২৩ পরমাত্মা কিন্তু ধর্ম্ম প্রভৃতির অতীত (—অবিষয়) হওয়ায় হন "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন" (৩২) এইপ্রকার প্রশ্নের যোগ্য।২৪ আবার দেখ, প্রশ্নের ছায়া (—স্বভাব, সাদৃশ্য) সমানভাবে লক্ষিত হইতেছে না, যেহেতু ["যেয়ং প্রেতে" ইত্যাদি] পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নটী [মৃত্যুর পর জীবের] বিদ্যমান থাকা, অথবা না থাকাকে বিষয় করে, [আর] যেহেতু ["অন্যত্র ধর্ম্মাৎ ইত্যাদি] পরবর্ত্তী প্রশ্নটী ধর্ম্মাদির অতীত বস্তুকে বিষয় করে।২৫ সেইহেতু (—এইপ্রকার বিষমতা থাকায়, এই প্রশ্নদ্বয়ের মধ্যে 'ইহা সেই প্রশ্ন', এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞার অভাববশতঃ প্রশ্ন হয় বিভিন্ন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নটীর পরবর্ত্তিস্থলে আকর্ষণ (—গ্রহণ) হইতেছে না (৩৩)।২৬

ভাবদীপিকা

(৩১) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে 'মৃত্যুবিষয়ত্বরূপ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

(৩২) এইস্থলে তৎকর্ত্তৃক 'ধর্ম্মাদ্যস্পর্শিত্বরূপ' পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল.

(৩৩) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—উক্ত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়বলে অবগত হওয়া যাইতেছে যে উক্ত উভয়বাক্যে একই পদার্থ প্রষ্টব্যরূপে উপস্থাপিত হয় নাই, কারণ একটী লিঙ্গপ্রমাণ জীবকে সমর্পণ করিতেছে, অপরটী করিতেছে পরমাত্মাকে। এইরূপে পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নটী (কঠ ১।২।১৪), পিতার সৌমনস্যাদি তিনটী বরের (১৮-১৯ বাক্য) অতিরিক্ত হওয়ায় "ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব" (কঠ ১।১।৯) এই বাক্যটী বাধিতই হইয়া পড়িতেছে। অতএব বরপ্রদান ও

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বস্যৈব উত্তরত্র অনুকর্ষণম্ ইতি চেৎ ?২৬ ন, জীবপ্রাজ্ঞয়োঃ একত্বাভ্যুপগমাৎ ।২৭ ভবেৎ প্রষ্টব্যভেদাৎ প্রশ্নভেদঃ যদি অন্যঃ জীবঃ প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ ।২৮ নতু অন্যত্বম্ অস্তি, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরেভ্যঃ ।২৯ ইহ চ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" ইতি অস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ১।২।১৮) ইতি জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়োঃ অভেদং দর্শয়তি ।৩০ সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধঃ ভাগী

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাক্য, বহুলিঙ্গপ্রমাণ ও যুক্তিবলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রদর্শনকরতঃ পরমাত্মবিষয়ক অপূর্ব্ব প্রশ্নসম্ভাবনা নিরাকরণদ্বারা অপূর্ব্ব প্রধানের শ্রৌতত্ব নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্ত—তদুত্তরে বলিব, না, এইপ্রকার বলা চলে না; কারণ জীব ও পরমাত্মার একত্ব স্বীকার করা হয় ।২৭ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ প্রশ্নের বিভিন্নতা হইয়া পড়িত যদি পরমাত্মা হইতে জীব ভিন্ন হইত।২৮ [জীব ও পরমাত্মার মধ্যে] বিভিন্নতা কিন্তু নাই, "তুমি তৎস্বরূপ" (৩৪) ইত্যাদি অন্য শ্রুতি-সকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় ।২৯ [এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এখানে "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন" ইত্যাদি এই প্রশ্নের যে প্রতিবচন, যথা—"বিপশ্চিৎ (—অবিলুপ্তচৈতন্যস্বরূপ মেধাবী) জন্মগ্রহণ করেন না, বিনষ্ট হন না" (৩৫) ইত্যাদি, তাহা [জীবের] জন্ম ও মৃত্যুর প্রতিষেধদ্বারা প্রতিপাদ্যমান যে জীব ও পরমেশ্বরের অভিন্নতা, তাহাকে প্রদর্শন করিতেছে ।৩০ [যদি বলা হয়—জন্মমৃত্যুর নিষেধ বোধক উক্ত বাক্যে জীব বর্ণিত হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রসঙ্গ (—প্রাপ্তির সম্ভাবনা) থাকিলে প্রতিষেধ হয় ভাগী

ভাবদীপিকা

প্রশ্নব্যতিরেকে যেমন পরমাত্মবিষয়ক অপূর্ব্ব (—নূতন) প্রশ্ন কল্পিত হইতেছে, তদ্রূপ বরপ্রদান ও প্রশ্নব্যতিরেকেই অপূর্ব্ব প্রধানও এই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইতেছে, ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(৩৪) এইস্থলে জীব ও পরমাত্মার একত্ববোধক বাক্যপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। যদিও পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত লিঙ্গপ্রমাণ বাক্যপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্, তাহাতেও সিদ্ধান্তপক্ষে কোন ক্ষতি নাই, কারণ এই প্রমাণের সহায়ক অনেক লিঙ্গপ্রমাণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে। "প্রত্যয়সংবাদস্য তাৎপর্য্যনিমিত্তত্বাৎ" এই ন্যায়বলে সিদ্ধান্তীর প্রমাণসকল হইতেছে বলবান্ [১।১।১০ অধিঃ ২১ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য]।

(৩৫) এখানে জন্মমরণরাহিত্যরূপ জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। জীব যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইত, তাহা হইলে তাহার জন্ম ও মরণ অবশ্যই হইত। এখানে অবিলুপ্ত চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ জীবের জন্মমরণরাহিত্য কথনের দ্বারা তাহার ব্রহ্মস্বরূপতা বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি ।৩১ প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাৎ শারীরস্য ভবতি, ন পরমেশ্বরস্য ।৩২ তথা "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" ॥ (কঠ ২।১।৪) ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশঃ জীবস্যৈব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্য মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাৎ অন্যঃ জীবঃ দর্শয়তি ।৩৩ প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাৎ হি শোকবিচ্ছেদঃ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ ।৩৪ তথা অগ্রে—"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ॥ (কঠ ২।১।১০)

ভাষ্যানুবাদ

(—যুক্তিসঙ্গত)।৩১ আর জন্মমরণের প্রাপ্তি সম্ভাবনা শরীরের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবেরই হইয়া থাকে, পরমেশ্বরের নহে।৩২ [সেইহেতু অবিদ্যাপ্রভাবে পরব্রহ্মে অধ্যস্ত দেহসম্বন্ধবশতঃ যে জন্মমৃত্যু প্রতিভাত হইতেছে, তাহার নিষেধদ্বারা জীবের স্বরূপ প্রদর্শনকরতঃ জীব ও ব্রহ্মের একত্বই উক্ত বাক্যে সূচিত হইতেছে]। এইরূপেই "স্বপ্নান্ত (—স্বপ্নকালীন বিজ্ঞেয় বস্তু) ও জাগ্রৎকালীন বিজ্ঞেয় বস্তু, এই দুইটীকে যাহার (—যে সাক্ষী আত্মার) দ্বারা [প্রমাতা জীব] দর্শন করে, সেই মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে [স্বাভিন্নরূপে] অবগত হইয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোক করেন না" (৩৬), এইরূপে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাতে দ্রষ্টা যে মহত্ত্ব ও বিভুত্বরূপ বিশেষণযুক্ত জীব, তাহারই মননের দ্বারা শোকবিচ্ছেদ প্রদর্শনকরতঃ জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।৩৩ [আচ্ছা,জীবতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা শোকবিচ্ছেদ না হয় হইল, কিন্তু তাহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রসিদ্ধ যে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহা হইতেই শোকের বিচ্ছেদ হয়, ইহা ["তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) "কঃ শোকঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ" (ঈশঃ ৭) ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা বিজ্ঞাপিত] বেদান্তের সিদ্ধান্ত।৩৪ [সুতরাং যে জীববিষয়ক জ্ঞানবলে শোকবিচ্ছেদ হয়, সেই জীব যে ব্রহ্মাভিন্ন, ইহাই নির্ণীত হয়]। এইরূপে অগ্রে (—পরবর্ত্তী গ্রন্থে) "যাহা এখানে, তাহাই সেখানে (—অবিবেকিগণের নিকট যাহা দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত সংসারী জীবরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত নিত্যবিজ্ঞানঘন

ভাবদীপিকা

(৩৬) এই মহত্ত্ব, বিভুত্ব ও শোকরাহিত্য, ইহারা এখানে জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ। যে জীব স্বপ্নকালীন ও জাগ্রৎকালীন পদার্থসকল দর্শন করে, তাহা মহৎ ও বিভু নহে এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানবলে শোকবিচ্ছেদও সম্ভব নহে। অথচ এই শ্রুতিবাক্যে তাদৃশ জীববিষয়কজ্ঞানের বলে শোকবিচ্ছেদ বর্ণিত হইতেছে। সুতরাং জীব যে ব্রহ্মাভিন্ন, ইহা উক্ত লিঙ্গসকলের বলে নির্ণীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিম্ অপবদতি।৩৫ তথা জীববিষয়স্য অস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্য অনন্তরম্ "অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব" (কঠ ১।১।২১) ইতি আরভ্য মৃত্যুনা তৈঃ তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানঃ অপি নচিকেতাঃ যদা ন চচাল, তদা এনং মৃত্যুঃ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-বিভাগপ্রদর্শনেন বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেন চ "বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামাঃ বহবঃ অলোলুপন্তঃ"(কঠ ১।২।৪)

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মবস্তু); যাহা সেখানে, তাহাই এখানে উপাধি অনুযায়ী বিবিধরূপে প্রতিভাত হয় (—যে ব্রহ্মবস্তু কারণরূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনিই নামরূপ ও কার্য্যকরণাদি উপহিত জীবরূপে প্রতিভাত হই'তছেন)। যিনি ইঁহাতে (—এই ব্রহ্মবস্তুতে) নানার ন্যায় (৩৭) দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে (—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ) প্রাপ্ত হন" (৩৮), এই বাক্যটী জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ দৃষ্টির নিন্দা করিতেছে।৩৫ এইরূপে জীববিষয়ক অস্তিত্বনাস্তিত্ব প্রশ্নের (কঠ ১।১।২০) অব্যবহিত পরে "হে নচিকেতা, অন্য বর প্রার্থনা কর", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া যমকর্ত্তৃক সেই সেই কাম্যবস্তুসকলের দ্বারা প্রলোভিত হইলেও নচিকেতা যখন বিচলিত হইলেন না, তখন যম ইঁহাকে অভ্যুদয় (—ইহলৌকিক ভোগ) ও নিঃশ্রেয়সের (—মোক্ষের) বিভাগ প্রদর্শনদ্বারা এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ প্রদর্শনদ্বারা "হে নচিকেতা, আমি তোমাকে বিদ্যাভিলাষী (—শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির যোগ্য)

ভাবদীপিকা

(৩৭) "নানেব পশ্যতি" (কঠ ২।১।১০), এইস্থলে "নানা ইব"—'নানার ন্যায়' এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায় 'যাহা বস্তুতঃ নানা নহে, তাহাকে নানার ন্যায় দর্শন করা' অর্থাৎ ভেদবিশিষ্টরূপে দর্শন করা', এইপ্রকার অর্থ অবগত হইতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্তসম্মত (—অদ্বৈতবাদসম্মত) ব্যাখ্যা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"নানা ইব" এই বাক্যটীর অর্থ—"যাহা বস্তুতঃ নানা, অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট, তাহাকে 'নানার ন্যায়, অর্থাৎ যেন নানা', এইপ্রকার দর্শন করা"। এই অর্থ কিন্তু অসঙ্গত, কারণ পূর্ব্ববাক্যে "যৎ এব ইহ", এইপ্রকারে একবচনান্ত 'যৎ'পদ প্রযুক্ত হওয়ায়, একটী বস্তুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; নানা বস্তুকে নহে। আর সমবিষয়ক পরবর্ত্তী বাক্যের ইহাই স্বভাব যে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যপ্রতিপাদ্য বস্তুকেই আকর্ষণ করে, অপূর্ব্ব কোন বস্তুকে নহে। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর 'যাহা বস্তুতঃ নানা', এই অর্থ কিপ্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? অগত্যা ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে—পূর্ব্বে যৎপদের দ্বারা যে 'এক' বস্তু সমর্পিত হইয়াছে, তাহাকেই 'যাহা বস্তুতঃ নানা নহে', এইপ্রকারে আকর্ষণ করিতে হইবে, এবং তাঁহাতে 'নানার ন্যায়' দর্শনকেই পুনঃ পুনঃ মৃত্যুপ্রাপ্তির হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। "মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্" (কঠ ২।১।১১), অত্রস্থ একবচনান্ত 'ইদম্'পদও দ্রঃ।

(৩৮) এইস্থলে [জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] 'ভেদদৃষ্টির অপবাদরূপ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-বোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি প্রশস্য, প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্ যদুবাচ—"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" ॥ (ঐ ১।২।১২) ইতি, তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োঃ অভেদঃ এব ইহ বিবক্ষিতঃ ইতি গম্যতে।৩৬ যৎপ্রশ্ননিমিত্তাং চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্যপদ্যত নচিকেতাঃ, যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরম্ অন্যম্ এব প্রশ্নম্ উপক্ষিপেৎ, অস্থানে এব সা সর্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ।৩৭ তস্মাৎ "যেয়ং প্রেতে" (কঠ ১।১।২০) ইতি অস্যৈব প্রশ্নস্য

ভাষ্যানুবাদ

মনে করি, কারণ বহুপ্রকার কাম্যবস্তুসকল তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই", এইপ্রকারে প্রশংসা করিয়া [কঠ ১।২।৭, ৮ ইত্যাদি শ্লোকে] তাঁহার প্রশ্নেরও প্রশংসাকরতঃ যাহা বলিয়াছিলেন, যথা—"সেই দুর্দ্দর্শ (—দুঃখে উপলব্ধব্য), গূঢ় (—দুর্জ্ঞেয়); অনুপ্রবিষ্ট (—প্রাকৃতবিষয়বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা প্রচ্ছন্ন); বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত, গহ্বরেষ্ঠ (—বাসনাদি অনর্থবহুল শরীরে অবস্থিত) সনাতন দেবকে অধ্যাত্মযোগসহায়ে (—নিদিধ্যাসনবলে আত্মাতে চিত্তসমাধানকরতঃ) অবগত হইয়া ধীমান্ ব্যক্তি হর্ষ ও শোককে পরিত্যাগ করেন" ইত্যাদি, তাহার দ্বারাও এখানে জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতা বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (৩৯)।৩৬ আর যে প্রশ্নের জন্য নচিকেতা যমের মহতী প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদি প্রশংসা করিবার পর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া [যম] অন্য প্রশ্নকেই উপক্ষেপ (—উত্থাপন) করিতেন, তাহা হইলে সেইসকল প্রশংসা অস্থানেই প্রসারিত (—ন্যস্ত) হইয়া পড়িত।৩৭ [অতএব প্রশংসার সার্থকতাসিদ্ধির জন্য ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে প্রশ্ন ছিল অভিন্নই এবং প্রশ্নব্যতিরেকে কোন উত্তরও প্রদত্ত হয় নাই]। সেইহেতু (—প্রশংসার অনুপপত্তিরূপ যুক্তিবলে প্রশ্নের একত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে] "যেয়ং প্রেতে" ইত্যাদি এই প্রশ্নেরই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" ইত্যাদি ইহা অনুকর্ষণ (—কঠ ১।১।২০ বাক্যে

ভাবদীপিকা

(৩৯) তাৎপর্য্য এই—যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, উত্তরও হয় তদ্বিষয়ক; অন্যথা উন্মত্তের প্রলাপ হইয়া পড়ে। প্রস্তাবিতস্থলে "যেয়ং প্রেতে" (কঠ ১।১।২০) এইপ্রকারে জীববিষয়ক প্রশ্নের উত্তররূপেই "তং দুর্দ্দর্শম্" (ঐ ১।২।১২) ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইলেন। সুতরাং 'প্রশ্নোত্তরসাম্য'রূপ যুক্তির বলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বই শ্রুতির বিবক্ষিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম

এতদ্ অনুকর্ষণম্ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" (ঐ ১।২।১৪) ইতি ।৩৮ যত্তু প্রশ্নচ্ছায়াবৈলক্ষণ্যম্ উক্তং, তদ্ অদূষণং, তদীয়স্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ ।৩৯ পূর্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ অস্তিত্বং পৃষ্টম্, উত্তরত্র তু তস্যৈব অসংসারিত্বং পৃচ্ছ্যতে ইতি ।৪০ যাবৎ হি অবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে, তাবৎ ধর্ম্মাদিগোচরত্বং জীবস্য জীবত্বং চ ন নিবর্ত্ততে । ৪১ তন্নিবৃত্তৌ তু প্রাজ্ঞঃ এব "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে ।৪২ নচ অবিদ্যাবত্ত্বে তদপগমে চ বস্তুনঃ কশ্চিৎ বিশেষঃ অস্তি ।৪৩ যথা কশ্চিৎ সন্তমসে পতিতাং কাংশ্চিৎ রজ্জুম্ অহিং মন্যমানঃ ভীতঃ বেপমানঃ পলায়তে, তং চ অপরঃ ব্রূয়াৎ 'মা ভৈষীঃ, ন অয়ম্ অহিঃ*, রজ্জুঃ এব' ইতি; সঃ চ তদুপশ্রুত্য অহিকৃতং ভয়ম

*'অহী' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

যদ্বিষয়ক প্রশ্ন করা হইয়াছে, কঠ ১।২।১৪ বাক্যেও তদ্বিষয়ক প্রশ্নই করা হইয়াছে ।৩৮ অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ অভিন্ন হওয়ায় বরপ্রদান ও প্রশ্নব্যতিরেকে পরমাত্মবিষয়ক অপূর্ব্ব প্রশ্ন কল্পিত হয় নাই বলিয়া বরদান ও প্রশ্নব্যতিরেকে অপূর্ব্ব প্রধানও শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হয় নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপভূত মোক্ষের অনিত্যতা নিরাকরণ এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও কল্পিত ভেদাবলম্বনে প্রশ্নত্রৈবিধ্য উপপাদন।]

আর যে প্রশ্নসাদৃশ্যের বৈলক্ষণ্য কথিত হইয়াছে (২৫ বাক্য), তাহা দোষ নহে; যেহেতু তাহারই বিশেষ পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইতেছে ।৩৯ [কি সেই বিশেষ, তাহা বলিতেছেন—] দেখ, পূর্ব্বে (—যেয়ং প্রেতে" (কঠ ১।১।২০) ইত্যাদি বাক্যে) দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, পরবর্ত্তিস্থলে (—"অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদি বাক্যে) কিন্তু তাহারই অসংসারিত্ব জিজ্ঞাসিত হইতেছে, ইহাই 'বিশেষ' ।৪০ [কিন্তু ধর্ম্মাদির আশ্রয়ভূত জীবের ব্রহ্মত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা নিবৃত্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত জীবের ধর্ম্মাদিগোচরতা (—তাহাদের আশ্রয় হওয়া) এবং জীবত্ব নিবৃত্ত হয় না ।৪১ তাহার (—অবিদ্যার) নিবৃত্তি হইলে কিন্তু প্রাজ্ঞই (—পরমাত্মাই, জীবাভিন্নরূপে] 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বিজ্ঞাপিত হন ।৪২ [কিন্তু অবিদ্যানাশের অনন্তর মোক্ষকালে জীবে যে ব্রহ্মত্বের অভিব্যক্তি হয়, আগন্তুক হওয়ায় তাহা অনিত্য হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অবিদ্যাযুক্ত হইলে, অথবা তাহার নিবৃত্তি হইলে বস্তুর [স্বরূপের] কোনপ্রকার পার্থক্য হয় না ।৪৩ যেমন কোন ব্যক্তি সন্তমসে (—নিবিড় অন্ধকারে) পতিত কোন রজ্জুকে সর্প মনেকরতঃ ভীত ও কম্পিত হইয়া পলায়ন করে এবং অপরে তাহাকে বলে, 'ভয় পাইও না, ইহা সর্প নহে,

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎসৃজেৎ, বেপথুং পলায়নং চ।৪৪ নতু অহিবুদ্ধিকালেঃ তদপগমকালে চ বস্তুনঃ কশ্চিৎ বিশেষঃ স্যাৎ।৪৫ তথৈব এতদপি দ্রষ্টব্যম্।৪৬ ততশ্চ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" (কঠ ১।২।১৮) ইতি এবমাদি অপি ভবতি অস্তিত্বপ্রশ্নস্য প্রতিবচনম্।৪৭ সূত্রং তু অবিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাজ্ঞভেদাপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্।৪৮ একত্বে অপি হি আত্মবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রায়ণাবস্থায়াং দেহব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাৎ কর্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানপোহনাৎ চ পূর্বস্য পর্য্যায়স্য জীববিষয়ত্বম্ উৎপ্রেক্ষ্যতে; উত্তরস্য তু ধর্ম্মাদ্যত্যয়সঙ্কীর্ত্তনাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বম্ ইতি।৪৯ ততশ্চ যুক্তা

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু রজ্জুই'; আর সে তাহা শ্রবণ করিয়া সর্পজনিত ভয় কম্প ও পলায়নকে ত্যাগ করে।৪৪ সর্পজ্ঞানকালে এবং তাহার নিবৃত্তিকালে কিন্তু বস্তুর (—রজ্জুর) কোনপ্রকার প্রভেদ হয় না, [তাহা পূর্ব্বে যেপ্রকার ছিল, পরেও সেইপ্রকারেই তাহার স্বাভাবিক স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে]।৪৫ ইঁহাকেও (—অবিদ্যানাশানন্তর অভিব্যক্ত ব্রহ্মকেও) সেইপ্রকারেই অবগত হইতে হইবে। [সেইহেতু ব্রহ্মস্বরূপভূত মোক্ষের অনিত্যতার কোন প্রশ্নই উঠে না]।৪৬ আর সেইহেতু (—ব্রহ্মত্বই জীবের স্বাভাবিক স্বরূপ হওয়ায়) "জন্মগ্রহণ করেন না, বা মৃত্যুমুখে পতিত হন না" ইত্যাদি এইসকলও হয় ["যেয়ং প্রেতে" (কঠ ১।১।২০) এবং "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদি বাক্যে জিজ্ঞাসিত আত্মার] অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নের প্রতিবচন (—জীববিষয়ক প্রশ্নের যাহা উত্তর, তাহাই ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্নেরও উত্তর)।৪৭ [কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলে প্রশ্ন হইবে দুইটী, অগ্নিবিষয়ক ও আত্মবিষয়ক, ফলে "ত্রয়াণাম্" এই সূত্র অসঙ্গত হইয়া পড়িবে (১৩ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত যে 'জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতা', তাহাকে অপেক্ষা করিয়া সূত্রটীকে যোজনা করিতে হইবে।৪৮ [যোজনা প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মবিষয়ক প্রশ্ন একটী হইলেও প্রায়ণাবস্থাতে (—দেহ ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমনাবস্থাতে) দেহ হইতে যিনি ভিন্ন হইয়া পড়েন, তাঁহার (—সেই জীবের) অস্তিত্বমাত্র বিষয়ে সংশয় হয় বলিয়া এবং [তাঁহার] কর্তৃত্ব প্রভৃতি সংসারসম্বন্ধী স্বভাবের পরিত্যাগ হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বপর্য্যায়ের (—"যেয়ং প্রেতে" (কঠ ১।১।২০) ইত্যাদি গ্রন্থের) জীববিষয়তা কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মাদিরাহিত্য বর্ণিত হওয়ায় ["অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" (ঐ ১।২।১৪) ইত্যাদি] পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের পরমেশ্বরবিষয়তা কল্পনা করা হইয়াছে।৪৯ আর সেইহেতু (—জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে কল্পিত বিভিন্নতাবশতঃ প্রশ্নও বিভিন্ন হইয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

অগ্নিজীবপরমাত্মকল্পনা।৫০ প্রধানকল্পনায়াং তু ন বরপ্রদানং, ন প্রশ্নঃ, ন প্রতিবচনম্, ইতি বৈষম্যম্।৫১॥১।৪।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

পড়ে বলিয়া, সূত্রে] অগ্নি জীব ও পরমাত্মার কল্পনা সঙ্গত হইয়াছে।৫০ [আচ্ছা, জীব হইতে ভিন্নরূপে যেমন পরমাত্মার কল্পনা করিতেছ, তদ্রূপ প্রধানেরও কল্পনা কেন করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—অনাত্মা হওয়ায় তৃতীয় বরের অন্তর্গত হয় না বলিয়া] কিন্তু প্রধানের কল্পনা করিলে বরপ্রদান, প্রশ্ন ও প্রতিবচন, কোনটীই সঙ্গত হয় না, ইহাই বৈষম্য।৫১ [অতএব শ্রুতিতে 'প্রধান' প্রতিপাদিত হয় নাই, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥১।৪।৬॥

মহদ্বচ্চ ॥১।৪।৭॥

পদচ্ছেদ—মহৎ. ।

সূত্রার্থ—[সাংখ্যপ্রসিদ্ধেঃ বেদপ্রসিদ্ধ্যা বিরোধাচ্চ ন সা বেদার্থনির্ণয়হেতুঃ ইত্যাহ—] **চ**—কিঞ্চ, **মহদ্বৎ**—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" (কঠ ১।৩।১০) ইতি শ্রুতঃ মহৎ-শব্দঃ যথা ন সাংখ্যাভিমতবুদ্ধ্যাখ্যদ্বিতীয়তত্ত্ববাচী, আত্মশব্দপ্রয়োগাৎ; তদ্বৎ বৈদিকাব্যক্তশব্দঃ অপি ন প্রধানবাচী। [অতঃ শরীরম্ এব অব্যক্তশব্দিতম্ ইতি অশব্দত্বং প্রধানস্য সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[বেদে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহার সহিত সাংখ্যে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহার বিরোধবশতঃও সাংখ্যপ্রসিদ্ধি বেদার্থ নিরূপণের হেতু নহে, ইহা বলিতেছেন—] **চ**—আর এক কথা, **মহদ্বৎ**—"বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে শ্রুতিতে পঠিত 'মহৎ'শব্দটি যেমন সাংখ্যমতাবলম্বিগণকর্তৃক স্বীকৃত বুদ্ধিনামক দ্বিতীয় তত্ত্বের বাচক নহে, যেহেতু আত্ম-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; তদ্রূপ বৈদিক অব্যক্ত শব্দটীও প্রধানের বাচক নহে। [অতএব শরীরই অব্যক্তশব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে, এইহেতু প্রধান শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হয় নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম

যথা মহচ্ছব্দঃ সাংখ্যৈঃ সত্তামাত্রেঽপি প্রথমজে প্রযুক্তঃ, ন তমেব বৈদিকে অপি প্রয়োগে অভিধত্তে; "বুদ্ধেঃ আত্মা মহান্ পরঃ" (কঠ ১।৩।১০), **"মহান্তং বিভুম্ আত্মানম্"** (ঐ ১।২।২২),

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বৈদিক মহৎ-শব্দ যেমন সাংখ্যের মহত্তত্ত্বের বাচক নহে, তদ্রূপ বৈদিক অব্যক্তশব্দও সাংখ্যোক্ত প্রধানের বাচক নহে।]

যেমন সাংখ্যমতাবলম্বিগণকর্তৃক 'মহৎ'শব্দটী প্রথমোৎপন্ন সত্তামাত্রে (—সত্ত্ব-গুণপ্রধান 'প্রধানের' প্রথম পরিণামভূত নির্বিকল্পক বুদ্ধিতে) প্রযুক্ত হইলেও, তাহাকেই [তাঁহারা] বৈদিক প্রয়োগেও বলেন না (—বৈদিক প্রয়োগে 'মহৎ' শব্দের তাদৃশ অর্থ তাঁহারা অঙ্গীকার করেন না), যেহেতু "বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা (—হিরণ্যগর্ভ) শ্রেষ্ঠ", "মহান্ ও বিভু আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া" এবং "আমি এই

শাঙ্করভাষ্যম্

"বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্" (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি এবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ।১ তথা অব্যক্তশব্দঃ অপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানম্ অভিধাতুম্ অর্হতি।২ অতশ্চ নাস্তি আনুমানিকস্য শব্দবত্ত্বম্ ।৩।১।৪।৭॥ ইতি প্রথমম্ আনুমানিকাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

মহান্ পুরুষকে অবগত আছি", ইত্যাদি এইসকল শ্রুতিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ প্রভৃতিরূপ হেতুসকল আছে।১ এইরূপে বৈদিক প্রয়োগে অব্যক্তশব্দটীও প্রধানকে অভিধান করিতে (—বলিতে, প্রতিপাদন করিতে) যোগ্য নহে।২ আর এইহেতু-বশতঃ অনুমানগম্য প্রধানের বৈদিকত্ব নাই।৩।১।৪।৭॥

আনুমানিকাধিকরণ সমাপ্ত।

২। চমসাধিকরণম্। [৮-১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—তেজঃপ্রভৃতিরূপা, অথবা মায়ারূপা শ্রৌতী প্রকৃতিই শ্বেতাশ্বতর ৪।৫ বাক্যবর্ণিত অজা, সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মাত্র 'অব্যক্ত' এই শব্দটীর দ্বারা প্রধানের প্রত্যভিজ্ঞা না হওয়ায় অব্যক্ত প্রধানরূপে গৃহীত হইল না। প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু সেই-প্রকার হইবে না; এখানে ত্রিগুণত্বাদি লিঙ্গ থাকায় 'অজা'শব্দ হইতে প্রধানের প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া তাহা হইবে প্রধানরূপ অর্থের বোধক। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদ ও অধ্যায়সঙ্গতি—'অজা'শব্দের অর্থনিরূপণ দ্বারা প্রধানের অবৈদিকত্ব সিদ্ধিকরতঃ বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি ও মুখ্যঅধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অজেহ সাংখ্যপ্রকৃতিস্তেজোঽবন্নাত্মিকাঽথবা।
রজআদৌ লোহিতাদিলক্ষ্যেঽসৌ সাংখ্যশাস্ত্রগা॥
লোহিতাদিপ্রত্যভিজ্ঞা তেজোঽবন্নাদিলক্ষণাম্।
প্রকৃতিং গময়েচ্ছ্রৌতীমজাক্‌ৢপ্তির্মধুত্ববৎ॥

অন্বয়—ইহ অজা সাংখ্যপ্রকৃতিঃ, অথবা তেজোঽবন্নাত্মিকা? লোহিতাদিলক্ষ্যে রজআদৌ অসৌ সাংখ্যশাস্ত্রগা। লোহিতাদিপ্রত্যভিজ্ঞা তেজোঽবন্নাদিলক্ষণাম্ শ্রৌতীং প্রকৃতিং গময়েৎ; মধুত্ববৎ অজাক্‌ৢপ্তিঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি শ্রূয়তে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (শ্বেঃ ৪।৫) ইতি। অত্র অজাপদং বিষয়ঃ। ছাগায়াং রূঢ়স্য অজাশব্দস্য রূঢ্যর্থগ্রহণাসম্ভবাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] ইহ অজা [প্রধানশব্দবাচ্যা] সাংখ্যপ্রকৃতিঃ [স্যাৎ], অথবা [ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তা] তেজোঽবন্নাত্মিকা [মায়াশব্দবাচ্যা প্রকৃতিঃ] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোহিতশব্দেন রঞ্জকত্বসাম্যাৎ রজোগুণঃ উপলক্ষিতঃ, শুক্লশব্দেন স্বচ্ছত্ব-সাম্যাৎ সত্ত্বগুণঃ, কৃষ্ণশব্দেন আবরকত্বসাম্যাৎ তমোগুণঃ। অতঃ] লোহিতাদিলক্ষ্যে রজআদৌ [প্রযুক্তা] অসৌ [অজা] সাংখ্যশাস্ত্রগা [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—["যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তদ্রূপম্" (ছাঃ ৬।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ] লোহিতাদিপ্রত্যভিজ্ঞা তেজোঽবন্নাদিলক্ষণাম্ শ্রৌতীং প্রকৃতিং গময়েৎ। [যদ্যপি অজাশব্দঃ ছাগাবাচিত্বাৎ ন উক্তপ্রকৃতৌ রূঢ়ঃ ; নাপি 'ন জায়তে' ইতি যোগঃ সম্ভবতি, তেজোঽবন্নানাং ব্রহ্মণঃ জাতত্বাৎ, তথাপি "অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু" (ছাঃ ৩।১।১) ইত্যাদিবাক্যেন পরিকল্পিত-] মধুত্ববৎ [উক্তপ্রকৃতৌ] অজাকৢপ্তিঃ [সুখবোধায় ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঠিত হইতেছে—"লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা একটি অজা (—ছাগী)", ইত্যাদি। 'অজা' পদটী এখানে বিষয়। ছাগীতে রূঢ় অজাশব্দের রূঢ়ার্থগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় সংশয় হয়—] এখানে অজা কি [প্রধানশব্দবাচ্যা] সাংখ্যশাস্ত্রসম্মতা প্রকৃতি, অথবা [ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পঠিত] তেজঃ, জল ও পৃথিবীস্বরূপা [মায়াশব্দবাচ্যা প্রকৃতি] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোহিতশব্দের দ্বারা রঞ্জকত্বের (—রংকরার, আসক্তকরার) সাদৃশ্যবশতঃ রজোগুণ লক্ষিত হইয়াছে, শুক্লশব্দের দ্বারা স্বচ্ছতার সাদৃশ্যবশতঃ সত্ত্বগুণ লক্ষিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণশব্দের দ্বারা আবরকত্বের সাদৃশ্যবশতঃ তমোগুণ লক্ষিত হইয়াছে। সেইহেতু] লোহিতাদি-শব্দের লক্ষ্যার্থ যে রজোগুণ প্রভৃতি, তাহাতে প্রযুক্ত উক্ত অজাশব্দ সাংখ্যশাস্ত্রগামী (—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধানকে তাহা সমর্পণ করে)।

সিদ্ধান্ত—["স্থূল অগ্নির যে লোহিত বর্ণ, তাহা [অত্রিবৃৎকৃত] তেজের রূপ", ইত্যাদি শ্রুতিতে] লোহিতাদি বর্ণের যে প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা তেজঃ, জল ও ক্ষিতিরূপা শ্রুতিপ্রতিপাদ্যা প্রকৃতিকে বোধ করাইবে। [যদিও ছাগীবাচক অজাশব্দ উক্ত প্রকৃতিতে রূঢ় নহে, অথবা তেজঃ, জল ও ক্ষিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় 'যাহা জন্মগ্রহণ করে না, তাহা অজ', এইপ্রকার যৌগি-কার্থও সম্ভব নহে, তাহা হইলেও "এই আদিত্যই দেবগণের মধু", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পরি-কল্পিত] মধুত্বের ন্যায় [উক্ত প্রকৃতিতে] ছাগীত্বের যে কল্পনা, তাহা অনায়াসে বোধোৎপত্তির জন্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়াভাব। সিদ্ধান্তে—সমন্বয়সিদ্ধি।

চমসবদবিশেষাৎ ॥১।৪।৮॥

পদচ্ছেদ—চমসবৎ, অবিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি শ্রূয়তে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (শ্বেঃ ৪।৫) ইত্যাদি। অত্র কিম্ অজাশব্দেন প্রধানম্ উচ্যতে, উত তেজোঽবন্নাত্মিকা অবান্তরপ্রকৃতিঃ ইতি সংশয়ে, 'ন জায়তে' ইতি অজা'—প্রকৃতিঃ, সাংখ্যসিদ্ধপ্রধানম্, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **চমসবৎ**—যথা "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমসঃ" (বৃঃ ২।২।৩) ইত্যাদৌ 'অয়ং চমসঃ' ইতি অবধারণং ন সম্ভ-বতি, [কথঞ্চিৎ অর্ব্বাগ্বিলত্বাদেঃ অন্যত্রাপি অবিশেষাৎ। এবম্ "অজাম্ একাম্" ইতি মন্ত্রে সাংখ্যবাদঃ এব অভিপ্রেতঃ ইতি] **অবিশেষাৎ**—বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ [ন অত্র প্রধাননির্ণয়ঃ ইতি অশব্দং প্রধানম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঠিত হইতেছে—"লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা একটী অজা", ইত্যাদি। সেইস্থলে কি অজাশব্দের দ্বারা প্রধান অভিহিত হইতেছে, অথবা তেজঃ, জল ও ক্ষিত্যাত্মিকা অবান্তর প্রকৃতি অভিহিতা হইতেছে? এইপ্রকার সংশয়হইলে, 'যাহা জন্ম-গ্রহণ করে না, তাহা অজা', অর্থ—'প্রকৃতি', অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ প্রধান, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] চমসবৎ—যেমন "চমস (—চামচ্) নিম্নদেশে গর্ত্তযুক্ত" ইত্যাদিস্থলে 'ইহা একটী চমস', এইপ্রকার নিশ্চয় করা সম্ভব হয় না, কারণ 'নিম্নদেশে কথঞ্চিৎ গর্ত্তযুক্ততা' প্রভৃতি অবিশেষ-ভাবে অন্যস্থলেও বর্ত্তমান থাকে। এইপ্রকারে "অজাম্ একাম্", এই মন্ত্রে সাংখ্যমতবাদই অভি-প্রেত, এইপ্রকার] অবিশেষাৎ—বিশেষ নির্দ্ধারণের হেতু না থাকায় [এখানে 'প্রধান' নির্ণীত হয় নাই, এইহেতু প্রধান শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্য অসিদ্ধম্ ইতি আহ।১ কস্মাৎ?২ মন্ত্রবর্ণাৎ—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যে-নাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (শ্বে ৪।৫) ইতি।৩ অত্র হি মন্ত্রে লোহিত-শুক্লকৃষ্ণশব্দৈঃ রজঃসত্ত্বতমাংসি অভিধীয়ন্তে।৪ লোহিতং রজঃ রঞ্জনাত্মকত্বাৎ, শুক্লং সত্ত্বং প্রকাশাত্মকত্বাৎ, কৃষ্ণং তমঃ আবরণা-ত্মকত্বাৎ।৫ তেষাং সাম্যাবস্থা অবয়বধর্ম্মৈঃ ব্যপদিশ্যতে

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা, সমাখ্যা ও লিঙ্গপ্রমাণবলে অজাশব্দে 'প্রধান' গ্রহণীয় হওয়ায় সাংখ্যমতের বৈদিকত্ব।]

পূর্ব্বপক্ষ—প্রধানবাদী (—সাংখ্য ও যোগমতাবলম্বী) পুনঃ বলিতেছেন, প্রধান অশব্দ (—শ্রুতিপ্রতিপাদিত নহে), ইহা অসিদ্ধ।১ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "নিজের অনুরূপ অনেক সন্তান উৎপাদনকারিণী লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা একটী অজাকে সেবাকরতঃ একটী অজ [তাহার] নিকট শয়ন করে (—ভোগ করে); অন্য অজ, যাহাকে ভোগ করা হইয়া গিয়াছে, সেই ইহাকে (—অজাকে) ত্যাগ করে", এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে।৩ এই মন্ত্রে লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণশব্দের দ্বারা [যথাক্রমে] রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ কথিত হইতেছে।৪ রজোগুণ লোহিত, কারণ তাহা রঞ্জনাত্মক (—রক্তবর্ণ যেমন বস্ত্রাদিকে রঞ্জিত করে, রজোগুণ তদ্রূপ পুরুষকে বিষয়ভোগে আসক্ত করে); সত্ত্বগুণ শুক্ল, কারণ তাহা প্রকাশস্বভাব; তমোগুণ কৃষ্ণ, কারণ তাহা আবরণস্বভাব।৫ [কিন্তু লোহিতাদি শব্দের দ্বারা রজোপ্রভৃতি গুণকে প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও প্রধানের তাহাতে কি হইল? তাহাকে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহাদের সাম্যাবস্থা (—গুণসকলের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান, স্বীয়] অবয়বের ধর্ম্মসকলের দ্বারা 'লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ', এইরূপে কথিত হইতেছে (১)।৬ আর 'যাহা

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে 'লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণশব্দের দ্বারা প্রধানের বোধ হয়', ইহা অঙ্গীকার করিলে

শাঙ্করভাষ্যম্

'লোহিতশুক্লকৃষ্ণা' ইতি।৬ 'ন জায়তে' ইতি চ অজা স্যাৎ, "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ" (সাং কাঃ ৩) ইতি অভ্যুপগমাৎ।৭ ননু অজাশব্দঃ ছাগায়াং রূঢ়ঃ।৮ বাঢ়ম্, সা তু রূঢ়িঃ ইহ ন আশ্রয়িতুং শক্যা, বিদ্যাপ্রকরণাৎ।৯ সা চ বহ্বীঃ প্রজাঃ ত্রৈগুণ্যান্বিতা জনয়তি।১০ তাং প্রকৃতিম্ অজঃ একঃ পুরুষঃ জুষমাণঃ প্রীয়মাণঃ সেবমানঃ বা অনু-

ভাষ্যানুবাদ

জন্মগ্রহণ করে না', এইপ্রকারে [যৌগিক বৃত্তির দ্বারা যে] 'অজা' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, [তাহা প্রধানকেই সমর্পণ করে], যেহেতু "মূলা প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নহে", ইহা [সাংখ্যমতে] অঙ্গীকার করা হয়।৭ [পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—] কিন্তু অজাশব্দ তো ছাগীতে রূঢ়, [সুতরাং "রূঢ়িঃ যোগম্ অপহরতি"—রূঢ়ার্থ যৌগিকার্থকে স্বার্থপ্রতিপাদন করিতে দেয় না', এই ন্যায়বলে 'অজা'শব্দের উক্তপ্রকার যৌগিকার্থ গ্রহণ না করিয়া ছাগীরূপ রূঢ়ার্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে।৮ পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] হাঁ, তাহা সত্য, কিন্তু সেই রূঢ়িবৃত্তিকে এখানে গ্রহণ করিতে পারা যাইতেছে না, কারণ, ইহা [আত্ম-] বিদ্যার প্রকরণ।৯ [সুতরাং অগত্যা যৌগিক বৃত্তিকেই গ্রহণ করিতে হইবে]। আর তাহা (—অজাশব্দে গৃহীত সেই প্রধান) গুণত্রয়যুক্ত (—সুখদুঃখমোহযুক্ত, মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি] বহু প্রজা উৎপাদন করে।১০

ভাবদীপিকা

বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। তাহা এইপ্রকার—লোহিতাদি পদের দ্বারা প্রথমতঃ শক্তিবৃত্তিতে লোহিতাদি বর্ণের জ্ঞান হয়। তদনন্তর সাক্ষাৎ শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণাদ্বারা সেই লোহিতাদি বর্ণের আশ্রয়ভূত লোহিতাদিরূপবান্ দ্রব্যের জ্ঞান হয়। তদনন্তর তদাশ্রিত ধর্ম্মরূপে রঞ্জকত্বাদির জ্ঞান হয়। অনন্তর তাহার আশ্রয়রূপে রজঃপ্রভৃতি গুণের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ রঞ্জকত্বের আশ্রয় হয় বলিয়া রজোগুণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রকাশকত্বের আশ্রয় হয় বলিয়া সত্ত্বগুণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি। এই রজঃ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রধানের অবয়ব; সাম্যাবস্থাপন্ন এই রজঃ ও সত্ত্বপ্রভৃতি গুণই প্রধানপদবাচ্য। এইরূপে লোহিত ও শুক্লাদিশব্দ এবং প্রধানের মধ্যে "স্ববাচ্যলোহিতাদিরূপাশ্রয়বৃত্তিরঞ্জকত্বাদিবত্ত্ব", এইপ্রকার একটী পরম্পরাসম্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণা স্বীকার করিয়া লোহিতাদিপদের অর্থ করা হইতেছে 'প্রধান'। এই সম্বন্ধবোধকবাক্যটীর 'স্ব'পদে লোহিতাদিশব্দ গ্রহণীয়, তাহার বাচ্য—লোহিতাদিবর্ণ (—রূপ), তাহার আশ্রয়—লোহিতাদিরূপবান্ দ্রব্য। তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে—রঞ্জকত্বাদিধর্ম্ম। আর তাদৃশ ধর্ম্মযুক্ত—রজোগুণ। শুক্ল ও কৃষ্ণাদি শব্দাবলম্বনে এই প্রকারে লক্ষণসমন্বয় বুঝিতে হইবে। এইরূপে শক্যসম্বন্ধটী পরম্পরাযুক্ত হওয়ায় এতাদৃশ লক্ষণাকে 'ব্যবহিতলক্ষণা', 'বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা' বা 'লক্ষিতলক্ষণা' বলা হয়। যাহাহউক, এইপ্রকারে লোহিতাদিশব্দের ব্যবহিতলক্ষণা বৃত্তিতে রজঃপ্রভৃতি গুণসকলের সাম্যাবস্থারূপ যে প্রধানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'অজা' এই যৌগিক শব্দটীও হয় তাহাতেই উপপন্ন, ইহা বলিতেছেন—ন জায়তে—'আর যাহা', ইত্যাদি (৭ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শেতে।১১ তাম্ এব অবিদ্যয়া আত্মত্বেন উপগম্য সুখী দুঃখী 'মূঢ়ঃ অহম্' ইতি অবিবেকতয়া সংসরতি।১২ অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানঃ বিরক্তঃ জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ।১৩ তস্মাৎ শ্রুতি-মূলা এব প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানাম্ ইতি।১৪ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন অনেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমত্ত্বং সাংখ্যবাদস্য শক্যম্ আশ্রয়িতুম্।১৫ নহি অয়ং মন্ত্রঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কঞ্চিদপি বাদং সমর্থয়িতুম্ উৎসহতে, সর্ব্বত্রাপি যয়া কয়াচিৎ কল্পনয়া অজাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ।১৬

ভাষ্যানুবাদ

[প্রধানরূপা] সেই প্রকৃতিকে একটী অজ (—জন্মরহিত) পুরুষ (২) ভোগ করিতে করিতে, অর্থাৎ [যেন স্বাভিন্নরূপে] প্রিয়বোধ করিতে করিতে, অর্থাৎ সেবা করিতে করিতে শয়ন করে।১১ [সেই শয়ন কি, তাহা বলিতেছেন—] অবিদ্যাদ্বারা তাহাকে (—সেই প্রধানকে) আত্মরূপে অবগত হইয়া 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', 'আমি মূঢ়', এইপ্রকার অবিবেকবশতঃ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়।১২ আর অন্য অজ (—জন্মরহিত) পুরুষ (২) যাঁহার [প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে] ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে ও যিনি বিরক্ত (—সংসারভোগে বৈরাগ্যবান্); তিনি এই ভুক্তভোগা (—যাহার দ্বারা ভোগ ও মোক্ষ সাধিত হইয়া গিয়াছে, সেই) প্রকৃতিকে (—প্রধানকে) পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।১৩ সেইহেতু (—এই-রূপে অজামন্ত্রটী প্রধানবাদেরই অনুকূল হয় বলিয়া) কপিলমতাবলম্বিগণের যে প্রধানাদির কল্পনা, তাহাকে শ্রুতিমূলকই বলিতে হইবে, ইত্যাদি।১৪

[সিঃ—প্রধানরূপ বিশেষার্থ গ্রহণের প্রতি কোন হেতু না থাকায় অজা প্রধান নহে ; সাংখ্যমতবাদও বৈদিক নহে।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—এই মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যমতবাদের বৈদিকত্ব আশ্রয় (—স্বীকার) করিতে পারা যায় না।১৫ যেহেতু এই মন্ত্রটী স্বতন্ত্রভাবে কোনও মতবাদকে সমর্থন করিতে উৎসাহ করে না, কারণ [মায়াদি] সকলস্থলেই যে কোনপ্রকার কল্পনার দ্বারা 'অজাত্ব' প্রভৃতির সম্পাদন (—কল্পনা) সঙ্গত।১৬ আর যেহেতু সাংখ্যমতবাদই এখানে অভি-

ভাবদীপিকা

(২) এই উভয়স্থলে 'এক পুরুষ ভোগ করেন' ও 'অপর পুরুষ তাহাকে ত্যাগ করেন', এইরূপে সাংখ্যসম্মত বহুপুরুষবাদ বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এইরূপে লোহিতাদিশব্দের বিপ্র-কৃষ্টলক্ষণা, অজাশব্দরূপ যৌগিকশব্দ (—সমাখ্যাপ্রমাণ) এবং বহুপুরুষবাদসূচক লিঙ্গপ্রমাণবলে এই শ্রুতিস্থ 'অজা' শব্দের অর্থ সাংখ্যসম্মত প্রধান, ইহা নির্ণীত হইল, কারণ এইসকলের দ্বারা প্রধানেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

সাংখ্যবাদঃ এব ইহ অভিপ্রেতঃ ইতি বিশেষাবধারণকারণা-ভাবাৎ।১৭ চমসবৎ।১৮ যথাহি "অর্ব্বাগ্বিলঃ চমসঃ উর্ধ্ববুধ্নঃ" (বৃঃ ২।২।৩) ইতি অস্মিন্ মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যেণ 'অয়ং নাম অসৌ চমসঃ অভিপ্রেতঃ' ইতি ন শক্যতে নিরূপয়িতুম্, সর্ব্বত্রাপি যথাকথঞ্চিৎ অর্ব্বাগ্বিলত্বা-দিকল্পনোপপত্তেঃ।১৯ এবম্ ইহাপি অবিশেষঃ "অজাম্ একাম্" ইতি অস্য মন্ত্রস্য।২০ ন অস্মিন্ মন্ত্রে প্রধানম্ এব অজা অভিপ্রেতা ইতি শক্যতে নিয়ন্তুম্।২১ ॥১।৪।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রেত, এইপ্রকার বিশেষ নিশ্চয়ের প্রতি ['প্রকরণ', উপপদ ও বাক্যশেষ প্রভৃতি] কোন কারণ নাই।১৭ [এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন চমস (—কাষ্ঠনির্ম্মিত সোমরসাধার যজ্ঞপাত্র বিশেষ)।১৮ যেমন দেখ, "চমস নিম্নদেশে গর্ত্তযুক্ত ও উর্ধ্বদেশে বর্ত্তুলাকার", ইত্যাদি এই মন্ত্রে 'ইহাই ঐ চমস নামে অভিপ্রেত' এইপ্রকারে [কোন পদার্থকে] স্বতন্ত্রভাবে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, কারণ [গিরিগুহাদি] সকল স্থলেই কোনপ্রকারে নিম্নদেশে গর্ত্তযুক্ত হওয়া ইত্যাদির কল্পনা যুক্তিযুক্ত।১৯ এইপ্রকারে এইস্থলেও "অজাম্ একাম্", ইত্যাদি এই মন্ত্রটীর কোন বিশেষ (—বিশেষ নির্দ্ধারণের হেতু) নাই।১০ [অতএব] এই মন্ত্রে প্রধানই অজাশব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে, ইহা নিয়মন করিতে পারা যায় না।২১ ॥১।৪।৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তত্র তু "ইদং তৎ শিরঃ, এষঃ হি অর্ব্বাগবিলশ্চমস উর্ধ্ববুধ্নঃ" (বৃঃ ২।২।৩) ইতি বাক্যশেষাৎ চমসবিশেষপ্রতিপত্তিঃ ভবতি।১ ইহ পুনঃ কা ইয়ম্ অজা প্রতিপত্তব্যা ইতি ?২ অত্র ব্রূমঃ—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] সেইস্থলে কিন্তু "ইহা (—এই চমস বস্তুটী) সেই শির, যেহেতু ইহা নিম্নদেশে [মুখবিবররূপ] গর্ত্তযুক্ত এবং উর্ধ্বদেশে বর্ত্তুলাকার চমস", এইপ্রকার বাক্যশেষবশতঃ চমসবিশেষের জ্ঞান হয় (—এইস্থলে চমস বলিতে শ্রুতির অভিপ্রেত বস্তুটী কি, তাহার বোধ হয়)।১ কিন্তু এখানে (—এই শ্বেতাশ্বতর বাক্যে) অজা বলিতে কাহাকে অবগত হইতে হইবে ?২ সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—

জ্যোতিরুপক্রমাতু তথাহ্যধীয়ত একে ॥১।৪।৯॥

পদচ্ছেদ—জ্যোতিরুপক্রমা, তু, তথা, হি, অধীয়তে, একে।

সূত্রার্থ—**জ্যোতিরুপক্রমা**—জ্যোতিঃ—তেজঃ, উপক্রমে-আদৌ যস্যাঃ তেজোঽবন্ন-লক্ষণায়াঃ ভূতগ্রামস্য প্রকৃতেঃ সা, **তু**—অবধারণে, [ইহ অজা নির্দ্ধারণীয়া, ন প্রধানম্] **হি**-যস্মাৎ, **একে**—ছন্দোগাঃ [তেজোঽবন্নাত্মিকায়াঃ ভৌতিককার্য্যপ্রকৃতেঃ "যদগ্নেঃ রোহিতং রূপম্" (ছাঃ ৬।৪।১) ইত্যাদিনা] **তথা**—রোহিতাদিরূপবত্ত্বাম্, **অধীয়তে**—সমামনন্তি।

অনুবাদ—জ্যোতিরুপক্রমা—জ্যোতিঃ—তেজঃ, উপক্রমে—আদিতে যাহার অর্থাৎ যে তেজঃ, জল ও ক্ষিত্যাত্মিকা ভূতসকলের প্রকৃতির, তাহা; তু শব্দটী—নিশ্চয়ার্থক, [সেই প্রকৃতিই এখানে অজাশব্দে নির্দ্ধারণীয়া, প্রধান নহে]। হি—যেহেতু, একে—সাম-বেদিগণ, [তেজঃ, জল ও ক্ষিত্যাত্মক যে ভৌতিক কার্য্যসকলের প্রকৃতি (—পরিণামী উপাদান) "অগ্নির যে লোহিত বর্ণ", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহার] তথা—লোহিতাদিবর্ণবিশিষ্টতা, অধীয়তে—পাঠ করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমেশ্বরাৎ উৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোবন্নলক্ষণা চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য প্রকৃতিভূতা ইয়ম্ অজা প্রতিপত্তব্যা।১ তুশব্দঃ অবধারণার্থঃ।২ ভূতত্রয়লক্ষণা এব ইয়ম্ অজা বিজ্ঞেয়া, ন গুণত্রয়-লক্ষণা।৩ কস্মাৎ?৪ তথা হি একে শাখিনঃ তেজোবন্নানাং পর-মেশ্বরাৎ উৎপত্তিম্ আম্নায় তেষাম্ এব রোহিতাদিরূপতাম্ আমনন্তি—"যৎ অগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তৎ রূপং, যৎ শুক্লং তৎ অপাং, যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য", (ছাঃ ৬।৪।১) ইতি।৫ তানি এব ইহ তেজোবন্নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, রোহিতাদিশব্দসামান্যাৎ।৬

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—লঘুতার সমর্পক সন্নিকৃষ্টলক্ষণাবলে অবান্তর প্রকৃতি তেজঃ প্রভৃতিই 'অজা', প্রধান নহে। অথবা প্রকরণপ্রমাণবলে মায়াশক্তিই 'অজা'। কার্য্যাশ্রিতরূপের দ্বারা তাহার রূপবত্তা।]

পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন জ্যোতিঃপ্রমুখ (—জ্যোতিঃ যাহাদের পূর্ব্বে পঠিত, সেই) তেজঃ জল ও ক্ষিতিরূপা যে [জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ] চতুর্ব্বিধ প্রাণিবর্গের প্রকৃতি (—পরিণামী উপাদান), তাহাকে এই অজাশব্দে অবগত হইতে হইবে।১ [সূত্রস্থ] তু শব্দটী নিশ্চয়ার্থক।২ [তাহাতে সূত্রটীর প্রথমাংশের অর্থ হইতেছে—] এই অজাকে [উক্ত] ভূতত্রয়রূপেই অবগত হইতে হইবে, কিন্তু [সত্ত্বাদি] গুণত্রয়রূপে নহে।৩ তাহাতে হেতু কি (—সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধান অজা নহে, ইহা কোন্ হেতুবলে বলিতেছ)?৪ [তদুত্তরে সূত্রাবয়ব অবলম্বনে বলিতেছেন—] 'তথা হি একে'—যেহেতু [কোন কোন] শাখাধ্যায়িগণ (—তাণ্ডি-শাখাধ্যায়িগণ) পরমেশ্বর হইতে তেজঃ জল ও ক্ষিতির উৎপত্তির কথা বলিয়া তাহাদেরই লোহিতাদিরূপবিশিষ্টতার কথা বলিতেছেন, যথা—"অগ্নির যাহা লোহিত-বর্ণ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্লবর্ণ, তাহা জলের রূপ; যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা ক্ষিতির রূপ"; ইত্যাদি।৫ [আচ্ছা, ছান্দোগ্যে উক্ত প্রকার বর্ণনা থাকিলেও শ্বেতাশ্বতরের এই মন্ত্রে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে কেন? তাহা বলিতেছেন—] লোহিতাদি শব্দের সাদৃশ্যবশতঃ সেই তেজঃ জল ও ক্ষিতিরই এখানে (—অজামন্ত্রে) প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে।৬ [কিন্তু স্মার্ত্ত প্রধানেও তো লোহিতাদিশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, তাহাকেই এখানে গ্রহণ করিতেছ না কেন?

শাঙ্করভাষ্যম্

রোহিতাদীনাং চ শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ, ভাক্তত্বাৎ চ গুণবিষয়ত্বস্য ।৭ অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে।৮ তথা ইহাপি "ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি কিং কারণং ব্রহ্ম" (শ্বেঃ ১।১) ইতি

ভাষ্যানুবাদ

তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর লোহিতাদিশব্দসকল [লোহিতাদি] বিশেষ বিশেষ বর্ণে মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয় বলিয়া এবং [রজঃ প্রভৃতি] গুণ রূপবিষয়ে গৌণভাবে প্রযুক্ত হয় বলিয়া (৩) 'সাংখ্যস্মৃতিতে বর্ণিত প্রধানের গ্রহণ হইতে পারে না' ।৭ [কিন্তু একশাখাস্থ বাক্যের বলে শাখান্তরে পঠিত বাক্যের অর্থনির্ণয় কিপ্রকারে হইবে ? তাহা বলিতেছেন—আচার্য্যগণ] অসন্দিগ্ধের দ্বারা সন্দিগ্ধের নিগমনকে (—নির্ণয়কে, পূঃ মীঃ ২।৪।২ অধিঃ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়াধিকরণন্যায়বলে (৪)] ন্যায্য মনে করেন ।৮ সেইপ্রকারেই (—পরশাখাতে পঠিত বাক্য হইতে যেমন স্বশাখাস্থ বাক্যের অর্থ নিরূপিত হয়, সেইরূপেই) এখানেও (—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও, "ব্রহ্ম-

ভাবদীপিকা

(৩) লোহিতাদি পদের দ্বারা কিপ্রকারে 'স্ববাচ্য লোহিতাদিরূপাশ্রয়বৃত্তিরঞ্জকত্বাদিবত্ত্ব'রূপ পরম্পরা সম্বন্ধাত্মক ব্যবহিতলক্ষণা অঙ্গীকার দ্বারা প্রধানের উপস্থিতি হয়, তাহা ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উক্তপ্রকার সম্বন্ধ স্বীকারদ্বারা গুণসকলের সাম্যাবস্থারূপ প্রধানের উপস্থিতি হইলে শক্যসম্বন্ধটী অত্যন্ত ব্যবহিত হইয়া পড়ে এবং সম্বন্ধের শরীরও গুরু (—বৃহৎ) হইয়া পড়ে। তদপেক্ষা "স্ববাচ্যলোহিতাদিরূপাশ্রয়ত্ব" এই-প্রকার সাক্ষাৎ শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণা স্বীকার করিলে লক্ষণা হয় অব্যবহিত এবং সম্বন্ধের শরীরও হয় লঘু (—ক্ষুদ্র)। যথা—লোহিতাদিশব্দের শক্তিবৃত্তিতে লোহিতাদি বর্ণের জ্ঞান হয়। তদনন্তর সাক্ষাৎ শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণার দ্বারা সেই লোহিতাদি বর্ণের আশ্রয়ভূত লোহিতাদি বর্ণবিশিষ্ট তেজঃ ও জল প্রভৃতি দ্রব্যের জ্ঞান হয়। এইপ্রকারে অব্যবহিত লক্ষণা অঙ্গীকারদ্বারা অর্থ নিরূপিত হওয়ায় সিদ্ধান্তপক্ষ হইতেছে বলবান্, "কারণ ব্যবহিতলক্ষণাপেক্ষা অব্যবহিতলক্ষণা স্বীকারে লাঘব হয়।" সম্বন্ধবোধক বাক্যটীর স্বপদে—লোহিতাদিশব্দ গ্রহণীয়, তাহার বাচ্য —লোহিতাদিরূপ, তাহার আশ্রয়—তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্য। ইহাই হইল সম্বন্ধলক্ষণের সমন্বয়। আর অভিধানের অভিমত অঙ্গীকার করিলে লোহিতাদিশব্দের দ্বারা লোহিতাদিবর্ণ ও সেই বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্য, উভয়কেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকারই করিতে হয় না। ফলে যে কোন প্রকারেই হউক, সিদ্ধান্তীর যুক্তি হইল বলবান্। "ভাক্তত্বাৎ চ গুণবিষয়ত্বস্য" ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ ভাষ্যকার অব্যবহিতলক্ষণা স্বীকারাত্মক এই যুক্তিটী সূচিত করিলেন (শারীরকন্যায়সংগ্রহ দ্রঃ)।

(৪) ৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। অজা প্রধান নহে, ইহা যে কেবল শাখান্তরীয় বাক্য হইতে নির্ণীত হয়, তাহা নহে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পূর্ব্বাপরবাক্যসকলের পর্য্যালোচনা হইতেও তাহাই সিদ্ধ হয়, ইহাই বলিতেছেন—তথা ইহাপি—'সেইপ্রকারেই' (৯ বাক্য) ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপক্রম্য "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্" (শ্বেঃ ১।৩) ইতি পারমেশ্বর্য্যাঃ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যাঃ বাক্যোপক্রমে অবগমাৎ; বাক্যশেষে অপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইতি, "যো যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি একঃ" (শ্বেঃ ৪।১০, ১১) ইতি চ তস্যাঃ এব অবগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নাম অজামন্ত্রেণ আম্নায়তে ইতি শক্যতে বক্তুম্।৯ প্রকরণাৎ তু সা এব দৈবী শক্তিঃ অব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রেণ আম্নায়তে ইতি উচ্যতে।১০ তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যম্ উক্তম্।১১ ॥ ১।৪।৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ

বাদিগণ বলেন, ব্রহ্ম কি জগৎকারণ ?" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "তাঁহারা ধ্যানরূপ যোগের দ্বারা পরমাত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া [তাঁহাতেই] নিজের গুণসকলের দ্বারা আবরিতা দেবাত্মশক্তিকে (—স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে অধ্যস্তা মায়া-শক্তিকে, জগৎকারণ ব্রহ্মের সহকারিণীরূপে) দর্শন করিয়াছিলেন", এই প্রকারে বাক্যের প্রারম্ভে (—গ্রন্থারম্ভে) সমস্ত জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী যে পরমেশ্বরের শক্তি, তাহার বিষয় অবগত হওয়া যায় বলিয়া; আর বাক্যশেষেও "প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে ও মায়ার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে", এইরূপে এবং "যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক যোনিতে (—জীবের উপাধিভূত বিভিন্ন অবিদ্যাশক্তিতে) অবস্থান করেন", এইরূপে তাহারই (—সেই মায়াশক্তিরই) জ্ঞান হয় বলিয়া "প্রধান" এই নামে স্বাধীন কোন প্রকৃতি অজামন্ত্রের দ্বারা পঠিত হইতেছে, ইহা বলিতে পারা যায় না।৯ [তবে কি পঠিত হইতেছে ? তাহা বলিতেছেন—] যাহার নাম ও রূপ ব্যাকৃত (—অভিব্যক্ত) হয় নাই, সেই [মায়ারূপা] দৈবী শক্তিই নাম ও রূপের প্রাগবস্থা প্রতিপাদক এই [অজা] মন্ত্রের দ্বারা পঠিত হইতেছে, ইহা কিন্তু প্রকরণ হইতে (—অজামন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে পঠিত মন্ত্রসকলের পরস্পরাকাঙ্ক্ষা হইতে) কথিত হইতেছে (৫)।১০ [কিন্তু অজাশব্দিতা মায়াশক্তির লোহিতাদিরূপবত্তা কি প্রকারে সঙ্গত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর নিজের কার্য্যবিষয়ক (—তেজঃ প্রভৃতি কার্য্যাশ্রিত, লোহিতাদি) বর্ণত্রয়ের দ্বারা তাহার (—অজাশব্দিতা মায়ার) রূপত্রয়যুক্ততা কথিত হইয়াছে।১১ ॥১।৪।৯॥

ভাবদীপিকা

(৫) এইরূপে সিদ্ধান্তপক্ষে অজাশব্দ যে পরমপ্রকৃতি মায়াশক্তির সমর্পক, এই বিষয়ে প্রকরণ-প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ১০ সংখ্যক বাক্যে প্রকরণপ্রমাণবলে অজাশব্দের অর্থ করা হইল, 'মায়া-শক্তি'। রত্নপ্রভাকার বলেন—"ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিমত। ভগবান্ সূত্রকারের মতে ছান্দোগ্যে বর্ণিত তেজঃ জল ও ক্ষিতিরূপ যে অবান্তর প্রকৃতি (ছাঃ ৬।২।৩, ৬।৪।১), তাহাই

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ তেজোঽবন্নাত্মনা ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপা অজা প্রতিপত্তুং শক্যতে? যাবতা ন তাবৎ তেজোঽবন্নেষু অজাকৃতিঃ অস্তি।১ ন চ তেজোঽবন্নানাং জাতিশ্রবণাৎ অজাতিনিমিত্তঃ অপি অজাশব্দঃ সম্ভবতি ইতি।২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—(৬) আচ্ছা, তেজঃ জল ও ক্ষিত্যাত্মক রূপত্রয়ের (—বস্তুত্রয়ের) দ্বারা কি প্রকারে অজাকে (—তেজআদি ভূতত্রয়াত্মক অবান্তর প্রকৃতিকে) রূপত্রয়-যুক্তরূপে জানিতে পারা যাইবে? যেহেতু তেজঃ, জল ও ক্ষিতিতে অজাকৃতি (—অজাত্বজাতি, ছাগত্বজাতি) বর্ত্তমান নাই। [সেইহেতু অজাশব্দটী তেজঃ জল ও ক্ষিতিতে রূঢ় নহে (৭)।১ আর তেজঃ জল ও ক্ষিতির জাতি (—জন্ম) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে বলিয়া অজাতিরূপ (—জন্মাভাবরূপ) নিমিত্তবশতঃও অজাশব্দটী [উক্ত তেজঃ প্রভৃতি অবান্তর প্রকৃতিতে] সম্ভব হয় না (৮), ইত্যাদি, [অতএব অবান্তর প্রকৃতি অজা নহে] ।২ সিদ্ধান্ত—এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া, ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

ভাবদীপিকা

অজা" (১ ভাষ্যবাক্য)। প্রকটার্থবিবরণকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার কিন্তু বলেন—অজাশব্দের অর্থরূপে মায়াশক্তির গ্রহণ ভগবান্ ভাষ্যকারের 'কৃত্বাচিন্তা'। 'কোন বস্তু তাহা নহে জানিয়াও শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য যে সেই বস্তুকে তদ্রূপে প্রতিপাদন করা', ইহাকে বলে-'কৃত্বাচিন্তা'। ন্যায়নির্ণয়কার মনে করেন—পরমা প্রকৃতি অথবা অবান্তর প্রকৃতি, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর অজাশব্দের অর্থরূপে গ্রহণ পূজ্যপাদ ভাষ্যকার ও সূত্রকার উভয়েরই সম্মত, কারণ এই বিষয়ে কোনপ্রকার মতবৈষম্য ন্যায়নির্ণয়কার প্রদর্শন করেন নাই।

(৬) এইপ্রকারে তেজঃপ্রভৃতিরূপ অবান্তর প্রকৃতি ও মায়াশক্তিরূপ পরম প্রকৃতি উভয়ই অজাশব্দের অর্থরূপে নির্ণীত হইলে, পরমা প্রকৃতিতে "ন জায়তে ইতি অজা" এইপ্রকারে অজাশব্দের যৌগিক প্রয়োগ সম্ভব হইলেও, তেজঃ প্রভৃতিরূপ অবান্তর প্রকৃতিতে অজাশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আক্ষেপকর্ত্তা বলিতেছেন—কথং পুনঃ—'আচ্ছা', তেজঃ' ইত্যাদি।

(৭) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যাহা শক্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, তাহাই রূঢ় অর্থ। যেমন ঘটপদের শক্যার্থ, 'ঘটবস্তু,' তাহার অবচ্ছেদক—'ঘটত্বজাতি'। ঘটবস্তুটী এই ঘটত্বজাতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন (—সীমাবদ্ধ) হওয়ায় ঘটপদের রূঢ় অর্থ—'ঘটবস্তু'। প্রস্তাবিতস্থলে কিন্তু তেজঃ প্রভৃতি বস্তুতে তেজস্ত্বজাতিই বর্ত্তমান আছে, অজাত্বজাতি নহে। সুতরাং অজাশব্দের রূঢ়ি বৃত্তিতে তেজঃ প্রভৃতি কিপ্রকারে গৃহিত হইবে? যদি তেজঃপ্রভৃতিতে অজাত্বজাতি থাকিত, তাহা হইলেই তাহারা অজাশব্দের দ্বারা গৃহীত হইতে পারিত। তাহা কিন্তু নাই। সেইহেতু তেজঃপ্রভৃতি অবান্তরপ্রকৃতি অজাশব্দের রূঢ় অর্থ নহে, ইহাই আক্ষেপকর্ত্তার অভিপ্রায়।

(৮) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—তেজঃ প্রভৃতির জন্ম হয় বলিয়া, 'যাহা জন্মগ্রহণ করে না, তাহা অজা, এইপ্রকার যৌগিক বৃত্তিতেও অজাশব্দটী তেজঃ জল ও পৃথিবীতে (—অবান্তর প্রকৃতিতে) প্রযুক্ত হইতে পারে না; অর্থাৎ অজাশব্দের যৌগিকার্থও তেজঃ প্রভৃতি নহে।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১।৪।১০॥

পদচ্ছেদ—কল্পনোপদেশাৎ, চ, মধ্বাদিবৎ, অবিরোধঃ।

সূত্রার্থ—চশব্দঃ—শঙ্কানিরাসার্থঃ। [তেজোঽবন্নাত্মকাবান্তরপ্রকৃতৌ ন অজাশব্দস্য অনুপপত্তিঃ। কুতঃ ?] **কল্পনোপদেশাৎ**—যথা লোকে প্রসিদ্ধাম্ অজাং ভুক্তভোগাম্ একঃ অজঃ ত্যজতি ; অন্যঃ তাম্ অনুবর্ত্ততে। এবং ত্যাগভোগয়োঃ কার্য্যকরণসংঘাতাদ্যুপাদান-ভূতায়াঃ তেজোঽবন্নাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেঃ সাম্যদ্যোতনার্থং কল্পনয়া অজাত্বস্য উপদেশাৎ। **মধ্বাদিবৎ**—যথা মধুভিন্নস্য আদিত্যস্য "অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু" (ছাঃ ৩।১।১) ইতি মধুত্বোপদেশঃ, তদ্বৎ [অজাভিন্নায়াঃ প্রকৃতেঃ অজাত্বোপদেশে] **অবিরোধ**—ন কশ্চিৎ বিরোধঃ। [তস্মাৎ ন অত্র প্রধানস্য অবকাশঃ ইতি অশব্দং প্রধানম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চশব্দটী—শঙ্কানিরাকরণের জন্য। [তেজঃ, জল ও ক্ষিতিরূপা অবান্তর প্রকৃতিতে অজাশব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। কেন নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **কল্প-নোপদেশাৎ**—যেহেতু যেমন লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ যে অজা (—ছাগী), যাহাকে ভোগ করা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে একটী ছাগ ত্যাগ করে; অন্য ছাগ কিন্তু তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে। এইপ্রকারে [ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শরীরাভিমানাদির] ত্যাগে এবং [অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শরীরাদিতে অভিমানযুক্ততারূপ]ভোগে শরীরেন্দ্রিয়াদিসংঘাতের উপাদানভূতা তেজঃ জল ও ক্ষিতি-রূপা প্রকৃতির সাদৃশ্য দ্যোতনের জন্য কল্পনাদ্বারা ছাগীত্বের উপদেশ হইয়াছে। **মধ্বাদিবৎ**—যেমন মধু হইতে ভিন্ন যে আদিত্য, "এই আদিত্যই দেবতাগণের মধু," এইরূপে তাঁহার মধুত্বের উপদেশ হইয়াছে, তদ্রূপ [ছাগী হইতে ভিন্ন যে প্রকৃতি, তাহার ছাগীত্বের উপদেশে] **অবিরোধঃ**—কোন প্রকার বিরোধ হয় নাই। [অতএব এখানে প্রধানের অবকাশ না থাকায় প্রধান বেদে প্রতিপাদিত হয় নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন অয়ম্ অজাকৃতিনিমিত্তঃ অজাশব্দঃ।১ নাপি যৌগিকঃ।২ কিং তর্হি ?৩ কল্পনোপদেশঃ অয়ম্।৪ অজারূপকক্লৃপ্তিঃ তেজোঽবন্নলক্ষণায়াঃ চরাচরযোনেঃ উপদিশ্যতে।৫ যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিৎ অজা রোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা স্যাৎ বহুবর্করা সরূপবর্করা চ, তাং চ কশ্চিৎ অজঃ জুষমাণঃ অনুশয়ীত, কশ্চিৎ চ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ছাগীরূপে কল্পিতা অবান্তর প্রকৃতিই অজা। তাহাতে অজাশব্দের গৌণ প্রয়োগ।]

এই অজাশব্দটী অজাত্ব (—ছাগত্ব) জাতিরূপ নিমিত্তবশতঃ [রূঢ়] নহে।১ আর যৌগিকও নহে।২ তবে কি ?৩ ইহা কল্পনার উপদেশ।৪ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] তেজঃ, জল ও ক্ষিতিরূপ চরাচর ভূতবর্গের যে যোনি (—পরিণামী উপাদানকারণ), অজার (—ছাগীর) সহিত তাহার সাদৃশ্যকল্পনা উপদিষ্ট হইতেছে।৫ [দৃষ্টান্তদ্বারা এই উপদেশকে স্পষ্ট করিতেছেন—] যেমন লোকমধ্যে যদৃচ্ছাবশে (—কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া কদাচিৎ) কোন ছাগী লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্টা এবং সমানবর্ণযুক্ত অনেক বর্করাযুক্ত (—শাবকযুক্ত), আর তাহাকে

শাঙ্করভাষ্যম্

এনাং ভুক্তভোগাং জহাৎ; এবম্ ইয়ম্ অপি তেজোঽবন্নলক্ষণা ভূতপ্রকৃতিঃ ত্রিবর্ণা বহু সরূপং চরাচ লক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি, অবিদুষা চ ক্ষেত্রজ্ঞেন উপভুজ্যতে, বিদুষা চ পরিত্যজ্যতে ইতি।৬ নচ ইদম্ আশঙ্কিতব্যম্ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ অনুশেতে, অন্যঃ জহাতি ইতি অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষাম্ ইষ্টঃ প্রাপ্নোতি ইতি।৭ নহি ইয়ং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপিপাদয়িষা, কিন্তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রতিপিপাদয়িষা তু এষা।৮ প্রসিদ্ধং তু ভেদম্ অনূদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদ্যতে।৯ ভেদঃ তু উপাধিনিমিত্তঃ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতঃ, ন পারমার্থিকঃ; "একঃ দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেঃ ৬।১১) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।১০ মধ্বাদিবৎ।১১ যথা আদিত্যস্য অমধুনঃ

ভাষ্যানুবাদ

ভোগ করিতে করিতে কোন ছাগ তাহার নিকট শয়ন করে (—তাহার বশীভূত হয়), আবার কোন ছাগ ভুক্তভোগা (—যাহাকে ভোগকরা হইয়া গিয়াছে, এতাদৃশ) ইহাকে ত্যাগ করে; এইপ্রকারে এই তেজঃ জল ও ক্ষিতিরূপা যে বর্ণত্রয়যুক্তা [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] ভূতসকলের প্রকৃতি (—পরিণামী উপাদানকারণ), তাহা সমানরূপ (—সমানস্বভাববিশিষ্ট) স্থাবরজঙ্গমাত্মক কার্য্যবস্তুসকলকে উৎপাদন করে, আর [তাহা] অবিদ্বান্ (—অব্রহ্মজ্ঞ) জীবকর্ত্তৃক উপভুক্তা হয়, কিন্তু বিদ্বান্ (—ব্রহ্মবিৎ) কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়।৬ আর ইহা আশঙ্কা করা উচিত নহে যে এক জীব অনুশয়ন করে ও অপর জীব ত্যাগ করে, এইহেতু অপরের (—সাংখ্যমতাবলম্বীর) অভিপ্রেত যে পারমার্থিক জীবভেদ (—বহুপুরুষবাদ), তাহার প্রাপ্তি হইতেছে, (২ ভাবদীঃ) ইত্যাদি।৭ যেহেতু ইহা জীবভেদপ্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা নহে (—শ্রুতির এইস্থলে জীবের বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে না), কিন্তু ইহা বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা।৮ [উভয় প্রতিপাদনেচ্ছাতে বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা প্রতিপাদিত হইলেও অর্থাপত্তিবলে জীবের বিভিন্নতা তো সিদ্ধই হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রাকৃত জনগণের মধ্যে] প্রসিদ্ধ [জীব-] ভেদের অনুবাদ (—উল্লেখ) করিয়া বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা [এখানে] প্রতিপাদিত হইতেছে।৯ [কিন্তু যাহা সত্য বস্তু, তাহাই তো লোকমধ্যেও প্রসিদ্ধ। তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব-] ভেদ কিন্তু মিথ্যা অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত [দেহেন্দ্রিয়াদি] উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে, তাহা পারমার্থিক নহে; "অদ্বিতীয় দেবতা সমস্ত প্রাণীতে গূঢ়রূপে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী ও সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা", ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

মধুত্বম্, বাচশ্চ অধেনোঃ ধেনুত্বম্, দ্যুলোকাদীনাং চ অনগ্নীনাম্ অগ্নিত্বম্ ইতি এবংজাতীয়কং কল্প্যতে; এবম্ ইদম্ অনজায়াঃ অজাত্বং কল্প্যতে ইত্যর্থঃ ।১২ তস্মাৎ অবিরোধঃ তেজোঽবন্নেষু অজাশব্দপ্রয়োগস্য ।১৩॥১।৪।১০॥

ইতি দ্বিতীয়ং চমসাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় (৯)।১০ [কল্পনার উপদেশবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] মধু প্রভৃতির ন্যায়।১১ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন 'যাহা [বস্তুতঃ] মধু নহে, সেই আদিত্যের মধুত্ব' (ছাঃ ৩।১), যাহা [বস্তুতঃ] ধেনু নহে, সেই বাকের (— বেদসকলের) ধেনুত্ব' (বৃঃ ৫।৮) এবং 'যাহা [বস্তুতঃ] অগ্নি নহে, সেই দ্যুলোক প্রভৃতির অগ্নিত্ব' (বৃঃ ৬।২।৯) ইত্যাদি এই জাতীয় কল্পনা করা হয়; এইরূপে যাহা [বস্তুতঃ] ছাগী নহে, তাহার এই ছাগীত্ব কল্পনা করা হইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য (১০)।১২ সেইহেতু (—এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত যুক্তিসকল নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া) তেজঃ জল ও ক্ষিতিতে অজাশব্দ প্রয়োগের বিরোধ হয় না।১৩॥১।৪।১০॥ চমসাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি" (শ্বেঃ ৪।৩) ইত্যাদি এইজাতীয় শ্রুতিসকলকেও গ্রহণ করিতে হইবে। প্রস্তাবিতস্থলে আক্ষেপের উত্তরে ইহাই বলা হইতেছে—"লোকপ্রসিদ্ধি সত্যতা বা অসত্যতাকে বিষয় করে না, এই বিষয়ে তাহা উদাসীন"। (প্রকটার্থবিবরণ) যদি অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহা সমর্থিত হয়, তাহা হইলেই তাহা সত্যতাকে সমর্পণ করে। বিচার্য্যস্থলে আত্মার একত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের বলে জীবভেদাবগাহী লোকপ্রসিদ্ধি সমর্থিত না হইয়া বাধিত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং কিপ্রকারে তাহা জীবের বিভিন্নতারূপ যথার্থ তত্ত্বকে সমর্পণ করিবে? অতএব জীবের যে বিভিন্নতা (—বহুপুরুষবাদ), তাহা যথার্থ নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। তবে যে প্রাকৃতজনগণের মধ্যে জীবের বিভিন্নতা প্রতীত হয়, তাহা মিথ্যাজ্ঞানকৃত উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ। বিবেকীর দৃষ্টিতে তাহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বেরই জ্ঞান হয়, প্রধানের প্রত্যভিজ্ঞা নহে। পূর্ব্বপক্ষী যে বহুপুরুষবাদসূচক লিঙ্গপ্রমাণের বলে প্রধানের প্রত্যভিজ্ঞার কথা বলিয়াছিলেন (২ ভাবদীঃ), এইরূপে তাহা বিঘটিত হইয়া পড়িল।

(১০) পূর্ব্বপক্ষী যৌগিকার্থ গ্রহণদ্বারা সমাখ্যাপ্রমাণবলে অজাশব্দের প্রধানরূপ অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন (১।৪।৮ সূঃ ৭ বাক্য এবং ২ ভাবদীঃ)। সিদ্ধান্তী এখানে "রূঢ়ার্থানপেক্ষণাৎ যোগাৎ রূঢ়ার্থাশ্রিতগুণলক্ষণায়াঃ বলীয়স্ত্বাৎ"—'রূঢ়ার্থকে অপেক্ষা করে না যে যৌগিকার্থ, তদপেক্ষা রূঢ়ার্থকে আশ্রয় করে যে গুণলক্ষণা (—গৌণী বৃত্তি), তাহা বলবান্', এই ন্যায়বলে সেই যৌগিকার্থকে বাধিত করিলেন। কিপ্রকারে? বলিতেছি—যাহা বস্তুতঃ মধু নহে, সেই

ভাবদীপিকা

আদিত্যে মধুত্বের ন্যায়,' যে তেজঃ প্রভৃতি অবান্তর প্রকৃতি বস্তুতঃ ছাগী (—অজা) নহে, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা যাহাতে অনায়াসে বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়, তাহা প্রদর্শনের জন্য শ্রুতি তাহাকে ছাগীরূপে এবং বদ্ধ ও মুক্ত জীবকে ছাগরূপে কল্পনা করতঃ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রুতি এখানে কল্পনার উপদেশ করিতেছেন, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, অন্যথা "অজাম্ একাম্" "অজোহ্যেকঃ" "অজঃ অন্যঃ" ইত্যাদিস্থলে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গের ও কোথাও পুংলিঙ্গের নির্দ্দেশ তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়িবে। যাহাহউক, যে মানবক (—বালক) বস্তুতঃ সিংহ নহে, "সিংহঃ মানবকঃ" ইত্যাদিস্থলে সেই মানবকে সিংহশব্দের গৌণপ্রয়োগের ন্যায়, যে অবান্তর প্রকৃতি বস্তুতঃ ছাগী নহে, তাহাকে ছাগীরূপে কল্পনাকরতঃ শ্রুতি তাহাতে ছাগীশব্দের (—অজাশব্দের) গৌণ প্রয়োগ করিতেছেন। মানবকে বিদ্যমান শৌর্য্যাদি গুণই যেমন সেইস্থলে সিংহশব্দের গৌণ প্রয়োগের হেতু; প্রসিদ্ধ ছাগীতে যে প্রকার থাকে, তেজঃ প্রভৃতি অবান্তর প্রকৃতিতে সেইপ্রকার লোহিতাদি বর্ণের বিদ্যমানতাই তাহাতে ছাগী (—অজা) শব্দের গৌণ প্রয়োগের হেতু। অতএব প্রস্তাবিতস্থলে অজাশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে, যৌগিক প্রয়োগ নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। আর গৌণপ্রয়োগস্থলে শব্দের রূঢ়িবৃত্তি গৃহীতই হইয়া থাকে ["গুণবৃত্তৌ হি রূঢ়িরাশ্রিতা ভবতি"—রত্নপ্রভা], কারণ সেইস্থলে রূঢ় অর্থেই শব্দটী প্রযুক্ত হয়। যেমন "সিংহঃ মানবকঃ" স্থলে সিংহশব্দের রূঢ় অর্থ যে সিংহ বস্তু, তদ্বিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকেই, অন্যথা সিংহনিষ্ঠ শৌর্য্যাদির জ্ঞান মানবকে প্রতিভাত হইতে পারিত না। সিংহনিষ্ঠ কেশরাদিমত্ত্বাও যে মানবকে প্রতিভাত হয় না, তাহার হেতু মানবক ও সিংহ, এই পদার্থদ্বয়ের ভেদজ্ঞান। এইপ্রকার ভেদ-জ্ঞানবশতঃই গৌণীবৃত্তির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে (১।১।৪ সূঃ ২ বর্ণক, ১৮৮ বাক্য)। যাহাহউক্ ইহা অন্য কথা। এইরূপে দেখা যাইতেছে—গৌণীবৃত্তিস্থলেও কোন না কোন প্রকারে রূঢ়িবৃত্তি গৃহীতই হইয়া থাকে। আবার "যোগাৎ রূঢ়ির্বলীয়সী, সমুদায়প্রসিদ্ধিত্যাগেন অবয়বপ্রসিদ্ধ্যা-শ্রয়ণস্য অযুক্তত্বাৎ"—'যৌগিকবৃত্তি অপেক্ষা রূঢ়িবৃত্তি বলবতী, কারণ সমুদায় প্রসিদ্ধিকে (—শব্দের শ্রবণমাত্রেই প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিচার না করিয়া যে অর্থ ঝটিতি বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়, তাহাকে) ত্যাগ করিয়া অবয়বপ্রসিদ্ধির (—প্রকৃতি, প্রত্যয় ও সমাসাদির বিচার করিয়া যে অর্থের বোধ হয়, তাহার) গ্রহণ অসঙ্গত', এই ন্যায়বলে রূঢ় অর্থ যৌগিকার্থাপেক্ষ বলবান্। সেইহেতু শ্রৌত অজাশব্দের ছাগীরূপ রূঢ় অর্থকে আশ্রয় করিতেছে যে অবান্তর প্রকৃতিতে অজাশব্দের গৌণ প্রয়োগ, তাহা পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত রূঢ়ার্থানপেক্ষ যে অজাশব্দের প্রধানরূপ যৌগিকার্থ, তাহাকে বাধিত করিল। এইরূপে 'সন্নিকৃষ্টলক্ষণার বলবত্তা' (৩ ভাবদীঃ) বহুপুরুষবাদসূচক লিঙ্গপ্রমাণের বিঘটক যুক্তি (৯ ভাবদীঃ) এবং রূঢ্যাশ্রিত গৌণীবৃত্তির বলবত্তা (১০ ভাবদীঃ) এই সকলের বলে পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত যুক্তিসকল (২ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হওয়ায় এই শ্রৌত অজাশব্দের অর্থ হইল—মায়ারূপা পরমা প্রকৃতি (৫ ভাবদীঃ), অথবা তেজঃ প্রভৃতিরূপা অবান্তর প্রকৃতি; কিন্তু সাংখ্যসম্মত প্রধান নহে। ফলে প্রধান বেদসিদ্ধ নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।

চমসাধিকরণ সমাপ্ত

৩। সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ [১১-১৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৭ বাক্যে পঠিত 'পঞ্চজন' শব্দে প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন ও অন্নই গ্রহণীয়, সাংখ্যোক্ত 'পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব' নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে তত্ত্ববিদ্যার প্রকরণে পঠিত 'অজা' এই শব্দের দ্বারা লোকপ্রসিদ্ধ ছাগী গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া যেমন ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পঠিত তেজঃ প্রভৃতি অবান্তরপ্রকৃতিকে অজারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ তত্ত্ববিদ্যার প্রকরণে পঠিত "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" (বৃঃ ৪।৪।১৭) এই মন্ত্রে শ্রুত পঞ্চজনশব্দের দ্বারা লোকপ্রসিদ্ধ 'পঞ্চমনুষ্যের' গ্রহণ সঙ্গত নহে বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদ ও অধ্যায়সঙ্গতি—'পঞ্চজন' শব্দের অর্থনিরূপণদ্বারা সাংখ্যসম্মত প্রধানাদি তত্ত্বসকলের অবৈদিকত্ব প্রতিপাদনকরতঃ ব্রহ্মেই বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি ও মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

পঞ্চপঞ্চজনাঃ সাংখ্যতত্ত্বান্যাহো শ্রুতীরিতাঃ।
প্রাণাদ্যাঃ সাংখ্যতত্ত্বানি পঞ্চবিংশতিভাসনাৎ॥
ন পঞ্চবিংশতের্ভানমাত্মাকাশাতিরেকতঃ।
সংজ্ঞা পঞ্চজনেত্যেষা প্রাণাদ্যাঃ সংজ্ঞিনঃ শ্রুতাঃ॥

অন্বয়—"পঞ্চপঞ্চজনাঃ" সাংখ্যতত্ত্বানি, আহো শ্রুতিরিতাঃ প্রাণাদ্যাঃ? পঞ্চবিংশতিভাসনাৎ সাংখ্যতত্ত্বানি। আত্মাকাশাতিরেকতঃ ন পঞ্চবিংশতেঃ ভানম্। পঞ্চজনা ইতি এষা সংজ্ঞা; প্রাণাদ্যাঃ সংজ্ঞিনঃ শ্রুতাঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে 'যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ' (বৃঃ ৪।৪।১৭) ইত্যাদি। 'পঞ্চজনশব্দঃ' অত্র বিষয়ঃ। যোগরূঢ্যবিনিগমনাৎ অত্র ভবতি সংশয়ঃ—] "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" [ইতি প্রোক্তাঃ পদার্থাঃ কিং যৌগিকবৃত্ত্যা 'পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্টানি তত্ত্বপঞ্চকানি' ইতি এবম্প্রকারেণ পঞ্চবিংশতিসংখ্যকানি] সাংখ্যতত্ত্বানি, আহো [রূঢ্যা] শ্রুতীরিতাঃ প্রাণাদ্যাঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[পঞ্চ পঞ্চ ইতি শব্দদ্বয়ং শ্রূয়তে। তত্র একেন পঞ্চশব্দেন তত্ত্বগতা পঞ্চসংখ্যা বিবক্ষিতা, দ্বিতীয়েন পঞ্চসংখ্যাবিষয়া অপরা পঞ্চসংখ্যা বিবক্ষিতা। তথাচ 'পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্টানি তত্ত্বপঞ্চকানি' ইতি উক্তং ভবতি। ততশ্চ পঞ্চভিঃ পঞ্চকৈঃ] পঞ্চবিশতিভাসনাৎ [পঞ্চ পঞ্চজনাঃ] সাংখ্যতত্ত্বানি [ভবন্তি]।

সিদ্ধান্ত—[যদ্যপি পঞ্চসংখ্যাবিষয়া অপরা পঞ্চসংখ্যা শ্রূয়তে, তথাপি ন পঞ্চবিংশতিঃ ইয়ং ভবিতুং শক্নোতি, "তমেব মন্যে আত্মানম্" (বৃঃ ৪।৪।১৭) ইতি পঞ্চবিংশতিসংখ্যানাং তত্ত্বানাম্ আশ্রয়ত্বেন আত্মনঃ অবভাসনাৎ। নহি অয়ম্ আশ্রয়স্বরূপঃ আত্মা পঞ্চবিংশত্যন্তঃপাতী। তথাচ সতি 'একস্যৈব আধেয়ত্বম্ আধারত্বং চ' ইতি বিরোধপ্রসঙ্গাৎ। তথা আকাশঃ অপি অপরঃ শ্রূয়তে। ন চ তস্যাপি পঞ্চবিংশত্যন্তঃপাতিত্বম্, "আকাশশ্চ" (ঐ) ইতি পৃথগ্ নির্দ্দেশসমুচ্চয়য়োঃ বিধানাৎ। অতঃ] আত্মাকাশাতিরেকতঃ ন [অত্র] পঞ্চবিংশতেঃ ভানং [ভবতি। অপিতু আত্মাকাশাভ্যাং সহ সপ্তবিংশতিসম্পত্তেঃ ন সাংখ্যতত্ত্বানাম্ অত্র অবকাশঃ।

কস্তর্হি বাক্যার্থঃ ? উচ্যতে—"দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" (পাঃ সূঃ ২।১।৫০) ইতি সমাসবিধানাৎ] পঞ্চজনা ইতি এষা সংজ্ঞা [ভবতি। "প্রাণস্য প্রাণম্" (বৃঃ ৪।৪।১৮) ইত্যাদি বাক্যশেষে] প্রাণাদ্যাঃ সংজ্ঞিনঃ শ্রুতাঃ। [অতঃ পঞ্চজনসংজ্ঞকাঃ পদার্থাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ ইতি অত্র উক্তং ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে পঠিত হইতেছে— "পাঁচটী পঞ্চজন এবং আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত", ইত্যাদি। 'পঞ্চজন' শব্দটী এখানে বিষয়। যৌগিকবৃত্তি ও রূঢ়িবৃত্তির মধ্যে বিনিগমনা না হওয়ায় (—দুইটীর মধ্যে কোনটী গ্রহণীয়, তাহা নির্ণীত না হওয়ায়) এখানে সংশয় হইতেছে—] "পাঁচটী পঞ্চজন" [এইপ্রকারে বর্ণিত পদার্থসকল কি যৌগিকবৃত্তিবলে 'পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট তত্ত্বপঞ্চক' এইপ্রকারে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক] সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসকল হইবে, অথবা [রূঢ়িবৃত্তিবলে] শ্রুতিতে বর্ণিত প্রাণ প্রভৃতি হইবে ?

পূর্ব্বপক্ষ—['পঞ্চ পঞ্চ' এইপ্রকারে দুইটী শব্দ শ্রুত হইতেছে। তন্মধ্যে একটী পঞ্চ-শব্দের দ্বারা তত্ত্বগত পঞ্চসংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টীর দ্বারা পঞ্চসংখ্যাবিষয়ক অপর পঞ্চসংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে। এইপ্রকারে "পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট তত্ত্বপঞ্চক", ইহাই কথিত হইতেছে। আর তাহার ফলে পাঁচটী পঞ্চকের দ্বারা] পঞ্চবিংশতি সংখ্যার জ্ঞান হয় বলিয়া [সেই পঞ্চজন হইবে] সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসকল।

সিদ্ধান্ত—[যদিও পঞ্চসংখ্যাবিষয়ক অপর পঞ্চসংখ্যা শ্রুত হইতেছে, তথাপি ইহা পঞ্চবিংশতি হইতে পারে না, কারণ "সেই আত্মাকেই [ব্রহ্ম] মনে করি", এইপ্রকারে পঞ্চবিংশতিসংখ্যাযুক্ত তত্ত্বসকলের আশ্রয়রূপে আত্মার জ্ঞান হইতেছে। আর এই আশ্রয়স্বরূপ আত্মা পঞ্চবিংশতিসংখ্যার অন্তর্গত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে একই বস্তুর আধেয় হওয়া ও আধার হওয়ারূপ বিরোধ হইয়া পড়িবে। এইরূপে আকাশ নামক অপর পদার্থও শ্রুত হইতেছে। আর তাহাও পঞ্চবিংশতিসংখ্যার অন্তর্গত হইতে পারে না, কারণ "আকাশশ্চ" এই প্রকারে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ এবং সমুচ্চয়ের বিধান আছে। অতএব] আত্মা ও আকাশ অতিরিক্ত থাকিতেছে বলিয়া এখানে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার জ্ঞান হইতেছে না। [উপরন্তু আত্মা ও আকাশের সহিত সপ্তবিংশতি সংখ্যার প্রাপ্তি হইয়া পড়িতেছে বলিয়া সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসকলের এখানে অবকাশ নাই। আচ্ছা, তাহা হইলে বাক্যটীর অর্থ কি ? তাহা বলা হইতেছে,—কোন বস্তুর সংজ্ঞা (— নাম) বুঝাইলে পরবর্ত্তী সুবন্তপদের সহিত দিগ্‌বাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দসকলের সমাস হয়", এই প্রকারে সমাস বিহিত হইয়াছে বলিয়া] এই যে পঞ্চজনা, ইহা সংজ্ঞা (—কোন বস্তুর নাম। "প্রাণের প্রাণ" ইত্যাদি বাক্যশেষে] প্রাণপ্রভৃতি সংজ্ঞীসকল শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [এইহেতু 'পঞ্চজন' নামক পদার্থ সকল সংখ্যাতে পাঁচটী, ইহাই এখানে কথিত হইতেছে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥১।৪।১১॥

পদচ্ছেদ—ন, সংখ্যোপসংগ্রহাৎ, অপি, নানাভাবাৎ, অতিরেকাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে, "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" (বৃঃ ৪।৪।১৭)

ইত্যাদি। তত্র পঞ্চজনশব্দেন কিং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি উচ্যন্তে, উত বাক্যশেষগতাঃ প্রাণাদয়ঃ ইতি সংশয়ে, তত্ত্বানি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অস্মিন্ মন্ত্রে] **সংখ্যোপসংগ্রহাৎ অপি**—শ্রূয়মাণয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধপঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাম্ উপসংগ্রহাৎ অপি—স্বীকারাৎ অপি, **ন**—ন প্রধানস্য শ্রুতিপ্রতিপাদ্যত্বম্। [কুতঃ ?] **নানাভাবাৎ**—তেষাং সাংখ্যাভিমতপঞ্চবিংশতিসংখ্যকধর্ম্মিণাং একপঞ্চকপর্য্যাপ্তান্যপঞ্চকব্যাবৃত্তধর্ম্মবত্ত্বাভাবেন নানাত্বাৎ। [তথাচ 'গোপঞ্চকম্' 'ব্রাহ্মণপঞ্চকম্' ইত্যত্র যথা একপঞ্চকপর্য্যাপ্তান্যপঞ্চকব্যাবৃত্ত-গোত্বব্রাহ্মণত্বরূপানুগতধর্ম্মবত্তা বিদ্যতে, প্রকৃতে তাদৃশধর্ম্মবত্তাভাবেন পঞ্চসংখ্যাকং যৎ পঞ্চত্বং, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং তদাশ্রয়ত্বানুপপত্ত্যা "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি শব্দেন ন বোধয়িতুং শক্যতে। পরন্তু তত্ত্বানি বহূনি ইতি এতাবন্মাত্রং বোধ্যতে ইতি ভাবঃ। নানাত্বেঽপি কথঞ্চিৎ পঞ্চবিংশতিসংখ্যাপ্রতিপাদকত্বাঙ্গীকারে বাধকান্তরম্ আহ—] **অতিরেকাৎ চ**—কিঞ্চ অস্মিন্ মন্ত্রে শ্রূয়মাণয়োঃ আত্মাকাশয়োঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতিরিক্তত্বাৎ [সপ্তবিংশতিতত্ত্বপ্রাপ্তৌ সাংখ্যানাম্ অপসিদ্ধান্তাপাতঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ ন অত্র প্রধানাদিতত্ত্বগ্রহণম্ উচিতম্]।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে পঠিত হইতেছে—"পাঁচটী পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত", ইত্যাদি। সেই স্থলে পঞ্চজনশব্দের দ্বারা কি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসকল কথিত হইতেছে, অথবা বাক্যশেষগত প্রাণ প্রভৃতি কথিত হইতেছে, এইপ্রকার সংশয় হইলে, তত্ত্বসকল কথিত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এই মন্ত্রে] **সংখ্যোপসংগ্রহাৎ অপি**—শ্রূয়মাণ পঞ্চবিংশতিসংখ্যার দ্বারা সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে স্বীকার করিলেও, **ন**—প্রধান শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে। [তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **নানাভাবাৎ**—যেহেতু সাংখ্যগণের অভিমত পঞ্চবিংশতিসংখ্যক ধর্ম্মিসকলের এক পঞ্চকে পরিসমাপ্ত ও অন্য পঞ্চক হইতে ব্যাবৃত্ত (—যাহা এক পঞ্চকে বিদ্যমান থাকে ও অন্য পঞ্চকে থাকে না, এই প্রকার) ধর্ম্মবিশিষ্টতা নাই বলিয়া তাহারা বিভিন্ন। [তাহা এইপ্রকার—'পাঁচটী গো' 'পাঁচটী ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি স্থলে যেমন এক পঞ্চকে পরিসমাপ্ত ও অন্যপঞ্চক হইতে ব্যাবৃত্ত 'গোত্ব' ও ব্রাহ্মণত্বরূপ অনুগত ধর্ম্মবিশিষ্টতা বিদ্যমান আছে, প্রস্তাবিতস্থলে তাদৃশ ধর্ম্মবিশিষ্টতা না থাকায় পঞ্চসংখ্যাযুক্ত যে পঞ্চত্ব, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের তদাশ্রিত হওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া (—পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব উক্ত পাঁচটী পঞ্চকের অন্তর্গত হইতে পারে না বলিয়া (১) "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই শব্দের দ্বারা [পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে] বোধ করাইতে পারা যায় না। পরন্তু 'তত্ত্বসকল বহু', মাত্র এইটুকু বোধ করায়, ইহাই ভাব। তত্ত্বসকল বহু হইলেও কোন প্রকারে পঞ্চবিংশতি-সংখ্যাকে প্রতিপাদন করে, ইহা অঙ্গীকার করিলে সেই বিষয়ে অন্য প্রতিবন্ধকের কথা বলিতেছেন—] **অতিরেকাৎ চ**—আর এই মন্ত্রে শ্রুত হইতেছে যে আত্মা ও আকাশ, তাহারা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের অতিরিক্ত হয় বলিয়া [সপ্তবিংশতিতত্ত্বের প্রাপ্তি হইলে সাংখ্য-মতাবলম্বিগণের পক্ষে অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব। সেইহেতু এখানে প্রধানাদি তত্ত্বের গ্রহণ উচিত নহে]।

ভাবদীপিকা

(১) সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রা এবং পঞ্চ স্থূলভূত—এই ২৫টী পদার্থকে **পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব** বলে। পাঁচটী পদার্থের এক

শাঙ্করভাষ্যম.

এবং পরিহৃতে অপি অজামন্ত্রে পুনঃ অন্যস্মাৎ মন্ত্রাৎ সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে।১ "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্" (বৃঃ ৪।৪।১৭) ইতি।২ অস্মিন্ মন্ত্রে 'পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়া অপরা পঞ্চসংখ্যা শ্রূয়তে, পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ।৩ তে এতে পঞ্চপঞ্চকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে।৪ তথা পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবন্তঃ সংখ্যেয়া আকাজ্ক্ষ্যন্তে, তাবন্তি এব চ তত্ত্বানি সাংখ্যৈঃ সংখ্যায়ন্তে—"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" (সাং কাঃ ৩) ইতি।৫ তয়া শ্রুতিসিদ্ধয়া

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি ও বিষয়বাক্য। পূঃ—সংখ্যার দ্বারা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বরূপ সংখ্যেয়ের প্রতীতিবশতঃ প্রধানাদির বৈদিকত্ব সিদ্ধি।]

এইরূপে অজামন্ত্রে [সাংখ্যমতবাদ] পরিহৃত হইলেও পুনরায় অন্য মন্ত্র হইতে (—অন্য মন্ত্রাবলম্বনে) সাংখ্যমতাবলম্বী বিরোধ করিতেছেন।১ [সেই মন্ত্রটী এই—] "যাঁহাতে পাঁচটী পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম মনে করি, [তাঁহাকে] অবগত হইয়া [আমি] অমৃতস্বরূপ হইয়াছি।২ [পূর্ব্বপক্ষ —] এই মন্ত্রে 'পাঁচটী পঞ্চজন', এইরূপে পঞ্চসংখ্যার বিষয়রূপে অন্য পঞ্চসংখ্যা শ্রুত হইতেছে, যেহেতু দুইটী পঞ্চশব্দ পরিদৃষ্ট হইতেছে।৩ সেই এই পাঁচটী পঞ্চক (৫×৫) পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকে সম্পাদন করিতেছে।৪ এইরূপে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার দ্বারা যতগুলি সংখ্যেয় বস্তু আকাঙ্ক্ষিত হয়, ততগুলি তত্ত্বই সাংখ্যমতাবলম্বিগণকর্ত্তৃক পরিগণিত হয়, যথা—"মূল প্রকৃতি (—প্রধান) কাহারও বিকৃতি (—কার্য্য) নহে, মহৎ প্রভৃতি (—মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা, এই) সাতটী প্রকৃতি-বিকৃতি, আর [পাঁচটী স্থূল ভূত ও একাদশটী ইন্দ্রিয়, এই] ষোলটী বিকার (—কার্য্য বস্তু),

ভাবদীপিকা

একটী সমষ্টিকে বলে—'পঞ্চক'। উক্ত পঞ্চবিংশতি পদার্থের চারিটী পঞ্চকে যথাক্রমে জ্ঞানকরণত্ব, কর্ম্মকরণত্ব, স্থূলভূতপ্রকৃতিত্ব ও তন্মাত্রপ্রকৃতিকত্বরূপ চারিটী অনুগতধর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও, অবশিষ্ট প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার ও মন, এই পাঁচটীতে কোনপ্রকার অনুগত ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, কারণ পুরুষভিন্ন তাহাদের প্রত্যেকের গুণ ও ক্রিয়া বিভিন্ন এবং পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ফলে স্বরূপতঃ বিভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত হওয়ায় একটী অনুগতধর্ম্মযুক্তরূপে তাহারা একটী পঞ্চকের অন্তর্গত হইতে পারে না। প্রকৃতিকে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণরূপে গ্রহণকরতঃ মহৎ ও অহঙ্কারকে তাহাদের সহিত একত্রিত করিয়া একটী পঞ্চক হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তন্মাত্রা প্রভৃতি হইতে ব্যাবৃত স্বানুগত কোন ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর পুরুষ ও মন তো সম্পূর্ণ পৃথগ্ভাবেই থাকিয়া যায়। ফলে পাঁচটী পঞ্চকের পূর্ত্তি না হওয়ায় পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের প্রাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাম্ উপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং পুনঃ শ্রুতিমত্ত্বম্ এব প্রধানাদীনাম্।৬ ততঃ ব্রূমঃ—ন সংখ্যোপসংগ্রহাৎ অপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্ত্বং প্রত্যাশা কর্ত্তব্যা।৭ কস্মাৎ?৮ নানাভাবাৎ।৯ নানা হি এতানি পঞ্চবিংশতিঃ তত্ত্বানি।১০ ন এষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণঃ ধর্ম্মঃ অস্তি, যেন পঞ্চবিংশতেঃ অন্তরালে পরাঃ পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাঃ নিবিশেরন্।১১ নহি একনিবন্ধনম্ অন্তরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সংখ্যাঃ নিবিশন্তে।১২ অথ উচ্যেত—পঞ্চবিংশতিসংখ্যা এব ইয়ম্

ভাষ্যানুবাদ

পুরুষ প্রকৃতি বা বিকৃতি (—কারণ বা কার্য্য) কিছুই নহে,” ইত্যাদি।৫ শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই পঞ্চবিংশতি সংখ্যার দ্বারা সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ সেই পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক তত্ত্বসকলের উপসংগ্রহ (—স্বীকৃতি, প্রতীতি, প্রত্যভিজ্ঞা) হইতেছে বলিয়া প্রধান প্রভৃতির বৈদিকত্ব পুনরায় সিদ্ধ হইতেছে।৬

[সিঃ—“নানাভাবাৎ” এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা। পঞ্চকসকলে অনুগত ধর্ম্মের অভাববশতঃ সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।]

সিদ্ধান্ত—সেইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ হয় বলিয়া) আমরা বলিতেছি—সংখ্যার উপসংগ্রহ (—পঞ্চবিংশতিসংখ্যার প্রতীতি) হইলেও প্রধান প্রভৃতির বেদপ্রতিপাদ্যতা আশা করা কর্ত্তব্য নহে।৭ তাহাতে হেতু কি? (—শ্রুতিই স্মৃতির মূল হওয়ায় শ্রুত্যুক্ত সংখ্যার সংখ্যেয় পদার্থ স্মৃতি কেন সমর্পণ করিবে না)?৮ তদুত্তরে বলিতেছেন—] “নানাভাবাৎ”।৯ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসকল নানাপ্রকার।১০ [কিন্তু নানাত্বই তো আমাদেরও অভিপ্রেত। তদুত্তরে স্বাভিপ্রেত নানাত্ব কি, তাহা বলিতেছেন—] ইহাদের পাঁচ পাঁচটীতে (—প্রত্যেক পাঁচটীর সমষ্টিতে, কোন] সাধারণ ধর্ম্ম নাই, যাহার দ্বারা পঞ্চবিংশতি সংখ্যার মধ্যে অপর পাঁচ পাঁচটী সংখ্যা (—পাঁচটী পঞ্চক) সন্নিবিষ্ট হইবে।১১ যেহেতু একটী নিবন্ধন (—সাধারণধর্ম্মরূপ প্রযোজক কারণ) ব্যতিরেকে বিভিন্ন ভূতসকলে দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হয় না (২)।১২

ভাবদীপিকা

(২) যাহা একস্থলে বিদ্যমান থাকে, অন্যস্থলে থাকে না, এইপ্রকার সাধারণ ধর্ম্ম যদি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই অবান্তর সংখ্যাসকল মহাসংখ্যার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যেমন “দ্বৌ অশ্বিনৌ সপ্তর্ষয়ঃ অষ্টৌ বসবশ্চ ইতি সপ্তদশ”—‘দুইজন অশ্বিনীকুমার, সাতজন ঋষি ও আটজন বসু, ইহারা মিলিত হইয়া হন সতের জন’, এইস্থলে একত্র বিদ্যমান, কিন্তু অন্যত্র অবিদ্যমান যে ‘অশ্বিত্ব’ ‘ঋষিত্ব’ ও ‘বসুত্বরূপ’ ধর্ম্মসকল, প্রযোজক কারণরূপে ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া দ্বিত্বাদি সংখ্যা সপ্তদশসংখ্যার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রস্তাবিতস্থলে এইপ্রকার সাধারণ

শাঙ্করভাষ্যম্

অবয়বদ্বারেণ লক্ষ্যতে, যথা—"পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ" ইতি দ্বাদশবার্ষিকীম্ অনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি, তদ্বৎ ইতি।১৩ তদপি ন উপপদ্যতে।১৪ অয়ম্ এব অস্মিন্ পক্ষে দোষঃ যৎ লক্ষণা আশ্রয়ণীয়া স্যাৎ।১৫ পরশ্চ অত্র পঞ্চশব্দঃ জনশব্দেন সমস্তঃ 'পঞ্চজনাঃ' ইতি, ভাষিকেন* স্বরেণ একপদত্বনিশ্চয়াৎ।১৬ প্রয়োগান্তরে চ "পঞ্চানাং ত্বা পঞ্চজনানাম্" (তৈঃ সং ১।৬।১।২) ইতি এক-

*পারিভাষিকেন—ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থের গ্রহণ সম্ভব হইলে লক্ষণাবৃত্তিবলে পঞ্চবিংশতিসংখ্যার প্রাপ্তি অসঙ্গত]

আর যদি বলা হয়—এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যাই [পঞ্চসংখ্যারূপ স্বীয়] অবয়বদ্বারা লক্ষিত হইতেছে, যথা—"শতক্রতু (—ইন্দ্র) পাঁচ বৎসর ও সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই", এইরূপে [পৌরাণিকগণ ৭+৫=] দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির কথা বলেন, তাহার ন্যায় এখানেও হইবে, (—দুইটী পঞ্চসংখ্যারূপ অবান্তর সংখ্যার দ্বারা পঞ্চবিংশতিরূপ মহাসংখ্যা লক্ষিত হইবে), ইত্যাদি।১৩ [তদুত্তরে বলিব—] তাহাও সঙ্গত হইতেছে না।১৪ এই পক্ষে ইহাই দোষ হয় যে লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হয় (৩)।১৫

[সিঃ—'পঞ্চজনাঃ' পদটী সমাসযুক্ত একপদ হওয়ায় পঞ্চশব্দদ্বয়ের অভাববশতঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যার অপ্রতীতি।]

['পঞ্চজন' শব্দটী সমাসযুক্ত নহে, ইহা অঙ্গীকারকরতঃ পঞ্চশব্দদ্বয়কে গ্রহণ করিলেও পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা বলা হইল। এক্ষণে পঞ্চজনশব্দটী সমস্তপদ, ফলে পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা বলিতেছেন—] আর এক কথা, এখানে পঞ্চশব্দটী 'পঞ্চজনাঃ' এইরূপে জনশব্দের

ভাবদীপিকা

ধর্ম্মকে প্রাপ্ত পাওয়া যাইতেছে না (১ ভাবদীঃ), সেইহেতু এই অবান্তর সংখ্যাসকল পঞ্চবিংশতিরূপ মহাসংখ্যার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে না।

(৩) এইস্থলে লক্ষণা এইপ্রকার—উক্ত দৃষ্টান্তে পঞ্চ ও সপ্ত সংখ্যা মিলিত হইয়া হয় দ্বাদশ সংখ্যা। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ উভয় পঞ্চ সংখ্যা মিলিত হইয়া দশ সংখ্যা হওয়া উচিত, পঞ্চবিংশতি নহে। শেষোক্ত সংখ্যাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে উক্ত পঞ্চশব্দদ্বয়ের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ দশসংখ্যাকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। অথবা দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয়ত্রই লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তে শ্রুত যে পঞ্চ ও সপ্ত শব্দ, তাহাদের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ পঞ্চ ও সপ্ত সংখ্যা, দ্বাদশ সংখ্যা নহে। সেইহেতু এই শেষোক্ত সংখ্যাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে যেমন লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ পঞ্চত্বসংখ্যার বাচক পঞ্চশব্দদ্বয়ের লক্ষণাবৃত্তির বলে পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। পঞ্চশব্দের পঞ্চত্বসংখ্যারূপ শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থের গ্রহণ সম্ভব হইলে উক্তরূপে লক্ষণা অঙ্গীকার অসঙ্গত, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

পটত্বৈকস্বর্যৈ্যকবিভক্তিকত্বাবগমাৎ।১৭ সমস্তত্বাৎ চ ন বীপ্সা 'পঞ্চ পঞ্চ' ইতি।১৮ নচ পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং 'পঞ্চ পঞ্চ' ইতি।১৯ নচ পঞ্চসংখ্যায়াঃ একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যয়া পরয়া বিশেষণং 'পঞ্চ পঞ্চকা' ইতি, উপসর্জ্জনস্য বিশেষণেন অসংযোগাৎ।২০ নন্ু আপন্নপঞ্চ-

ভাষ্যানুবাদ

সহিত সমাসযুক্ত, যেহেতু ভাষিক স্বরের (৪) দ্বারা ইহা যে একটী পদ, ইহা নিশ্চিত হয় (৫)।১৬ [তৈত্তিরীয়কের প্রয়োগ হইতে স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন—] আর ["হে আজ্য, আমি স্বীয় শরীরের অবিকলতার জন্য তোমাকে] পাঁচটী পঞ্চজন নামক দেবতাবিশেষের জন্য গ্রহণ করিতেছি", এইরূপে অন্য প্রয়োগে ['পঞ্চ' ও 'জন' এই শব্দদ্বয়ের] একপদতা, একস্বরবিশিষ্টতা ও একই বিভক্তিযুক্ততা অবগত হওয়া যায় বলিয়া 'প্রস্তাবিত পঞ্চজনাঃ পদটী সমাসযুক্ত একটী পদ, ইহাই নির্ণীত হয়'।১৭ [তাহাতে ফল কি হয়, তাহা বলিতেছেন—] আর ['পঞ্চজনাঃ' পদটী] সমাসযুক্ত হওয়ায় [তাহাকে বিভক্ত করিয়া] 'পঞ্চ' 'পঞ্চ' এইরূপে তাহার বীপ্সা (—আবৃত্তি) হয় না।১৮ আর [তাহার ফলে] 'পঞ্চ পঞ্চ' এইরূপে দুইটী পঞ্চকের গ্রহণ হয় না ; [ফলে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার প্রতীতিও হয় না]।১৯

[সিঃ –উভয় পঞ্চত্বের পরস্পরের মধ্যে, জনশব্দের সহিত উভয় পঞ্চত্বের এবং পঞ্চত্ববিশিষ্ট জনের সহিত পঞ্চত্বের অন্বয়াভাববশতঃ পঞ্চবিংশতিত্বের অপ্রতীতি।]

[পুনরায় অসমাসপক্ষ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—] আর একটী পঞ্চসংখ্যাকে অপর পঞ্চসংখ্যাদ্বারা 'পাঁচটী পঞ্চক' এইরূপে বিশেষিত (—অন্বিত) করিতে পারা যায় না (পঞ্চশব্দদ্বয়ের অর্থ যে দুইটী পঞ্চত্ব, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্বয় করিতে পারা যায় না), কারণ যাহা উপসর্জ্জন, তাহার অন্য বিশেষণের

ভাবদীপিকা

(৪) ন্যায়নির্ণয়কার ও রত্নপ্রভাকার প্রভৃতি বলেন—শতপথব্রাহ্মণের (—বাজসনেয় ব্রাহ্মণের) স্বরবিধায়ক গ্রন্থের নাম 'ভাষিক'। অপরে কিন্তু বলেন—"ছন্দোগা বহ্বৃচাশ্চৈব তথা বাজসনেয়িনঃ। উচ্চনীচস্বরং প্রাহুস্স বৈ ভাষিক উচ্যতে"। (প্রকটার্থবিবরণ ও ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাতে উদ্ধৃত)। —'সামবেদাধ্যায়ী, ঋগ্বেদাধ্যায়ী এবং বাজসনেয়াধ্যায়িগণ (—শুক্ল যজুর্ব্বেদাধ্যায়িগণ) যাহার দ্বারা উচ্চ ও নিম্নস্বর (—উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বর) নিরূপণ করেন, সেই গ্রন্থ ভাষিক নামে কথিত হয়। অতএব 'ভাষিক স্বর' শব্দের অর্থ—ভাষিক নামক স্বরবিধায়ক শাস্ত্রে বিহিত স্বর।

(৫) বৈদিকগণ কর্ত্তৃক "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" (বৃঃ ৪।৪।১৭) এই বাক্যটী মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয়প্রকারেই পঠিত হয়। উভয়প্রকার পাঠেই "পঞ্চজনা" এই পদটী সমস্তপদ (—সমাসযুক্ত পদ), ইহা পাণিনীয় সূত্র ও 'ভাষিক' গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। মন্ত্ররূপে যখন পঠিত হয়, তখন 'পঞ্চজনা' পদটীর শেষ আকারটী মাত্র উদাত্তস্বরে পঠিত

শাঙ্করভাষ্যম্

সংখ্যকাঃ জনাঃ এব পুনঃ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যমাণাঃ পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেষ্যন্তে, যথা 'পঞ্চ পঞ্চপূল্যঃ" ইতি পঞ্চবিংশতিপূলাঃ প্রতীয়ন্তে, তদ্বৎ।২১ নেতি ব্রূমঃ, যুক্তং যৎ পঞ্চপূলীশব্দস্য

ভাষ্যানুবাদ

সহিত সংযোগ (—অন্বয়) হয় না।(৬)।২০ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা]—যদি বলা হয়, পঞ্চসংখ্যাপ্রাপ্ত জনগনই পুনরায় পঞ্চসংখ্যার দ্বারা বিশেষিত হইয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকে বোধ করাইবে (—পঞ্চত্ববিশিষ্ট জনের সহিত অপর পঞ্চত্বের অন্বয় হইলে, বিশেষণ যে পঞ্চত্ব, তাহার সহিতও ফলতঃ অপর পঞ্চত্বের অন্বয় হয়ই, তাহার ফলে পঞ্চবিংশতিসংখ্যার জ্ঞান হইবে), যেমন 'পাঁচটী পঞ্চপূলী' (—পাঁচটী পূল অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ সমন্বিত যে একটী পূলী অর্থাৎ আটি, তাহার পাঁচটী) এইরূপে পঞ্চবিংশতিটী তৃণগুচ্ছের প্রতীতি হয়, তদ্রূপ।২১ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—]

ভাবদীপিকা

হয় এবং অবশিষ্ট বর্ণগুলি অনুদাত্তস্বরে পঠিত হয়। তাহাতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে 'পঞ্চজনা' পদটী সমাসযুক্ত পদ, কারণ 'পঞ্চ' শব্দ ও 'জন' শব্দের সমাস না হইলে শেষের আকারটীর উদাত্ততা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণসকলের অনুদাত্ততা সিদ্ধ হয় না ; যেহেতু "সমাসস্য" (পাঃ সূঃ ৬।১।২২৩) ইত্যাদি সূত্রে সমাসযুক্ত পদের শেষ বর্ণটীর উদাত্ততা এবং "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্" (ঐ ৬।১।২৫৮) ইত্যাদি সূত্রে শেষ বর্ণটী ব্যতিরেকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণসকলের অনুদাত্ততা বিহিত হইয়াছে। আর এই বাক্যটী যখন ব্রাহ্মণরূপে পঠিত হয়, তখন 'পঞ্চজনা' এই পদটীর শেষ আকারটী ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট সমস্ত বর্ণগুলিই উদাত্তস্বরে পঠিত হয় এবং শেষে পঠিত আকারটী অনুদাত্তস্বরে পঠিত হয়। এতদ্দ্বারাও অবগত হওয়া যায় যে 'পঞ্চজনা' পদটী সমাসযুক্ত। কারণ 'ভাষিক' নামক স্বরবিধায়ক গ্রন্থে "স্বরিতোঽনুদাত্তো বা" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে— 'মন্ত্ররূপে পঠিত হইলে যাহা স্বরিত বা অনুদাত্ত হয়, ব্রাহ্মণরূপে পঠিত হইলে তাহা হইবে 'উদাত্ত'। আবার ব্রাহ্মণরূপে পাঠকালে বৈদিকগণকর্ত্তৃক 'পঞ্চজনা আকাশশ্চ' এই পদদ্বয় সংশ্লিষ্টরূপে অনুদাত্তস্বরে পঠিত হয়, অর্থাৎ 'পঞ্চজনা' এই পদের যে অন্ত্য আকার, তাহা 'আকাশশ্চ' এই পদের আদ্য আকারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অনুদাত্তস্বরে উচ্চারিত হয়। তাহা হইতেও নির্ণীত হয় যে 'পঞ্চজনা' পদটী সমাসযুক্ত পদ, কারণ "উদাত্তমনুদাত্তমনন্ত্যম্" ইত্যাদি ভাষিকসূত্রে বলা হইয়াছে—'মন্ত্রদশাতে পদের যে শেষ বর্ণ টী উদাত্তস্বরে পঠিত হয়, ব্রাহ্মণরূপে পাঠকালে তাহা পরবর্ত্তী বর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অনুদাত্তস্বরে পঠিত হইবে'। এইরূপে বৈদিক সমাজে প্রচলিত স্বর ও উক্ত সূত্রসকল হইতে সিদ্ধ হয় যে 'পঞ্চজনাঃ' এই পদটী সমাসযুক্ত।

(৬) 'উপসর্জ্জন' শব্দের অর্থ—অপ্রধান, অন্যের অধীন অর্থাৎ বিশেষণ। এইপ্রকার নিয়ম আছে—যাহা উপসর্জ্জন, তাহা প্রধানভূত বিশেষ্যের সহিতই অন্বিত হয়, অন্য উপসর্জ্জনের সহিত অন্বিত হয় না। কারণ তাহা স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়ে। যেমন 'রাজপুরুষকে আনয়ন কর'। "রাজ্ঞঃ পুরুষঃ রাজপুরুষঃ" এইস্থলে 'রাজ্ঞঃ' এই পদটী উপসর্জ্জন, যেহেতু তাহা 'পুরুষঃ' এই পদের বিশেষণ। এখন এই রাজা পদটী যদি 'পুরুষ' পদের সহিত অন্বিত না

শাঙ্করভাষ্যম্

সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতি ইতি সত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং 'পঞ্চ পঞ্চপূল্যঃ' ইতি বিশেষণম্ ।২২ ইহ তু "পঞ্চজনাঃ" ইতি আদিতঃ এব ভেদোপাদানাৎ কতি ইতি অসত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং ন "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি বিশেষণং ভবেৎ ।২৩ ভবদপি ইদং বিশেষণং পঞ্চসংখ্যায়াঃ এব ভবেৎ, তত্র চ উক্তঃ দোষঃ ।২৪

ভাষ্যানুবাদ

তদুত্তরে আমরা বলিতেছি না, এইপ্রকার বলা যায় না ; [যেহেতু] পঞ্চপূলী-শব্দের সমাহারে অভিপ্রায় থাকায় (—'পাঁচটী পূলের সমাহার,' এইরূপে সমাহার দ্বিগুসমাসের দ্বারা পঞ্চপূলী শব্দটী পাঁচটী তৃণগুচ্ছের সমষ্টিকে বোধন করে বলিয়া, 'সেই সমষ্টি] কতগুলি'—এইপ্রকারে বিভিন্নভাবে জ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা হইলে, 'পাঁচটী পঞ্চপূলী", এই প্রকার বিশেষণ (—বিশেষভাবে কথন, অর্থাৎ পঞ্চত্বের সহিত পঞ্চপূলীর অন্বয়) যুক্তিসঙ্গত। ২২ এখানে কিন্তু ['পঞ্চজনাঃ এই পদ হইতেই] পাঁচটী জন (—ব্যক্তি') এইরূপে প্রথম হইতেই [সমষ্টির গ্রহণ না হইয়া] বিভিন্নতার (—ব্যষ্টির) গ্রহণ হওয়ায়, 'ইহা কতগুলি' ? এইপ্রকার ভেদাকাঙ্ক্ষা (—বিভিন্নভাবে জানিবার ইচ্ছা) হয় না বলিয়া 'পাঁচটী পাঁচজন,' এইরূপে বিশেষণ (—বিশেষভাবে কথন, অর্থাৎ পঞ্চজনের সহিত 'পঞ্চ' এইপদের অন্বয়) হয় না। [অতএব দৃষ্টান্তের বিষমতাবশতঃ তোমার কথন সমীচীন নহে ।২৩ যদি বলা হয়—"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এইস্থলে 'জন'শব্দ নিরাকাঙ্ক্ষ হইলেও, তাহার বিশেষণ যে পঞ্চত্ব, তাহা নিরাকাঙ্ক্ষ নহে, কারণ সেই 'পঞ্চত্ব কয়টী' এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হয়ই, তাহার ফলে অপর যে পঞ্চত্বসংখ্যা, তাহা উক্ত পঞ্চত্বের সহিত অন্বিত হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকে সমর্পণ করিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ইহা (—প্রথম পঞ্চশব্দটী) বিশেষণ হইলেও ['পঞ্চজনাঃ' এই পদান্তর্গত] পঞ্চ সংখ্যারই বিশেষণ হইবে, আর তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা [২০ সংখ্যক বাক্যে] বর্ণিত হইয়াছে ।২৪ সেইহেতু (—উভয় পঞ্চশব্দের (—শব্দার্থের) পরস্প-

ভাবদীপিকা

হইয়া আনয়নক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইলে 'রাজার আনয়ন' এই প্রকার অর্থবোধ হইয়া পড়িবে। ফলে একই বাক্যের 'রাজাকে আনয়ন কর' ও 'রাজপুরুষকে আনয়ন কর', এই উভয়প্রকার অর্থবোধ হইয়া বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। প্রস্তাবিতস্থলে পঞ্চ-শব্দদ্বয়কে, বিশেষ্য যে জনশব্দ, তাহার বিশেষণরূপে বুঝিতে হইবে। ফলে উভয় পঞ্চশব্দই উপসর্জ্জন হওয়ায়, তাহাদের পরস্পরের (—পরস্পরের অর্থের) অন্বয় হইতে পারে না ; ফলে পঞ্চবিংশতিসংখ্যার প্রাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। যদি বলা হয়—উপসর্জ্জনভূত এই উভয় পঞ্চশব্দই বিশেষ্য যে জনশব্দ, তাহার সহিতই অন্বিত হইবে। তদুত্তরে বলা যায়—তাহা হইলেও 'পঞ্চজন + পঞ্চজন', এইরূপে দশত্বসংখ্যার প্রতীতি হইবে, পঞ্চবিংশতিসংখ্যার নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ম্ ।২৫ অতিরেকাৎ চ ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ম্, অতিরেকঃ হি ভবতি আত্মাকাশাভ্যাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যায়াঃ ।২৬ আত্মা তাবৎ ইহ প্রতিষ্ঠাং প্রতি আধারত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ, 'যস্মিন্' ইতি সপ্তমীসূচিতস্য তমেব মন্যে আত্মানম্" (বৃঃ ৪।৪।১৭) ইতি আত্মত্বেন অনুকর্ষণাৎ ।২৭ আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ ।২৮ সঃ চ পঞ্চবিংশতৌ অন্তর্গতঃ এব ইতি ন তস্য এব আধারত্বম্ আধেয়ত্বং চ যুজ্যতে ।২৯ অর্থান্তরপরিগ্রহে চ তত্ত্বসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত ।৩০ তথা "আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি আকাশস্যাপি পঞ্চবিংশতৌ অন্তর্গতস্য ন পৃথগ্ উপাদানম্ ন্যায্যম্ ।৩১ অর্থান্তরপরিগ্রহে চ উক্তং দূষণম্ ।৩২ কথং চ সংখ্যাশ্রবণে সতি অশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাম্ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

রের মধ্যে, জনশব্দের সহিত উভয় পঞ্চশব্দের এবং পঞ্চত্ববিশিষ্ট জনের সহিত পঞ্চ শব্দের অন্বয় সম্ভব হয় না বলিয়া) "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই বাক্যটী পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই । ২৫ [এতাবৎ পর্য্যন্ত "নানাভাবাৎ," এই সূত্রাংশ ব্যাখ্যাত হইল] ।

[সিঃ—"অতিরেকাৎ" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা । পঞ্চবিংশত্যন্তর্গত তত্ত্বের পুনর্গ্রহণ অন্যায্য, গ্রহণে সংখ্যাধিক্যবশতঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অবিবক্ষিত ।]

আর অতিরেক (—সংখ্যার আধিক্য) বশতঃও [এই বাক্যটী] পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই, যেহেতু আত্মা ও আকাশ, এই দুইটীর দ্বারা পঞ্চবিংশতিসংখ্যা হইতে অধিক হয় ।২৬ [আত্মকৃত সংখ্যাধিক্যের কথা বলিতেছেন—) এখানে আত্মা প্রতিষ্ঠার প্রতি (—'পঞ্চ পঞ্চজন' ও আকাশের স্থিতির প্রতি) আধাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, যেহেতু ["যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ", এই বাক্যস্থ] 'যস্মিন্' এই সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা যাহা সূচিত হইয়াছে, "সেই আত্মাকেই ব্রহ্মস্বরূপ মনে করি," এইপ্রকারে আত্মরূপে তাহারই অনুকর্ষণ হইয়াছে ।২৭ আর আত্মাই চেতন পুরুষ ।২৮ তাহা কিন্তু পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেরই অন্তর্গত হওয়ায় তাহাই আধার ও আধেয় হইবে, ইহা সঙ্গত নহে ।২৯ আবার [সেই আত্মাকে সাংখ্যাভিমত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে] ভিন্ন বস্তুরূপে গ্রহণ করিলে [সাংখ্য] সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ যে তত্ত্বসংখ্যার আধিক্য (—ষড়বিংশতি তত্ত্বের স্বীকৃতি), তাহার প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে ।৩০ [আকাশকে গ্রহণকরতঃ সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে "আকাশও প্রতিষ্ঠিত", এইরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত যে আকাশ, তাহারও পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ ন্যায্য নহে ।৩১ [সেই আকাশকে সাংখ্যাভিমত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে] ভিন্ন বস্তুরূপে গ্রহণ করিলে [তত্ত্ব-

শাঙ্করভাষ্যম্

সংগ্রহঃ প্রতীয়েত ?৩৩ জনশব্দস্য তত্ত্বেষু অরূঢ়ত্বাৎ।৩৪ অর্থান্তরোপসংগ্রহে অপি সংখ্যোপপত্তেঃ।৩৫ কথং তর্হি 'পঞ্চ পঞ্চজনাঃ'

ভাষ্যানুবাদ

সংখ্যার আধিক্যরূপ] দোষ কথিত হইয়াছে (—আত্মা ও আকাশ সহ সপ্তবিংশতি-তত্ত্বের প্রসক্তি (৭) হইয়া পড়িবে)।৩২

[সিঃ—"পঞ্চ পঞ্চ" শব্দদ্বয় হইতে পঞ্চবিংশতিসংখ্যা অভ্যুপগম করিয়াও সাংখ্যসম্মত তত্ত্বের নিরাকরণ]

["পঞ্চ পঞ্চ" শব্দদ্বয় হইতে পঞ্চবিংশতিসংখ্যার প্রতীতি স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতেছেন—] আর মাত্র সংখ্যার শ্রবণ হইলে, যাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, সেই [সাংখ্যসম্মত] পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপসংগ্রহ (—প্রত্যভিজ্ঞা) কিপ্রকারে প্রতীত হইবে ?৩৩ [জনশব্দ হইতে তাহা হইতে পারে না]; যেহেতু 'জন' শব্দটী [সাংখ্যাভিমত] তত্ত্বসকলে রূঢ় নহে।৩৪ [সংখ্যাশ্রবণ হইতেও তাহা হইতে পারে না], যেহেতু অন্য কোন বিষয়ের প্রতীতি হইলেও [পঞ্চবিংশতি] সংখ্যা সঙ্গত, [তাহাকে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব হইতে হইবে, ইহার কোন নিয়ামক নাই]।৩৫

ভাবদীপিকা

(৭) এইস্থলে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বলেন—সপ্তবিংশতি তত্ত্বের প্রাপ্তি হউক্; তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কারণ নামে সপ্তবিংশতি হইলেও বস্তুতঃ তত্ত্বসকল পঞ্চবিংশতিই থাকে। কি প্রকারে ? বলিতেছি—আমাদের যে প্রধান, তাহা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থামাত্র। সেইহেতু তাহাকে গুণত্রয়রূপেও বর্ণনা করা চলে। তাহাতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ মহৎ ও অহঙ্কার, এই পাঁচটী; ক্ষিতি জল তেজঃ বায়ু ও মন, এই পাঁচটী; জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক; কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চক; তন্মাত্রা পঞ্চক এবং প্রস্তাবিত শ্রুতিতে বর্ণিত আত্মা (—পুরুষ) ও আকাশ, এইরূপে দৃষ্টিভেদে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকেই সপ্তবিংশতিও বলা যায়। এই তত্ত্বসকলের মধ্যে প্রস্তাবিত শ্রুত্যুক্ত 'যস্মিন্' এই পদের দ্বারা বর্ণিত আত্মা হন 'আধার' এবং অবশিষ্ট ছাব্বিশটী তত্ত্ব হয় 'আধেয়', ইহাই "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যাদি শ্রুতির প্রতিপাদ্য। সুতরাং প্রধান প্রভৃতি সাংখ্যমতসিদ্ধ পদার্থ অবৈদিক নহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এইপ্রকারে অবান্তর ভেদ অঙ্গীকারকরতঃ তত্ত্বসকলের বিভাগ নির্ণয় যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণকর্তৃক তত্ত্বসকলের অন্যপ্রকার ন্যূনাধিক্যও কল্পিত হইতে পারে বলিয়া তত্ত্বসংখ্যার অবধারণই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইহা তোমার মতে প্রথম দোষ। তোমার মতে দ্বিতীয় দোষ এই—বেদান্তসিদ্ধান্তে বিবর্তের অধিষ্ঠানরূপে আত্মা 'পঞ্চ পঞ্চজনের' অধিষ্ঠান, ইহা সম্ভব হইলেও দ্বৈতসত্যতাবাদী তোমাদের মতে অসঙ্গ নির্বিকার আত্মা (—পুরুষতত্ত্ব) অন্য তত্ত্বসকলের আধার হইতে পারেন না। তোমার মতে তৃতীয় দোষ এই—আত্মা আধার হইতে পারেন না বলিয়া "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই শ্রুতিতে 'যস্মিন্' পদের দ্বারা বর্ণিত যে আধার, সেই আধাররূপে তোমাকে প্রধানকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর প্রধান তোমার মতে সত্ত্বাদিগুণত্রয়। ফলে ২৭টী তত্ত্বের মধ্যে সত্ত্বাদিগুণত্রয় আধার হওয়ায় এবং অসঙ্গ নির্বিকার আত্মা আধার বা আধেয় কিছুই না হওয়ায় অবশিষ্ট [২৭—৪ =]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি?৩৬ উচ্যতে—"দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" (পাঃ সূঃ ২।১।৫০) ইতি বিশেষেণ* স্মরণাৎ সংজ্ঞায়াম্ এব পঞ্চশব্দস্য জনশব্দেন সমাসঃ।৩৭ ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণ এব কেচিৎ 'পঞ্চজনা' নাম

* 'বিশেষ'- বিশেষণ'-ইত্যপি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—কর্ম্মধারয়াদি অন্য সমাসসকল হইতে সংজ্ঞাসমাস বলবান্ হওয়ায় 'পঞ্চজন' ইহা কোন পদার্থের নাম।]

আচ্ছা, তাহা হইলে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইহা কিপ্রকার হইবে (—কোন অর্থে এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে)?৩৬ তাহা বলা হইতেছে—"সংজ্ঞার (—কোন বস্তুর নামের) বোধ হইলে পরবর্ত্তী সুবন্তপদের সহিত দিগ্‌বাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দসকলের সমাস হয়," বিশেষভাবে এইপ্রকার স্মরণ হয় বলিয়া (—তৎপুরুষসমাসবিষয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রে এইপ্রকার বিশেষ নিয়ম আছে বলিয়া) সংজ্ঞারূপ অর্থেই জনশব্দের সহিত পঞ্চশব্দের সমাস হইবে।৩৭ আর সেইহেতু রূঢ়ত্বের অভিপ্রায়েই (—পঞ্চজনশব্দটী দক্ষিণাগ্নি ও সপ্তর্ষি প্রভৃতির ন্যায় কোন বস্তুতে রূঢ়, ইহা প্রতিপাদনের অভিপ্রায়েই) 'পঞ্চজন' নামক কোন বস্তুর বিষয় বলিবার ইচ্ছা করা হইতেছে, কিন্তু সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসকলের অভিপ্রায়ে 'কিছুই বলা হইতেছে

ভাবদীপিকা

২৩টী তত্ত্ব হইতেছে আধেয়। এই ২৩টী তত্ত্বের মধ্যে আকাশরূপ তত্ত্বও অন্তর্ভূ্ত, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তোমার মতে তত্ত্বসংখ্যা মোট ২৭টী। আর সেই আকাশতত্ত্ব শ্রুত্যুক্ত "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এইস্থলেই বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ শ্রুত্যুক্ত 'পঞ্চ পঞ্চ' শব্দ হইতে প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকেই তুমি কোনপ্রকারে প্রধানকে গুণত্রয়রূপে বিভাজনকরতঃ সপ্তবিংশতিতত্ত্বে পরিণত করিয়াছ। সুতরাং আকাশতত্ত্ব "পঞ্চ পঞ্চ" এইস্থলেই বর্ণিত হওয়ায়, পুনরায় "আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিত" এইরূপে পৃথগ্‌ভাবে আকাশের বর্ণনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তোমার মতে **চতুর্থ দোষ** এই হইয়া পড়ে—নির্লেপ আত্মা অন্য তত্ত্বসকলের আধার হইতে না পারায় সত্ত্বাদি গুণত্রয়াত্মক যে প্রধান, তাহাকেই তোমাকে আধাররূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে তোমাকে প্রধানকেই আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ··· প্রতিষ্ঠিতঃ···তমেব মন্যে আত্মানম্"। তাহাতে সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়ে। আর "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই শ্রুতিতে সাংখ্যমত বর্ণিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিলে তোমার উপর **পঞ্চম দোষ** ইহাই আপতিত হয়—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯) এই বাক্যশেষের বিরোধ হইয়া পড়ে, কারণ তোমরা জগতের পারমার্থিক সত্যতাবাদী, সেইহেতু তোমাদিগকে পারমার্থিক সৎ নানা দ্বৈতবস্তু অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই দোষসকল হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্য তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসকল প্রতিপাদিত হয় নাই বলিয়া প্রধান প্রভৃতি বেদসিদ্ধ পদার্থ নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিবক্ষ্যন্তে, ন সাংখ্যতত্ত্বাভিপ্রায়েণ।৩৮ তে কতি ইতি অস্যাম্ আকাঙ্ক্ষায়াম্ পুনঃ 'পঞ্চ' ইতি প্রযুজ্যতে।৩৯ পঞ্চজনাঃ নাম যে কেচিৎ, তে পঞ্চ এব ইত্যর্থঃ ; সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত ইতি যথা।৪০ ॥১।৪।১১॥

ভাষ্যানুবাদ

না'।৩৮ তাহারা (—সেই 'পঞ্চজন' নামক বস্তুসকল) কতগুলি, এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে, পুনরায় 'পঞ্চ' এই পদটী প্রযুক্ত হইতেছে।৩৯ [তাহাতে বাক্যটীর অর্থ যেপ্রকার হয়, তাহা দৃষ্টান্তের সহিত প্রদর্শন করিতেছেন—] পঞ্চজন' নামক যে কোন পদার্থ, তাহারা কিন্তু পাঁচটীই, ইহাই অর্থ ; যেমন সপ্তর্ষিগণ সাতটী।৪০ ॥১।৪।১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কে পুনঃ তে পঞ্চজনাঃ নাম ইতি ? তদুচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, সেই 'পঞ্চজন নামক' পদার্থ কাহারা ? তাহা বলা হইতেছে—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥১।৪।১২॥

পদচ্ছেদ - প্রাণাদয়ঃ বাক্যশেষাৎ।

সূত্রার্থ—প্রাণাদয়ঃ—প্রাণঃ এব আদিঃ যেষাং প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রান্নমনসাং তে প্রাণাদয়ঃ [পঞ্চজনশব্দেন উচ্যন্তে। কস্মাৎ ?] **বাক্যশেষাৎ**—"প্রাণস্য প্রাণম্ উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" (বৃঃ ৪।৪।২১, মাধ্যঃ) ইত্যাদিবাক্যশেষস্থত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—প্রাণাদয়ঃ—প্রাণ যাহাদের আদিতে পঠিত হইয়াছে, সেই যে প্রাণ চক্ষু কর্ণ অন্ন এবং মন, তাহারাই প্রাণাদি [তাহারাই 'পঞ্চজন' শব্দে কথিত হইতেছে। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **বাক্যশেষাৎ**—যেহেতু "প্রাণস্য প্রাণম্ উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি বাক্যশেষে তাহারা বর্ণিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি অতঃ উত্তরস্মিন্ মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ—"প্রাণস্য প্রাণম্, উত চক্ষুষঃ চক্ষুঃ, উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্, অন্নস্য অন্নম্, মনসঃ যে মনঃ বিদুঃ" (বৃঃ ৪।৪।২১ মাধ্যঃ) ইতি।১ তে অত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাৎ পঞ্চজনাঃ বিবক্ষ্যন্তে।২ কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ ?৩

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাক্যশেষে পঠিত প্রাণপ্রভৃতিই পঞ্চজন। তাহারা পঞ্চজনশব্দের লক্ষ্যার্থ।]

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ", ইহা হইতে পরবর্ত্তী মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিবার জন্য প্রাণপ্রভৃতি পাঁচটী পদার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ, অন্নেরও অন্ন এবং মনেরও মনকে যাঁহারা জানেন," ইত্যাদি।১ এখানে বাক্যশেষে পঠিত তাহারা (—সেই প্রাণ প্রভৃতিই) নৈকট্যবশতঃ 'পঞ্চজন' নামে বিবক্ষিত হইতেছে।২ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] আচ্ছা,

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্ত্বেষু বা কথং জনশব্দপ্রয়োগঃ?৪ সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয়ঃ এব গ্রহীতব্যাঃ ভবন্তি।৫ জনসম্বন্ধাৎ চ প্রাণাদয়ঃ জনশব্দভাজঃ ভবন্তি।৬ জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৬) ইত্যত্র।৭ "প্রাণঃ হ পিতা, প্রাণঃ [হ] মাতা" (ছাঃ ৭।১৫।১) ইত্যাদি চ

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণপ্রভৃতিতে [পঞ্চ] জনশব্দের প্রয়োগ কিপ্রকারে হইতেছে (—পঞ্চজন-শব্দের রূঢ়ি, অথবা লক্ষণা, কোন বৃত্তিবলে প্রাণাদির বোধ হইতেছে)?৩ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব—[সাংখ্যসম্মত] তত্ত্বসকলেই বা [পঞ্চ] জনশব্দের প্রয়োগ কিপ্রকারে হইতেছে? (—তোমার মতে ইহা যেমন লাক্ষণিক প্রয়োগ, আমার মতেও তাহাই)।৪ [কিন্তু রূঢ়ার্থকে ত্যাগ করিয়া লাক্ষণিকার্থই যখন অঙ্গীকার করিতেছ, তখন লক্ষণাবৃত্তিবলে সাংখ্যতত্ত্ব-সকলকেই গ্রহণ করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু প্রসিদ্ধির (—রূঢ়ার্থের) অতিক্রম [সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়ত্র] সমান হইলেও বাক্যশেষ-বশতঃ [শ্রুতিবর্ণিত] প্রাণ প্রভৃতিই হইতেছে [লক্ষণাবৃত্তিবলে] গ্রহণের যোগ্য।৫ [কিন্তু অসম্বদ্ধ পদার্থ তো লক্ষ্যার্থরূপে গৃহীত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] জনশব্দের (—জনশব্দের পর্য্যায় যে পুরুষশব্দ (৮) তাহার) সহিত সম্বন্ধবশতঃ (৯) প্রাণপ্রভৃতি জনশব্দভাক্ (—পঞ্চজনশব্দভাক্, পঞ্চজনশব্দপ্রয়োগের যোগ্য) হইতেছে।৬ [কিন্তু জনশব্দের পর্য্যায়ভূত যে পুরুষশব্দ, প্রাণপ্রভৃতিতে তাহাদের প্রয়োগ তো কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না, প্রয়োগ না থাকিলে মাত্র সম্বন্ধের বলে প্রাণপ্রভৃতিতে পুরুষশব্দপ্রয়োগ কল্পনা করা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর জনবাচক যে পুরুষশব্দ, "সেই এই পাঁচজন ব্রহ্মের অধীন পুরুষ", ইত্যাদি এইস্থলে তাহা প্রাণসকলে প্রযুক্ত হইয়াছে।৭ আবার "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা" ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যও আছে। [সুতরাং

ভাবদীপিকা

(৮) জন, পঞ্চজন, পুরুষ, মনুষ্য ইত্যাদি শব্দসকল পর্য্যায়শব্দ। "পঞ্চজনশব্দস্য মনুজেষু রূঢ়স্য" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ), "পঞ্চজনপর্য্যায়স্য পুরুষশব্দস্য" (ন্যায়নির্ণয়), "জনঃ পঞ্চজনঃ ইতি পর্য্যায়ঃ" (রত্নপ্রভা), "স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ" (অমরকোশ, মনুষ্যবর্গ), ইত্যাদি গ্রন্থা-লোচনাদ্বারা ইহাই প্রতিভাত হয়।

(৯) এই 'সম্বন্ধ' বলিতে "স্ববাচ্যাশ্রিতত্বরূপ" শক্যসম্বন্ধকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্ব—পঞ্চজনশব্দ, অথবা জনশব্দ, তাহার বাচ্য—পুরুষবিশেষ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে 'প্রাণাদি'। এইরূপে পঞ্চজনশব্দবাচ্য পুরুষের সহিত প্রাণাদির সম্বন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া লক্ষণাবৃত্তিতে 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ হইতেছে 'প্রাণাদি'।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রাহ্মণম্।৮ সমাসবলাৎ চ সমুদায়স্য রূঢ়ত্বম্ অবিরুদ্ধম্।৯ কথং পুনঃ অসতি প্রথমপ্রয়োগে রূঢ়িঃ শক্যা আশ্রয়িতুম্?১০ শক্যা উদ্ভিদাদিবৎ ইত্যাহ।১১ প্রসিদ্ধার্থসন্নিধানে হি অপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ঃ নিয়ম্যতে, যথা—"উদ্ভিদা যজেত (তাণ্ড্যঃ ব্রাঃ ১৯।৭।২) "যূপং ছিনত্তি", "বেদিং করোতি" ইতি।১২ তথা অয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসান্বাখ্যানাৎ অবগত-

ভাষ্যানুবাদ

সর্ব্বাত্মক প্রাণে পিতৃ ও মাতৃ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের ন্যায় জনশব্দের প্রয়োগও সঙ্গত]।৮ (১০) আর সমাসের (১।৪।১১ সূঃ ৩৭ বাক্য) বলে ['পঞ্চজন' এই পদঘটক বর্ণ] সমুদায়ের [পুরুষরূপ অর্থে] রূঢ় হওয়া অবিরুদ্ধ। [সুতরাং রূঢ়ার্থের গ্রহণ সম্ভব হইলে দুর্ব্বল যৌগিকার্থের গ্রহণ অন্যায্য।৯ অতএব প্রাণাদিই পঞ্চজনশব্দের লক্ষ্যার্থ, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—বাক্যশেষে পঠিত প্রাণ প্রভৃতিই 'পঞ্চজন'। সেই প্রাণাদি পঞ্চজনশব্দের রূঢ়ার্থ।]

কিন্তু [পুরুষরূপ রূঢ় অর্থে পঞ্চজন শব্দের] প্রথম প্রয়োগের অভাবে কি প্রকারে [তাদৃশ] রূঢ়ি বৃত্তিকে আশ্রয় করিতে পারা যায়?১০ [তদুত্তরে কোষাদিতে তাদৃশ প্রয়োগ থাকিলেও 'তাদৃশ প্রয়োগ নাই', ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া প্রাণপ্রভৃতিতেই পঞ্চজনশব্দটি রূঢ়, ইহা প্রৌঢ়িবাদাবলম্বনে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আচার্য্য] বলেন—উদ্ভিদাদির ন্যায় [রূঢ়ি বৃত্তিকে] আশ্রয় করিতে পারা যায়।১১ কি প্রকারে, তাহা বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, প্রসিদ্ধ পদার্থের সন্নিধানে অপ্রসিদ্ধার্থশব্দ প্রযুক্ত হইলে সমভিব্যাহার (—একত্র পঠিত হওয়া, সন্নিধি) বশতঃ তাহার বিষয় (—অর্থ) নিয়মিত হয়, যেমন "উদ্ভিদ্ নামক যজ্ঞের দ্বারা অভীষ্ট ফলোৎপাদন করিবে", "যূপ ছেদন করিবে", "বেদি নির্ম্মাণ করিবে", (১১) ইত্যাদি।১২ এইরূপে সমাসের কথনবশতঃ যাহার সংজ্ঞাভাব

ভাবদীপিকা

(১০) যদি বলা হয়—"জায়ন্তে ইতি জনাঃ," 'যাহা জন্মগ্রহণ করে, তাহা জন', যথা—মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি এবং "জনকত্বাৎ জনঃ",—'যাহা জন্মের প্রতি কারণ, তাহা জন,' যথা—প্রধান; এই প্রকারে যৌগিকার্থের গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় পঞ্চজনশব্দের পুরুষবিশেষরূপ রূঢ়ার্থ অঙ্গীকার করতঃ প্রাণাদিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য লক্ষণা স্বীকার করা উচিত নহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**সমাসবলাৎ' চ**—'আর সমাসের বলে' ইত্যাদি।

(১১) এই স্থলসকলে তাৎপর্য্য এই—(ক) শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ"—'পশুকামী ব্যক্তি উদ্ভিদ্‌দ্বারা যজ্ঞসম্পাদন করিবে', ইত্যাদি। এখানে 'উদ্ভিদ্' এই শব্দটীর অর্থ নির্ণয়প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যদিও 'উদ্ভিদ্' নামক কোন গুণ (—যজ্ঞের সাধনভূত কোন বস্তু) প্রসিদ্ধ নাই, তথাপি 'যাহার দ্বারা ভূমিকে উদ্ভিন্ন (—খনন) করা হয়,

শাঙ্করভাষ্যম্

সংজ্ঞাভাবঃ সংজ্ঞ্যাকাঙ্ক্ষী বাক্যশেষসমভিব্যাহৃতেষু প্রাণাদিষু বর্ত্তিষ্যতে ।১৩ কৈশ্চিৎ তু দেবাঃ পিতরঃ গন্ধর্ব্বাঃ অসুরাঃ রক্ষাংসি চ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ।১৪ অন্যৈশ্চ চত্বারঃ বর্ণাঃ নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ ।১৫ ক্বচিৎ চ "যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা" (ঋক্ সং

ভাবদীপিকা

তাহাই উদ্ভিদ্,' এই প্রকার ব্যুৎপত্তিবলে খনিত্র (—খন্তা) নামক যন্ত্রবিশেষকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে 'খনিত্র' নামক গুণ (—সাধন) উক্ত বাক্যটীতে বিহিত হইয়াছে। তদুত্তর সিদ্ধান্তী বলেন—উদ্ভিদ্শব্দের দ্বারা গুণবিধান অঙ্গীকার করিলে "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ" এই বাক্যটীকে গুণবিশিষ্ট কর্ম্মবিধায়করূপে স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ এই বাক্যটী যুগপৎ যজ্ঞ এবং তাহার সাধন, উভয়ই বিধান করিতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে মত্বর্থলক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হয়, অর্থাৎ 'উদ্ভিৎ' শব্দের উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয় করিলে যে 'উদ্ভিদ্বৎ' এই পদ লব্ধ হয়, তাহার অর্থ —উদ্ভিদ্বিশিষ্ট। মূলে মাত্র 'উদ্ভিদ্' পদ শ্রুত হইলেও মতুপ্প্রত্যয়করতঃ সেই পদের 'উদ্ভিদ্বিশিষ্ট' এইপ্রকার অর্থলাভ করিতে হয়, তাহা লক্ষণাবৃত্তিবলেই সম্ভব। তাহাতে সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হয়—'উদ্ভিদ্বিশিষ্ট যজ্ঞরদ্বারা পশুকামী ব্যক্তি পশুরূপ ফলোৎপাদন করিবে।' কিন্তু এইপ্রকারে লক্ষণা অঙ্গীকার করা অপেক্ষা নিম্নোক্ত প্রকারে সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অন্বয় স্বীকার করিলে লাঘব হয়। তাহা এইপ্রকার—বিধিবাক্যস্থ 'যজেত' পদটীর অর্থ—"যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ"—'যজ্ঞের দ্বারা অভীষ্ট ফল সম্পাদন করিবে।' এইরূপে লব্ধ 'যাগেন' এই যে তৃতীয়ান্ত প্রসিদ্ধ পদ, তাহার সান্নিধ্যবশতঃ সেই পদটীর সহিত সমানবিভক্তিযুক্ত 'উদ্ভিদা' এই পদটীর সামানাধিকরণ্যে (—সমান বিভক্তিযুক্তরূপে) অন্বয় অঙ্গীকার করিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় না; ফলে লাঘব হয়। এইরূপে 'উদ্ভিদা' ও 'যাগেন' এই সমানবিভক্তিযুক্ত পদদ্বয়ের অন্বয়বশতঃ "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ", এই বাক্যটীর অর্থ হইবে —'উদ্ভিদা যাগেন পশুং ভাবয়েৎ'— 'উদ্ভিদ্ নামক যজ্ঞের দ্বারা পশুরূপ ফলোৎপাদন করিবে'। এইরূপে যাগরূপ প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্যবশতঃ 'উদ্ভিদ্' শব্দটী হইতেছে তন্নামক যজ্ঞে রূঢ়, অর্থাৎ 'উদ্ভিদ্' শব্দের রূঢ়ার্থ হইল— 'উদ্ভিদ্ নামক যজ্ঞ'। (খ) এইরূপে "যূপং ছিনত্তি", এইস্থলে ছেদনক্রিয়ার বোধক ছিদ্ধাতুর সন্নিধিবশতঃ যূপশব্দে খদির ও বিল্ব প্রভৃতি কাষ্ঠবিশেষকে গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ এখানে যূপশব্দটী খদিরাদি কাষ্ঠে রূঢ়। যেহেতু যজ্ঞকালে পশুবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত যূপকে কেহ ছেদন করে না, পরন্তু যূপনির্ম্মাণের জন্য খদিরাদিকাষ্ঠকেই ছেদন করে (গ) এইরূপে 'বেদিং করোতি', এইস্থলেও "চতুরঙ্গুলং খনতি" "পুরীষবতীং করোতি"—'চারি অঙ্গুলি পরিমাণ গভীরভাবে ভূমি খনন করিবে 'গোময়দ্বারা লেপন করিবে,' ইত্যাদি তৎপ্রকরণস্থ প্রসিদ্ধ বাক্যসকলের পর্য্যালোচনা করিলে 'বেদি' শব্দে খনন ও গোময়াদি দ্বারা সংস্কারযোগ্য স্থণ্ডিলের বোধ হয়, অর্থাৎ বেদিশব্দের রূঢ়ার্থ হয় সংস্কারযোগ্য স্থণ্ডিল। এইরূপে, 'করোতি' 'খনতি' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্যবশতঃ বেদিশব্দের অর্থ নির্ণীত হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ প্রাণ প্রভৃতি শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ পঞ্চজনশব্দটীর রূঢ়ার্থ হইবে 'প্রাণাদি', ইহাই নির্ণীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

৮।৭।৫২।৭) ইতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্য দৃশ্যতে।১৬ তৎ-পরিগ্রহে অপি ইহ ন কশ্চিৎ বিরোধঃ।১৭ আচার্য্যস্তু ন পঞ্চবিং-শতেঃ তত্ত্বানাম্ ইহ প্রতীতিঃ অস্তি ইতি এবংপরতয়া "প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ" ইতি জগাদ।১৮ ॥১।৪।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

(—ইহা কোন বস্তুর নাম, ইহা) অবগত হওয়া গিয়াছে, সেই এই পঞ্চজনশব্দও সংজ্ঞীর আকাঙ্ক্ষা হইলে বাক্যের শেষভাগে পঠিত প্রাণপ্রভৃতিতে বর্ত্তমান থাকিবে (—রূঢ়ি বৃত্তিতে প্রাণাদিকে সমর্পণ করিবে)।১৩

[পঞ্চজনশব্দের একদেশিসম্মত ও শ্রুতিসম্মত অন্য প্রকার অর্থ প্রদর্শন]

কিন্তু কোন কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক দেবতাগণ পিতৃগণ গন্ধর্ব্বগণ অসুরগণ ও রাক্ষসগণ পঞ্চ পঞ্চজনরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।১৪ আবার অন্য কর্ত্তৃক নিষাদ (১২) যাহাতে পঞ্চমস্থানীয় সেই [ব্রাহ্মণাদি] বর্ণচতুষ্টয় পরিগৃহীত হইয়াছে।১৫ আবার [শ্রুতিতেও] কোনস্থলে "পাঞ্চজন্যরূপে (—প্রজারূপে) (১৩) যিনি বিশন (—প্রবেশ) করেন, সেই পুরুষকর্ত্তৃক [ইন্দ্রদেবতাকে আহ্বান করিবার জন্য] ধ্বনি সৃষ্ট হইয়াছিল", এইপ্রকারে পঞ্চজনশব্দের প্রজাবোধক (—মনুষ্যবোধক) প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৬ তাহার (—তাদৃশ ব্যাখ্যার) গ্রহণ হইলে কোন প্রকার বিরোধ হয় না।১৭ [কিন্তু সূত্রকারের সহিত তো বিরোধ হইয়াই পড়িতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আচার্য্য [বাদরায়ণ] কিন্তু 'এখানে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি হয় না', ইহা প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে "প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ", ইহা বলিয়াছেন, [পঞ্চজন শব্দের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা যে নাই, এই অভিপ্রায়ে বলেন নাই (১৪)।১৮॥১।৪।১২॥

ভাবদীপিকা

(১২) শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন সন্তানকে বলে 'নিষাদ'। রৌদ্রেষ্টি (স্থপতীষ্টি) নামক যজ্ঞে এই জাতীয় পুরুষের অধিকার আছে (পূঃ মীঃ ৬।১।১৩ এবং ৬।৮।৩ অধিঃ)। অগ্নির সহিত সম্বন্ধ থাকায় পঞ্চমবর্ণরূপে নিষাদের গ্রহণ হইয়াছে।

(১৩) সেই ঋগ্ মন্ত্রাংশটী এই—"যৎপাঞ্চজন্যয়া বিশা ইন্দ্রে ঘোষা অসৃক্ষত" (ঋক্ সং ৮।৭।৫২।৭)। বেদভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যানুসারে ইহার অর্থ এই—"নিষাদ যাহাতে পঞ্চমস্থানীয়, সেই যে বর্ণচতুষ্টয়, তাঁহারা 'পঞ্চজন'। সেই পঞ্চজনের মধ্যে বর্ত্তমান যে বিশ্, অর্থাৎ তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য, তিনিই পাঞ্চজন্য বিশ্, তৎকর্ত্তৃক স্তুতির জন্য ইন্দ্র দেবতাতে ঘোষ (—ধ্বনি) সৃষ্ট হইয়াছিল (—তিনি ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করিয়াছিলেন)। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—এইস্থলে "যোগ্যতাবশতঃ 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ হইতেছে—প্রজা অর্থাৎ মনুষ্য;" কারণ ব্রাহ্মণাদি উক্ত বর্ণসকলও মনুষ্য। [যেমন লোকমধ্যে বলা হয়—'পাঁচজনে বলে']।

(১৪) অনুবাদ মধ্যে ন্যায়নির্ণয়কার ও প্রকটার্থবিবরণকারকে অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার, ভামতীকার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের অভিপ্রায় কিন্তু অন্যপ্রকার।

শাঙ্করভাষ্যম্—ভবেয়ুঃ তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনাঃ মাধ্যন্দিনানাং যে অন্নং (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।২।২১) প্রাণাদিষু আমনন্তি ।১ কাণ্বানাং তু কথং প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনাঃ ভবেয়ুঃ যে অন্নং প্রাণাদিষু ন আমনন্তি ইতি ।২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—যদি বলা হয়, যাঁহারা প্রাণ প্রভৃতির মধ্যে অন্নকে পাঠ করেন, সেই মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়িগণের মতে প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চজন হউক্ ।১ কিন্তু যাঁহারা প্রাণাদির মধ্যে অন্নকে পাঠ করেন না, সেই কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের মতে প্রাণপ্রভৃতি কি প্রকারে পঞ্চজন হইবে ?২ এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া, আচার্য্য] উত্তর দিতেছেন—

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ।।১।৪।১৩।।

পদচ্ছেদ—জ্যোতিষা, একেষাম্, অসতি, অন্নে ।

সূত্রার্থ একেষাম্—কাণ্বানাম্, অন্নে অসতি—অন্নশব্দে অবিদ্যমানেঽপি জ্যোতিষা—"তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৪।৪।১৬) ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যস্থজ্যোতিষা পদার্থেন [পঞ্চত্বং পূরণীয়ম্] ।

অনুবাদ—একেষাম্—কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের [পাঠে] অন্নে অসতি—অন্নশব্দ বিদ্যমান না থাকিলে (—না থাকায়), জ্যোতিষা—"তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যে পঠিত জ্যোতিঃ পদার্থের দ্বারা পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণ করিতে হইবে ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অসতি অপি কাণ্বানাম্ অন্নে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যেত ।১ তেঽপি হি "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যতঃ পূর্ব্বস্মিন্ মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় এব জ্যোতিঃ অধীয়তে—"তদ্দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৪।৪।১৬) ইতি ।২ কথং পুনঃ উভয়েষাম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শাখাভেদে পঞ্চত্বসংখ্যাপূরণের ব্যবস্থা ।]

কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের পাঠে 'অন্ন' না থাকিলেও জ্যোতির দ্বারা তাঁহাদিগের পঞ্চত্বসংখ্যা পূরিত হইবে ।১ যেহেতু তাঁহারাও "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ", ইহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিবার জন্যই জ্যোতিঃকে পাঠ করেন, যথা—"দেবগণ [সূর্য্যাদি] জ্যোতিষ্কগণের সেই জ্যোতিঃকে 'উপাসনা করেন'", ইত্যাদি ।২ আচ্ছা, [কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, এই] উভয়শাখাধ্যায়িগণের পাঠে সমানভাবে পঠিত

ভাবদীপিকা

তাঁহাদের মতে—এখানে বাক্যশেষগত প্রাণাদিকেই পঞ্চজনশব্দে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ বাক্যশেষের পর্য্যালোচনার দ্বারা অর্থ নির্ণয় সম্ভব হইলে অন্য প্রকরণকে অনুসরণকরতঃ অর্থনিরূপণ সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ ইহাই যে আচার্য্য বাদরায়ণের অভিপ্রায়, তাহা পরবর্ত্তী সূত্ররচনা হইতেও প্রতিভাত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি তুল্যবৎ ইদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যয়া কেষাঞ্চিৎ গৃহ্যতে, কেষাঞ্চিৎ ন ইতি ?৩ অপেক্ষাভেদাৎ ইতি আহ ।৪ মাধ্যন্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ ন অস্মিন্ মন্ত্রান্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি ।৫ তদলাভাৎ তু কাণ্বানাং ভবতি অপেক্ষা ।৬ অপেক্ষাভেদাৎ চ সমানে অপি মন্ত্রে জ্যোতিষঃ গ্রহণাগ্রহণে, যথা সমানে অপি অতিরাত্রে বচন-ভেদাৎ ষোড়শিনঃ গ্রহণাগ্রহণে, তদ্বৎ ।৭ তদেবং ন তাবৎ

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে এই যে জ্যোতিঃশব্দ, তাহা একই মন্ত্রগত পঞ্চত্বসংখ্যার দ্বারা কাহাদেরও মতে গৃহীত হইতেছে এবং কাহাদেরও মতে গৃহীত হইতেছে না কেন ?৩ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী] বলেন—যেহেতু অপেক্ষার (—আকাঙ্ক্ষার) বিভিন্নতা আছে (—আকা-ঙ্ক্ষার বিভিন্নতাবশতঃ বিকল্প যুক্তিসঙ্গত) ।৪ [ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—] দেখ, একই মন্ত্রে পঠিত প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চজনের লাভ হয় বলিয়া (—তাহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া) অন্য মন্ত্রে পঠিত এই জ্যোতিঃতে মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ি-গণের আকাঙ্ক্ষা নাই ।৫ কিন্তু তাহার লাভ হয় না বলিয়া কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের আকাঙ্ক্ষা থাকে ।৬ [পরন্তু জ্যোতিঃপদার্থ কোন শাখাতে গৃহীত হইতেছে, কোন শাখাতে হইতেছে না, তাহাতে বিকল্পের প্রসক্তি হইয়া পড়িতেছে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ ক্রিয়াতেই বিকল্প হয়, বস্তুতে নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] মন্ত্র অভিন্ন হইলেও আকাঙ্ক্ষার বিভিন্নতাবশতঃ জ্যোতিঃপদার্থের গ্রহণ ও অগ্রহণ হইতেছে, যেমন একই অতিরাত্র নামক যজ্ঞে [বিধায়ক] বাক্যের বিভিন্নতাবশতঃ ষোড়শীর (১৫) গ্রহণ ও অগ্রহণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ।৭ এইপ্রকারে নির্ণীত হইল

ভাবদীপিকা

(১৫) সোমরসাধার কাষ্ঠপাত্র বিশেষকে বলে 'ষোড়শী'। "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি," "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি"—'অতিরাত্রসংস্থাক সোমযজ্ঞে* ষোড়শী গ্রহণ করিবে,' 'অতি-রাত্রসংস্থাক সোমযজ্ঞে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না,' এইপ্রকার বিভিন্নবাক্যবলে যেমন অতিরাত্র-যজ্ঞে ষোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণ হয় ; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ কোন শাখাতে 'অন্ন' পঠিত হওয়ায় এবং কোন শাখাতে তাহা না হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়ে বলিয়া ধ্যানক্রিয়াতে পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণের জন্য কোথাও জ্যোতির গ্রহণ হইবে, কোথাও হইবে না। শঙ্কাকর্তা যে বলিয়াছেন, বস্তুতে বিকল্প হয় না, ক্রিয়াতেই তাহা হয়, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা হইল—এখানেও

*অতিরাত্রসংস্থাক সোমযজ্ঞ কি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। তাহা এই—যে সোমযজ্ঞের শেষে অগ্নিষ্টোম নামক সাম গীত হয়, তাহার পর গেয় সাম আর কিছুই থাকে না, তাহাকে বলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বা অগ্নিষ্টোমসংস্থাক সোমযজ্ঞ। যে সোমযজ্ঞে অগ্নিষ্টোম সামের পর 'উক্থ্য নামক সাম গীত হয়, তাহাকে বলে—উক্থ্যসংস্থাক সোমযজ্ঞ। যাহাতে 'উক্থ্য' স্তোত্রের অনন্তর ষোড়শী নামক সাম গীত হয়, তাহাকে বলে ষোড়শিসংস্থাক সোমযজ্ঞ। আর যাহাতে এই 'ষোড়শী' স্তোত্রের অনন্তর অতিরাত্র নামক সাম গীত হয়, তাহাকে বলে 'অতিরাত্রসংস্থাক সোমযজ্ঞ"। ইহাই হইল মূল সোমযজ্ঞের চারিটী সংস্থা (—প্রকার)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়া অস্তি।৮ স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধী তু পরিহরিষ্যেতে।৯ ॥ ১।৪।১৩ ॥ ইতি তৃতীয়ং সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

যে প্রধানবিষয়ক কোনপ্রকার শ্রুতি প্রসিদ্ধি নাই (—সাংখ্যসম্মত প্রধান বৈদিক পদার্থ নহে)।৮ আর [প্রধান বিষয়ক] স্মৃতি ও ন্যায় প্রসিদ্ধি (— স্মৃতি ও যুক্তি-বলে যে প্রধানের অস্তিত্ব প্রতিপাদন, তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদদ্বয়ে] পরিহৃত হইবে।৯ ॥১।৪।১৩॥ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

ক্রিয়াতেই বিকল্প হইতেছে। ধ্যানই হইতেছে সেই ক্রিয়া, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যে সেই ধ্যান বিহিত হইয়াছে। কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ জ্যোতিঃ সহ প্রাণাদি পঞ্চজনের এবং মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়িগণ অন্নসহ প্রাণাদি পঞ্চজনের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মবস্তুর ধ্যান করিবেন, ইহাই এইস্থলে ব্যবস্থা। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন**—ইহা ভগবান্ সূত্রকারের কৃত্বা-চিন্তা [৮৭৪ পৃঃ] । তাৎপর্য্য এই—শাখান্তর হইতে অন্য শাখাতে গুণসকলের উপসংহার হয়, ইহা ৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ প্রভৃতি স্থলে প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং প্রস্তাবিত স্থলেও সেই ন্যায়বলে মাধ্যন্দিন শাখা হইতে "অন্নরূপ" গুণের (—উপাসনাঙ্গের) উপসংহার (—একত্রী-করণ) কাণ্বশাখাতে হইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যে বিকল্পব্যবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা 'উপসংহার' হয় না, ইহা অভ্যুপগম করিয়া কৃত্বাচিন্তাবলম্বনে বলা হইতেছে।

সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। কারণত্বাধিকরণম্। [১৪-১৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জগৎকারণতাবোধক বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় যুক্তিসিদ্ধ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণত্রয়ে প্রধান শ্রুতিপ্রতিপাদিত নহে, ইহা প্রতি-পাদনদ্বারা বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই জগৎকারণতা সিদ্ধ হইয়াছে এবং সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেই বেদান্তবাক্য-সকলের সমন্বয় সিদ্ধ হয়, ইহাও প্রথম পাদ হইতে এতাবৎপর্য্যন্ত সূত্রসন্দর্ভে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষৎসকলে পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় প্রতিপাদিত হওয়ায় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ ও উপনিষদ্বাক্যসকলের তাঁহাতে সমন্বয়, কিছুই সিদ্ধ হয় না। সেইহেতু অনুমানসিদ্ধ প্রধানেই উপনিষদ্বাক্যসকল সমন্বিত হউক, এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া এই পাদের তৃতীয়াধিকরণ পর্য্যন্ত সার্দ্ধ তিনটী পাদের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। আবার পূর্ব্বাধিকরণে ধ্যানক্রিয়াতে পঞ্চত্ব-সংখ্যা পূরণের জন্য অন্ন, অথবা জ্যোতিঃ বিকল্পে গৃহীত হইলে কোনপ্রকার বিরোধ না হইলেও, প্রস্তাবিত অধিকরণে জগৎকারণ সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্ম 'সৎও বটেন, অসৎও বটেন,' এইপ্রকার বিকল্প

সম্ভব নহে বলিয়া সতের জগৎকারণতাবোধক (ছাঃ ৬।২।১) এবং অসতের জগৎকারণতাবোধক (তৈঃ ২।৭, ছাঃ ৩।১৯।১ ইত্যাদি) শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ অবশ্যই হইয়া পড়ে ; এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—বেদান্তবাক্যসকলের অবিরোধবিষয়ক বিচার দ্বিতীয়াধ্যায়ের বিষয় হইলেও, ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় সিদ্ধ হইলে তদুপরি স্মৃতি ও যুক্ত্যাদিকৃত বিরোধের নিরসনকল্পে সেই অধ্যায়ের প্রবৃত্তি সম্ভব। প্রস্তাবিত অধিকরণে বেদান্তবাক্যসকলের বিরোধ নিরাকরণ দ্বারা ব্রহ্মে সেই সমন্বয়ই সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য অধ্যায়-সঙ্গতি (—সমন্বয়াধ্যায়সঙ্গতি) সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদসঙ্গতি—'অসৎ' প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদসকলের সৎস্বরূপ কারণবস্তুতে সমন্বয় প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। তাহার দ্বারা বেদান্ত-বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়ও দৃঢ়ীকৃত হয়

ন্যায়মালা

সমন্বয়ো জগৎযোনৌ ন যুক্তো যুজ্যতেঽথবা।
ন যুক্তো বেদবাক্যেষু পরস্পরবিরোধতঃ ॥
সর্গক্রমবিবাদেঽপি নাসৌ স্রষ্টরি বিদ্যতে।
অব্যাকৃতমসৎ প্রোক্তং যুক্তোঽসৌ কারণে ততঃ ॥

অন্বয় _ জগৎযোনৌ সমন্বয়ঃ যুজ্যতে, অথবা ন যুক্তঃ? বেদবাক্যেষু পরস্পরবিরোধতঃ ন যুক্তঃ। সর্গক্রমবিবাদে অপি অসৌ স্রষ্টরি ন বিদ্যতে। অসৎ অব্যাকৃতং প্রোক্তম্। ততঃ অসৌ কারণে যুক্তঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি বিয়দাদীন্ প্রতি স্রষ্টৃত্বং শ্রূয়তে। "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি তেজআদীন্ প্রতি, "সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐতঃ ১।১।২) ইতি লোকান্ প্রতি, "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩) ইতি চ প্রাণাদীন্ প্রতি। ন কেবলং কার্য্যদ্বারেণৈব কারণে বিরোধঃ, কিন্তু কারণস্বরূপোপন্যাসেঽপি— "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি সদ্রূপত্বং কারণস্য অবগম্যতে। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭) ইতি অসদ্রূপত্বম্, "আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ" (ঐতঃ ১।১।১) ইতি চ আত্মরূপত্বম্। ইমাঃ জগৎকারণত্বশ্রুতয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। এবং বেদান্তেষু বহুশঃ বিরোধ-প্রতীতেঃ প্রামাণ্যস্যৈব দুঃসম্পাদত্বাৎ অত্র সংশয়ঃ ভবতি—বেদান্তবাক্যানাং] জগৎযোনৌ [ব্রহ্মণি] সমন্বয়ঃ যুজ্যতে, অথবা ন যুক্তঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—বেদবাক্যেষু পরস্পরবিরোধতঃ [তেষাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ] ন যুক্তঃ।

সিদ্ধান্ত—[ভবতু নাম সৃজ্যেষু বিয়দাদিষু তৎক্রমে চ বিবাদঃ, বিয়দাদীনাম্ অতাৎপর্য্য-বিষয়ত্বাৎ। অদ্বিতীয়ব্রহ্মবোধায় এব তদুপন্যাসঃ। অতঃ] সর্গক্রমবিবাদে অপি অসৌ [বিবাদঃ তাৎপর্য্যবিষয়ে জগৎ-] স্রষ্টরি ন বিদ্যতে ; [কচিৎ সচ্ছব্দেন উক্তস্য ব্রহ্মণঃ অন্যত্র সর্ব্বজীবস্বরূপ বিবক্ষয়া আত্মশব্দেন অভিধানাৎ। যত্তু অসচ্ছব্দেন কারণাভিধানং, তৎ] অসৎ অব্যাকৃতং প্রোক্তম্। [ন তু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ম্, "কথম্ অসতঃ সজ্জায়েত" (ছাঃ ৬।২।২) ইতি শ্রুত্য-ন্তরেণ অভাবস্য কারণত্বনিষেধাৎ]। ততঃ [একবাক্যতায়াঃ সুসম্পাদত্বাৎ] অসৌ [অসচ্ছব্দঃ জগৎ-] কারণে যুক্তঃ। [অতঃ বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণে ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ সিদ্ধঃ এব ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে আকাশাদির প্রতি স্রষ্টৃতা শ্রুত হইতেছে। "তিনি তেজঃকে উৎপন্ন করিলেন", এইপ্রকারে তেজঃপ্রভৃতির প্রতি, "তিনি এই লোকসকলকে সৃজন করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে লোকসকলের প্রতি এবং "ইঁহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়", এইপ্রকারে প্রাণাদির প্রতি স্রষ্টৃতা শ্রুত হইতেছে। কেবল যে কার্য্যদ্বারেই কারণবস্তুতে বিরোধ হইতেছে, তাহা নহে ; কিন্তু কারণভূত বস্তুর স্বরূপের উপস্থাপনেও বিরোধ হইতেছে, যথা—"হে সোম্য ইহা অগ্রে সদ্রূপে বিদ্যমান ছিল", এইপ্রকারে কারণের সৎস্বরূপতা অবগত হওয়া যাইতেছে। "ইহা অগ্রে অসদ্রূপে বিদ্যমান ছিল", এই-প্রকারে কারণের অসদ্রূপতা এবং "ইহা পূর্ব্বে একমাত্র আত্মরূপেই বিদ্যমান ছিল", এইপ্রকারে কারণের আত্মরূপতা অবগত হওয়া যাইতেছে। জগৎকারণত্ববোধক এই শ্রুতিবাক্য-সকল এখানে বিষয়। বেদান্তবাক্যসকলে এইপ্রকারে বহু বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া তাহার প্রামাণ্যই দুঃসম্পাদ্য হওয়ায় এখানে সংশয় হয়—] জগতের উৎপত্তিস্থানভূত ব্রহ্মবস্তুতে [বেদান্তবাক্যসকলের] সমন্বয় যুক্তিসঙ্গত হইতেছে, অথবা যুক্তিসঙ্গত নহে ?

পূর্ব্বপক্ষ—বেদবাক্যসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধবশতঃ [তাঁহাদের ব্রহ্মে সমন্বয়] যুক্তিসঙ্গত নহে।

সিদ্ধান্ত—[সৃষ্ট আকাশ প্রভৃতিতে এবং তাহাদের সৃষ্টিক্রমে বিবাদ থাকে থাকুক, যেহেতু আকাশ প্রভৃতি তাৎপর্য্যের বিষয় নহে (—সেই সকলের সত্তা প্রতিপাদনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই)। অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক জ্ঞানোৎপাদনের জন্য তাহাদের বর্ণনা হইয়াছে। সেইহেতু] সৃষ্টির ক্রমে বিবাদ থাকিলেও সেই বিবাদ [তাৎপর্য্যের বিষয়ভূত] জগৎস্রষ্টাতে বিদ্যমান নাই ; [যেহেতু কোনস্থলে সৎ-শব্দের দ্বারা বর্ণিত যে ব্রহ্ম, তাঁহার সর্ব্বজীবস্বরূপতা বর্ণনা করিবার ইচ্ছাবশতঃ অন্যত্র তিনি আত্মশব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন। আর যে 'অসৎ' এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা কারণবস্তুর বর্ণনা হইয়াছে, সেই] অসৎ-শব্দে অব্যাকৃত বর্ণিত হইয়াছে ; [কিন্তু অত্যন্তাভাবের অভিপ্রায়ে সেই শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, যেহেতু "অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিপ্রকারে হইবে ?" এইপ্রকারে অন্য শ্রুতির দ্বারা অভাবের কারণতা নিষিদ্ধ হইয়াছে]। সেইহেতু [একবাক্যতা (—একই অর্থপ্রতিপাদন করা) সুসম্পাদনীয় হওয়ায়] উক্ত অসৎ-শব্দ জগৎকারণে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। [অতএব জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তুতে বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় (—তাৎপর্য্যনিরূপণ) অবশ্যই সিদ্ধ হইতেছে ।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মে সমন্বয়াসিদ্ধি। সিদ্ধান্তে—তৎসিদ্ধি।

কারণত্বেনচাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥১।৪।১৪॥

পদচ্ছেদ—কারণত্বে, ন, চ, আকাশাদিষু, যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।

সূত্রার্থ—[জগৎকারণত্বাদিবাক্যানি ব্রহ্মণি মানং, ন বা ইতি বিশয়ে, তেষাং পরস্পর-বিরোধদর্শনাৎ ন মানম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] চশব্দঃ—শঙ্কানিরাসার্থঃ। **কারণত্বে**—ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে, **ন**—বিরোধঃ নাস্তি। [কুতঃ ?] **আকাশাদিষু**—সৃজ্যমানেষু আকাশাদিষু পদার্থেষু, **যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ**—একস্মিন্ বেদান্তবাক্যে যথাভূতঃ ঈশ্বরঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্টঃ, তথাভূতস্যৈব অপরস্মিন্ অপি বেদান্তবাক্যে অভিধানাৎ।

অনুবাদ—[জগৎকারণত্বাদির বোধক বাক্যসকল ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ, অথবা প্রমাণ নহে, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; সেই সকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া তাহারা প্রমাণ নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **চ** শব্দটী—আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য। **কারণত্বে**—ব্রহ্মের জগৎকারণত্বাতে. **ন**—বিরোধ নাই। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **আকাশাদিষু**—যেহেতু সৃজ্যমান আকাশাদি পদার্থসকলে, **যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ**—এক বেদান্তবাক্যে যেপ্রকার ঈশ্বর কারণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, অপর বেদান্তবাক্যেও সেইপ্রকার ঈশ্বরই বর্ণিত হইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্ ।১ প্রতিপাদিতং চ ব্রহ্মবিষয়ং গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাম্ ।২ প্রতিপাদিতং চ প্রধানস্য অশব্দত্বম্ ।৩ তত্র ইদম্ অপরম্ আশঙ্কতে—ন জন্মাদিকারণত্বং ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতিপত্তুং শক্যম্ ।৪ কস্মাৎ ?৫ বিগানদর্শনাৎ ।৬ প্রতিবেদান্তং হি অন্যা অন্যা সৃষ্টিঃ উপলভ্যতে, ক্রমাদিবৈচিত্র্যাৎ ।৭ তথাহি—ক্বচিৎ "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি আকাশাদিকা সৃষ্টিঃ আম্নায়তে ।৮ ক্বচিৎ তেজআদিকা—"তৎ তেজঃ অসৃজত" ছাঃ ৬।২।৩) ইতি ।৯ ক্বচিৎ প্রাণাদিকা—"সঃ প্রাণম্ অসৃজত, প্রাণাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। পূঃ—শ্রুতিতে সৃষ্টি এবং স্রষ্টৃবিষয়ক বিরুদ্ধকথনবশতঃ সাংখ্যসম্মত প্রধানই জগৎকারণ।]

ব্রহ্মের লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে (১।১।২ সূঃ) ।১ আর ব্রহ্মবিষয়ক গতিসামান্য (—উপনিষদ্বাক্যসকল হইতে চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে অবগত হওয়া যায় ইহা, ১।১।৩ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ হইতে তৃতীয়পাদান্ত অধিকরণসকলে] প্রতিপাদিত হইয়াছে।২ আবার প্রধানের অবৈদিকত্ব [এই পাদের প্রথমাধিকরণ-ত্রয়ে] প্রতিপাদিত হইয়াছে।৩ সেই [ব্রহ্ম] বিষয়ে এই অপর আশঙ্কা করা হইতেছে—ব্রহ্ম [জগতের] জন্মাদির কারণ, ইহা অথবা উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মবিষয়ে গতিসামান্যতা অবগত হইতে পারা যায় না ?৪ কেন পারা যায় না ?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু বিগান (—বিরুদ্ধ কথন) পরিদৃষ্ট হইতেছে।৬ [কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধকথন প্রদর্শন করিতেছেন—] ক্রম প্রভৃতির বৈচিত্র্যবশতঃ প্রত্যেক উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি উপলব্ধ হইতেছে।৭ যেমন দেখ, কোনস্থলে "আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", এইরূপে আকাশাদিক (—আকাশ যাহার আদিতে অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে, এতাদৃশ) সৃষ্টি পঠিত হইতেছে।৮ কোনস্থলে "তিনি তেজঃকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকারে তেজআদিকা সৃষ্টি পঠিত হইতেছে।৯ কোনস্থলে "তিনি প্রাণকে (—হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিলেন" এইরূপে প্রাণাদিকা সৃষ্টি পঠিত হইতেছে।১০

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রদ্ধাম্" (প্রশ্নঃ ৬।৪) ইতি ।১০ ক্বচিৎ অক্রমেণ এব লোকানাম্ উৎপত্তিঃ আম্নায়তে—"সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত, অম্ভঃ মরীচীঃ মরম্ আপঃ" (ঐতঃ ১।১।২) ইতি ।১১ তথা ক্বচিৎ অসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—"অসদ্ বৈ ইদমগ্র আসীৎ, ততঃ বৈ সৎ অজায়ত" (তৈঃ ২।৭) ইতি; "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ, তৎ সৎ আসীৎ তৎ সমভবৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইতি চ ।১২ ক্বচিৎ অসদ্বাদনিরাকরণেন সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে—"তদ্ হ একে আহুঃ অসৎ এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ", ইতি উপক্রম্য "কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাৎ ইতি হ উবাচ, কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত ইতি, সৎ তু এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১-২) ইতি ।১৩ ক্বচিৎ স্বয়ংকর্তৃকা এব ব্যাক্রিয়া জগতঃ নিগদ্যতে—তদ্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ, তৎ নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়ত" (বৃঃ ১।৪।৭)

ভাষ্যানুবাদ

কোনস্থলে ক্রমব্যতিরেকেই লোকসকলের উৎপত্তি পঠিত হইতেছে, যথা—"তিনি এই লোকসকলকে সৃষ্টি করিলেন, অম্ভোলোক (—জলময়শরীরপ্রচুর স্বর্গলোক), মরীচিলোকসকল (—সূর্য্যরশ্মিপ্রধান অন্তরিক্ষলোকসকল), মরলোক (—মর্ত্ত্যলোক) এবং আপোলোক (—জলপ্রচুর পাতাললোক"), ইত্যাদি ।১১ [এক্ষণে কারণবিষয়ক বিরুদ্ধকথন প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে কোনস্থলে অসৎপূর্ব্বিকা (—যাহা পূর্ব্বে 'অসৎ' ছিল, এতাদৃশ) সৃষ্টি পঠিত হইতেছে, যথা—"ইহা (—এই নামরূপবিশিষ্ট অভিব্যক্ত জগৎ) অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) 'অসৎ' (—অনভিব্যক্তনামরূপাত্মক) ছিল, তাহা হইতে সৎ (—নামরূপাবলম্বনে অভিব্যক্ত জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি এবং "ইহা অগ্রে অসৎই (—নিস্পন্দরূপেই) ছিল, তাহা সৎ (—কার্য্যানুকূল ঈষৎ প্রবৃত্তিযুক্ত) হইয়াছিল, [অনন্তর] তাহা সম্ভূত (—সূক্ষ্মভূতাকারে পরিণত) হইল", ইত্যাদি ।১২ কোনস্থলে অসদ্বাদ (—'অসৎ' (—যাহা বিদ্যমান নাই, তাহা) হইতে জগতের উৎপত্তি) নিরাকরণদ্বারা সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া (—সৃষ্টি) প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে, যথা—"সেই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎই ছিল", এইরূপে আরম্ভ করিয়া ["আরুণি] বলিলেন, হে সোম্য, কিন্তু ইহা কিপ্রকারে এইরূপ হইবে? অসৎ হইতে কিপ্রকারে সৎ উৎপন্ন হইবে? পরন্তু হে সোম্য, ইহা (—এই জগৎ) অগ্রে (উৎপত্তির পূর্ব্বে) নিশ্চয়ই সৎ ছিল", ইত্যাদি ।১৩ কোনস্থলে জগতের স্বয়ংকৃত ব্যাক্রিয়াই (—স্বভিন্ন কর্তৃব্যতিরেকে স্বতঃ অভিব্যক্তিই) বলিতেছেন, যথা—"তখন এই জগৎ সেই অব্যাকৃতরূপে (—অনভিব্যক্তনামরূপাত্মকরূপে) ছিল, তাহা

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।১৪ এবম্ অনেকধা বিপ্রতিপত্তেঃ বস্তুনি চ বিকল্পস্য অনুপপত্তেঃ ন বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণাবধারণপরতা ন্যায্যা ।১৫ স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যাং তু কারণান্তরপরিগ্রহঃ ন্যায্যঃ ইতি ।১৬ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সত্যপি প্রতিবেদান্তং সৃজ্যমানেষু আকাশাদিষু ক্রমাদিদ্বারকে বিগানে, ন স্রষ্টরি কিঞ্চিৎ বিগানম্ অস্তি ।১৭ কুতঃ ?১৮ যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ।১৯ যথাভূতঃ হি একস্মিন্ বেদান্তে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা একঃ অদ্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্টঃ, তথাভূতঃ এব বেদান্তান্তরেষু অপি ব্যপদিশ্যতে ।২০ তদ্ যথা—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইতি ।২১ অত্র তাবৎ জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্বিষয়েণ কাময়িতৃত্ববচনেন চেতনং ব্রহ্ম ন্যরূপয়ৎ অপরপ্রযোজ্যত্বেন ঈশ্বরং কারণম্ অব্রবীৎ ।২২ তদ্বিষয়েণ এব

ভাষ্যানুবাদ

নাম ও রূপের দ্বারাই অভিব্যক্ত হইল", ইত্যাদি ।১৪ এইপ্রকারে অনেকপ্রকার বিপ্রতিপত্তি (—বিরুদ্ধ জ্ঞান) হয় বলিয়া এবং বস্তুতে ['এইপ্রকারও হয়, অন্যপ্রকারও হয়'—এইরূপ] বিকল্প সঙ্গত নহে বলিয়া [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] উপনিষদ্বাক্যসকলের জগৎকারণাবধারণপরতা (—উপনিষদ্বাক্যসকল হইতেই জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হন, ইহা) ন্যায্য নহে ।১৫ [তাহা হইলে কি ন্যায্য ? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] পরন্তু স্মৃতিপ্রসিদ্ধি ও ন্যায়প্রসিদ্ধির বলে (—প্রসিদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির এবং "ভেদানাং পরিমাণাৎ" (সাং কাঃ ১৫) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ যুক্তির বলে, প্রধানরূপ] অন্য কারণের পরিগ্রহই ন্যায্য ।১৬

[সিঃ—স্রষ্টৃবিষয়ক বেদান্তবাক্যসকলের অবিরোধ প্রদর্শন ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—প্রত্যেক উপনিষদে সৃজ্যমান আকাশ প্রভৃতিতে [সৃষ্টির] ক্রম প্রভৃতিকে দ্বারকরতঃ বিরুদ্ধ কথন থাকিলেও স্রষ্টাতে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ কথন নাই ।১৭ কোন্ যুক্তিবলে ইহা বলিতেছ ?১৮ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু যথা উপদিষ্টের কথন আছে ।১৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এক উপনিষদে যেপ্রকার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বস্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয় বস্তু কারণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, অন্য উপনিষদেও সেইপ্রকারই উপদিষ্ট হইতেছেন ।২০ তাহা এইপ্রকার—"ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ", ইত্যাদি ।২১ এইস্থলে দেখ, জ্ঞানশব্দের দ্বারা এবং ["সঃ অকাময়ত" তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি] পরবর্ত্তী তদ্বিষয়ক (—ব্রহ্মবিষয়ক) কাময়িতৃত্ববচনের দ্বারা ব্রহ্ম চেতন বস্তু, ইহা [শ্রুতি] নিরূপণ করিয়াছেন এবং ["তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭) ইত্যাদি বাক্যে] অপরপ্রযোজ্যরূপে (—পরের প্রযোজ্য না হইয়া স্বাধীনভাবে) ঈশ্বরকে [জগতের] কারণ বলিয়াছেন ।২২ আর ["সত্যং জ্ঞানম্"

শাঙ্করভাষ্যম্

পরেণ আত্মশব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চ অন্তরনুপ্রবেশনেন সর্ব্বেষাম্ অন্তঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ।২৩ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ ২।৬) ইতি চ আত্মবিষয়েণ বহুভবনানুশংসনেন সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুঃ অভেদম্ অভাষত।২৪ তথা "ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত, যদ্ ইদং কিঞ্চ" (তৈঃ ২।৬) ইতি সমস্তজগৎস্ৃষ্টিনির্দ্দেশেন প্রাক্‌সৃষ্টেঃ অদ্বিতীয়ং স্রষ্টারম্ আচষ্টে।২৫ তদ্ অত্র যল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণত্বেন বিজ্ঞাতং, তল্লক্ষণম্ এব অন্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে—'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্', "তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি, তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।১-৩) ইতি।২৬ "আত্মা বৈ ইদম্ এক এব অগ্রে অসীৎ, ন অন্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, সঃ ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ" (ঐতঃ

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি বাক্যের] পরবর্ত্তী ["আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত" ইত্যাদি বাক্যস্থ] তদ্বিষয়ক (—ব্রহ্মবিষয়ক) আত্মশব্দের দ্বারা এবং [তৈঃ ২।২ বাক্য হইতে] শরীরাদি কোশপরম্পরাবলম্বনে অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের দ্বারা [অন্নময়াদি কোশ] সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী [পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপ, তৈঃ ২।৫] প্রত্যগাত্মাকে [শ্রুতি] নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।২৩ আবার "আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব", এই আত্মবিষয়ক বহু ভবনের অনুশংসনের (—এক আত্মাই বহু হইয়াছেন, এইপ্রকার কথনের) দ্বারা সৃজ্যমান কার্য্যবস্তুসকল স্রষ্টা হইতে অভিন্ন, ইহা (—এই একত্বের কথা, শ্রুতি] বলিয়াছেন।২৪ এইরূপেই "এই সকল যাহা কিছু, এই সমস্তই সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকারে সমস্ত জগতের সৃষ্টিনির্দ্দেশের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বিতীয় স্রষ্টার কথাই শ্রুতি বলিতেছেন।২৫ এইরূপে এখানে (—তৈত্তিরীয়কে) যেপ্রকার লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম [জগতের] কারণরূপে বিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেইপ্রকার লক্ষণযুক্তরূপেই [ব্রহ্ম] অন্যস্থলেও (—ছান্দোগ্যেও) বিজ্ঞাত হইতেছেন, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, ইহা (—এই জগৎ) উৎপত্তির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় 'সৎ'-রূপেই অবস্থিত ছিল", সেই সৎ ঈক্ষণ (১) করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব", তিনি তেজঃকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি।২৬ [ঐতরেয় শ্রুতিতেও সেইপ্রকার সর্ব্বজ্ঞ, এক ও অদ্বিতীয় জগৎকারণ বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে "ইহা (—এই জগৎ) উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মরূপেই

ভাবদীপিকা

(১) স্রষ্টব্যপদার্থবিষয়ক এই ঈক্ষণের দ্বারা স্রষ্টার সর্বজ্ঞত্ব সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ সৃজ্যমানপদার্থবিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে সৃষ্টিক্রিয়া সম্ভব হয় না। সেইহেতু শ্রুতিতে সর্ব্বস্থলেই সৃজ্যমান বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বারাই জগৎকারণের সর্ব্বজ্ঞতা সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

১।১।১)ইতি চ।২৭ এবংজাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণপরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তম্ অবিগীতার্থত্বাৎ।২৮ কার্য্যবিষয়ং তু বিগানং দৃশ্যতে—ক্বচিৎ আকাশাদিকা সৃষ্টিঃ, ক্বচিৎ তেজআদিকা ইতি এবংজাতীয়কম্।২৯ নচ কার্য্যবিষয়েণ বিগানেন কারণম্ অপি ব্রহ্ম সর্ব্ববেদান্তেষু অবিগীতম্ অধিগম্যমানম্ অবিবক্ষিতং ভবিতুম্ অর্হতি ইতি শক্যতে বক্তুম্; অতিপ্রসঙ্গাৎ।৩০ সমাধাস্যতি চ আচার্য্যঃ কার্য্যবিষয়ম্ অপি বিগানং "ন বিয়দশ্রুতেঃ"

ভাষ্যানুবাদ

অবস্থিত ছিল, ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না, তিনি (—সেই আত্মা) ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোকসমূহকে সৃজন করিব", ইত্যাদি 'বাক্যসকলও শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে'।২৭ [জগৎ] কারণের স্বরূপ নিরূপণপর এই জাতীয় বাক্যসকল প্রত্যেক উপনিষদে অবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া 'জগৎকারণবিষয়ে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ কথন নাই'।২৮

[নিঃ—সৃষ্ট্যাদিবর্ণনে শ্রুতির তাৎপর্য্য থাকুক্, বা না থাকুক্, তদ্বিষয়ক বিরুদ্ধকথনদ্বারা কারণ ব্রহ্মবস্তুতে বিরুদ্ধকথন আপতিত হয় না।]

[কিন্তু কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধকথনদ্বারে কারণেও তো বিরুদ্ধ কথন আপতিত হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধ কথন কিন্তু পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—কোনস্থলে [তৈঃ ২।১] আকাশাদিকা (—আকাশ প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে, এতাদৃশ) সৃষ্টি পঠিত হইতেছে, কোনস্থলে [ছাঃ ৬।২।৩] তেজআদিকা সৃষ্টি পঠিত হইতেছে, ইত্যাদি এই জাতীয় 'বিরুদ্ধ কথন আছে'।২৯ কিন্তু কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধকথনদ্বারা সমস্ত উপনিষদে অবিরুদ্ধভাবে যিনি জ্ঞানের বিষয় হইতেছেন, সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্মও অবিবক্ষিত হইবার যোগ্য হইবেন, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে (২)।৩০ [কিন্তু তোমাদের মতে তো কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা অঙ্গীকৃত হয়, সুতরাং কার্য্যদ্বারে কারণে বিরুদ্ধকথন কেন প্রসক্ত হইবে না ? তদুত্তরে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের জন্য সৃষ্টিবোধক বাক্যসকলের স্বার্থে তাৎপর্য্য অঙ্গীকারকরতঃ বলিতেছেন—] আর আচার্য্য [বাদরায়ণ] "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধকথনের সমাধান করিবেন।৩১ [কিন্তু তাহা হইলেও শ্রুতি বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টির কথা আদৌ কেন

ভাবদীপিকা

(২) সেই অতিপ্রসঙ্গ এইপ্রকার—সৃষ্টিবিষয়ক বিরুদ্ধ কথনবশতঃ যদি স্রষ্টা এক ব্রহ্ম সিদ্ধ না হন, তাহা হইলে স্বপ্নের দৃশ্যপদার্থ প্রত্যহ বিভিন্ন প্রকার হয় বলিয়া "আমিই সেই প্রাত্যহিক স্বপ্নদ্রষ্টা" এইপ্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাত যে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ দ্রষ্টা, তাহারও বিভিন্নতা হইয়া পড়িবে, একত্ব সিদ্ধ হইবে না। ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

(২।৩।১) ইত্যারভ্য ।৩১ ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতত্বম্, অপ্রতিপাদ্যত্বাৎ ।৩২ নহি অয়ং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপিপাদয়িষিতঃ, ন হি তৎপ্রতিবদ্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থঃ দৃশ্যতে, শ্রূয়তে বা ।৩৩ নচ কল্পয়িতুং শক্যতে, উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ৈঃ বাক্যৈঃ সাকম্ একবাক্যভায়াঃ গম্যমানত্বাৎ ।৩৪ দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চস্য ব্রহ্ম প্রতিপত্ত্যর্থতাম্—"অন্নেন সোম্য শুঙ্গেন অপঃ মূলম অন্বিচ্ছ, অদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজঃ মূলম অন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলম্ অনিচ্ছ" (ছাঃ ৬।৮।৪) ইতি ।৩৫ মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যস্য কারণেন অভেদং বদিতুং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যতে ইতি গম্যতে ।৩৬ তথাচ সম্প্রদায়বিদঃ বদন্তি—

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন ? তদুত্তরে পারমার্থিক দৃষ্টি অবলম্বনে সৃষ্টিবোধক বাক্যসকলের সৃষ্টিপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, ইহাই বলিতেছেন—] কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধকথন থাকে, থাকুক ; যেহেতু [শ্রুতির] তাহা প্রতিপাদ্য নহে ।৩২ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] এই সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছার বিষয়ীভূত নহে (—সৃষ্টি প্রভৃতির প্রতিপাদনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই), যেহেতু তাহার (—সৃষ্টি প্রভৃতির) সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনপ্রকার পুরুষার্থ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, অথবা শ্রুতিতেও বর্ণিত হইতেছে না ।৩৩ [কিন্তু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ফল শ্রুত না হইলেও যেমন ফল কল্পিত হয়, তদ্রূপ এখানেও ফল কল্পনা করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহা কল্পনাও করা যায় না, যেহেতু উপক্রম ও উপসংহারের বলে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকলের সহিত [সৃষ্টি প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্যসকলের] সেই সেই স্থলে একবাক্যতা অবগত হওয়া যায়। [সুতরাং ব্রহ্মবোধক বাক্যের সহিত একই অর্থ প্রতিপাদক তাহাদের পৃথক্ ফল কল্পনা করিলে বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়িবে ।৩৪ একবাক্যতাই যে শ্রুতিরও অভিপ্রেত, তাহা বলিতেছেন—] আর সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চ (—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের বর্ণনা) যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তাহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, অন্নরূপ শুঙ্গের (—অঙ্কুরের, অর্থাৎ কার্য্যের) দ্বারা জলরূপ মূলকে (—কারণকে) অবগত হও, হে সোম্য, জলরূপ কার্য্যের দ্বারা তেজোরূপ কারণকে অবগত হও, হে সোম্য, তেজোরূপ কার্য্যের দ্বারা সদ্-রূপ কারণকে অবগত হও", ইত্যাদি ।৩৫ [কারণের অদ্বয়ত্বজ্ঞানও সৃষ্ট্যাদি শ্রুতির অপর তাৎপর্য্য, ইহা বলিতেছেন—ছাঃ ৬।১।৪ ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত] মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তসকলের দ্বারা কারণের সহিত কার্য্যের অভিন্নতা বলিবার জন্য [শ্রুতি] সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চ শ্রবণ করাইতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৩৬ সম্প্রদায়বিদ্‌গণও

শাঙ্করভাষ্যম্

"মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা। উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন" ॥ (মাঃ কাঃ ৩।১৫) ইতি।৩৭ ব্রহ্মপ্রতিপত্তিপ্রতিবদ্ধং তু ফলং শ্রূয়তে—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১), "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি" (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি।৩৮ প্রত্যক্ষাবগমং চ ইদং ফলং, "তত্ত্বমসি" ইতি অসংসার্য্যাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যাং সংসার্য্যাত্মত্বব্যাবৃত্তেঃ।৩৯॥১।৪।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

সেইপ্রকারই বলিতেছেন, যথা—"মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদির [দৃষ্টান্তের] দ্বারা যে সৃষ্টি বিভিন্নপ্রকারে কল্পিত হয়, তাহা [জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানকে] অবতরণ (—বুদ্ধিতে আরূঢ়) করাইবার জন্য উপায়স্বরূপ ; [ব্রহ্মে জগতের উৎপত্ত্যাদিকৃত] কোনপ্রকার ভেদ নাই", ইত্যাদি।৩৭ (৩) আর ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ফলও শ্রুত হইতেছে, যথা—"ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", "আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", এবং "একমাত্র তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে", ইত্যাদি।৩৮ আর [ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের] এই ফল [বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের] প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় (—স্বানুভবসিদ্ধ), যেহেতু "তত্ত্বমসি" এইপ্রকারে অসংসারী আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে আত্মার সংসারিভাব ব্যাবৃত্ত হয় (—জন্মমরণপ্রবাহের নিবৃত্তি হয়।৩৯ অতএব কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধকথন থাকিলেও তাহাতে তাৎপর্য্য না থাকায় ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় অবশ্যই সিদ্ধ হয়]॥১।৪।১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যৎ পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতম্ "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭) ইত্যাদি। তৎপরিহর্ত্তব্যম্। অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—আর যে [জগতের] কারণবিষয়ে বিরুদ্ধ কথন প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসদ্ই ছিল", ইত্যাদি। তাহাকে পরিহার করিতে হইবে। এই বিষয়ে বলা হইতেছে—

সমাকর্ষাৎ ॥১।৪।১৫॥

সূত্রার্থ—["অসদ্বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ" ইতি অনভিব্যক্তনামরূপবাচিনা অসচ্ছব্দেন "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।৩) ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতস্য সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণস্য সতঃ এব] **সমাকর্ষাৎ**—আকর্ষণাৎ [ন অসতঃ কারণত্বশঙ্কাবকাশঃ।]

ভাবদীপিকা

(৩) "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্"—'ফলবানের নিকটে ফলবিহীন যাহা পঠিত হয়, তাহা সেই ফলবানের অঙ্গ', এই ন্যায়ানুসারে ফলবিহীন যে সৃষ্ট্যাদির বর্ণনা, তাহা ফলবান্ যে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, তাহার অঙ্গ (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোদয়ের জন্য শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ—["ইহা (—জগৎ) অগ্রে অসৎই ছিল", এইরূপে অনভিব্যক্ত নাম ও রূপের বাচক অসৎ-শব্দের দ্বারা "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ". এই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত যে সত্য ও জ্ঞানাদিলক্ষণযুক্ত সদ্বস্তু, তাঁহারই] **সমাকর্ষাৎ**—আকর্ষণ হইয়াছে বলিয়া [অসদ্বস্তু জগতের কারণ হইবে, এইপ্রকার আশঙ্কার অবকাশ নাই]

শাঙ্করভাষ্যম্

"অসদ্বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (তৈঃ ২।৭) ইতি ন অত্র অসৎ নিরাত্মকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে, যতঃ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" (তৈঃ ২।৬) ইতি অসদ্বাদাপবাদেন অস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্ম অন্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগাত্মানং নির্ধার্য্য, "সঃ অকাময়ত" (তৈঃ ২।৬) ইতি তমেব প্রকৃতং সমাকৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা "তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে" ইতি চ উপসংহৃত্য "তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি" ইতি তস্মিন্ এব প্রকৃতে অর্থে শ্লোকম্ ইমম্ উদাহরতি "অসদ্বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ" ইতি।১ যদি তু অসৎ নিরাত্মকম্ অস্মিন্ শ্লোকে অভিপ্রেয়েত,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধার্থক শ্রুতিবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন।]

"ইহা (—এই জগৎ) অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) অসদ্ই ছিল", ইত্যাদি এইস্থলে নিরাত্মক (—সত্তারহিত) অসৎকে [জগতের] কারণরূপে শ্রবণ করান হইতেছে না, যেহেতু "ব্রহ্মকে [কেহ] যদি অবিদ্যমানরূপে জানেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অসৎই (—পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্যই) হইয়া পড়েন; আর যদি ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, এইরূপে জানেন, তাহা হইলে [ব্রহ্মবিদ্গণ] ইঁহাকে সদ্রূপে (—ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমানরূপে) জানেন", এইরূপে অসদ্বাদের (—অসদ্বস্তু জগতের কারণ, এই মতবাদের) নিরাকরণদ্বারা অস্তিত্বলক্ষণ (—সন্মাত্রস্বরূপ) ব্রহ্মকে অন্নময়াদিকোশপরম্পরাবলম্বনে প্রত্যগাত্মরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া "তিনি কামনা করিয়াছিলেন", এইরূপে প্রস্তাবিত তাঁহাকেই (—সেই সন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকেই) আকর্ষণ করতঃ এই সপ্রপঞ্চ (—অতিবিস্তৃত) সৃষ্টি যে তাঁহা হইতে উৎপন্ন, ইহা শ্রবণ করাইয়া এবং ["ব্রহ্মবিদ্গণ] তাঁহাকে 'সত্য' এইরূপ বলিয়া থাকেন", এইরূপে উপসংহার করিয়া "এই বিষয়ে একটী শ্লোক আছে", এইরূপে সেই প্রস্তাবিত বিষয়েই (—সন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়েই) এই শ্লোকটী উদাহরণরূপে বলিতেছেন, যথা—"ইহা অগ্রে অসৎই ছিল". ইত্যাদি।১ কিন্তু যদি নিরাত্মক (—সত্তারহিত) অসদ্বস্তু এই শ্লোকে অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে একের আকর্ষণে অন্যের উদাহরণবশতঃ

ভাবদীপিকা

কিন্তু ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ফলবান্ অর্থাৎ তাহার কোন ফল আছে, সেই বিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—**ব্রহ্ম প্রতিপত্তিপ্রতিবদ্ধম্**—'আর ব্রহ্মজ্ঞানের' ইত্যাদি (৩৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ততঃ অন্যসমাকর্ষণে অন্যস্য উদাহরণাৎ অসম্বদ্ধং বাক্যম্ আপদ্যেত।২ তস্মাৎ নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধঃ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্ম অসদ্ ইব আসীৎ ইতি উপচর্য্যতে।৩ এষা এব "অসদ্ এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছা: ৩।১৯।১) ইতি অত্রাপি যোজনা, "তৎ সদ্ আসীৎ" ইতি সমাকর্ষণাৎ।৪ অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি

ভাষ্যানুবাদ

(—এক বস্তুকে বিচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া অন্য বস্তুর উদাহরণবশতঃ) বাক্যটী অসম্বদ্ধ হইয়া পড়িত।২ সেইহেতু নাম ও রূপাবলম্বনে অভিব্যক্ত বস্তুবিষয়ে সৎ-শব্দটী প্রায়ই প্রসিদ্ধ বলিয়া (—তাদৃশ অভিব্যক্ত বস্তুতেই সৎ-শব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া) তাহার (—নামরূপের) অভিব্যক্তির অভাবকে অপেক্ষা করিয়া [জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে 'সৎস্বরূপ ব্রহ্মই' যেন অসতের ন্যায় ছিলেন, ইহা গৌণভাবে (৪) বলা হইতেছে।৩ "ইহা (—এই জগৎ) উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎই ছিল", ইত্যাদি এইস্থলেও [এই ছান্দোগ্যবাক্যেও, অর্থ] যোজনা এইপ্রকারই হইবে (—নামরূপাবলম্বনে জগতের অভিব্যক্তির অভাবকে লক্ষ্য করিয়া কারণবস্তুতে অসৎ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে), কারণ "তাহা (—অসৎশব্দবাচ্য সেই বস্তুটী) সৎ (—নামরূপাবলম্বনে অভিব্যক্তির জন্য প্রবৃত্তিযুক্ত) হইয়াছিল", এই-প্রকারে আকৃষ্ট হইয়াছে।৪ [উক্ত অসৎ-শব্দটীর অর্থ] অত্যন্তাভাব অঙ্গীকার করিলে

ভাবদীপিকা

(৪) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—নিরাত্মক অসৎ এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য না হওয়ায় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুকেই এখানে 'অসৎ' পদের লক্ষণাবৃত্তিবলে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা এইপ্রকার—অসৎশব্দের শক্যার্থ—'যাহা ব্যক্ত নহে', সেই পদার্থ। যে পদার্থ ব্যক্ত নহে তাহা সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে, অর্থাৎ তাহা অতীন্দ্রিয়। আবার ব্রহ্মবস্তুও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এইপ্রকার সাদৃশ্যের বলে "স্ববাচ্য-সাদৃশ্যরূপ" শক্যসম্বন্ধের দ্বারা অসৎপদের লাক্ষণিক অর্থ হয় 'ব্রহ্মবস্তু'। এতাদৃশ ব্যাখ্যাতে 'লক্ষণা' অঙ্গীকাররূপ গৌরবদোষ হয় ইহা বলা যায় না, কারণ "বহূনাং শব্দানাম্ একবিষয়াণাং পরস্পরবিরোধেন অর্থনির্ণয়াসামর্থ্যে সতি প্রমাণান্তরানুসারেণ সর্ব্বশব্দলক্ষণাপরিগ্রহাৎ বরং স্বান্তর্বর্ত্তিবহুশব্দানুসারেণ কতিপয়শব্দলক্ষণা, লাঘবাৎ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—["একই শাস্ত্রগত] একার্থপ্রতিপাদক বহু শব্দের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ হওয়ায় অর্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ না হইলে অন্য প্রমাণানুসারে সেই শব্দসকলের লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণ করা অপেক্ষা (—সাংখ্যাদি অন্য শাস্ত্ররূপ প্রমাণের অনুযায়িভাবে সেই শব্দসকলের প্রধানাদিরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করা অপেক্ষা) স্বান্তর্বর্ত্তী (—একই শাস্ত্রগত, চেতনকারণবাচী] বহুশব্দের অনুযায়িরূপে কয়েকটী শব্দে লক্ষণা অঙ্গীকার শ্রেয়ঃ, কারণ তাহাতে লাঘব হয়", এই ন্যায়বলে 'অসৎ', 'অব্যাকৃত' ইত্যাদি কতিপয় শ্রৌতপদের লক্ষণাবৃত্তিবলে ব্রহ্মরূপ অর্থগ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তৎ সদ্ আসীৎ" ইতি কিং সমাকৃষ্যেত ?৫ "তদ্ হ একে আহুঃ অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি অত্রাপি ন শ্রুত্যন্তরাভিপ্রায়েণ অয়ম্ একীয়মতোপন্যাসঃ, ক্রিয়ায়াম্ ইব বস্তুনি বিকল্পস্য অসম্ভবাৎ।৬ তস্মাৎ শ্রুতিপরিগৃহীতসৎপক্ষদার্ঢ্যায় এব অয়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্য অসৎপক্ষস্য উপন্যস্য নিরাসঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্।৭ "তদ্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।৭) ইতি অত্রাপি ন নিরধ্যক্ষস্য জগতঃ ব্যাকরণং কথ্যতে, "সঃ এষঃ ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ" ইতি অধ্যক্ষস্য ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ।৮ নিরধ্যক্ষে ব্যাকরণাভ্যুপগমে হি অনন্তরেণ প্রকৃতাবলম্বিনা "সঃ" ইতি অনেন সর্ব্বনাম্না কঃ কার্য্যা-

ভাষ্যানুবাদ

"তাহা সৎ হইয়াছিল", এই বাক্যটী কাহাকে আকর্ষণ করিবে ?৫ (৫) "কেহ কেহ (—বেদবহির্ভূত কোন কোন বাদী) বলেন—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল", ইত্যাদি এইস্থলেও ইহা অন্যশ্রুতির অভিপ্রায়ে (—শ্রুতির অন্য শাখাতে উল্লিখিত) কোন মতবাদীর মতের উল্লেখ নহে, যেহেতু ক্রিয়ার ন্যায় বস্তুতে বিকল্প সম্ভব নহে।৬ সেইহেতু শ্রুতিকর্ত্তৃক পরিগৃহীত যে সৎপক্ষ (—সৎকারণবাদ, ব্রহ্মকারণবাদ) তাহাকে দৃঢ় করিবার জন্যই মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পরিকল্পিত অসৎপক্ষের (—অসৎকারণবাদের) উপন্যাস করিয়া [তাহার] নিরাকরণ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।৭

[সিঃ—স্বভাবকারণবাদ নিরাকরণ। সৃষ্টি সকর্ত্তৃক এই বিষয়ে শ্রুতি ও যুক্তি প্রদর্শন।]

[আর যে স্বয়ংকর্ত্তৃক ব্যাক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে (১।৪।১৪ সূঃ ১৪ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তখন ইহা (—জগৎ) সেই অব্যাকৃতরূপে ছিল", ইত্যাদি এইস্থলেও নিরধ্যক্ষ (—কর্ত্তৃরহিত) জগতের অভিব্যক্তি কথিত হইতেছে না, যেহেতু "সেই ইনি (—আত্মা) এখানে (—দেহে) নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন", এইরূপে অভিব্যক্ত কার্য্যবস্তুতে অনুপ্রবিষ্টরূপে অধ্যক্ষের সম্যগ্-রূপে আকর্ষণ হইয়াছে।৮ কর্ত্তৃরহিত অভিব্যক্তি স্বীকৃত হইলে, প্রস্তাবিত বস্তুকে অবলম্বনকারী যে অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'সঃ' এই সর্ব্বনামপদ, তাহার দ্বারা সৃষ্টবস্তু-

ভাবদীপিকা

(৫) যদি বলা হয়—'অসৎ'পদে লক্ষণা অঙ্গীকার (৪ ভাবদীঃ) না করিয়া শ্রুতিরই কোন শাখাতে জগৎকারণরূপে 'অসৎ' প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকারকরতঃ "উদিতে জুহোতি, অনুদিতে জুহোতি"—'সূর্য্য উদিত হইলে অগ্নিহোত্র হোম করিবে', 'সূর্য্য অনুদিত থাকিতে অগ্নিহোত্র হোম করিবে', এইপ্রকার ব্যবস্থিত বিকল্পের ন্যায় সৎ ও অসৎ জগৎকারণের মধ্যে বিকল্প অঙ্গীকার করিতেছ না কেন? [তাহাতে অর্থ হইবে—কোন কল্পে সৎ হইতে এবং কোন কল্পে অসৎ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়]। তদুত্তরে বলিতেছেন—**তদ্ হ একে**—'কেহ কেহ' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

নুপ্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যেত?৯ চেতনস্য চ অয়ম্ আত্মনঃ শরীরে অনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে, প্রবিষ্টস্য চেতনত্বশ্রবণাৎ "পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানঃ মনঃ" (বৃঃ ১।৪।৭) ইতি।১০ অপিচ যাদৃশম্ ইদম্ অদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে, এবম্ আদিসর্গে অপি ইতি গম্যতে, দৃষ্টবিপরীত-কল্পনানুপপত্তেঃ।১১ শ্রুত্যন্তরম্ অপি "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি সাধ্যক্ষাম্ এব জগতঃ ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি।১২ "ব্যাক্রিয়ত" (বৃঃ ১।৪।৭) ইত্যপি কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ, সত্যেব পরমেশ্বরে ব্যাকর্ত্তরি সৌকর্য্যম্ অপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ।১৩ যথা "লূয়তে কেদারঃ স্বয়ম্ এব" ইতি

ভাষ্যানুবাদ

সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্টরূপে কে আকৃষ্ট হইবেন (—এই সর্ব্বনামপদটী অনুপ্রবিষ্টরূপে কাহাকে সমর্পণ করিবে)?৯ [যদি বলা হয়—যে মহাভূত ভৌতিক পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট আছে, তাহাই আকৃষ্ট হইতেছে, এতদ্দারা জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শরীরের মধ্যে এই অনুপ্রবেশ চেতন আত্মারই শ্রুত হইতেছে, যেহেতু যিনি প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি চেতন, ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"দর্শনকরতঃ চক্ষু (—দ্রষ্টা) এই নামে, শ্রবণকরতঃ শ্রোত্র (—শ্রোতা) এই নামে এবং মননকরতঃ মন (—মন্তা) এই নামে অভিহিত হন", ইত্যাদি।১০ আরও দেখ, ইদানীন্তনকালে নাম ও রূপাবলম্বনে অভিব্যক্তিশীল জগৎ (—ঘটপটাদি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ) যে প্রকারে অধ্যক্ষ সমন্বিত হইয়া (—চেতন কর্ত্তার দ্বারা) অভিব্যক্ত হয়, [মহা-প্রলয়ান্তে] প্রথম সৃষ্টিতেও এইপ্রকার হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বিপরীত কল্পনা সঙ্গত নহে (৬)।১১ আর অন্য শ্রুতিও "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", এইরূপে জগতের অভিব্যক্তি যে সকর্তৃক, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।১২ [যদি বলা হয়—সৃষ্টির কর্ত্তা যদি স্রষ্টব্য পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কেহ থাকেন, তাহা হইলে 'ব্যাক্রিয়ত' এইরূপে কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে লকার (—তিঙ্ প্রত্যয়) সঙ্গত হয় না, কর্তৃবাচ্যে, অথবা কর্ম্মবাচ্যেই তাহা হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'ব্যাক্রিয়ত' (—অভি-ব্যক্ত হইয়াছিল), এইরূপে যে কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে লকার, তাহাও পরমেশ্বররূপ অভিব্যক্তিকর্ত্তা থাকাতেই সৌকর্য্যকে (—অভিব্যক্তিক্রিয়ার অনায়াসসাধ্যতাকে) অপেক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।১৩ যেমন পূর্ণক নামক ছেদনকর্ত্তা

ভাবদীপিকা

(৬) এইস্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"আদ্যকার্য্যং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ।

শাঙ্করভাষ্যম.

সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি ।১৪ যদ্বা কর্ম্মণি এব এষঃ লকারঃ অর্থাক্ষিপ্তং কর্ত্তারম্ অপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ, যথা 'গম্যতে গ্রামঃ' ইতি ।১৫।১।৪।১৫॥ ইতি চতুর্থং কারণত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

থাকিলেই 'কেদার (—ক্ষেত্র) নিজেই কর্ত্তিত হইতেছে', 'এইপ্রকার কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে'।১৪ অথবা [প্রস্তাবিতস্থলে] কর্ম্মবাচ্যেই প্রযুক্ত তিঙ্-প্রত্যয়টী অর্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত (—অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে প্রাপ্ত) কর্ত্তাকে অপেক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যেমন 'গ্রাম গমিত হইতেছে' (—গ্রামে গমন করা হইতেছে), এইস্থলে ['দেবদত্তকর্ত্তৃক' এই পদটী অধ্যাহৃত] হয়। [প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ "পরমেশ্বরকর্ত্তৃক", এই পদটীকে অধ্যাহার করিতে হইবে।১৫ অতএব স্বয়ংকর্ত্তৃক ব্যাক্রিয়া (—স্বভাবকারণবাদ) সঙ্গত নহে। এইরূপে বিরুদ্ধ কথন না থাকায় শ্রুতিবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হইল]॥১।৪।১৫॥

কারণত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

৫। বালাক্যধিকরণম্ [১৬-১৮ সূত্র]

[জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জগৎকারণ ঈশ্বরই জ্ঞেয়, বালাকিপ্রোক্ত প্রাণাদি নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ তৎ সৎ আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদিস্থলে একই বাক্যে পঠিত সৎ প্রভৃতি শব্দের বলে অসৎ-শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (—তাহার অর্থ নিরূপিত হইয়াছে)। প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (কৌঃ ৪।১) এই বালাকিপ্রোক্ত বাক্য এবং "প্রাণে এব একধা ভবতি" (কৌঃ ৪।২০) এই অজাতশত্রুপ্রোক্ত বাক্য বিভিন্ন পদার্থের সমর্পক হওয়ায় অজাতশত্রুপ্রোক্ত প্রাণকে বালাকিপ্রোক্ত ব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদ ও অধ্যায় সঙ্গতি—"যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" (কৌঃ ৪।১৯) এই বাক্যস্থ 'কর্ম্ম'শব্দটী 'ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম' এইপ্রকার যৌগিক বৃত্তিবলে 'কার্য্যজগৎ' এইরূপে ব্রহ্মনির্ণয়ের অনুকূলরূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় ব্রহ্মেই বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি ও মুখ্যঅধ্যায়সঙ্গতি (—সমন্বয়াধ্যায়সঙ্গতি) সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

পুরুষাণাং তু কঃ কর্ত্তা প্রাণজীবপরাত্মসু।
কর্ম্মেতি চলনে প্রাণো জীবোঽপূর্ব্বে বিবক্ষিতে॥

জগদ্বাচী কর্ম্মশব্দঃ পুংমাত্রবিনিবৃত্তয়ে।
তৎকর্ত্তা পরমাত্মৈব ন মৃষাবাদিতা ততঃ ॥

অন্বয়—প্রাণজীবপরাত্মসু পুরুষাণাং তু কর্ত্তা কঃ? কর্ম্ম ইতি চলনে, প্রাণঃ; অপূর্ব্বে বিবক্ষিতে জীবঃ। পুংমাত্রবিনিবৃত্তয়ে কর্ম্মশব্দঃ জগদ্বাচী, তৎকর্ত্তা পরমাত্মা এব, ততঃ ন মৃষাবাদিতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদি বালাকিনাম্না ব্রাহ্মণেন আদিত্যাদিষু ষোড়শসু পুরুষেষু ব্রহ্মত্বেন উক্তেষু রাজা অজাতশত্রুঃ তান্নিরাকৃত্য স্বয়ম্ আহ—"যঃ বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বা এতৎ কর্ম্ম, সঃ বৈ বেদিতব্যঃ" (কৌঃ ৪।১৯) ইতি। ইদং বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তত্র পঠিতস্য কর্ম্মশব্দস্য রূঢ়িযোগবৃত্তিভ্যাং সংশয়ঃ ভবতি—] প্রাণজীবপরাত্মসু [আদিত্যাদিষোড়শসংখ্যকানাং] পুরুষাণাং তু কর্ত্তা কঃ [স্যাৎ]?

পূর্ব্বপক্ষ—কর্ম্ম ইতি চলনে [রূঢ়ত্বাৎ, দেহাদিচালনস্য চ প্রাণসম্বন্ধিত্বাৎ সঃ কর্ত্তা] প্রাণঃ [স্যাৎ; অথবা রূঢ্যা কর্ম্মশব্দেন] অপূর্ব্বে বিবক্ষিতে [জীবস্য চ অপূর্ব্বস্বামিত্বাৎ সঃ কর্ত্তা] জীবঃ [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[নাত্র কর্ম্মশব্দঃ চলনে বর্ত্ততে, নাপি অপূর্ব্বে। কিং তর্হি? উচ্যতে—"এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা ইত্যুক্ত-] পুংমাত্রবিনিবৃত্তয়ে ['ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম' ইতি যৌগিক-বৃত্ত্যা] কর্ম্মশব্দঃ জগদ্বাচী [ভবতি। অতঃ] তৎকর্ত্তা পরমাত্মা এব, [জীবপ্রাণয়োঃ জগৎকর্তৃত্বা-সম্ভবাৎ]। ততঃ [ব্রহ্মবিবক্ষোঃ রাজ্ঞঃ বালাকেরিব] ন মৃষাবাদিতা।

অনুবাদ

সংশয়—[কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে বালাকিনামক] ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক আদিত্যাদি ষোলটী পুরুষ ব্রহ্মরূপে উক্ত হইলে রাজা অজাতশত্রু তাহা নিরাকরণ করিয়া স্বয়ং বলিতেছেন —"হে বালাকে, এই পুরুষসকলের যিনি কর্ত্তা, এই কর্ম্ম যাঁহার, তাঁহাকেই জানিতে হইবে", ইত্যাদি। এই বাক্যটী এখানে বিষয়। সেইস্থলে পঠিত কর্ম্মশব্দটীর রূঢ়ি ও যৌগিকবৃত্তির দ্বারা সংশয় হয়—] প্রাণ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে [আদিত্যাদি ষোড়শসংখ্যক] পুরুষগণের কর্ত্তা কে?

পূর্ব্বপক্ষ—কর্ম্মশব্দটী চলনে [রূঢ় হওয়ায় এবং দেহাদির চালনা প্রাণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় সেই কর্ত্তা হইবে] প্রাণ; [অথবা রূঢ়িবৃত্তিতে কর্ম্মশব্দের দ্বারা] অপূর্ব্ব (—ধর্ম্মাধর্ম্ম) বিবক্ষিত হইলে [এবং জীব অপূর্ব্বের স্বামী (—ভোক্তা) হওয়ায় সেই কর্ত্তা হইবে] জীব।

সিদ্ধান্ত—[এখানে কর্ম্মশব্দের অর্থ 'চলন' নহে, অপূর্ব্বও নহে। তবে কি? তাহা বলা হইতেছে—"এই পুরুষসকলের কর্ত্তা" এইরূপে বর্ণিত] পুরুষমাত্রের (—মাত্র পুরুষগণের স্রষ্টৃত্বের) নিরাকরণের জন্য ['যাহাকে করা হয়, তাহা কর্ম্ম'—এইপ্রকার যৌগিকবৃত্তির বলে] কর্ম্মশব্দটী জগতের বাচক। এইহেতু তাহার কর্ত্তা পরমেশ্বরই, [কারণ জীব ও প্রাণের পক্ষে জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব নহে]। সেইহেতু [যিনি ব্রহ্মবিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই রাজার বালাকির ন্যায়] মিথ্যাবাদিতা হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রাণাদি উপাসনার প্রতিপাদক হওয়ায় এই বাক্যটীর ব্রহ্মে সমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—জ্ঞেয় ব্রহ্মে সমন্বয়সিদ্ধি।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১।৪।১৬॥

সূত্রার্থ—[কৌষীতকিব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—"যঃ বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বা এতৎ কর্ম্ম, সঃ বৈ বেদিতব্যঃ" (কৌঃ ৪।১৯) ইত্যাদি। তত্র বেদিতব্যঃ কর্ত্তা কিং মুখ্যঃ প্রাণঃ, উত জীবঃ, আহোস্বিৎ পরমাত্মা ইতি বিশয়ে, প্রাণজীবৌ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—সঃ বেদিতব্যঃ কর্ত্তা পরমাত্মা এব। কুতঃ ? 'ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কর্ম্মশব্দস্য] **জগদ্বাচিত্বাৎ**—জগতঃ বাচকত্বাৎ।

অনুবাদ—[কৌষীতকিব্রাহ্মণে পঠিত হইতেছে—"হে বালাকে, যিনি এই পুরুষগণের কর্ত্তা, এই কর্ম্ম যাঁহার, তাঁহাকে অবগত হইতে হইবে", ইত্যাদি। সেইস্থলে যাঁহাকে অবগত হইতে হইবে, সেই কর্ত্তা কি মুখ্যপ্রাণ, অথবা জীব, অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলেন—মুখ্যপ্রাণ ও জীব। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—যাঁহাকে অবগত হইতে হইবে, সেই কর্ত্তা পরমেশ্বরই। কোন্ হেতুবলে ? তাহা বলিতেছেন—'যাহাকে করা হয়, তাহা কর্ম্ম', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে কর্ম্মশব্দটী] **জগদ্বাচিত্বাৎ**—যেহেতু জগতের বাচক।

শাঙ্করভাষ্যম্

কৌষীতকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে শ্রূয়তে—"যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বা এতৎ কর্ম্ম, সঃ বৈ বেদিতব্যঃ" (কৌঃ ৪।১৯) ইতি।১ তত্র কিং জীবঃ বেদিতব্যত্বেন উপদিশ্যতে, উত মুখ্যঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মা ইতি বিশয়ঃ।২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৩ প্রাণঃ ইতি।৪ কুতঃ ?৫ "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" ইতি শ্রবণাৎ, পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ।৬ বাক্যশেষে চ "অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি" (কৌঃ ৪।২০) ইতি প্রাণশব্দদর্শনাৎ, প্রাণশব্দস্য চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ।৭

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শ্রুতি ও লিঙ্গবলে মুখ্যপ্রাণই জ্ঞেয়, অথবা শ্রৌতপ্রসিদ্ধিবলে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভই জ্ঞেয়।]

কৌষীতকিব্রাহ্মণে বালাকি ও অজাতশত্রুর সংবাদে (—কথোপকথনে) পঠিত হইতেছে—"হে বালাকে, যিনি এই পুরুষগণের কর্ত্তা, এই কর্ম্ম যাঁহার, তাঁহাকেই অবগত হইতে হইবে", ইত্যাদি।১ সেইস্থলে কি জীব জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা মুখ্যপ্রাণ উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা পরমাত্মা উপদিষ্ট হইতেছেন, এইপ্রকার সংশয় হয়।২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] প্রাণ উপদিষ্ট হইতেছে।৪ তাহাতে হেতু কি ?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "এই কর্ম্ম যাঁহার", শ্রুতিতে এইপ্রকার বর্ণিত হইতেছে, আর যেহেতু পরিস্পন্দনাত্মক যে কর্ম্ম (—ক্রিয়া), তাহা প্রাণাশ্রিত (১)।৬ আবার যেহেতু বাক্যশেষে "অতঃপর (—সুষুপ্তিতে) এই প্রাণেই একীভূত হয়", এইপ্রকারে

ভাবদীপিকা

(১) এখানে পরিস্পন্দনরূপ মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কারণ পরিস্পন্দনক্রিয়া প্রাণের ধর্ম্ম।

শাঙ্করভাষ্যম্

যে চ এতে পুরস্তাৎ বালাকিনা "আদিত্যে পুরুষঃ" "চন্দ্রমসি পুরুষঃ" (কৌঃ ৩।৪) ইতি এবমাদয়ঃ পুরুষাঃ নির্দ্দিষ্টাঃ, তেষাম্ অপি ভবতি প্রাণঃ কর্ত্তা ; প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাৎ আদিত্যাদিদেবতাত্মনাম্, "কতমঃ একঃ দেবঃ ইতি, প্রাণঃ ইতি, সঃ ব্রহ্ম ত্যৎ ইতি আচক্ষতে" (বৃঃ ৩।৯।৯) ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ।৮ জীবঃ বা অয়ম্ ইহ বেদিতব্যতয়া উপদিশ্যতে, তস্যাপি ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং কর্ম্ম শক্যতে শ্রাবয়িতুং "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" ইতি।৯ সোঽপি ভোক্তৃত্বাৎ ভোগোপকরণভূতানাম্ এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা উপপদ্যতে।১০ বাক্যশেষে চ জীবলিঙ্গম্ অবগম্যতে, যৎকারণং

ভাষ্যানুবাদ

প্রাণশব্দ পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং যেহেতু মুখ্যপ্রাণে প্রাণশব্দটীর প্রসিদ্ধি (২) আছে।৭ [কিন্তু শ্রুতিতে পুরুষগণের কর্ত্তৃরূপে প্রাণ বর্ণিত হইতেছেন, সেই কর্ত্তৃত্ব মুখ্যপ্রাণে কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে জীববিশেষ যে হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন—] আর বালাকিকর্ত্তৃক পূর্ব্বে যে এই পুরুষগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—"আদিত্যে অবস্থিত পুরুষ" "চন্দ্রে অবস্থিত পুরুষ" ইত্যাদি এইসকল, প্রাণ তাঁহাদেরও কর্ত্তা, কারণ আদিত্যাদি দেবতাত্মগণ [সূত্রাত্মরূপ] প্রাণের অবস্থাবিশেষ মাত্র, যেহেতু "এক দেবতা কোনটী ? প্রাণই সেই এক দেবতা, তিনি ব্রহ্ম, [পণ্ডিতগণ] ইঁহাকে ত্যৎ (—পরোক্ষ, শাস্ত্রমাত্রগম্য) বলিয়া থাকেন", অন্য শ্রুতিতে এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে।৮

[পূঃ—অথবা লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে জীবাত্মাই জ্ঞেয়রূপে গ্রহণীয়।]

অথবা জীব (—জীবসামান্য) এখানে অবগত হইবার যোগ্যরূপে (—জ্ঞেয়রূপে) উপদিষ্ট হইতেছে, [যেহেতু] তাহার পক্ষেও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম শ্রবণ করাইতে পারা যায়, যথা—"এই কর্ম্ম যাঁহার" (৩) ইত্যাদি।৯ [কিন্তু ক্ষীণশক্তিবিশিষ্ট জীব আদিত্যদেবতা প্রভৃতির কর্ত্তা কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ভোক্তা হওয়ায় সেও (—জীবও) ভোগের উপকরণভূত (—সহকারিরূপ) যে এই [আদিত্যাদিগত]] পুরুষসকল, তাহাদের কর্ত্তা, ইহা সঙ্গত (—আদিত্যাদিদেবগণ রূপাদিপ্রকাশনে সহায়ক হইয়া জীবের ভোগসম্পাদন করেন বলিয়া, যাহার ভোগ তাঁহারা সম্পাদন করেন, সেই জীবকে তাঁহাদের কর্ত্তা বলা হয়, ইহা সঙ্গত)।১০ আর বাক্যশেষে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু [অজ্ঞাত-

ভাবদীপিকা

(২) এইস্থলে মুখ্যপ্রাণবোধক প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কারণ লোকমধ্যে প্রাণশব্দটী মুখ্যপ্রাণে রূঢ়।

(৩) এইস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদিতব্যতয়া উপন্যস্তস্য পুরুষাণাং কর্ত্তুঃ বেদনায় উপেতং বালাকিং প্রতি বুবোধয়িষুঃ অজাতশত্রুঃ সুপ্তং পুরুষম্ আমন্ত্র্য আমন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদীনাম্ অভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থানাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি ।১১ তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গম্ অবগম্যতে—"তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈঃ ভুঙ্‌ক্তে, যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবম্ এব এষঃ প্রজ্ঞাত্মা এতৈঃ আত্মভিঃ ভুঙ্‌ক্তে, এবম্ এব এতে আত্মানঃ এতম্ আত্মানং ভুঞ্জন্তি" (কৌঃ ৪।২০) ইতি ।১২ প্রাণভৃত্ত্বাৎ চ জীবস্য উপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্ ।১৩ তস্মাৎ জীবমুখ্যপ্রাণয়োঃ অন্যতরঃ ইহ গ্রহণীয়ঃ, ন পরমেশ্বরঃ, তল্লিঙ্গানবগমাৎ ইতি ।১৪ এবং প্রাপ্তে

ভাষ্যানুবাদ

শত্রুকর্ত্তৃক] জ্ঞাতব্যরূপে উপন্যস্ত যে [আদিত্যাদিমধ্যস্থ] পুরুষসকলের কর্ত্তা (কৌঃ ৪।১৯), তাহাকে অবগত হইবার জন্য আগত বালাকিকে বোধ করাইতে ইচ্ছাযুক্ত অজাতশত্রু সুষুপ্তপুরুষকে সম্বোধন করিয়া [উক্ত সুষুপ্তপুরুষকর্ত্তৃক] সম্বোধনশব্দের অশ্রবণবশতঃ প্রাণাদি ভোক্তা নহে, ইহা [বালাকিকে] বোধ করাইয়া, [উক্ত সুষুপ্ত পুরুষ] যষ্টির আঘাতের দ্বারা উত্থিত হওয়ায় (৪) প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে ভোক্তা জীব, তাহাকে বোধ করাইতেছেন ।১১ এইপ্রকারে পরবর্ত্তিস্থলেও জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ অবগত হওয়া যাইতেছে, যথা—"সেইস্থলে দৃষ্টান্ত এই, শ্রেষ্ঠী যেমন স্বজনগণের দ্বারা (—ভৃত্য ও জ্ঞাতিগণের দ্বারা, উপহৃত দ্রব্য] ভোগ করে, অথবা স্বজনগণ যেমন শ্রেষ্ঠীকে ভোগ করে (—তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে), এইরূপেই এই প্রজ্ঞাত্মা (—জীব) এই আত্মসকলের দ্বারা (—ভোগ্যবস্তুর প্রকাশনাদিদ্বারা ভোক্তা জীবের ভোগে সহায়ক আদিত্যাদি দেবগণের দ্বারা) ভোগ করে (৫), এইপ্রকারেই এই আত্মগণ (—আদিত্যাদি দেবগণ) এই আত্মাকে (—জীবকে, যজ্ঞে প্রদত্ত হবিঃ প্রভৃতির গ্রহণদ্বারা] ভোগ করে" ইত্যাদি ।১২ [কিন্তু "প্রাণে এব একধা ভবতি" (কৌঃ ৪।১৯) এইপ্রকারে শ্রুত প্রাণশব্দ জীবে কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর প্রাণকে ধারণ করে বলিয়া জীবের প্রাণশব্দতা (প্রাণশব্দের বোধ্য হওয়া) সঙ্গত ।১৩ সেইহেতু (—মুখ্যপ্রাণবোধক ও জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল থাকায়) জীব ও মুখ্যপ্রাণ, এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী এখানে গ্রহণীয়, কিন্তু পরমেশ্বর নহেন, কারণ তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণ অবগত হওয়া যাইতেছে না, ইত্যাদি ।১৪

ভাবদীপিকা

(৪) এইস্থলে সুষুপ্তি হইতে উত্থানরূপ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল

(৫) এইস্থলে ভোক্তৃত্বরূপ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রূমঃ—পরমেশ্বরঃ এব অয়ম্ এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা স্যাৎ।১৫ কস্মাৎ?১৬ উপক্রমসামর্থ্যাৎ।১৭ ইহ হি বালাকিঃ অজাতশত্রুণা সহ "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (কৌঃ ৪।১) ইতি সংবদিতুম্ উপচক্রমে।১৮ সঃ চ কতিচিৎ আদিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরুষান্ অমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজঃ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব।১৯ তম্ অজাতশত্রুঃ "মৃষা বৈ খলু মা সংবদিষ্ঠাঃ, ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (কৌঃ ৪।১৯) ইতি অমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়া অপোহ্য তৎকর্ত্তারম্ অন্যং বেদিতব্যতয়া উপচিক্ষেপ।২০ যদি সঃ অপি অমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্ স্যাৎ, উপক্রমঃ বাধ্যেত।২১ তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব অয়ং ভবিতুম্ অর্হতি।২২ কর্ত্তৃত্বং চ এতেষাং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপক্রমের সামর্থ্য ও পুরুষকর্ত্তৃত্বলিঙ্গবলে পরমেশ্বরই এখানে গ্রহণীয়।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিব—পরমেশ্বরই এই [আদিত্যাদিগত] পুরুষগণের কর্ত্তা।১৫ তাহাতে হেতু কি?১৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু উপক্রমের সামর্থ্য আছে।১৭ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] এখানে বালাকি, "আমি তোমাকে ব্রহ্মের কথা বলিব", এইরূপে অজাতশত্রুর সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।১৮ আর তিনি (—বালাকি) আদিত্যাদিরূপ অধিকরণে অবস্থিত অমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজন কতিপয় পুরুষের কথা বলিয়া নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিলেন।১৯ "তুমি আমাকে মিথ্যাই বলিয়াছ যে 'আমি তোমাকে ব্রহ্মের কথা বলিব", এইরূপে অজাতশত্রু অমুখ্যব্রহ্মবাদিরূপে তাঁহাকে (—বালাকিকে) নিরাকরণ করিয়া [সেই আদিত্যাদি পুরুষগণ হইতে] ভিন্ন যে তাহাদের কর্ত্তা, তাঁহাকে জ্ঞাতব্যরূপে উপন্যস্ত করিয়াছিলেন।২০ [অজাতশত্রুকর্ত্তৃক জ্ঞাতব্যরূপে উপন্যস্ত] তিনিও যদি অমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজন হন, তাহা হইলে ["তোমাকে ব্রহ্মের কথা বলিব", এইপ্রকার] উপক্রম বাধিত (৬) হইয়া পড়িবে।২১ সেইহেতু (—উপক্রমের সামর্থ্যবশতঃ) ইনি (—পুরুষগণের এই কর্ত্তা) পরমেশ্বরই

ভাবদীপিকা

(৬) "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (কৌঃ ৪।১) ইহা তো অব্রহ্মবিদ্ বালাকির উক্তি। সুতরাং "ভ্রান্ত বালাকির উক্তিকে উপক্রমরূপে গ্রহণ করিয়া তদনুযায়িভাবে অজাতশত্রুর বাক্যকে ব্যাখ্যা করা চলে না", এইপ্রকার সংশয় এখানে হইতে পারে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—'অজাতশত্রু যে বলিলেন, "মৃষা বৈ খলু"—'তুমি আমাকে মিথ্যাই বলিয়াছ যে আমি তোমাকে ব্রহ্মের কথা বলিব', ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা অজাতশত্রুর এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইল—'তুমি যে ব্রহ্মের কথা বলিতে উপক্রম করিয়াছিলে, সেই ব্রহ্মকে তুমি জান না, উপক্রান্ত সেই ব্রহ্মকে আমিই তোমাকে বলিব'। এইভাবে বালাকিকর্ত্তৃক উপক্রান্ত ব্রহ্মই অজাতশত্রুকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায়, ভ্রান্ত বালাকির উক্তি হইলেও "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি", এই বাক্যকে উপক্রম-বাক্যরূপে গ্রহণ করিলে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাৎ অন্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণ অবকল্পতে ।২৩ "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" (কৌঃ ৪।১৯) ইত্যপি ন অয়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য বা কর্ম্মণঃ নির্দ্দেশঃ, তয়োঃ অন্যতরস্য অপি অপ্রকৃতত্বাৎ, অসংশব্দিতত্বাৎ চ ।২৪ নাপি পুরুষাণাম্ অয়ং নির্দ্দেশঃ, "এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা" (ঐ ৪।১৯) ইতি এব তেষাং নির্দ্দিষ্টত্বাৎ ।২৫ লিঙ্গবচনবিগানাৎ চ ।২৬ নাপি পুরুষবিষয়স্য

ভাষ্যানুবাদ

হইবেন, ইহা সঙ্গত ।২২ আর এই পুরুষগণের যে কর্ত্তৃত্ব (—স্রষ্টৃত্ব), ইহা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে স্বাধীনভাবে সঙ্গত হয় না, [কারণ প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ ও জীব, সকলেই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক নিয়মিত। সুতরাং 'পুরুষকর্ত্তৃত্ব' হইল পরমেশ্বর-জ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ] ।২৩

[সিঃ—"যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" এই শ্রুতির ব্যাখ্যা ; কর্ম্মশব্দের যৌগিকার্থ জগৎ।]

[আর যে বলা হইয়াছে, কর্ম্মশব্দের অর্থ পরিস্পন্দনাত্মক ক্রিয়া, অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম (৬ ও ১৯ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "এই কর্ম্ম যাঁহার" ইত্যাদি ইহাও পরিস্পন্দনরূপ অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের নির্দ্দেশে নহে, যেহেতু তাহাদের মধ্যে একটীও [এখানে বিচার্য্য বিষয়রূপে] প্রস্তাবিত হয় নাই এবং যেহেতু সংশব্দিতও নহে (—শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অর্থাৎ প্রকরণ ও উপপদ প্রভৃতির অসদ্ভাববশতঃ কর্ম্মশব্দটীকে সেইপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না (৭) ।২৪ আর ["এতৎ কর্ম্ম"] এই নির্দ্দেশ পুরুষগণেরও নহে, কারণ "এই পুরুষগণের কর্ত্তা", এইপ্রকারেই তাহাদের নির্দ্দেশ হইয়াছে, [সেইহেতু অনাবশ্যক পুনরুক্তি অঙ্গীকার করা যায় না] ।২৫ আর [কর্ম্মশব্দে পুরুষ গৃহীত হইলে] লিঙ্গ ও

ভাবদীপিকা

(৭) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'পরিস্পন্দনরূপ' মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ ৩ ভাবদীঃ) সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক নিরাকৃত হইল। তাঁহার অভিপ্রায় এই—অনেকার্থক শব্দের অর্থ প্রকরণ ও উপপদ প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হয়। প্রাণের পরিস্পন্দন বা জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম এই প্রকরণে বিচার্য্যরূপে প্রস্তাবিত হয় নাই ; সুতরাং কর্ম্মশব্দের তাদৃশ অর্থনির্ণায়ক প্রকরণ এখানে নাই। আবার কর্ম্মশব্দটীর নিকটে এমন কোন পদও পঠিত হইতেছে না, যাহার বলে তাহার উক্তপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইবে। যদি বলা হয়—"যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে "পুরুষাণাং কর্ত্তা", এইপ্রকারে 'পুরুষ' বর্ণিত হইয়াছে। আর 'এতৎ' শব্দটী সন্নিকৃষ্ট বস্তুর সমর্পক। সুতরাং 'এতৎ' শব্দের দ্বারা নিকটবর্ত্তী পুরুষেরই পরামর্শ (—গ্রহণ) হয় বলিয়া "এতৎ কর্ম্ম" এইরূপে পুরুষেরই গ্রহণ সঙ্গত। [তাহাতে "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" ইহার অর্থ হয়—"এই কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষগণ যাঁহার"]। তদুত্তরে বলিতেছেন—**নাপি পুরুষাণাম্**—আর ["এতৎ কর্ম্ম"] ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

করোত্যর্থস্য ক্রিয়াফলস্য বা অয়ং নির্দ্দেশঃ, কর্ত্তৃশব্দেনৈব তয়োঃ উপাত্তত্বাৎ।২৭ পারিশেষ্যাৎ প্রত্যক্ষসন্নিহিতং জগৎ সর্ব্বনাম্না এতচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্যতে।২৮ ক্রিয়তে ইতি চ তদেব জগৎ কর্ম্ম।২৯ নন্নু জগদপি অপ্রকৃতম্ অসংশব্দিতং চ।৩০ সত্যম্, এতৎ, তথাপি অসতি বিশেষোপাদানে সাধারণেন অর্থেন সন্নিধানেন সন্নিহিতবস্তুমাত্রস্য অয়ং নির্দ্দেশঃ ইতি গম্যতে; ন বিশিষ্টস্য কস্যচিৎ, বিশেষসন্নিধানাভাবাৎ।৩১ পূর্ব্বত্র চ জগদেক-

ভাষ্যানুবাদ

বচনের বিরোধ হইয়া পড়ে [কারণ একবচনান্ত ও ক্লীবলিঙ্গ এতৎশব্দের দ্বারা পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত 'পুরুষগণের' গ্রহণ হইতে পারে না।২৬ যদি বলা হয়—পুনরুক্তিভয়ে কর্ম্মশব্দের দ্বারা পুরুষগণের গ্রহণ না হইলেও পূর্ব্বে অনুক্ত সেই পুরুষগণের উৎপাদনানুকূল উৎপাদকনিষ্ঠ ব্যাপার, অথবা তাহার ফল যে পুরুষের জন্ম, তাহা কর্ম্মশব্দের দ্বারা গৃহীত হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ["যস্য বা এতৎ কর্ম্ম",] এই নির্দ্দেশ পুরুষবিষয়ক কৃধাতুর অর্থের (—পুরুষের উৎপাদনানুকূল উৎপাদনকর্ত্তৃনিষ্ঠ ক্রিয়ার), অথবা ক্রিয়ার ফলের (—পুরুষের উৎপত্তির) নহে, যেহেতু ["পুরুষাণাং কর্ত্তা", অত্রস্থ] কর্ত্তৃশব্দের দ্বারা সেই দুইটী গৃহীত হইয়াছে; [কারণ ক্রিয়া ও ফলব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্বই সিদ্ধ হয় না।২৭ অতএব] পরিশেষবশতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থাপিত জগৎ 'এতৎ' এই সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে [কারণ 'এতৎ' শব্দটী প্রত্যক্ষ ও নিকটবর্ত্তী বস্তুর সমর্পক।২৮ আচ্ছা, কি সেই প্রত্যক্ষ ও সন্নিহিত বস্তু যাহাকে কর্ম্মশব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতেছ? তাহা বলিতেছেন—] আর 'যাহাকে করা হয়' [কর্ম্মবাচ্যে এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা] সেই জগৎই হয় 'কর্ম্ম'।২৯

[সিঃ—কর্ম্মশব্দের জগদ্রূপ যৌগিকার্থ গ্রহণের হেতু। জগৎকর্ত্তা ও পুরুষগণের কর্ত্তা পরমেশ্বরই জ্ঞেয়।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, জগতও এখানে প্রস্তাবিত হয় নাই এবং অসংশব্দিতও বটে (—প্রকরণ ও উপপদাদির দ্বারা তাদৃশ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না)।৩০ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও বিশেষের গ্রহণ না হইলে (—'এতৎ' এই সর্ব্বনামপদের সঙ্কোচক প্রকরণ ও উপপদ না থাকায় কোন বিশেষ পদার্থের গ্রহণ না হইলে, এতৎশব্দের] সাধারণ অর্থ যে সন্নিধান (—নৈকট্য), তাহার বলে ["এতৎ কর্ম্ম"] এই নির্দ্দেশটী যে নিকটবর্ত্তী (—বুদ্ধিসন্নিহিত) বস্তুমাত্রের, কিন্তু বিশেষ কোন বস্তুর নহে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু বিশেষের সন্নিধান (—বিশেষ কোন বস্তুর বুদ্ধিস্থতা) নাই।৩১ [তবে কর্ম্মশব্দে জগদ্রূপ বিশেষ বস্তুর গ্রহণ কিপ্রকারে করিতেছ? তদুত্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্

দেশভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাৎ অবিশেষিতং জগৎ এব ইহ উপাদীয়তে ইতি গম্যতে।৩২ এতদুক্তং ভবতি—যঃ এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং, কর্ত্তা, কিম্ অনেন বিশেষেণ, যস্য কৃৎস্নম্ এব জগৎ অবিশেষিতং কর্ম্ম ইতি।৩৩ বাশব্দঃ একদেশাবচ্ছিন্নকর্তৃত্বব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ৩৪ যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্ত্তিতাঃ, তেষাম্ অব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানম্।৩৫ এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন সামান্য-

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] আর পূর্ব্বে "পুরুষাণাং কর্ত্তা" এইরূপে] জগতের একাংশভূত পুরুষসকলের বিশেষভাবে গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া ['এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে', এই যুক্তির বলে] অবিশেষিত জগৎই এখানে গৃহীত হইতেছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৩২ [কিন্তু 'এতৎ কর্ম্ম' এইশব্দে 'এই জগৎ' অর্থ গৃহীত হইলে জগদন্তঃপাতী পুরুষগণও গৃহীতই হইয়া থাকে; সুতরাং "পুরুষাণাং" এই-প্রকারে পৃথগ্‌ভাবে পুরুষের বর্ণনা অনর্থক হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—এই শ্রুতিবাক্যটীতে] ইহাই বলা হইতেছে—যিনি জগতের একদেশভূত এই পুরুষ-গণের কর্ত্তা, এইপ্রকারে বিশেষিত করিয়া লাভ কি, [তদপেক্ষা বরং ইহাই বলা উচিত যে] এই সমগ্র জগৎই অবিশেষভাবে যাঁহার কার্য্য 'তাঁহাকে অবগত হইতে হইবে'।৩৩ ["যস্য বা এতৎ কর্ম্ম", এই বাক্যস্থ] 'বা' শব্দটী একদেশাবচ্ছিন্ন কর্তৃত্বকে (—জগতের একাংশভূত পুরুষগণের স্রষ্টৃত্বমাত্রকে) নিরাকরণের জন্য 'ব্যবহৃত হইয়াছে'।৩৪ [কিন্তু 'জগৎকর্ত্তা' বলিলেই যখন আদিত্যাদির স্রষ্টৃত্বও পরমেশ্বরের সিদ্ধ হয়, তখন "পুরুষাণাং কর্ত্তা" এবং "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" এই-প্রকার ভেদোক্তি কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] বালাকিকর্তৃক ব্রহ্মরূপে অঙ্গীকৃত যে পুরুষগণ বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অব্রহ্মতা খ্যাপনের জন্য ["পুরুষাণাং কর্ত্তা" এই] বিশেষের গ্রহণ হইয়াছে।৩৫ এইপ্রকারে ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়বলে (৮) সামান্য ও বিশেষের দ্বারা জগতের কর্ত্তা জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন।৩৬

ভাবদীপিকা

(৮) ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়—'ব্রাহ্মণগণকে ও পরিব্রাজকগণকে ভোজন করাইবে', এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে পরিব্রাজক বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন না হইলেও ভিন্নরূপে কথিত হয়, এতাদৃশ যে যুক্তি, তাহাকে বলে 'ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়'। ['সন্ন্যাসগ্রহণে ব্রাহ্মণেরই অধিকার', এই ভাষ্যকারীয় মতাবলম্বনে এই যুক্তির প্রবৃত্তি; 'বর্ণত্রয়েরই সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার', এই আচার্য্য সুরেশ্বরের মতানুযায়ী* নহে।] পরিব্রাজকগণকে ভোজন করাইলেই বস্তুতঃ ব্রাহ্মণভোজনও সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইলেও 'ব্রাহ্মণ' এই সামান্য

* বর্ণত্রয়ের মধ্যে যিনি ব্রাহ্মণোচিত গুণবান্, 'তাহারই সন্ন্যাসে অধিকার', এই অর্থ গ্রহণ করিলে আর কোন মতভেদ হয় না এবং সন্ন্যাসীর জীবনে তাহা দৃষ্টসিদ্ধও বটে। অন্যথা সন্ন্যাস নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিশেষাভ্যাং জগতঃ কর্ত্তা বেদিতব্যতয়া উপদিশ্যতে। ৩৬ পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষু অবধারিতঃ।৩৭॥১।৪।১৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[আচ্ছা, জগৎকর্ত্তা না হয় জ্ঞাতব্য হইলেন, পরমেশ্বরের তাহাতে কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর পরমেশ্বর সর্ব্বজগতের কর্ত্তা, ইহা উপনিষৎসকলে নির্ণীত হইয়াছে ।৩৭॥১।৪।১৬॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতিচেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১।৪।১৭॥

পদচ্ছেদ—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ, ন, ইতি, চেৎ, তৎ, ব্যাখ্যাতম্।

সূত্রার্থ—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ—"যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" (কৌঃ ৪।১৯), "অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি" (কৌঃ ৪।২০) ইত্যাদি শ্রুতৌ জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ চ ["যো বৈ বালাকে" (কৌঃ ৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বাবধারণং] **ন**—ন ভবতি, **ইতি চেৎ**—ইতি যদি উচ্যেত ; [অত্র উচ্যতে—]**তদ্ব্যাখ্যাতম্**—প্রাতর্দ্দনাধিকরণে "নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ" ইত্যত্র তৎ—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গম্, ব্রহ্মপরতয়া ব্যাখ্যাতম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ—"ইহা যাহার কর্ম্ম (—ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল"), "অনন্তর [সুষুপ্তিতে] এই প্রাণেই একীভূত হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে জীববোধক ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় ["যঃ বৈ বালাকে" ইত্যাদি বাক্যের ব্রহ্মপরতার অবধারণ] **ন**—হয় না, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় ; [এই বিষয়ে বলা হইতেছে—**তদ্ব্যাখ্যাতম্**—প্রাতর্দ্দনাধিকরণে "নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ" (১।১।৩১) ইত্যাদি সূত্রে তৎ—সেই জীববোধক ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গ, ব্রহ্মপ্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাৎ জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ চ তয়োরেব অন্যতরস্য ইহ গ্রহণং ন্যায্যং, ন পরমেশ্বরস্য ইতি।১ তৎ পরিহর্ত্তব্যম্।২ অত্র উচ্যতে—পরিহৃতং চ এতৎ "নোপাসা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রাতর্দ্দনাধিকরণন্যায়বলে একবাক্যতাভঙ্গভয়ে জীব ও মুখ্যপ্রাণবিষয়ক শঙ্কার নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—বাক্যশেষগত জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ বশতঃ সেই দুইটির মধ্যে (—জীব ও মুখ্যপ্রাণের মধ্যে) যে কোন একটীর গ্রহণ এখানে ন্যায্য, কিন্তু পরমেশ্বরের গ্রহণ ন্যায্য নহে (১।৪।১৬ সূঃ ১৪ বাক্য) ইত্যাদি।১ তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।২ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ইহা "নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহতদ্‌যোগাৎ" এই সূত্রে পরিহৃত হইয়াছে।৩

ভাবদীপিকা

(—সাধারণ) শব্দ ও 'পরিব্রাজক' এই বিশেষশব্দের প্রয়োগদ্বারা যেমন ব্রাহ্মণই বিভিন্নভাবে কথিত হয় ; তদ্রূপ 'জগৎকর্ত্তা' এই শব্দের প্রয়োগ হইতেই জগদন্তঃপাতী পুরুষগণের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলেও, সামান্যভাবে 'জগৎকর্ত্তা' এবং বিশেষভাবে 'পুরুষগণের কর্ত্তা', এইরূপে পরমেশ্বরই কথিত হইতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহতদ্‌যোগাৎ (১।১।৩১) ইত্যত্র ।৩ ত্রিবিধং হি অত্র উপাসনম্ এবংসতি প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাসনং চ ইতি ।৪ ন চ এতৎ ন্যায্যম্, উপক্রমোপসংহারাভ্যাং হি ব্রহ্মবিষয়ত্বম্ অস্য বাক্যস্য অবগম্যতে ।৫ তত্র উপক্রমস্য তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতম্ ।৬ উপসংহারস্যাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্যতে—"সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ অপহত্য সর্ব্বেষাং চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যম্ আধিপত্যং পর্য্যেতি, যঃ এবং বেদ" (কৌঃ ৪।২০) ইতি । ননু এবংসতি প্রতর্দ্দনবাক্যনির্ণয়েন এব ইদম্ অপি বাক্যং নির্ণীয়েত ।৮ ন নির্ণীয়তে, "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" ইতি অস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্র অনির্দ্ধারিতত্বাৎ ।৯ তস্মাৎ অত্র জীবমুখ্যপ্রাণশঙ্কা পুনরুৎপদ্যমানা-

ভাষ্যানুবাদ

[সেইস্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে স্মরণ করাইতেছেন—] এইপ্রকার হইলে (—জীব ও মুখ্যপ্রাণ গৃহীত হইলে) এখানে ত্রিবিধ উপাসনার প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে, যথা—জীবের উপাসনা, মুখ্যপ্রাণের উপাসনা ও ব্রহ্মের উপাসনা ।৪ [হউক্, তাহাতে ক্ষতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে ; যেহেতু উপক্রম ও উপসংহারের [একবাক্যতার] দ্বারা এই বাক্যটীর ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা অবগত হওয়া যাইতেছে। [সুতরাং ত্রিবিধ উপাসনা অঙ্গীকার করিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে, তাহা সঙ্গত নহে ।৫ কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক উপক্রম ও উপসংহার তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তন্মধ্যে উপক্রমের ব্রহ্মবিষয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে (৬ ভাবদীঃ) ।৬ আর নিরতিশয় ফল শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে বলিয়া উপসংহারেরও ব্রহ্মবিষয়তা পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপকে বিনাশ করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও আধিপত্য (—নিয়মনকর্ত্তৃত্ব) প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি ।৭ [অতএব উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাবলে ব্রহ্মই এখানে প্রতিপাদ্য, জীব বা মুখ্যপ্রাণ নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়]।

[সিঃ—প্রাতর্দ্দনাধিকরণে গতার্থতার এবং জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গসকলের নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, এইপ্রকার হইলে (—"একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ অঙ্গীকার্য্য না হওয়ায়, ১।১।১১ অধিকরণে] প্রতর্দ্দনবাক্যের নির্ণয়দ্বারাই এই বাক্যটীও নির্ণীত হওয়া উচিত। [সুতরাং এই বিচার সেই অধিকরণেই গতার্থ হওয়ায় তজ্জন্য পৃথক্ অধিকরণরচনা অনর্থক] ।৮ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, [উক্ত অধিকরণে এই বাক্যটীর অর্থ] নির্ণীত হইতেছে না, যেহেতু "এই কর্ম্ম যাঁহার", এই বাক্যটী ব্রহ্মকে বিষয় করে, ইহা সেইস্থলে নির্দ্ধারিত

শাঙ্করভাষ্যম্

নিবর্ত্ত্যতে ।১০ প্রাণশব্দঃ অপি ব্রহ্মবিষয়ঃ দৃষ্টঃ, "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৮।২) ইত্যত্র ।১১ জীবলিঙ্গম্ অপি উপক্রমোপসংহারয়োঃ ব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ অভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ ।১২॥১।৪।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

হয় নাই ।৯ তাহা হইতে (—"যস্য বা এতৎ কর্ম্ম", এই বাক্য হইতে, 'কর্ম্ম' শব্দের অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্ম' ও পরিস্পন্দনাত্মক ক্রিয়া, এই উভয় অর্থের প্রাপ্তি হয় বলিয়া] এখানে (—এই অধিকরণে) জীব ও মুখ্যপ্রাণবিষয়ক যে আশঙ্কা পুনরায় উৎপন্ন হয়, তাহা [কর্ম্মশব্দের জগদ্রূপ যৌগিকার্থ গ্রহণ দ্বারা] নিরাকৃত হইতেছে। [অতএব বিচার্য্য বিষয় অপূর্ব্ব হওয়ায় পৃথগধিকরণরচনা সার্থক।১০ আর যে মুখ্যপ্রাণের বোধক প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে (২ ভাবদীঃ), তদুত্তরে বলিতেছেন—] "হে সোম্য, মন প্রাণবন্ধন (—মনোপলক্ষিত জীব প্রাণোপলক্ষিত ব্রহ্মে আশ্রিত") ইত্যাদি এইস্থলে ব্রহ্মবিষয়ক প্রাণশব্দও পরিদৃষ্ট হইয়াছে (৯) ।১১ [আর যে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শিত হইয়াছে (৪ ও ৫ ভাবদীঃ), তদুত্তরে বলিতেছেন—] উপক্রম ও উপসংহার ব্রহ্মকে বিষয় করে বলিয়া জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণও [জীব ও ব্রহ্মের] অভিন্নতার অভিপ্রায়ে যোজনা করিতে হইবে (—জীববোধক লিঙ্গসকলের দ্বারা ব্রহ্মাই লক্ষিত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে) ।১২॥১।৪।১৭॥

অন্যার্থংতুজৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি- চৈবমেকে ॥১।৪।১৮॥

পদচ্ছেদ—অন্যার্থম্, তু, জৈমিনিঃ, প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্, অপিচ, এবম্, একে।

সূত্রার্থ—[জীবলিঙ্গেন ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ইত্যুক্তম্। ইদানীং জীবলিঙ্গেন জীবস্য গ্রহণেঽপি ব্রহ্মৈবাত্র প্রতিপাদ্যম্ ইত্যাহ—] তুশব্দঃ—এবকারার্থঃ। **জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [অস্মিন্ প্রকরণে জীবপরামর্শম্] **অন্যার্থম্**—ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থম্ এব [যতঃ মন্যতে, অতঃ ব্রহ্মপরম্ এব ইদং বাক্যম্। কুতঃ মন্যতে ?] **প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্**—"কৈষঃ এতৎ বালাকে পুরুষঃ অশয়িষ্ট" (কৌঃ ৪।১৯) ইত্যাদি প্রশ্নঃ, "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি" (ঐ) ইত্যাদি ব্যাখ্যানং—প্রতিবচনং. তাভ্যাং প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং [যস্মিন্ জীবস্য স্বাপঃ, যস্মাৎ চ আগমনং, সঃ এব পরমাত্মা অত্র বেদিতব্যতয়া উপদিষ্টঃ ইতি

ভাবদীপিকা

(৯) সিদ্ধান্তী এইস্থলে ব্রহ্মবোধক প্রাণশব্দরূপ শ্রৌতরূঢ়ি, অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, কারণ শ্রুতিতে প্রাণশব্দ ব্রহ্মবস্তুতে রূঢ়। ব্রহ্মবোধক উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা একবাক্যতাপুষ্ট হওয়ায় তাৎপর্য্যবান্ এই শ্রৌতরূঢ়ির বলে পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত প্রাণশব্দরূপ লৌকিকরূঢ়ি (২ ভাবদীঃ) বাধিত হইল।

গম্যতে]। অপিচ—কিঞ্চ, একে—বাজসনেয়িনঃ [বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে "যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষঃ তদা অভূৎ" ইতি প্রশ্নে, তথা "যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে" (বৃঃ ২।১।১৬-১৭) ইতি উত্তরে চ বিজ্ঞানময়াতিরিক্তং পরমাত্মানম্] এবম্—স্পষ্টম্ [আমনন্তি। অতঃ এতৎ কৌষীতকিবাক্যং জগৎকর্ত্তরি ব্রহ্মণি সমন্বিতম্ ইতি সিদ্ধম্।]

অনুবাদ—[জীববোধক লিঙ্গের দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে বলিতেছেন—জীবলিঙ্গের দ্বারা জীবের গ্রহণ হইলেও ব্রহ্মই এখানে প্রতিপাদ্য—] তুশব্দটী এবকারার্থক, (—নিশ্চয়ার্থক)। [তাহাতে 'অন্যার্থম্ এব', এইপ্রকার অন্বয় হইবে।] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি [এই প্রকরণে যে জীবের পরামর্শ, তাহাকে] **অন্যার্থম্**—ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যই, [যেহেতু মনে করেন, সেইহেতু এই বাক্যটী নিশ্চয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক। কেন মনে করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্**—"হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শায়িত ছিল", ইত্যাদি ইহা প্রশ্ন, "যখন সুপ্ত হইয়া কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন করে না", ইত্যাদি ইহা ব্যাখ্যান—প্রতিবচন, সেই প্রশ্ন ও প্রতিবচনের দ্বারা [যাঁহাতে জীবের সুষুপ্তি এবং যাঁহা হইতে আগমন (—জাগরণ), সেই পরমাত্মাই এখানে জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে]। **অপিচ**—আর এক কথা, **একে**—বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ [বালাকি-অজাতশত্রুসংবাদে "এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি তখন কোথায় ছিলেন", এই প্রশ্নে এবং "এই যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে আকাশ (—পরমাত্মা), তাহাতে শয়ন করেন", এই উত্তরে জাব হইতে ভিন্ন পরমাত্মাকে] **এবম**—স্পষ্টভাবে [পাঠ করেন। অতএব এই কৌষীতকিবাক্য জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মে সমন্বিত হয় (—তাঁহাতেই এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারিত হয়), ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ নৈবাত্র বিবদিতব্যম্—জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্যাৎ, ব্রহ্মপ্রধানং বা ইতি।১ যতঃ অন্যার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থম অস্মিন্ বাক্যে জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।২ কস্মাৎ?৩ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্।৪ প্রশ্নঃ তাবৎ সুপ্তপুরুষপ্রতিবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনঃ জীবব্যতিরিক্তবিষয়ঃ দৃশ্যতে—"ক্ব এষঃ এতৎ বালাকে পুরুষঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জৈমিনিমতে জীববোধকলিঙ্গের দ্বারা জীবই গ্রহণীয়, তাহার সুষুপ্তির অধিকরণ ও জাগরণের অপাদানভূত ব্রহ্মই জ্ঞেয়।]

আর এখানে বিবাদ করা উচিত নহে যে এই বাক্য জীবপ্রধান(—প্রধানভাবে জীবের বোধক), অথবা ব্রহ্মপ্রধান।১ যেহেতু এই বাক্যে জীবের পরামর্শ (—উল্লেখ) অন্য প্রয়োজনের জন্য, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অবগত হইবার জন্য, ইহা আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন।২ তাহাতে হেতু কি ?৩ [তাহা বলিতেছেন—] প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে 'ইহা প্রতিভাত হয়'।৪ [প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] সুষুপ্ত পুরুষকে জাগরিতকরণের দ্বারা প্রাণাদি হইতে জীব ভিন্নভাবে জ্ঞাপিত হইলে পুনরায় জীবব্যতিরিক্তবিষয়ক প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"হে বালাকে, এই

শাঙ্করভাষ্যম্

অশয়িষ্ট, ক্ব বা এতৎ অভূৎ, কুতঃ এতদ্ আগাৎ" (কৌঃ ৪।১৯) ইতি।৫ প্রতিবচনম্ অপি "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি" (ঐ) ইত্যাদি, "এতস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ দেবেভ্যঃ লোকাঃ" (ঐ) ইতি চ।৬ সুষুপ্তিকালে চ পরেণ ব্রহ্মণা জীবঃ একতাং গচ্ছতি, পরস্মাৎ চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগৎ জায়তে ইতি বেদান্তমর্য্যাদা।৭ তস্মাৎ যত্র অস্য জীবস্য নিঃসম্বোধতাস্বচ্ছতারূপঃ স্বাপঃ উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং, যতঃ তৎভ্রংশরূপম্ আগমনং, সঃ অত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিতঃ ইতি গম্যতে।৮ অপিচ এবম্ একে শাখিনঃ বাজসনেয়িনঃ অস্মিন্ এব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে স্পষ্টং

ভাষ্যানুবাদ

পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল, ইহা কোথায় ছিল, (—কোন আশ্রয়ে একীভূত হইয়াছিল, জাগ্রদবস্থাতে] কোথা হইতে ইহা আগত হইল", ইত্যাদি।৫ [প্রতিবচনের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর প্রতিবচনও 'জীব হইতে ভিন্ন বিষয়ে পরিদৃষ্ট হইতেছে', যথা—"যখন সুপ্ত হইয়া কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন করে না, তখন এই প্রাণেই একীভূত হয়", ইত্যাদি এবং "এই আত্মা হইতে প্রাণসকল (—ইন্দ্রিয়সকল) নিজ নিজ আয়তনে (-ইন্দ্রিয়গোলকে) গমন করে, ইন্দ্রিয়সকলের অনন্তর [ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী] দেবতাগণ প্রাদুর্ভূত হন এবং দেবতাগণের অনন্তর লোকসকল (—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল) প্রাদুর্ভূত হয়", ইত্যাদি।৬ [অতএব ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে যে—সুষুপ্তিকালে জীব যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ও জাগরণকালে যাঁহা হইতে আগমন করে, তিনিই ব্রহ্ম। যদি বলা হয়—প্রতিবচনে সুষুপ্তিকালে জীবের প্রাণাশ্রয়তাই বলা হইয়াছে, সুতরাং প্রশ্নও প্রাণবিষয়কই হইবে, তুমি ব্রহ্মকে কোথায় প্রাপ্ত হইতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সুষুপ্তিকালে পরব্রহ্মের সহিত জীব একতা প্রাপ্ত হয় এবং পরব্রহ্ম হইতে প্রাণাদি জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত।৭ সেইহেতু যেস্থলে এই জীবের নিঃসম্বোধতা (—বিশেষজ্ঞানশূন্যতা) ও স্বচ্ছতারূপ (-বিক্ষেপমলশূন্যতারূপ) সুষুপ্তি হয়, অর্থাৎ উপাধিজনিতবিশেষজ্ঞানরহিত স্বরূপ প্রকটিত হয়, এবং যাঁহা হইতে [জীবের] তৎভ্রংশরূপ (—সুষুপ্তি হইতে বিচ্যুতিরূপ) আগমন হয়, সেই পরমাত্মা এখানে জ্ঞাতব্যরূপে শ্রাবিত হইতেছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৮

[সিঃ—শাখান্তরীয় বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ও মুখ্যপ্রাণের অপ্রতিপাদ্যতা প্রদর্শন।]

[প্রশ্ন ও প্রতিবচন ব্রহ্মকেই বিষয় করে, এই বিষয়ে অন্য শাখার সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার দেখ, কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ, অর্থাৎ বাজসনেয়-

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবম্ আম্নায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানম্ আমনন্তি—"যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্ব এষঃ তদা অভূৎ, কুতঃ এতৎ' আগাৎ" (বৃঃ ২।১।১৬) ইতি প্রশ্নে, প্রতিবচনে অপি "যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে" (বৃঃ ২।১।১৭) ইতি ।৯ আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তঃ "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) ইত্যত্র ।১০ "সর্ব্বে এতে আত্মানঃ ব্যুচ্চরন্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ২।১।২০) ইতি চ উপাধিমতাম্ আত্মনাম্ অন্যতঃ ব্যুচ্চরণম্ আমনন্তঃ পরমাত্মানম্ এব কারণত্বেন আমনন্তি ইতি গম্যতে ।১১ প্রাণনিরাকরণস্যাপি সুষুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপদেশঃ অভ্যুচ্চয়ঃ ।১২॥১।৪।১৮॥ ইতি পঞ্চমং বালাক্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

শাখাধ্যায়িগণ এইপ্রকারে এই বালাকি ও অজাতশত্রুর সংবাদেই বিজ্ঞানময়শব্দের দ্বারা স্পষ্টভাবে জীবের কথা বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন পরমাত্মাকে, "এই যে বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত) পুরুষ, ইনি তখন কোথায় ছিলেন, কোথা হইতে এইরূপে আসিলেন", এই প্রশ্নে এবং "এই যে হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ, তাহাতে শয়ন করেন", এই প্রতিবচনেও পাঠ করিতেছেন।৯ [কিন্তু উক্ত বাজসনেয়বাক্যে সুষুপ্তির অধিকরণরূপে আকাশ বর্ণিত হইতেছে, ব্রহ্ম নহেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর আকাশশব্দ, "ইহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ (—অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম) বিদ্যমান আছেন" এইস্থলে পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়াছে।১০ আর "এই সকল আত্মা বিবিধরূপে উদ্গত হয়", এইরূপে উপাধিযুক্ত আত্মাসকলের (—জীবসকলের) অন্য (—পরমাত্মা) হইতে উদ্গমন বর্ণনাকরতঃ পরমাত্মাকেই [জীবাত্মাসকলের] কারণরূপে শ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন। [সুতরাং বাজসনেয় শাখাতে পঠিত সুষুপ্তিকালে জীবের আশ্রয়ভূত আকাশ যে ব্রহ্ম, ইহাই নির্ণীত হয়।১১ এইরূপে জীব প্রস্তাবিত অজাতশত্রুবাক্যের প্রতিপাদ্য নহে, ইহা প্রদর্শন করিয়া মুখ্যপ্রাণও প্রতিপাদ্য নহে, তাহা বলিতেছেন—] সুষুপ্ত পুরুষের উত্থাপন (—জাগরিতকরণ) দ্বারা প্রাণাদি হইতে ভিন্ন বস্তুর (—জীবের) যে উপদেশ, তাহা প্রাণনিরাকরণেরও অভ্যুচ্চয় (—তাহার প্রতিও হেতু (১০)।১২॥১।৪।১৮॥ বালাক্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অজাতশত্রু "বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ" (কৌঃ ৪।১৯) ইত্যাদি মুখ্যপ্রাণবোধক নামসকলের দ্বারা সুষুপ্ত পুরুষকে সম্বোধন করিলেও সে জাগ্রত না হওয়ায় এবং যষ্টিপ্রহারদ্বারা তাহার জাগরণ হওয়ায় সুষুপ্ত পুরুষের স্বরূপ মুখ্যপ্রাণ নহে, পরন্তু সে তদতিরিক্ত জীব, ইহাই নির্ণীত হয়। আবার "এই পুরুষ (—জীব) কোথায়

৬। বাক্যান্বয়াধিকরণম্। [১৯-২২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জীবাভিন্ন ব্রহ্মই মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য, তিনিই শ্রবণ-মননাদির বিষয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (কৌঃ ৪।১) এইপ্রকার উপক্রমের সামর্থ্যবশতঃ "যস্য বা এতৎ কর্ম্ম" এই বাক্যটী ব্রহ্মপ্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ "ন বৈ অরে পত্যুঃকামায়" (বৃঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদিরূপে উপক্রমে জীব বর্ণিত হওয়ায় "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (ঐ) ইত্যাদি বাক্য হইবে জীব প্রতিপাদক। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদ ও অধ্যায় সঙ্গতি—আত্মশব্দের অর্থনির্দ্ধারণদ্বারা জীবাভিন্ন ব্রহ্ম প্রতিপাদনদ্বারে ব্রহ্মেই মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি ও মুখ্যঅধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আত্মা দ্রষ্টব্য ইত্যুক্তঃ সংসারী বা পরেশ্বরঃ।
সংসারী পতিজায়াদিভোগপ্রীত্যাঽস্য সূচনাৎ॥
অমৃতত্বমুপক্রম্য তদন্তেঽপ্যুপসংহৃতম্।
সংসারিণমনূদ্যাতঃ পরেশত্বং বিধীয়তে॥

অন্বয়—'দ্রষ্টব্যঃ' ইতি উক্তঃ আত্মা সংসারী পরেশ্বরঃ বা ? পতিজায়াদিভোগপ্রীত্যা অস্য সূচনাৎ সংসারী। অমৃতত্বম্ উপক্রম্য অন্তে অপি তৎ উপসংহৃতম্; অতঃ সংসারিণম্ অনূদ্য পরেশত্বং বিধীয়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে মৈত্রেয়ীং ভার্য্যাং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ] পতিঃ উপদিশতি—"আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদি। ইদং বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। অত্র জীবস্য ব্রহ্মণশ্চ লিঙ্গদর্শনাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] 'দ্রষ্টব্যঃ' ইতি উক্তঃ আত্মা সংসারী [স্যাৎ], পরেশ্বরঃ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["না বৈ অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৫।৬) ইতি] পতিজায়াদিভোগপ্রীত্যা অস্য সূচনাৎ [সঃ আত্মা] সংসারী [ভবতি। ভোগশ্চ ন অসঙ্গস্য ঈশ্বরস্য অবকল্প্যতে]।

সিদ্ধান্ত—["যেন অহং ন অমৃতা স্যাম্" (বৃঃ ৪।৫।৪) ইতি] অমৃতত্বম্ উপক্রম্য, ["এতাবৎ অরে খলু অমৃতত্বম্" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইতি] অন্তে অপি তৎ উপসংহৃতম্। [তস্মাৎ

ভাবদীপিকা

ছিল, কোথা হইতে ইহার আগমন হইল," ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচনের দ্বারা (কৌঃ ৪।১৯, বৃঃ ২।১।১৬-১৭) ইহা নির্ণীত হয় যে—সেই প্রাণভিন্ন যে জীব, তাহা হইতেও ভিন্ন যে সুষুপ্তিকালীন আশ্রয়, তাহাই (—সেই ব্রহ্মই) এখানে জ্ঞেয়রূপে অভিপ্রেত। সুতরাং অজাতশত্রুর বাক্যের প্রতিপাদ্যরূপে মুখ্যপ্রাণের গ্রহণ সুদূরপরাহত। এইরূপে জীবের ও মুখ্যপ্রাণের উপদেশ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যই হওয়ায় ব্রহ্মই বালাকি অজাতশত্রুসংবাদরূপা কৌষীতকি শ্রুতির প্রতিপাদ্য, তাঁহাতেই এই শ্রুতিবাক্যসকল সমন্বিত হয়, ইহা সিদ্ধ হইল। বালক্যধিকরণসমাপ্ত।

উপক্রমোপসংহারবশাৎ অত্র অত্মজ্ঞানম্ এব প্রতিপাদ্যম্। জীবাত্মজ্ঞানং তু ন অমৃতত্বসাধনম্]। অতঃ [ভোগপ্রীতিসূচিতং] সংসারিণম্ অনূদ্য [তস্য] পরেশত্বং [অত্র] বিধীয়তে।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে ভার্য্যা মৈত্রেয়ীর প্রতি পতি যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন—"হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য" ইত্যাদি। এই বাক্যটী এখানে বিষয়। এখানে জীবের ও ব্রহ্মের (—জীববোধক ও ব্রহ্মবোধক) লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া সংশয় হয়—] 'দ্রষ্টব্য' এইপ্রকারে বর্ণিত যে আত্মা, তাহা জীব, অথবা পরমেশ্বর ?

পূর্ব্বপক্ষ—["হে প্রিয়ে, পতির প্রয়োজনে পতি [জায়ার] প্রিয় হয় না, কিন্তু [জায়ার] নিজের প্রয়োজনে পতি প্রিয় হয়," এইরূপে পতি ও জায়া প্রভৃতির ভোগ ও প্রীতির দ্বারা ইহার সূচনা হওয়ায় [সেই আত্মা হয়] জীব। [আর অসঙ্গ পরমেশ্বরের পক্ষে ভোগ সম্ভব নহে]।

সিদ্ধান্ত—["যাহার দ্বারা আমি অমৃতস্বরূপ হইতে পারিব না," এইপ্রকারে] অমৃতত্বের উপক্রম করিয়া (—তদ্বিষয়ে বর্ণনারম্ভ করিয়া, "প্রিয়ে, এইটুকুমাত্রই (—অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই) অমৃতত্বের সাধন," এইপ্রকারে] শেষভাগেও তাহা উপসংহৃত হইয়াছে। [সেইহেতু উপক্রম ও উপসংহারের বলে এখানে আত্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য। জীবাত্মবিষয়ক জ্ঞান কিন্তু অমৃতত্বের সাধন নহে]। এইহেতু [ভোগ ও প্রীতির দ্বারা সূচিত] জীবকে অনুবাদ করিয়া তাহার ব্রহ্মত্ব এখনে বিধান করা (—প্রতিপাদন করা) হইতেছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ জীবোপাসনার সমর্পক হওয়ায় বেদান্তবাক্য-সকলের ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—জীবাভিন্ন জ্ঞেয় ব্রহ্মে তাহা সিদ্ধ হয়।

বাক্যান্বয়াৎ ॥১।৪।১৯॥

সূত্রার্থ—(" আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদি বাক্যে কিং জীবঃ দ্রষ্টব্যত্বাদি-রূপেণ উপদিশ্যতে, কিংবা পরমাত্মা ইতি সংশয়ে, জীবঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—পরমাত্মা এব অত্র দ্রষ্টব্যতয়া উপদিষ্টঃ। কুতঃ ?] **বাক্যান্বয়াৎ**—উপক্রমাদিপর্য্যালোচনয়া বাক্যস্য ব্রহ্মণি এব অন্বয়াৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["প্রিয়ে, আত্মাই দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি বাক্যে কি জীব দ্রষ্টব্য প্রভৃতিরূপে উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা পরমাত্মা উপদিষ্ট হইতেছেন, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'জীব', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—পরমাত্মাই এখানে দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। কিপ্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায় ? 'তদুত্তরে বলিতেছেন'—] **বাক্যান্বয়াৎ**—যেহেতু উপক্রমাদির পর্য্যালোচনাদ্বারা বাক্যটীর ব্রহ্মেই সমন্বয় হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে অধীয়তে—"ন বৈ অরে পত্যুঃ কামায়," ইতি উপক্রম্য "ন বৈ অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, মৈত্রেয়ি আত্মনঃ বৈ অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" (বৃঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬) ইতি ॥ তত্র এতৎ বিচিকিৎস্যতে—কিং বিজ্ঞানাত্মা

শাঙ্করভাষ্যম্

এব অয়ং দ্রষ্টব্যশ্রোতব্যাদিরূপেণ উপদিশ্যতে, আহোস্বিৎ পরমাত্মা ইতি।২ কুতঃ পুনঃ এষা বিচিকিৎসা?৩ প্রিয়সংসূচিতেন আত্মনা ভোক্ত্রা উপক্রমাৎ বিজ্ঞানাত্মোপদেশঃ ইতি প্রতিভাতি।৪ তথা আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশঃ ইতি।৫ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৬ বিজ্ঞানাত্মোপদেশঃ ইতি।৭ কস্মাৎ?৮ উপক্রমসামর্থ্যাৎ।৯ পতিজায়াপুত্রবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সর্ব্বং জগৎ আত্মার্থতয়া প্রিয়ং ভবতি ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। জীব ও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণবশতঃ সংশয়।]

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে পঠিত হইতেছে—"প্রিয়ে, পতির প্রয়োজনে" এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "প্রিয়ে, সর্ব্ব বস্তুর জন্য সর্ব্ব বস্তু প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার (—নিজের) প্রয়োজনেই সর্ব্ব বস্তু হয় প্রিয়; প্রিয়ে, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য (—শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে শ্রবণযোগ্য), মন্তব্য (—শাস্ত্রানুকূল তর্কের দ্বারা মননের যোগ্য) ও নিদিধ্যাসিতব্য (—নিশ্চিতরূপে ধ্যানের যোগ্য), হে মৈত্রেয়ি, আত্মারই দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়," ইত্যাদি।১ সেইস্থলে এইপ্রকার সংশয় হইতেছে—বিজ্ঞানাত্মাই (—বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত জীবাত্মাই) কি দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্যাদিরূপে উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা পরমাত্মা উপদিষ্ট হইতেছেন?২৩ আচ্ছা, এইপ্রকার সংশয় হইতেছে কেন? [তাহা বলিতেছেন—] 'প্রিয়' এই শব্দের দ্বারা সম্যগ্‌রূপে সূচিত (—জায়া ও পতি প্রভৃতির প্রিয় ভোগ্যবস্তু সমূহের দ্বারা অনুমিত (১) ভোক্তা আত্মার দ্বারা বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহা জীবাত্মবিষয়ক উপদেশ, এইরূপ প্রতিভাত হইতেছে।৪ এইরূপে আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ (২) হইয়াছে বলিয়া ইহা পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ, এইরূপ প্রতিভাত হইতেছে।৫ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?

[পূঃ—উপক্রম ও উপসংহারাদিপুষ্ট 'প্রিয়সংসূচিতত্ব' প্রভৃতি জীবলিঙ্গসকলের বলে জীবই দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বপক্ষ—ইহা জীবাত্মার উপদেশ।৭ তাহাতে হেতু কি?৮ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু উপক্রমের সামর্থ্য আছে।৯ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] পতি জায়া পুত্র ও বিত্তাদিসমন্বিত ভোগ্যভূত সমগ্র জগৎ আত্মার জন্য (—নিজের ভোগসাধন হওয়ায়) হয় প্রিয়, এইরূপে 'প্রিয়' এই শব্দের দ্বারা সূচিত (১ ভাবদীঃ) ভোক্তা আত্মাকে উপক্রম করিয়া (—ভোক্তা জীবাত্মার

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে 'প্রিয়সংসূচিতত্বরূপ' জীববোধক এবং (২) এইস্থলে 'আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এই উভয়বোধক লিঙ্গদর্শনবশতঃ সংশয় হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারম্ আত্মানম্ উপক্রম্য অনন্তরম্ ইদম্ আত্মনঃ দর্শনাদ্যুপদিশ্যমানং কস্য অন্যস্য আত্মনঃ স্যাৎ ?১০ মধ্যে অপি "ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘনঃ এব, এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি" (বৃঃ ২।৪।১২) ইতি প্রকৃতস্য এব মহতঃ ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন ব্রুবন্ বিজ্ঞানাত্মনঃ এব ইদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি।১১ তথা "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ২।৪।১৪) ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেন উপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানম্

ভাষ্যানুবাদ

বর্ণনাদ্বারা আরম্ভ করিয়া) অনন্তর এই আত্মার দর্শনাদির যে উপদেশ হইতেছে, তাহা আর অন্য কোন্ আত্মার বিষয়ে হইবে ?১০ মধ্যস্থলেও "এই মহৎ ভূত(— অপরিচ্ছিন্ন সত্য বস্তু) অনন্ত অপার (—সর্ব্বগত) ও বিশুদ্ধবিজ্ঞানস্বরূপ, তিনি এই [ক্ষিত্যাদি] ভূতসকল হইতে সম্যগ্‌রূপে উত্থিত হইয়া (৩) তাহারা বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হন, মৃত্যুর পর [ইঁহার] সংজ্ঞা থাকে না, (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের ফলে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে ত্যক্তাভিমানতারূপ মৃত্যুর পর ইঁহার 'আমি অমুকের পুত্র,' ইত্যাদি এইপ্রকার বিশেষ জ্ঞান থাকে না"), এইরূপে প্রস্তাবিত যে দ্রষ্টব্য মহৎ ভূত, তাঁহারই ভূতসকল হইতে জীবাত্মরূপে সমুত্থানের (—ভূতসকলে আত্মাভিমানবশতঃ জীবভাবপ্রাপ্তির) কথা বর্ণনাকরতঃ এই দ্রষ্টব্যতা জীবাত্মারই, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।১১ এইরূপে "বিজ্ঞাতাকে (৪) প্রিয়ে, কাহার (—কোন্ করণের) দ্বারা জানিবে," এইরূপে কর্তৃবাচক [বিজ্ঞাতৃ]

ভাবদীপিকা

(৩) এই বাক্যটীর ভাব এই—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ যে জীবের উপাধি, তাহারা ক্ষিত্যাদি ভূতসকলের পরিণাম। এখানে পরিণাম (—কার্য্য) ও পরিণামীকে (—কারণকে) অভিন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া বলা হইতেছে—ক্ষিত্যাদি ভূতসকলের, অর্থাৎ তাহাদের পরিণামভূত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ জীবোপাধির উৎপত্তি হইলে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় এই সর্ব্বব্যাপী আত্মারও যেন উৎপত্তি হয় এবং সেই উপাধির নাশ হইলে, দর্পণরূপ অধিকরণনাশে প্রতিবিম্ব-নাশের ন্যায় ইঁহারও যেন মৃত্যু হয়, এইরূপ বোধ হয়। পূর্ব্বপক্ষীর মতে এইপ্রকার উৎপত্তি ও নাশ প্রভৃতি জীবেরই হয় বলিয়া এই 'ভূতসমুত্থান' জীবজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ। সুতরাং জীবই দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মের দ্রষ্টব্যতা যদি এখানে বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে উপাধিসহযোগে জীবরূপে সমুত্থানের কথা বলা হইত না।

(৪) 'বিজ্ঞাতা' শব্দের অর্থ - বিজ্ঞানকর্ত্তা, সুতরাং এখানে বিজ্ঞাতৃত্বরূপ জীববোধক লিঙ্গ প্রদর্শিত হইল, কারণ বিজ্ঞাতৃত্ব জীবেই সম্ভব। আর উপক্রম উপসংহার ও মধ্যে পুনঃ পুনঃ বর্ণনা-রূপ 'অভ্যাস' এই তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গসকলের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এই জীববোধকলিঙ্গসকল তাৎপর্য্যবান্, ইহা পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

এব ইহ উপদিষ্টং দর্শয়তি।১২ তস্মাৎ 'আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনং' ভোক্ত্রর্থত্বাৎ ভোগ্যজাতস্য, ঔপচারিকং দ্রষ্টব্যম্ ইতি।১৩ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমাত্মোপদেশঃ এব অয়ম্।১৪ কস্মাৎ?১৫ বাক্যান্বয়াৎ।১৬ বাক্যং হি ইদং পৌর্ব্বাপর্য্যেণ অবেক্ষ্যমাণং পরমাত্মানং প্রতি অন্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে।১৭ কথম্ ইতি?১৮ তৎ উপপাদ্যতে—"অমৃতত্বস্য তু ন আশা অস্তি বিত্তেন" (বৃঃ ২।৪।২) ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ উপশ্রুত্য "যেন অহং ন অমৃতা স্যাং, কিম্ অহং তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে

ভাষ্যানুবাদ

শব্দের দ্বারা উপসংহারকরতঃ জীবাত্মাই এখানে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।১২ [কিন্তু জীববিষয়কজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? তাহা বলিতেছেন—] সেইহেতু (—উপক্রমে, মধ্যে এবং উপসংহারে লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে জীবকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া) 'আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান হয়,' এই যে বাক্য, তাহা ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোক্তার জন্য হওয়ায় (—ভোক্তা বিজ্ঞাত হইলে ভোগ্যবস্তুসকলও বিজ্ঞাত হওয়ায় (৫) গৌণভাবে বলা হইতেছে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি।১৩

[সিঃ—উপক্রমাদিপুষ্ট বহুলিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণবলে পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—ইহা অবশ্যই পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ।১৪ তাহাতে হেতু কি?১৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু বাক্যের সমন্বয় হয়।১৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচিত হইলে এই বাক্য পরমাত্মার প্রতি অন্বিতাবয়বরূপে লক্ষিত হয় (—পরমাত্মাকেই প্রতিপাদন করে)।১৭ কিপ্রকারে তাহা প্রতিপাদন করে?১৮ তাহা উপপাদন করা হইতেছে—"কিন্তু বিত্তের (—বিত্তসাধ্য কর্ম্মের) দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই", ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া "যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইব না (—অমৃতত্বলাভ করিব না), তাহার দ্বারা আমি কি করিব? হে ভগবন্ আপনি যাহা অবগত আছেন, তাহাই আমাকে বলুন," এইপ্রকারে অমৃতত্বের আশাকারিণী মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য এই

ভাবদীপিকা

(৫) জগতের পরিণামী উপাদান যে প্রকৃতি (—মায়া), তাহা হইতে পৃথগ্ভাবে বিজ্ঞাত হইলেই পুরুষের স্বস্বরূপের জ্ঞান (—ত্বংপদার্থের বিবেক) সিদ্ধ হয়। সুতরাং পুরুষের যখন স্বস্বরূপের জ্ঞান হয়, তখন যাহা হইতে বিবিক্তরূপে তাহার স্বরূপের জ্ঞান হয়, সেই প্রকৃতিও তৎকর্তৃক কথঞ্চিৎ বিজ্ঞাত হয় বুঝিতে হইবে। অতএব জীববিষয়ক জ্ঞানদ্বারাও সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, ইহা দ্রষ্টব্য (—উপাস্য) জীবের স্তুতির জন্য বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রূহি" (বৃঃ ২।৪।৩) ইতি অমৃতত্বম্ আশাসানায়াঃ মৈত্রেয্যাঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ আত্মবিজ্ঞানম্ ইদম্ উপদিশতি।১৯ নচ অন্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাৎ অমৃতত্বম্ অস্তি ইতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ বদন্তি।২০ তথাচ 'আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্' (বৃঃ ২।৪।৫) উচ্যমানং ন অন্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানাৎ মুখ্যম্ অবকল্পতে।২১ নচ এতৎ ঔপচারিকং আশ্রয়িতুং শক্যং, যৎকারণম্ আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় অনন্তরেণ গ্রন্থেন তদেব উপপাদয়তি— "ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ব্রহ্ম বেদ" (বৃঃ ২।৪।৬) ইত্যা-দিনা।২২ যঃ হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ আত্মনঃ অন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি, তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রা-দিকং জগৎ পরাকরোতি, ইতি ভেদদৃষ্টিম্ অপোহ্য "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬) ইতি সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য আত্মাঽব্যতি-

ভাষ্যানুবাদ

আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করিতেছেন।১৯ আর পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান ব্যতিরেকে অমৃতত্ব [লব্ধ] হয় না (৬), ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতিসম্মত মতবাদসকল বলিয়া থাকে।২০ আর এইরূপেই 'আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা যে সর্ব্ববিজ্ঞান' (৭) কথিত হইতেছে, তাহা পরমকারণের জ্ঞানব্যতিরেকে মুখ্যভাবে সঙ্গত হয় না।২১ [কিন্তু তাহা মুখ্যভাবে উপপন্ন না হউক্, গৌণভাবে জীবে উপপন্ন হইলে কি ক্ষতি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ইহাকে (—আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানকে) গৌণভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যেহেতু [বৃঃ ২।৪।৫ বাক্যে] আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানকে প্রতিজ্ঞা করিয়া (—প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে উপন্যস্ত করিয়া) পরবর্ত্তী গ্রন্থের দ্বারা তাহাই যুক্তিবলে প্রতিপাদন করিতেছেন, যথা—"ব্রাহ্মণ-জাতি তাঁহাকে প্রত্যাখান করে (—শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত করে), যিনি ব্রাহ্মণ-জাতিকে আত্মা হইতে ভিন্নভাবে জানেন," ইত্যাদি।২২ [এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—] যিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি উপলক্ষিত জগৎকে আত্মা হইতে ভিন্নরূপে স্বাধীনভাবে লব্ধসদ্ভাব (—স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট) বলিয়া দর্শন করেন, সেই মিথ্যাদর্শীকে সেই মিথ্যাদৃষ্ট (—স্বস্বরূপে অদৃষ্ট) ব্রাহ্মণ-

ভাবদীপিকা

(৬) এখানে "মোক্ষসাধনজ্ঞানগম্যত্বরূপ" ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। যে বাক্য-সকল অবলম্বনে এই লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহারা এই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" (শ্বেঃ ৩।৮), "যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি" (শ্বেঃ ৬।২০), ইত্যাদি এইগুলি শ্রুতিবাক্য এবং "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্", "যজ্জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে" (গীতা ১৩।১২) ইত্যাদি এইগুলি স্মৃতিবাক্য।

(৭) এইস্থলে 'আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

রেকম্ অবতারয়তি।২৩ দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ (বৃঃ ২।৪।৭) তম্ এব অব্যতিরেকং দ্রঢ়য়তি।২৪ "অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদিনা চ প্রকৃতস্য আত্মনঃ নামরূপকর্ম্ম-

ভাষ্যানুবাদ

ক্ষত্রিয়াদি উপলক্ষিত জগৎ পরাভূত (—পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত) করে, এই-প্রকারে ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া ["দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্যরূপে উপন্যস্ত] এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত" (৮), এইপ্রকারে সমস্ত বস্তু আত্মা হইতে অভিন্ন, ইহা অবতারণ (—প্রতিপাদন) করিতেছেন। [গৌণ সর্ব্ববিজ্ঞান বিবক্ষিত হইলে এই প্রতিপাদন ব্যর্থ হইয়া যাইবে]।২৩ আবার দুন্দুভি প্রভৃতি দৃষ্টান্তসকলের দ্বারা [শ্রুতি স্থিতিকালে ব্রহ্ম হইতে সমস্ত বস্তুর] সেই অভিন্নতাকেই দৃঢ় করিতেছেন (৯)।২৪ আর "এই যে ঋগ্বেদ ইত্যাদি, ইহারা এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত (—পরমাত্মা হইতে তাঁহার অযত্নোত্থিত নিঃশ্বাসের ন্যায় উদ্ভূত"), ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রস্তাবিত আত্মা যে নাম রূপ ও কর্ম্মপ্রপঞ্চের (১০) কারণ,

ভাষ্যদীপিকা

(৮) এইস্থলে 'সর্ব্বাত্মত্ব'রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

(৯) এ স্থলে তাৎপর্য্য এই—সকল বস্তুই আত্মমাত্র (—ব্রহ্মমাত্র), তদ্ব্যতিরেকে 'সর্ব্ব' নামধেয় কোন বস্তু নাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যেমন দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণার শব্দসামান্য গৃহীত হইলে তদাশ্রিত অর্থাৎ সেই শব্দসামান্যে কল্পিত ও তদবলম্বনে স্থিত উদাত্তত্ব, অনুদাত্তত্ব, সা, রে, গা, মা ইত্যাদি বিশেষ শব্দসকল গৃহীত হয়; তদ্রূপ যে ব্রহ্মবস্তুতে এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে, যাঁহাকে অবলম্বনকরতঃ স্থিতিকালে এই সর্ব্ব বস্তু অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ অবস্থান করে, সেই শব্দসামান্যস্থানীয় সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইলে বিশেষ শব্দস্থানীয় এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্যই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, কারণ যাহা ভিন্ন যাহার সত্তা থাকে না, সেই বস্তু তৎস্বরূপই হইয়া থাকে। যেমন কারণভূত শব্দসামান্য ব্যতিরেকে কার্য্যভূত শব্দবিশেষের সত্তা না থাকায় শব্দবিশেষ হয় শব্দসামান্যই; তদ্রূপ কারণভূত চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কার্য্যভূত জগতের সত্তা না থাকায় জগৎপ্রপঞ্চ হয় ব্রহ্ম মাত্রই। মাত্র স্থিতিকালেই যে জগৎ ব্রহ্মমাত্র, তাহা নহে, উৎপত্তিকালে এবং উৎপত্তির পূর্ব্বেও তাহা ব্রহ্মমাত্রস্বরূপে অবস্থান করে, তাহা প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন—অস্য মহতঃ—'আর এই যে ঋগ্বেদ' ইত্যাদি।

(১০) এইস্থলে 'সর্ব্বস্রষ্টৃত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এই শ্রুতিবাক্যস্থ 'নাম পদে—ঋগ্বেদ প্রভৃতিকে, 'রূপ' বলিতে—"অয়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ" (বৃঃ ৪।৫।১১) ইত্যাদিরূপে বর্ণিত লোকসকলকে এবং 'কর্ম্ম' বলিতে—"ইষ্টং হুতম্" (ঐ) ইত্যাদিরূপে বর্ণিত যজ্ঞাদিক্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্নি হইতে পৃথগ্ভাবে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখা ও ধূম প্রভৃতি যেমন অগ্নিরূপেই বর্ত্তমান থাকে, উৎপত্তিকালেও যেমন তাহারা অগ্নিতেই আশ্রিত থাকে; এই জগৎপ্রপঞ্চও তদ্রূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মমাত্ররূপে

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানম্ এনং গময়তি ।২৫ তথৈব একায়নপ্রক্রিয়ায়াম্ অপি (বৃঃ ২।৪।১১) সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য সান্তঃকরণস্য প্রপঞ্চস্য একায়নম্ 'অনন্তরম্ অবাহ্যং কৃৎস্নং প্রজ্ঞানঘনং' (বৃঃ ৪।৫।১৩) ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানম্ এনং গময়তি ।২৬ তস্মাৎ পরমাত্মনঃ এব অয়ং দর্শনাদ্যুপদেশঃ ইতি গম্যতে ।২৭॥১।৪।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

ইহা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছাকরতঃ [শ্রুতি] এই পরমাত্মাকে বোধ করাইতেছেন ।২৫ সেইরূপেই একায়নপ্রক্রিয়াতেও (—যে স্থলে নানাবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে প্রলয়কালীন একমাত্র লয়াধাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই বৃঃ ৪।৫।১২ কণ্ডিকাতেও) বিষয় ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণের সহিত জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র আশ্রয়কে (১১) "অনন্তর (—স্বগতভেদবিহীন), অবাহ্য (—সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন) এবং সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞানঘনরূপে (—অন্তরে বাহিরে একরস বিশুদ্ধজ্ঞানাত্মরূপে)" ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছাকরতঃ [শ্রুতি] এই পরমাত্মাকে বোধ করাইতেছেন ।২৬ সেইহেতু (—ব্রহ্মকে অবলম্বনকরতঃ জগৎপ্রপঞ্চের স্থিতি, তাঁহা হইতে তাহার উৎপত্তি এবং প্রলয়কালেও তাঁহাতেই আশ্রিত থাকে বলিয়া, "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫] এই দর্শনাদির উপদেশ পরমাত্মারই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (১২) ।২৭॥১।৪।১৯॥

ভাবদীপিকা

অবস্থান করে এবং উৎপত্তিকালেও রজ্জুতে সর্পের ন্যায় তাঁহাতেই আশ্রিত থাকে। মাত্র যে উৎপত্তিকালে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ও স্থিতিকালে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মমাত্ররূপে অবস্থান করে, তাহা নহে, প্রলয়কালেও তাহা তদ্রূপে অবস্থান করে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—**তথৈব একায়ন প্রক্রিয়ায়াম্**—'সেইরূপেই একায়নপ্রক্রিয়াতেও' ইত্যাদি।

(১১) এইস্থলে 'প্রলয়কালীন লয়াধারত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—'একায়নপ্রক্রিয়াতে আত্মা (—ব্রহ্ম) সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের লয়াধার, ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হইলেও উক্ত বাক্যসকলের পূর্ব্বে ও পরে বৃঃ ৪।৫।১১ এবং ৪।৫।১৩ কণ্ডিকাতে ব্রহ্মই বর্ণিত হওয়ায় মধ্যস্থলে পঠিত এই কণ্ডিকাতে "এবং সর্ব্বেষাম্ আত্মা একায়নম্," এই বাক্যকে অধ্যাহার করিয়া অর্থবোধ করিতে হইবে।

(১২) এইপ্রকারে এতাবৎপর্য্যন্ত বিচারে ইহাই প্রতিপাদিত হইল—উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ যদাত্মকরূপে অবস্থান করে, যে আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, যাঁহাকে আশ্রয়করতঃ জগৎ স্থিতিকালে অবস্থান করে, প্রলয়কালে যাঁহাতে বিলীন হয় এবং সেইহেতু যদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, সেই আত্মা জীবাত্মা হইতে পারেন না। পরন্ত তিনি পরমাত্মাই, ইহা অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইপ্রকারে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বনে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হওয়ায় তৎপ্রতিপাদক বাক্যসকলের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ ব্রহ্মবোধক **প্রকরণপ্রমাণও** এখানে আছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে 'আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' মুখ্যভাবে সিদ্ধ হয়

শাঙ্করভাষ্যম্—যৎ পুনঃ উক্তং প্রিয়সংসূচিতোপক্রমাৎ বিজ্ঞানাত্মনঃ এব অয়ং দর্শনাদ্যুপদেশঃ ইতি। অত্র ব্রূমঃ—

ভাষ্যানুবাদ—আর যে বলা হইয়াছে, 'প্রিয়' এই শব্দের দ্বারা সূচিত উপক্রমবশতঃ (—বৃঃ ৪।৫।৬ কণ্ডিকাস্থ বাক্যসকল 'প্রিয়' এই শব্দপ্রয়োগদ্বারা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া) এই দর্শনাদির উপদেশ জীবাত্মারই হইবে (১।৪।১৯ সূঃ ১০ বাক্য) ইত্যাদি। এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥১।৪।২০॥**

পদচ্ছেদ—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ, লিঙ্গম্, আশ্মরথ্যঃ।

সূত্রার্থ—[জীবব্রহ্মণোঃ হি কার্য্যকারণয়োঃ ভেদাভেদৌ বর্ত্তেতে, অত্যন্তভেদে 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ জীবপরমাত্মনোঃ অভেদাংশম্ আদায় বিজ্ঞানাত্মনঃ দ্রষ্টব্যতাদিসঙ্কীর্ত্তনেন উপক্রমণং] **প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ**—'আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি' ইতি প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধেঃ, **লিঙ্গম্**—গমকং [ভবতি, ইতি] **আশ্মরথ্য**—আচার্য্যঃ আশ্মরথ্যঃ [মন্যতে]।

অনুবাদ—[যথাক্রমে কার্য্য ও কারণ যে জীব ও ব্রহ্ম, তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে; কারণ তাহারা অত্যন্ত ভিন্ন হইলে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ' প্রতিজ্ঞার বিরোধ হইয়া পড়িবে। সেইহেতু জীব ও পরমাত্মার অভেদ অংশকে গ্রহণ করিয়া জীবাত্মার দ্রষ্টব্যত্বাদি কথনদ্বারা যে বর্ণনারম্ভ, তাহা] **প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ**—'আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ' প্রতিজ্ঞার সিদ্ধির প্রতি, **লিঙ্গম্**—জ্ঞাপক [ইহা] **আশ্মরথ্যঃ**—আচার্য্য আশ্মরথ্য মনে করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি অত্র প্রতিজ্ঞা—"আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (বৃঃ ৪।৫।৬), "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ৪।৫।৭) ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—আশ্মরথ্যমতে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদাংশকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়সংসূচিতত্ব লিঙ্গের প্রবৃত্তি।]

এইস্থলে "আত্মা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়" এবং "এই যে আত্মা, ইনি এই সমস্ত", এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা (—বিচার্য্য বিষয়ের উপন্যাস) আছে।১ 'প্রিয়'

ভাবদীপিকা

বলিয়া জীবপক্ষে তাহাকে গৌণভাবে গ্রহণ করা যায় না, ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়। সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত উক্ত প্রমাণসকল তাৎপর্য্যবান্ প্রমাণ নহে, এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ তাৎপর্য্যগ্রাহক উপক্রমাদি লিঙ্গের দ্বারা এই প্রমাণসকল পুষ্ট হইতেছে। যথা—"যেন অহং ন অমৃতা স্যাম্" (বৃঃ ৪।৫।৪) এইরূপে অমৃতত্বের বর্ণনাদ্বারা যাহা আরব্ধ হইয়াছে, উপসংহারে "এতাবদরে খলু অমৃতত্বম্" (বৃঃ ৪।৫।১৫) এইরূপে অমৃতত্বের বর্ণনাদ্বারাই তাহা উপসংহৃত হইয়াছে। মধ্যেও অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক বর্ণনা একায়নপ্রক্রিয়া ইত্যাদি স্থলে পুনঃ পুনঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত জীববোধক লিঙ্গসকল যে জীববোধকই নহে, ইহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

চ।১ তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়তি এতৎ লিঙ্গং যৎ প্রিয়-সংসূচিতস্য আত্মনঃ দ্রষ্টব্যত্বাদিসঙ্কীর্ত্তনম্।২ যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনঃ অন্যঃ স্যাৎ, ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাতঃ ইতি 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং' যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ হীয়েত।৩ তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোঃ অ-ভেদাংশেন উপক্রমণম্ ইতি আশ্মরথ্যঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।৪॥১।৪।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

এই শব্দের দ্বারা সূচিত আত্মার দ্রষ্টব্যতা প্রভৃতির বর্ণনারূপ যে এই [জীববোধক] লিঙ্গপ্রমাণ, তাহা সেই প্রতিজ্ঞার (—(১৩) সিদ্ধি সূচনা করিতেছে।২ যেহেতু যদি পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্ন হইত, তাহা হইলে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেও জীবাত্মা বিজ্ঞাত হইত না, এইহেতু 'একবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যে সর্ব্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞান' প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহার হানি হইয়া পড়িত।৩ সেইহেতু প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদাংশকে গ্রহণের দ্বারা [শ্রুতিতে 'প্রিয়' শব্দের দ্বারা] বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে, ইহা আচার্য্য আশ্মরথ্য মনে করেন (১৪)।৪॥১।৪।২০॥

ভাবদীপিকা

(১৩) সাধ্যের নির্দ্দেশকে, অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা যাহাকে সিদ্ধ করা হয়, তাহার যে উল্লেখ, তাহাকে বলে—**প্রতিজ্ঞা**। প্রস্তাবিতস্থলে 'আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের' যে উল্লেখ, তাহাই প্রতিজ্ঞা, কারণ নানা যুক্তির দ্বারা তাহাকে প্রতিপাদন করা হইতেছে।

[সমকালিক ভেদাভেদবাদ।]

(১৪) আচার্য্য **আশ্মরথ্য** স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদী (—সমকালিক ভেদাভেদবাদী)। ভাষ্যে 'অভেদাংশেন উপক্রমণম্' এইস্থলে 'অংশ' এই পদটীর দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে। 'ভেদাভেদ' শব্দের অর্থ—'ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে'। যেমন ঘট ও মৃত্তিকা, ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ আছে। তাহা এইপ্রকার—ঘট যদি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে ঘটের দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা মৃত্তিকার দ্বারাও হইত। তাহা কিন্তু হয় না। বস্তুতঃ ঘট ও মৃত্তিকা অত্যন্ত অভিন্ন হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাবই থাকিত না। অতএব ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন পদার্থ। আবার ঘট যদি মৃত্তিকা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু হইত, তাহা হইলে 'মৃত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হয়', এই যে সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রত্যক্ষ, তাহা নিরালম্বন হইয়া পড়িত। তাহা কিন্তু হয় না; মৃত্তিকার ঘটরূপে পরিণতি প্রত্যক্ষ হইয়াই থাকে। অতএব ঘট ও মৃত্তিকা অভিন্ন পদার্থও বটে। এইরূপে এক দৃষ্টিতে ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে ভেদ এবং অন্য দৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে অভেদ একইকালে প্রতিভাত হয় বলিয়া ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে বলা হয় —'সমকালিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ'। আচার্য্য আশ্মরথ্যের মতে জীব ও পরমাত্মার মধ্যে এইপ্রকার 'সমকালিক ভেদাভেদ' আছে। 'আমি সর্ব্বজ্ঞ নহি' এইরূপে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের বলে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদজ্ঞান শ্রুতিসিদ্ধ। অতএব প্রমাণের বলে মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দৃষ্টিভেদে ভেদাভেদ অবশ্য

[পূঃ সূঃ—]উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ ।।১।৪।২১।।

পদচ্ছেদ—উৎক্রমিষ্যতঃ, এবংভাবাৎ, ইতি ঔডুলোমিঃ।

সূত্রার্থ—[সমাধানান্তরম্ আহ—সংসারদশায়াং ব্রহ্মণঃ অত্যন্তং ভিন্নস্য জীবস্য ব্রহ্মাত্ম-সাক্ষাৎকারাৎ] **উৎক্রমিষ্যতঃ**—কার্য্যকরণসংঘাতাৎ উৎক্রমণং করিষ্যতঃ ; **এবংভাবাৎ**—পরমাত্মনা একীভাবাৎ [ভবিষ্যদভেদম্ আদায় "ন বৈ অরে পত্যুঃ কামায়" ইত্যাদিনা জীবোপক্রমঃ] **ইতি, ঔডুলোমিঃ**—আচার্য্যঃ ঔডুলোমিঃ [মন্যতে]।

অনুবাদ—[অন্যপ্রকার সমাধানের কথা বলিতেছেন—সংসারদশাতে ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন যে জীব, যিনি 'আমি ব্রহ্ম' এইপ্রকার সাক্ষাৎকারবশতঃ] **উৎক্রমিষ্যতঃ**—শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাত হইতে উৎক্রমণ করেন, তাঁহার ; **এবংভাবাৎ**—পরমাত্মার সহিত একীভাব হয় বলিয়া [ব্রহ্মের সহিত ভাবী অভিন্নতাকে গ্রহণ করিয়া "ন বৈ অরে পত্যুঃ কামায়" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জীবের বর্ণনারম্ভ হইয়াছে], **ইতি**—ইহা, **ঔডুলোমিঃ**—আচার্য্য ঔডুলোমি মনে করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞানাত্মনঃ এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সংপ্রসন্নস্য দেহাদি-

[পূঃ—ঔডুলোমিমতে ভাবী ব্রহ্মাভিন্নতাকে অপেক্ষা করিয়া প্রযুক্ত 'প্রিয়' ইত্যাদি শব্দসূচিত জীবলিঙ্গসকল বস্তুতঃ ব্রহ্মবোধক।]

দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সমষ্টিরূপ উপাধির সহিত সম্পর্কবশতঃ কলুষীভূত (—আবৃতস্বরূপ) যে জীবাত্মা, যিনি জ্ঞান ও ধ্যানাদি সাধনানুষ্ঠানের বলে সম্প্রসন্ন (- কালুষ্যরহিত) হন, দেহাদিসংঘাত হইতে উৎক্রমণকারী তাঁহারই পরমাত্মার

ভাবদীপিকা [সমকালিক ভেদাভেদবাদ]

অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইঁহার মতে—অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জীবসকলের উৎপত্তি। বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির পরিণাম, এইরূপে জীবসকলকেও ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট ঘটত্বরূপ ধর্ম্মযুক্তরূপে মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হইলেও মৃত্ত্বরূপধর্ম্মযুক্তরূপে মৃত্তিকার সহিত তৎকালেও অভিন্ন। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীব জীবত্বধর্ম্মযুক্তরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও চিত্ত্বরূপধর্ম্মযুক্তরূপে ব্রহ্মের সহিত তৎকালেই (—সেই সংসারদশাতেই) অভিন্ন। আচার্য্য আশ্মরথ্যের মতে ইহাই বস্তুস্থিতি। কিন্তু 'আমি সর্ব্বজ্ঞ নহি', এইপ্রকার সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভবের বলে ঘট হইতে পটের ন্যায়, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞানের দ্বারা জীববিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, ফলে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞাও' সিদ্ধ হয় না এবং সেইহেতু পরমাত্মাকে সর্ব্বাত্মকও বলা যায় না। এইপ্রকার বুদ্ধি যাহাতে কাহারও না হয়, সেই উদ্দেশ্যে শ্রুতি 'প্রিয়' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সূচিত জীবগত ধর্ম্মের দ্বারা পরমাত্মার বর্ণনারম্ভকরতঃ জীবগত ধর্ম্মসকল যে বস্তুতঃ পরমাত্মগত, ইহা প্রতিপাদন করতঃ জীব ও ব্রহ্মের শাস্ত্রীয় অভিন্নতাই সূচিত করিতেছেন। এইরূপে 'প্রিয়সংসূচিতত্বরূপ' যে জীববোধক লিঙ্গ, তাহা জীব ও ব্রহ্মের অভেদসূচনাকরতঃ 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ' প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির প্রতি হেতু হইতেছে। তাহাতে আচার্য্য আশ্মরথ্যের মতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে—

শাঙ্করভাষ্যম্

সংঘাতাৎ উৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মৈক্যোপপত্তেঃ ইদম্ অভেদেন উপক্রমণম্ ইতি ঔডুলোমিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।১ শ্রুতিশ্চ এবং ভবতি—"এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) ইতি।২ ক্বচিৎ

ভাষ্যানুবাদ

সহিত ঐক্য সঙ্গত হয় বলিয়া [জীব ও পরমাত্মার] অভিন্নতার দ্বারা ['প্রিয়' ইত্যাদি শব্দাবলম্বনে] এই বর্ণনার আরম্ভ হইয়াছে, ইহা আচার্য্য ঔডুলোমি মনে করেন (১৫)।১ [মুক্তাবস্থাতে জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতা এবং সংসারাবস্থাতে বিভিন্নতাবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এইপ্রকার শ্রুতিও আছে—"এই সম্প্রসাদ (—জীব) এই শরীর হইতে সম্যগ্‌রূপে উত্থিত হইয়া (—উৎক্রমণ করিয়া) পরমজ্যোতিঃকে সাক্ষাৎ অনুভবকরতঃ স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়", ইত্যাদি।২ [যদি বলা হয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্ব্বদা স্বরূপতঃ অভিন্ন, সেই-

ভাবদীপিকা

'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সূচিত জীবজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা জীব জ্ঞাপিত হইলেও, তৎপ্রতিপাদনে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই, পরন্তু দৃষ্টিভেদে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাজ্ঞাপনদ্বারা 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধিতেই' তাহাদের তাৎপর্য্য। [ইহা পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত]।

[বিভিন্নকালিক ভেদাভেদবাদ]

(১৫) বিভিন্নকালিকভেদাভেদবাদী আচার্য্য **ঔডুলোমির** অভিপ্রায় এই—আচার্য্য আশ্মরথ্য স্বীকৃত স্বরূপতঃ ভেদাভেদ সঙ্গত নহে, কারণ একই বস্তুতে একইকালে যুগপৎ ভিন্নতা ও অভিন্নতা সম্ভব নহে। যেমন মৃত্তিকা ও ঘট, এইস্থলে মৃত্তিকাশব্দের অর্থ 'মৃৎসামান্য', অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় মৃত্তিকা। আর ঘটশব্দের অর্থ—'কম্বুগ্রীবাদি অবস্থাযুক্ত মৃত্তিকাবিশেষ'। মৃৎসামান্য হইতে এতাদৃশ অবস্থাযুক্ত মৃত্তিকা ভিন্নই হইয়া থাকে, যেহেতু সংসারের যাবৎ মৃত্তিকাই কিছু আর কম্বুগ্রীবাদি অবস্থাযুক্ত হইয়া ঘটপদবাচ্য হয় না। আর যেহেতু যাহা মৃত্তিকাসামান্য, তাহাই মৃত্তিকাবিশেষ, ইহা স্বীকার করিলে সামান্য ও বিশেষের প্রভেদই বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। অতএব মৃত্তিকাসামান্য ও কম্বুগ্রীবাদি অবস্থাযুক্ত ঘটরূপ বিশেষ মৃত্তিকা, ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ না হইয়া ভেদই সিদ্ধ হয়। সেইহেতু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত ও মৃদ্রূপ ধর্ম্মদ্বয়কে বিভিন্ন ধর্ম্মীতে আশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট এই ধর্ম্মিদ্বয়কে আর একইকালে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন বলা যায় না বলিয়া তাহাদের মধ্যে সমকালিক ভেদাভেদসম্বন্ধও সুতরাং অঙ্গীকার করা যায় না। আচ্ছা, তাহা হইলে ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধই কি নাই? না, তাহাতো আমরা বলিতেছি না; ঘট যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন মৃত্তিকাতে তদাত্মকরূপে (—মৃদাত্মকরূপে) বর্ত্তমান থাকে; আবার মৃত্তিকাও ঘটে তদাত্মকরূপে (—ঘটাত্মকরূপে) বর্ত্তমান থাকে। সেইহেতু ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে আমরা তাদাত্ম্যাখ্য স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ অঙ্গীকার করি। আর যদি তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধই স্বীকার করিতে আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'বিভিন্নকালিকভেদাভেদ' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এখন যে ঘটরূপ ধর্ম্মী মৃত্তিকা

শাঙ্করভাষ্যম্

চ জীবাশ্রয়ম্ অপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞাপয়তি—"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ॥ (মুঃ ৩।২।৮) ইতি।৩ যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়ম্ এব নামরূপং বিহায় সমুদ্রম্ উপযন্তি, এবং জীবঃ অপি স্বাশ্রয়ম্ এব নামরূপং বিহায় পরং পুরুষম

ভাষ্যানুবাদ

হেতু ঔপাধিকভেদের বিলয়বশতঃ যে স্বরূপাভিব্যক্তির কথা শ্রুতিতে বলা হইতেছে, তাহা গৌণভাবে বলা হইতেছে। তদুত্তরে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা হয় সাধ্য, স্বভাবতঃ সিদ্ধ নহে, ইহাই বলিতেছেন—] আবার কোন কোন স্থলে [শ্রুতি] নদীর দৃষ্টান্তদ্বারা জীবাশ্রিত [স্বাভাবিক] নাম ও রূপকে জ্ঞাপন করিতেছেন, যথা—"প্রবহমাণ নদীসকল যেমন [স্বভাবতঃ সিদ্ধ] নাম ও রূপকে পরিত্যাগ করিয়া [স্বভিন্ন] সমুদ্রে অস্তগমন করে (—একতাপ্রাপ্ত হয়), এইরূপে বিদ্বান্ [তাঁহাতে স্বভাবতঃ সিদ্ধ] নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া [স্বভিন্ন] পরাৎপর (—অব্যাকৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ) স্বয়ংপ্রকাশ পুরুষকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।৩ [কিন্তু দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত নদীর নাম ও রূপকে এবং দার্ষ্টান্তিক জীবের কালুষ্যকে উপাধিজন্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে উক্ত মুণ্ডক শ্রুতির স্বাভিপ্রেত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন লোকমধ্যে নদীসকল নিজেতে [স্বভাবতঃ] আশ্রিত ['নদী' এই] নাম ও [তির্য্যগ্‌গামিত্বাত্মক] রূপকে ত্যাগ করিয়া

ভাবদীপিকা [বিভিন্নকালিক ভেদাভেদবাদ]

হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে, কালান্তরে সেই ঘটের নাশ হইলে, অর্থাৎ তাহার কম্বুগ্রীবাদিযুক্ততারূপ অবস্থার নাশ হইলে মৃত্তিকাসামান্যের সহিত তাহা অভিন্ন (—তদাত্মক) হইয়া পড়ে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন, জ্ঞান ও ধ্যানাদিসাধনপ্রভাবে বিগতকল্মষ হইলে দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত হইতে উৎক্রান্ত হইয়া মুক্তাবস্থাতে জীব পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া পড়ে। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার এইপ্রকার বিভিন্নকালিকভেদাভেদই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"আমুক্তের্ভেদ এব স্যাৎ জীবস্য চ পরস্য চ। মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ" ॥ ইত্যাদি। এইরূপে সাধনবলে ভবিষ্যৎকালে জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হয় বলিয়া সেই ভাবী ব্রহ্মাভিন্নতাকে অপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যদ্‌বৃত্তিতে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়। প্রস্তাবিতস্থলে 'প্রিয়' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সূচিত যে জীবজ্ঞাপক লিঙ্গসকল, তাহারা ভূতপূর্ব্বগতিতে পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইতেছে, বুঝিতে হইবে, কারণ মুক্তিকালে জীব পরমাত্মার সহিত একীভূত হয় বলিয়া জীবাবস্থা হয় পরমাত্মাবস্থার প্রাগবস্থা। অথবা উক্ত লিঙ্গসকল ভবিষ্যদৃষ্টিতে জীবাত্মাতে প্রযুক্ত হইতেছে বুঝিতে হইবে, কারণ পরমাত্মাবস্থা হয় জীবাত্মার ভবিষ্যদবস্থা। অতএব ইহাই নির্ণীত হয় যে—প্রিয় ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সূচিত জীবজ্ঞাপক লিঙ্গসকলের শুদ্ধ জীববোধনে তাৎপর্য্য নাই, মুক্তিদশাতে পরমাত্মার সহিত জীবের অভিন্নতাজ্ঞাপনেই তাহাদের তাৎপর্য্য। [ইহাও পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত]।

শাঙ্করভাষ্যম্‌

উৎপত্তি, ইতি হি তত্র অর্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ তুল্যতায়ৈ ।৪॥১।৪।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

[স্বভিন্ন] সমুদ্রে প্রবেশ করে, এইরূপে জীবও নিজেতেই [স্বভাবতঃ] আশ্রিত ['জীব' এই] নাম ও [তত্তৎ] রূপকে পরিত্যাগ করিয়া [স্বভিন্ন] পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয় (—তাঁহার সহিত একীভূত হয়), দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যতার জন্য এইপ্রকার অর্থই সেইস্থলে প্রতিভাত হইতেছে ।৪ [অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে জীবের সংসারদশা সত্য, এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদও সত্য ; তাহা ঔপাধিক নহে, কিন্তু স্বাভাবিক। আর জীব ও ব্রহ্মের যে অভিন্নতা মুক্তিকালে হয়, তাহা সাধন-সাধ্য, স্বাভাবিক নহে] । ॥১।৪।২১॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥১।৪।২২॥**

পদচ্ছেদ —অবস্থিতেঃ, ইতি, কাশকৃ স্নঃ।

সূত্রার্থ — [নন্থ ইদমপি অসঙ্গতং, সত্যকার্য্যকরণসংঘাতবতঃ সংসারিণঃ অত্যন্তং ব্রহ্মভিন্নস্থ মুক্তিদশায়াম্‌ অভেদাযোগাৎ ; ইতি অরুচ্যা পরমং সমাধানম্‌ আহ—] অবস্থিতেঃ—ব্রহ্মণঃ এব অবিদ্যাকল্পিতভেদেন জীবরূপেণ অবস্থিতেঃ [জীবোক্রমঃ অবিরুদ্ধঃ] ইতি, কাশকৃৎস্নঃ —শ্রুতিতাৎপর্য্যজ্ঞঃ আচার্য্যঃ কাশকৃৎস্নঃ [মন্যতে। অতঃ দ্রষ্টব্যে ব্রহ্মণি মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণবাক্যং সমন্বিতম্‌ ইতি সিদ্ধম্‌]।

অনুবাদ —[কিন্তু ইহাও (— আচার্য্য ঔডুলোমির অভিমতও) সঙ্গত নহে, যেহেতু সত্য-দেহেন্দ্রিয়সংঘাতবিশিষ্ট ও ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন যে জীব, মুক্তিদশাতে ব্রহ্মের সহিত তাহার অভিন্নতা সঙ্গত নহে ; এইপ্রকার অরুচিবশতঃ পরম সমাধান বলিতেছেন—] **অবস্থিতেঃ**। অবিদ্যাকল্পিতভেদবশতঃ ব্রহ্মেরই জীবরূপে অবস্থিতি হয় বলিয়া [জীবের বর্ণনাদ্বারা বর্ণনার আরম্ভ অবিরুদ্ধ], **ইতি**—ইহা, **কাশকৃৎস্নঃ**—শ্রুতিতাৎপর্য্যজ্ঞ আচার্য্য কাশকৃৎস্ন [মনে করেন। অতএব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণবাক্য দ্রষ্টব্য ব্রহ্মে (—জীবাভিন্ন নির্গুণ ব্রহ্মে) সমন্বিত, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্‌

অস্যৈব পরমাত্মনঃ অনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেন অবস্থানাৎ উপপন্নম্‌ ইদম্‌ অভেদেন উপক্রমণম্‌ ইতি কাশকৃৎস্নঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।১ তথাচ ব্রাহ্মণম্‌—"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি এবংজাতীয়কং পরস্যৈব আত্মনঃ জীবভাবেন অবস্থানং দর্শয়তি।২' মন্ত্রবর্ণশ্চ—"সর্ব্বাণি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কাশকৃৎস্নমতে জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভিন্নতা জ্ঞাপনের জন্য উপক্রমে জীববোধক লিঙ্গের প্রয়োগ। ভেদ ও ভেদাভেদবাদে দোষ প্রদর্শন।]

সিদ্ধান্ত—এই পরমাত্মারই এই জীবরূপে অবস্থান হয় বলিয়া [জীব ও পর-মাত্মার] অভিন্নতার দ্বারা এই উপক্রমণ (— বর্ণনারম্ভ) যুক্তিসঙ্গত, ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বা অভিবদন্ যদাস্তে" (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭) ইতি এবংজাতীয়কঃ।৩ নচ তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্য পৃথক্

ভাষ্যানুবাদ

আচার্য্য কাশকৃৎস্ন মনে করেন (১৬)।১ [পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থান করেন, এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন —] যেমন দেখ, "এই জীবাত্মরূপে [ভূত-সকলে] অনুপ্রবেশকরতঃ নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", ইত্যাদি এই জাতীয় ব্রাহ্মণবাক্য পরমাত্মারই জীবরূপে অবস্থান প্রদর্শন করিতেছে।২ আবার "যে ধীর (—সর্ব্বজ্ঞ) রূপসকলকে (—কার্য্যপ্রপঞ্চকে) সৃষ্টি করিয়া ও তাহাদের নামকরণ করিয়া [স্বয়ং সেইসকলে প্রবেশ পূর্ব্বক] অভি দন (—বাগ্ ব্যবহার) করতঃ বিদ্যমান আছেন," ইত্যাদি এই জাতীয় মন্ত্রবর্ণও 'পরমাত্মারই জীবভাবে অবস্থান প্রদর্শন করিতেছে' ।৩ [কিন্তু জীবকে ব্রহ্মের কার্য্যরূপে গ্রহণ করিলেও তো উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের ব্যাখ্যা সম্ভব । তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তেজঃ প্রভৃতির সৃষ্টিতে জীবের পৃথগ্ ভাবে সৃষ্টি শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, যে কারণবশতঃ জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও তাঁহার কার্য্য (—তাঁহা হইতে উৎপন্ন) হইবে।৪ [যুক্তিসঙ্গত মতের গ্রহণের জন্য মতত্রয়কে পৃথগ্ ভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—]

ভাবদীপিকা [অদ্বৈতবাদ]

(১৬) আচার্য্য **কাশকৃৎস্নের** মতাবলম্বনে জীব ও ব্রহ্মের সমকালিকভেদাভেদপক্ষ ও বিভিন্নকালিকভেদাভেদপক্ষ নিরাকরণদ্বারা তাহাদের অত্যন্তাভেদপক্ষ প্রতিপাদন করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে। আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কাল্পনিক, পরমার্থতঃ তাঁহারা অভিন্ন। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই অধিকরণে 'প্রাতর্দ্দনাধিকরণের' ন্যায় জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল ব্রহ্মবোধকরূপে ব্যাখ্যাত (১।১।১১ অধিঃ ৯ এবং ২১ ভাবদীঃ) হইতেছে না। অথবা 'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণের' ন্যায় জীবকে অনুবাদকরতঃ তাহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত (১।৩।১৩ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ) হইতেছে না। কিন্তু জীবকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করিতে হইলে ব্রহ্ম হইতে তাহার কথঞ্চিৎ ভেদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে, সেইহেতু ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে পারমার্থিক ভেদাভেদ-বিষয়ক শঙ্কার উদয় হয়। তাদৃশ শঙ্কা নিরাকরণের জন্য ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা ভেদের দ্বারা জীবত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি এবং পরমার্থতঃ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে। জীব ও ব্রহ্মের যে এই পারমার্থিক অভিন্নতা, তাহাতে স্থূলবুদ্ধিব্যক্তির বোধসৌকর্য্যের জন্য, "আত্মনস্তু কামায়" (বৃঃ ২।৪।৫) এইরূপে আত্মশব্দের দ্বারা উল্লিখিত ও নানা জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা সূচিত জীবকে প্রথমতঃ গ্রহণ করা হইতেছে। অনন্তর সেই জীব হইতে ভিন্ন ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর উল্লেখ না করিয়া সেই জীবাত্মাকেই 'দ্রষ্টব্যত্ব' 'শ্রোতব্যত্ব' 'সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব' ও প্রলয়কালীনলয়াধারত্ব' ইত্যাদি ব্রহ্মবোধক ধর্ম্মসকলের দ্বারা বর্ণনা করা হইতেছে। তাহাতে ইহাই নির্ণীত হয় যে—জীববোধক লিঙ্গসকলের দ্বারা জীব সমর্পিত হইলেও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জীব প্রতিপাদনে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই, কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভিন্নতা প্রতিপাদনেই তাহাদের তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

সৃষ্টিঃ শ্রুতা, যেন পরস্মাৎ আত্মনঃ অন্যঃ তদ্বিকারঃ জীবঃ স্যাৎ।৪ কাশকৃৎস্নস্য আচার্য্যস্য অবিকৃতঃ পরমেশ্বরঃ জীবঃ, ন অন্যঃ ইতি মতম্।৫ আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাৎ অনন্যত্বম্ অভিপ্রেতং, তথাপি "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ" (১।৪।২০) ইতি সাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণভাবঃ কিয়ান্ অপি অভিপ্রেতঃ ইতি গম্যতে।৬ ঔড়ুলোমিপক্ষে পুনঃ স্পষ্টম্ এব অবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যেতে।৭ তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারি ইতি গম্যতে, প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারাৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।৮ এবং চ সতি তজ্‌জ্ঞানাৎ অমৃতত্বম্ অবকল্পতে।৯ বিকারাত্মকত্বে হি জীবস্য অভ্যুপগম্যমানে বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গাৎ ন তজ্‌জ্ঞানাৎ অমৃতত্বম্ অবকল্পেত।১০ অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্য

ভাষ্যানুবাদ

অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব, অন্য কিছু নহে, ইহা আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মত।৫ যদিও পরমাত্মা হইতে জীবের অভিন্নতা আচার্য্য আশ্মরথ্যের অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা হইলেও 'প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ' এইপ্রকারে সাপেক্ষতার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া কথঞ্চিৎ কার্য্যকারণভাবও (—অভিন্নতার ন্যায় বিভিন্নতাও) যে অভিপ্রেত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৬ ঔড়ুলোমির পক্ষে কিন্তু অবস্থান্তরাপেক্ষ ভেদ ও অভেদ (—বদ্ধাবস্থাতে ভেদ ও মুক্তাবস্থাতে অভেদ) অবগত হওয়া যাইতেছে।৭ তন্মধ্যে কাশকৃৎস্নসম্বন্ধী মতটী শ্রুতির অনুযায়ী, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিসকলের বলে প্রতিপিপাদয়িষিত (—যাহাকে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে, এতাদৃশ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ] বিষয়ের তাহা অনুসারী।৮ আর এইপ্রকার হইলে (—জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বাবস্থাতেই অত্যন্ত অভিন্ন হইলে) তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে অমৃতত্ব যুক্তিসঙ্গত। [কারণ কল্পিত ভেদের নিবৃত্তিই জ্ঞানদ্বারা সম্ভব, সত্য ভেদের নহে।৯ কিন্তু জীব ব্রহ্মের কার্য্য (—তাঁহা হইতে উৎপন্ন) হইলেও, কার্য্য কারণে তদাত্মভাব প্রাপ্ত হইলে তদ্রূপাপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া কার্য্য জীবের ব্রহ্মে তাদাত্ম্যভাবরূপ অমৃতত্ব সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] জীবের বিকারাত্মকতা (—জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন কার্য্যবিশেষ, ইহা) স্বীকার করিলে প্রকৃতির (—উপাদানকারণের) সহিত সম্বন্ধ হইলে কার্য্য বস্তুর বিলয় (—নাশ) হইয়া যায় বলিয়া তদ্বিষয়ক (—কারণভূত ব্রহ্মবিষয়ক) জ্ঞান হইতে অমৃতত্ব সঙ্গত হইবে না ১৭)।১০ আর সেইহেতু (—জীব ও ব্রহ্মের

ভাবদীপিকা [ভেদাভেদবাদে মুক্তি অসম্ভব]

(১৭) সঙ্গত না হইবার হেতু—যাহার অমৃতত্বলাভ হইবে, সেই জীবের সত্তাই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু যে অমৃতত্বলাভে জীবের সত্তাই থাকে না, সেই অমৃতত্বের প্রতি জীবে

শাঙ্করভাষ্যম্

অসম্ভবাৎ উপাধ্যাশ্রয়ং নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে।১১ অতএব উৎপত্তিরপি জীবস্য ক্বচিৎ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গোদাহরণেন শ্রাব্যমাণা উপাধ্যাশ্রয়া এব বেদিতব্যা।১২ যদপি উক্তং—প্রকৃতস্যৈব মহতঃ ভূতস্য

ভাষ্যানুবাদ

ভেদ যদি কল্পিত এবং অভেদ যদি পরমার্থতঃ সদ্বস্তু হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় বলিয়া) স্বাশ্রিত (—জীবাশ্রিত, পরমার্থসত্য] নাম ও রূপ সম্ভব হয় না বলিয়া [দেহাদি] উপাধিকে আশ্রয়করতঃ বর্ত্তমান থাকে যে নাম ও রূপ, তাহা জীবে উপচরিত (—গৌণভাবে প্রযুক্ত) হইতেছে (১৮) ।১১ অতএব (—জীবের জন্ম উপাধিকৃত না হইয়া স্বাভাবিক হইলে জ্ঞানবলে মুক্তি সম্ভব হয় না বলিয়া) কোন কোন স্থলে অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের উদাহরণদ্বারা জীবের যে উৎপত্তি শ্রবণ করান হয়, তাহাকে উপাধির আশ্রিতরূপেই বুঝিতে হইবে (—দেহাদি উপাধির জন্ম হইলে জীবের জন্ম হয়, এইরূপ বলা হয় বুঝিতে হইবে)।১২

ভাবদীপিকা [ভেদাভেদবাদে মুক্তি অসম্ভব।]

আকাঙ্ক্ষা না হওয়ায় তাহা আর পুরুষার্থ হইতে পারে না। ফলে পুরুষার্থের উপদেশকারিণী জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডদ্বয়াত্মিকা শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। এই ভেদাভেদবাদে অমৃতত্ব (—মোক্ষ) সিদ্ধ না হইবার অপর হেতু এই—এই মতে জীবের সহিত ব্রহ্মের ভিন্নতা ও অভিন্নতা উভয়ই পরমার্থতঃ সত্য হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ সম্ভব হয় না, কারণ ব্রহ্ম হইতে জীবের যে ভিন্নতা, তাহাও পরমার্থসত্য তাত্ত্বিক বস্তু। জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা বস্তুরই উচ্ছেদ হয়, পরমার্থতঃ সৎ-বস্তুর তাহা হয় না। যেমন ভেদাভেদবাদীর মতেও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন পারমার্থিক ভেদাভেদযুক্ত ঘটকে 'ইহা মৃত্তিকাই' এইপ্রকারে শতশতবার চিন্তাকরতঃ 'ঘট বস্তুতঃ মৃত্তিকা', এইপ্রকার দৃঢ়জ্ঞান হইলেও ঘটস্বরূপের মৃত্তিকাতে বিলয়রূপ একত্ব, অর্থাৎ ঘটস্বরূপের উচ্ছেদ সম্ভব হয় না। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন জীবের ব্রহ্মে একীভাবরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয় না। যদি বলা হয়—সমুদ্র হইতে স্বভাবতঃ ভিন্ন যে সদ্বস্তু নদী, তাহার সমুদ্রের সহিত একীভাব তো মুঃ ৩।২।৮ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে (১।৪।২১ সূঃ ৩-৪ বাক্য)। অতএব জীবের নামরূপ স্বাভাবিক সদ্বস্তু হইলেও ব্রহ্মের সহিত একত্বরূপ মোক্ষ তাহার কেন সিদ্ধ হইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য—'আর সেইহেতু' ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

(১৮) এতদ্দ্বারা ঔড়ুলোমিমত প্রদর্শনকালে ভাষ্যমধ্যে পদার্থের স্বভিন্ন পদার্থেরলয় বিষয়ে যে নদীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নিরাকৃত হইল, বুঝিতে হইবে। কারণ নামরূপাদি তাত্ত্বিক হইলে, অর্থাৎ পরমার্থতঃ সৎ পদার্থ হইলে তাহার অন্য পদার্থের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না। নদীদৃষ্টান্তও সঙ্গত নহে। কেন? বলিতেছি—নদীশব্দের অর্থ যদি তির্য্যগ্‌গামিত্বাদি সংস্থানবিশেষ হয়, সমুদ্রের সহিত মিলনে সেই সংস্থানটী বিনষ্ট হইয়া যায় মাত্র, সমুদ্রের সহিত তাহার ঐক্য হয় না। আর যাহাদের সংস্থান, সেই জলপরমাণুসকল যদি নদীশব্দবাচ্য হয়, তাহা হইলেও সমুদ্রের সহিত তাহার একীভাব হয় না, কারণ সমুদ্রের সহিত সম্বন্ধকালেও সেই পরমাণুসকল ভিন্নরূপেই অবস্থান করে; তবে অস্মদাদির দৃষ্টিতে তাহাদের সেই ভিন্নতা প্রতিভাত হয় না মাত্র। অতএব ইহাই—স্বীকার করিতে হইবে যে সমুদ্রের সহিত মিলনে

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞানাত্মনঃ এব ইদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি ইতি।১৩ তত্রাপি ইয়ম্ এব ত্রিসূত্রী যোজয়িতব্যা।১৪ "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্য" (১।৪।২০)।১৫ ইদম্ অত্র প্রতিজ্ঞাতম্—'আত্মনি বিদিতে সর্ব্বং বিদিতং ভবতি,' "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬) ইতি চ।১৬ উপপাদিতং চ সর্ব্বস্য নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চস্য একপ্রসবত্বাৎ একপ্রলয়ত্বাৎ চ দুন্দু-

ভাষ্যানুবাদ

[আচার্য্য আশ্মরথ্যের মতে—'ভূতসমুত্থানরূপ' জীববোধক লিঙ্গ জীববোধনে তাৎপর্য্যবান্ নহে, পরন্তু 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধিতেই' তাৎপর্য্যবান্]।

আর যে বলা হইয়াছে—প্রস্তাবিত যে দ্রষ্টব্য মহদ্‌ভূত, তাঁহারই [ক্ষিত্যাদি] ভূতসকল হইতে জীবাত্মরূপে সমুত্থান প্রদর্শনকরতঃ [শ্রুতি] জীবাত্মারই এই দ্রষ্টব্যতা প্রদর্শন করিতেছেন (১।৪।১৯ সূঃ ১১ বাক্য), ইত্যাদি।১৩ সেই-স্থলেও এই সূত্রত্রয়কে যোজনা করিতে হইবে (—ভূতসমুত্থানরূপ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণকে (৩ ভাবদীঃ) এই সূত্রত্রয়ের দ্বারা নিরাকরণ করিতে হইবে)।১৪ [যোজনা প্রদর্শন করিবার জন্য আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত উদ্ধৃত করিতেছেন—] "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ"।১৫ [ইহার ব্যাখা করিতেছেন—] এখানে ইহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে—'আত্মা বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়' এবং "এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত", ইত্যাদি।১৬ আর সমগ্র নাম রূপ ও কর্ম্মপ্রপঞ্চের একই বস্তু হইতে উৎপত্তি (বৃঃ ৪।৫।১১) ও একই বস্তুতে প্রলয় (বৃঃ ৪।৫।১২)

ভাবদীপিকা

নদীর নাম ও রূপই পরিত্যক্ত হয়, সমুদ্রের সহিত তাহার একীভাব হয় না। উক্ত নাম ও রূপ যদি নদীতে স্বভাবতঃ আশ্রিত সদ্বস্তু হইত, তাহা হইলে তাহাদের পরিত্যাগ সম্ভব হইত না; কারণ যাহা স্বাভাবিক সদ্বস্তু, তাহার নাশ বা পরিত্যাগ সম্ভব নহে। অতএব নদীর যে নামরূপ পরিত্যক্ত হয়, তাহাকে অবশ্যই ঔপাধিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। প্রস্তাবিত জীবস্থলেও তদ্রূপ পরমাত্মজ্ঞানদ্বারা জীবের যে নামরূপ পরিত্যক্ত হয়, তাহাকেও ঔপাধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, স্বাভাবিক নহে। অতএব মুঃ ৩।২।৮ শ্রুতিতে বর্ণিত নদী দৃষ্টান্তকে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে জীবের ঔপাধিক নামরূপের পরিত্যাগবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে বুঝিতে হইবে, স্বাভাবিক সদ্বস্তু নামরূপের পরিত্যাগ বিষয়ে নহে। আর "আমুক্তের্ভেদ এব স্যাৎ' (১৫ ভাবদীঃ) ইত্যাদি যে শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, যুক্তিবিরোধী হওয়ায় তাহাও গ্রহণীয় নহে। বেদানুগামী বিষ্ণুপুরাণে তাহার বিরোধী বাক্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীর্ষ্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি নৈতি তদ্ দ্রব্যতাং যতঃ"॥—['পূর্ব্বাবস্থাতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন] জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে তত্ত্বতঃ অভিন্নতারূপ যোগ, তাহা মিথ্যা; যেহেতু এক দ্রব্য তত্ত্বতঃ অন্য দ্রব্য হয় না', ইত্যাদি। যদি বলা হয়—অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদাভেদপক্ষেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—**অতএব উৎপত্তিঃ**—'অতএব (—জীবের জন্ম' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যকারণয়োঃ অব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ।১৭ তস্যাঃ এব প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়তি এতৎ লিঙ্গং যৎ মহতঃ ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতম্ ইতি আশ্মরথ্যঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।১৮ অভেদে হি সতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্ অবকল্পতে ইতি ১৯ "উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ" (১।৪।২১)।২০ উৎক্রমিষ্যতঃ বিজ্ঞানাত্মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

হয় বলিয়া এবং দুন্দুভি প্রভৃতি দৃষ্টান্তসকলের দ্বারা (বৃঃ ৪।৫।৮) কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া তাহা (—সর্ব্ববস্তুর আত্মমাত্রতা) উপপাদিত (—যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত (১৯) হইয়াছে।১৭ এই যে দ্রষ্টব্য মহদ্‌-ভূতের (—ব্রহ্মের, ক্ষিত্যাদি] ভূতসকল হইতে জীবাত্মরূপে সমুত্থান কথিত হইয়াছে, [এই ভূতসমুত্থানরূপ] লিঙ্গপ্রমাণটী সেই [আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-রূপ] প্রতিজ্ঞারই সিদ্ধি সূচনা করিতেছে, ইহা আচার্য্য আশ্মরথ্য মনে করেন।১৮ [কিন্তু আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মের জীবরূপে সমুত্থানের কথা বলা হইতেছে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব ও ব্রহ্ম] অভিন্ন হইলেই প্রতিজ্ঞাত যে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান', তাহা হয় সঙ্গত (২০)।১৯

ভাবদীপিকা

(১৯) সেই যুক্তি এই—'যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাহাতে প্রলীন হয়, তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে'। যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ও নাশানন্তর মৃত্তিকাতেই প্রলীন ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে এই জগৎ আত্মা হইতে উৎপন্ন ও আত্মাতেই প্রলীন হয় বলিয়া আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। সেইহেতু 'আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' সিদ্ধ হয় (৯ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

(২০) ব্রহ্মপরিণামবাদী আচার্য্য আশ্মরথ্যের এইস্থলে অভিপ্রায় এই—"ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" (বৃঃ ৪।৫।১৩) ইত্যাদিস্থলে 'সমুত্থান' শব্দটীর অর্থ ('—সাম্যেন উত্থান,' অর্থাৎ ভূতসকল হইতে তাহাদের সদৃশভাবে উত্থান। ভাব এই—ক্ষিত্যাদি ভূতসকল যেমন ব্রহ্মের পরিণাম, উক্ত ভূতসকলের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের যে জীবভাবপ্রাপ্তি, তাহাও তদ্রূপ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ক্ষিত্যাদিভূতরূপে ও তদবলম্বনে জীবরূপে ব্রহ্মের এতাদৃশ পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ" (তৈঃ ২।৬ ইত্যাদি। এইরূপে জীবাদি জগৎ হয় পরিণাম এবং ব্রহ্ম হন পরিণামী। আর পরিণাম ও পরিণামী (—কার্য্য ও কারণ) বস্তুতঃ অভিন্নই হইয়া থাকে। এইরূপে "ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" ইত্যাদি বাক্যে বস্তুতঃ ব্রহ্মের জীবরূপে পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই বাক্যটী 'আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-রূপ' প্রতিজ্ঞার সিদ্ধির প্রতিই হেতু হইতেছে, কারণ জীব যদি ব্রহ্মের পরিণাম না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানে জীববিষয়ক জ্ঞান হইত না, ফলে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও' সিদ্ধ হইত না। সুতরাং 'ভূতসমুত্থানরূপ' এই লিঙ্গপ্রমাণটী জীববোধক হইলেও (৩ ভাবদীঃ) জীববোধনে তাহার তাৎপর্য্য নাই, পরন্তু 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধিতেই' তাহার তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্রসন্নস্য পরেণ আত্মনা ঐক্যসম্ভবাৎ ইদম্ অভেদাভিধানম্ ইতি ঔডুলোমিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।২১

"অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" (১।৪।২২)।২২ অস্যৈব পরমাত্মনঃ অনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেন অবস্থানাৎ উপপন্নম্ ইদম্ অভেদাভিধানম্ ইতি কাশকৃৎস্নঃ আচার্য্য মন্যতে।২৩ নন্থ উচ্ছেদাভিধানম্ এতৎ,

ভাষ্যানুবাদ

[আচার্য্য ঔডুলোমির মতে —'ভূতসমুত্থানরূপ' জীবলিঙ্গ জীবের ভাবী ব্রহ্মাভিন্নতার দ্যোতক, জীবপ্রতিপাদক নহে।]

[আচার্য্য ঔডুলোমির মত উদ্ধৃত করিতেছেন—] "উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ"।২০ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] জ্ঞান ও ধ্যানাদির সামর্থ্যবশতঃ কলুষশূন্য, [দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত হইতে] উৎক্রমণকারী যে জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত তাহার ঐক্য সম্ভব হওয়ায় ["এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার] এই অভিন্নতার কথন হইয়াছে, ইহা আচার্য্য ঔডুলোমি মনে করেন (২১)।২১

[সিঃ —কাশকৃৎস্নমতে ভূতসমুত্থান লিঙ্গ জীববোধক নহে। ইহার দ্বারা জীবভাবের উপাধিকৃততা এবং স্বরূপতঃ জীবের ব্রহ্মাভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।]

[সিদ্ধান্ত প্রদর্শনের জন্য আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মত উদ্ধৃত করিতেছেন—] "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ"।২২ [ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতেছেন—] এই পরমাত্মারই এই জীবাত্মরূপেও অবস্থিতি হয় বলিয়া [ভূতসমুত্থানবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের] এই অভিন্নতার বর্ণনা (২২) সঙ্গত, ইহা আচার্য্য কাশকৃৎস্ন মনে করেন।২৩

ভাবদীপিকা

(২১) আচার্য্য ঔডুলোমির অভিপ্রায় এই—অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম হইতে স্বতঃ অত্যন্ত ভিন্ন যে কল্মষকলুষিত জীব, জ্ঞানধ্যানাদিসাধনপ্রভাবে সেই জীব ক্ষিত্যাদি ভূতসকল হইতে সমুত্থান করে, অর্থাৎ উক্ত ভূতসকলের পরিণামভূত দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যে কালুষ্য, তাহা হইতে নিঃশেষে মুক্ত হয়। মৃত্যুর পর, অর্থাৎ উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত হইতে উৎক্রমণের অনন্তর সেই জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে। তখন জীবভাবের নাশবশতঃ সেই জীবের জীবসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই "ইদং মহদ্ভূতম্...ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়···ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি" (বৃঃ ২।৪।১২) ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং এই বাক্যটীতে 'ভূতসমুত্থানরূপ' (৩ ভাবদীঃ) জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা জীবের দ্রষ্টব্যতা প্রতিপাদিত হয় নাই, পরন্তু মোক্ষাবস্থাতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায় বলিয়া এখানে জীবের সেই ভাবী ব্রহ্মভাব বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

(২২) আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতে "মহদ্ভূতম্···এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" (বৃঃ ২।৪।১২) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিযোগে কিপ্রকারে জীবভাব প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নিরন্বয় নাশবশতঃ সেই অবিদ্যোত্থ উপাধির নাশ হইলে কিপ্রকারে সেই জীবভাবের নাশ হইয়া ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয়, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। [ইহা পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে পরিস্কৃত হইবে]। সুতরাং এই বাক্যস্থ যে 'ভূতসমুত্থানরূপ' জীববোধক লিঙ্গ, জীবপ্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য নাই; পরন্তু জীবের জীবত্ব উপাধিকৃত, পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মব্যতিরেকে অন্য কিছু

শাঙ্করভাষ্যম্

"এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি" (বৃঃ ২।৪।১২) ইতি।২৪ কথম্ এতদ্ অভেদাভিধানম্?২৫ নৈষঃ দোষঃ, বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়ম্ এতৎ বিনাশাভিধানং, ন আত্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ম্।২৬ "অত্রৈব মা ভগবান্ অমূমুহৎ ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি" (বৃঃ ২।৪।১৩) ইতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়ম্ এব শ্রুত্যা অর্থান্তরস্য দর্শিতত্বাৎ—"ন বৈ অরে অহং মোহং ব্রবীমি, অবিনাশী বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাঽসংসর্গস্তু অস্য ভবতি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।৫।১৪) ইতি।২৭ এতদুক্তং ভবতি কূটস্থনিত্যঃ এব অয়ং বিজ্ঞানঘনঃ আত্মা, ন অস্য উচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ অস্তি।২৮ মাত্রাভিঃ তু অস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিঃ অবিদ্যাকৃতাভিঃ অসংসর্গঃ বিদ্যয়া

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ভূতসমুত্থান শ্রুতির (বৃঃ ২।৪।১২) অর্থ বর্ণনা।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, "এই [ক্ষিত্যাদি] ভূতসকল হইতে সম্যগ্‌-রূপে উত্থিত হইয়া তাহারা বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হন, মৃত্যুর পর [ইঁহার 'আমি অমুকের পুত্র' ইত্যাদি এইপ্রকার] সংজ্ঞা থাকে না, ইত্যাদি ইহা [আত্মার] উচ্ছেদের (—নাশের) বর্ণনা।২৪ [ইহা জীব ও ব্রহ্মের] অভিন্নতার বর্ণনা কি প্রকারে হইবে?২৫ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু [আমি অমুক, অমুকের পুত্র, কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি এইপ্রকার] বিশেষ বিজ্ঞানের বিনাশের অভিপ্রায়ে এই বিনাশের বর্ণনা হইয়াছে, কিন্তু আত্মার বিনাশের অভিপ্রায়ে নহে।২৬ কিপ্রকারে তুমি ইহা জানিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "মৃত্যুর পর [ইঁহার] সংজ্ঞা থাকে না, এইস্থলেই পূজার্হ আপনি আমাকে মোহিত করিলেন," এইপ্রকারে পর্য্যনুযোগ (—আক্ষেপ) করিয়া স্বয়ং শ্রুতিকর্ত্তৃকই অন্যপ্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"প্রিয়ে, আমি মোহকর বাক্য বলিতেছি না, এই আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদহীনতারূপ ধর্ম্মযুক্ত (—বিক্রিয়া ও নাশ ইঁহার হয় না), কিন্তু মাত্রার (-(২৩) বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের) সহিত ইঁহার সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়," ইত্যাদি।২৭ [এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন —] ইহাই বলা হইতেছে—এই বিজ্ঞানঘন (—জ্ঞানস্বরূপ) আত্মা কূটস্থ ও নিত্য, ইঁহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।২৮ কিন্তু বিদ্যার দ্বারা (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা) অবিদ্যাকৃত [ক্ষিত্যাদি] ভূত ও [তদুত্থ] ইন্দ্রিয়রূপ

ভাবদীপিকা

নহে, ইহা প্রতিপাদনেই তাহার তাৎপর্য্য। এইরূপে সকল আচার্য্যের মতেই 'ভূতসমুত্থানরূপ' লিঙ্গপ্রমাণটী (৩ ভাবদীঃ) জীববোধন করিতে অসমর্থ হইয়া নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

(২৩) ১।১।১১ অধিঃ ১৫ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম.

ভবতি।২৯ সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্য অভাবাৎ "ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি" ইতি উক্তম্ ইতি।৩০ যদপি উক্তম্—"বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেন উপসংহারাৎ বিজ্ঞানাত্মনঃ এব ইদং দ্রষ্টব্যত্বম্ ইতি।৩১ তদপি কাশকৃৎস্নীয়েন এব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্.।৩২ অপিচ "যত্র

ভাষ্যানুবাদ

মাত্রাসকলের সহিত ইহার সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়।২৯ আর সম্বন্ধের অভাব হইলে তৎকৃত ['আমি অমুক, অমুকের পুত্র' ইত্যাদি এইপ্রকার] বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইয়া পড়ে বলিয়া "মৃত্যুর পর (—দেহেন্দ্রিয়সংঘাতরূপ উপাধিতে আত্মাভিমান-ত্যাগের পর 'আমি অমুকের পুত্র' ইত্যাদি এইপ্রকার] সংজ্ঞা থাকে না", এই প্রকার কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি।৩০

[সিঃ—আচার্য্য কাশকৃৎস্নের শ্রুত্যনুসারী মতাবলম্বনে বিজ্ঞাতৃস্বরূপ জীবলিঙ্গের (৪ ভাবদীঃ) নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—"প্রিয়ে, বিজ্ঞাতাকে কাহার (—কোন্ করণের) দ্বারা জানিবে," এইরূপে কর্তৃবাচক [বিজ্ঞাতৃ] শব্দের দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে বলিয়া এই দ্রষ্টব্যতা জীবাত্মারই, ইত্যাদি (১।৪।১৯ সূঃ ১২ বাক্য)।৩১ তাহাকেও কাশকৃৎস্নীয় দর্শনের দ্বারা (—আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতাবলম্বনে) পরিহার করিতে হইবে (২৪)।৩২ [আচার্য্য কাশকৃৎস্নের অভিমতই যে শ্রুতিসম্মত, শ্রুতি-

ভাবদীপিকা [আশ্মরথ্যমতে দোষ প্রদর্শন]

(২৪) আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতাবলম্বনে পরিহার এইহেতু করিতে হইবে—আচার্য্য আশ্মরথ্য ও আচার্য্য ঔড়ুলোমি উভয়েই সত্য ভেদাভেদবাদী। তাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভিন্নতা যেমন সত্য, বিভিন্নতাও তদ্রূপ সত্য পদার্থ। সেইহেতু মুক্তাবস্থাতেও তাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কথঞ্চিৎ ভেদ অঙ্গীকার করিতেই হয়। ফলে 'কাহার দ্বারা জানিবে', এই প্রকার আক্ষেপ সঙ্গত হয় না, কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে জীবের অবস্থান স্বীকৃত হইলে জ্ঞাতা জীব, তাহার জ্ঞানসাধন করণ, তদ্ভিন্ন জ্ঞেয় পদার্থ ও জ্ঞান, এই সমস্তই অঙ্গীকার করিতে হয়। যদি বলা হয়—আশ্মরথ্যমতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে অভেদও তো সত্য। সেই অভেদাংশকে গ্রহণ করিয়াই (১।৪।২০ সূঃ ৪ বাক্য) এখানে 'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ' এই প্রকারে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে। তদুত্তরে বলা যায়—জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বাবস্থাতেও তো সেই সত্য অভিন্নাংশ বিদ্যমানই ছিল; তখন কিপ্রকারে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব সিদ্ধ হইত? তৎকালে যদি অভেদাংশের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর সেই অভেদাংশের কথা বলা বৃথা, কারণ এক্ষণে মুক্তাবস্থাতেও সেই অভেদাংশের বিদ্যমানতাবশতঃ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব চলিতেই থাকিবে। তাহার ফলে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) এই শ্রুতিও ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। আর জীব ও ব্রহ্মের যে সত্য ভেদাংশ, মুক্তাবস্থাতে তাহারই বা গতি কি হইবে? মুক্তাবস্থাতে সেই সত্য ভেদাংশের অনুবৃত্তি হয় না, ইহা বলা চলে না; কারণ যাহা পরমার্থতঃ সত্য তাহার বাধক কেহ নাই।

ভাবদীপিকা [আশ্মরথ্যমতে দোষপ্রদর্শন]

ফলে এই মতে মোক্ষও সিদ্ধ হয় না এবং "বিজ্ঞাতারম্ অরে" ইত্যাদি বাক্যও সঙ্গত হয় না। যদি বলা হয়—মুক্তাবস্থাতে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানদ্বারা সেই ভেদাংশ বাধিত হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যায়—তাহা হইলে আশ্মরথ্যপক্ষকে সিদ্ধান্তপক্ষে প্রবেশ করিতে হইবে, কারণ মিথ্যা ভেদই সত্য একত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, সত্য ভেদপক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

[ঔডুলোমিমতে দোষ প্রদর্শন]

আর বিভিন্নকালিক ভেদাভেদবাদী ঔডুলোমিমতেও "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" এই বাক্যের উপপত্তি হয় না; কারণ সংসারদশাতে যে জীব পরমাত্মা হইতে সত্যই ভিন্ন থাকে, মুক্তাবস্থাতে তাহা পরমাত্মার সহিত সত্যই অভিন্ন হইতে পারে না; নদীদৃষ্টান্তের খণ্ডনপ্রসঙ্গে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে (১৮ ভাবদীঃ)। ফলে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জীবের অস্তিত্ব মোক্ষাবস্থাতেও থাকায় 'কেন বিজানীয়াৎ', ইহা আর বলা চলে না; কারণ জীব বর্ত্তমান থাকিলে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞানকরণ ইন্দ্রিয়াদি বিদ্যমানই থাকিয়া যায়। আর এক কথা, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব ব্রহ্মের সহিত মুক্তাবস্থাতে অভিন্ন হইয়া পড়ে, এই মতবাদপোষণকারীকে বলিতে হইবে—স্থিত যে জীব, তাহাই কি মোক্ষদশাতে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়, অথবা নষ্ট জীব তাহা হয়। প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ যাহা স্থিত অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তাবান্, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সেই জীবের মোক্ষাবস্থাতে ব্রহ্মের সহিত একীভাব সম্ভব হয় না। যেমন পট হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন যে ঘট, তাহার কখনও পটের সহিত একীভাব হয় না। দ্বিতীয়পক্ষও সম্ভব নহে, কারণ যাহা বিনষ্ট হইয়া অসৎ হইয়া গেল, তাহার আর সৎপদার্থ ব্রহ্মের সহিত একীভাব কিপ্রকারে হইবে? ফলে এই মতেও মোক্ষ সিদ্ধ হয় না এবং "বিজ্ঞাতারম্ অরে" ইত্যাদি বাক্যও সঙ্গত হয় না।

[কাশকৃৎস্নমতের যুক্তিযুক্ততা]

আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতাবলম্বনে জীব ও পরমাত্মার নিত্যসিদ্ধ অত্যন্ত অভিন্নতাপক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু তন্মতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অবিদ্যাকৃত যে মিথ্যা ভেদ, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হইয়া যায়, ফলে মোক্ষাবস্থাতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানের করণ ও জ্ঞানের পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায় "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" এই বাক্যের উপপত্তি সম্যগ্রূপেই সাধিত হয়। কিন্তু এই অবস্থাতে সেই একরস চৈতন্যঘন বস্তুতে 'বিজ্ঞাতৃ' শব্দের প্রয়োগ কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলা যায়—ভূতপূর্ব্বগতিতে এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। মুক্তাবস্থাতে এই যে চৈতন্যঘন ব্রহ্মবস্তু, অবিদ্যা-প্রভাবে ইনিই পূর্ব্বে বিজ্ঞাতৃরূপে প্রতিভাত হইতেন, এক্ষণে অবিদ্যাবিগমে চৈতন্যঘন স্বস্বরূপে অবস্থিত সেই ভূতপূর্ব্ববিজ্ঞাতাকে কোন্ করণের দ্বারা কে কিপ্রকারে অবগত হইবে, ইহাই উক্ত বাক্যটীর তাৎপর্য্য। এইপ্রকারে আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতেই "বিজ্ঞাতারম্ অরে" ইত্যাদি বাক্যটী হয় সঙ্গত। অতএব পূর্ব্বপক্ষী যে 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত বিজ্ঞাতৃশব্দের প্রয়োগদৃষ্টে ইহাকে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ মনে করিতেছিলেন (৪ ভাবদীঃ), তাহা আর জীববোধক হইতে পারিল না, কারণ মুক্তাবস্থাতে চৈতন্যঘন ব্রহ্মবস্তুতেই ভূতপূর্ব্বগতিতে উক্ত শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই নির্ণীত হয়। পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

[২৪৮ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরঃ ইতরং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইতি আরভ্য অবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রপঞ্চ্য "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (ঐ) ইত্যাদিনা বিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্য অভাবম্ অভিদধাতি।৩৩ পুনশ্চ বিষয়াভাবেঽপি 'আত্মানং বিজানীয়াৎ' ইতি আশঙ্ক্য "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি আহ।৩৪ ততশ্চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদন-পরত্বাৎ বাক্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূতপূর্ব্বগত্যা কর্ত্তৃবচনেন তৃচা নির্দ্দিষ্টঃ ইতি গম্যতে।৩৫ দর্শিতু তু পুরস্তাৎ কাশকৃৎস্নীয়স্য পক্ষস্য শ্রুতিমত্ত্বম্।৩৬ অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপর-

ভাষ্যানুবাদ

বাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনাদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আরও দেখ, "যেহেতু [অবিদ্যাকল্পিত কার্য্যকরণসংঘাতরূপ উপাধিবশতঃ] যে অবস্থাতে যেন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখন একে অপরকে দর্শন করে," এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া অবিদ্যাবিষয়ে (—অবিদ্যাযুক্ত অবস্থাতে) তাহারই (—জীবেরই) দর্শনাদিরূপ বিশেষজ্ঞানকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া "কিন্তু [ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নাশ-বশতঃ] যখন সমস্ত ইহার আত্মস্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার (—কোন্ করণের) দ্বারা কাহাকে (—কোন বিষয়কে) দর্শন করিবে," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে (—বিদ্যাযুক্ত অবস্থাতে) তাহারই (—ব্রহ্মস্বরূপাপন্ন সেই জীবেরই) দর্শনাদিরূপ বিশেষজ্ঞানের অভাবের কথা বলিতেছেন।৩৩ পুনরায় [জ্ঞাতব্য] বিষয় না থাকিলেও ['নিজে] নিজেকে জানিবে', এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"প্রিয়ে বিজ্ঞাতাকে কাহার (—কোন্ করণের) দ্বারা জানিবে" (—অবিদ্যাবিগমে স্বস্বরূপে অবস্থিত সেই চৈতন্যঘন ভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞাতাকে কোন্ করণের দ্বারা কে কি প্রকারে জানিবে" ?৩৪ [একই পদার্থ কর্ম্ম, করণ ও কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহাই ভাব]। আর সেইহেতু (—একই বস্তু কর্ত্তা ও কর্ম্ম প্রভৃতি না হওয়ায়, "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ," এই বাক্যটী কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব ও করণত্বাদি] বিশেষজ্ঞানের অভাব উপপাদন করে বলিয়া বিজ্ঞানধাতুই (—চৈতন্য-ঘন বস্তুটীই) শুদ্ধ হইয়াও ভূতপূর্ব্বগতিতে (—মুক্তাবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী বদ্ধাবস্থাতে ইনি যে প্রকারে প্রতিভাত হইতেন, সেই দৃষ্টি অবলম্বনে) কর্ত্তৃবাচক তৃচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা (—বিজ্ঞাতৃশব্দের দ্বারা) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। [অতএব মুক্তাত্মাতে ভূতপূর্ব্বগতিতে কল্পিত এই বিজ্ঞাতৃত্ব জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ হইতে পারে না]।৩৫

শাঙ্করভাষ্যম্

মাত্মনোঃ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ ভেদঃ ন পারমার্থিকঃ ইতি এষঃ অর্থঃ সর্ব্বৈঃ বেদান্তবাদিভিঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ ।৩৭ "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), "আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৭।২৫।২), "ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্, (মুঃ ২।২।১১), "ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা (বৃঃ২।৪।৬), "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩), "ন অন্যৎ অতঃ অস্তি দ্রষ্টৃ" (বৃঃ ৩।৮।১১) ইতি এবংরূপাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ ।৩৮ স্মৃতিভ্যশ্চ "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ ইতি" (গীতা ৭।১৯), "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" (ঐ ১৩।২), "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" (ঐ ১৩।২৭) ইতি এবংরূপাভ্যঃ ।৩৯ ভেদদর্শনাপবাদাৎ চ "অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি ইতি ন সঃ বেদ, যথা পশুঃ," (বৃঃ ১।৪।১০)

ভয্যানুবাদ

[সিঃ—'জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন' এই কাশকৃৎস্নীয় মতে শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মতি প্রদর্শন]।

[কিন্তু ঋষিত্রয়ের অভিমতের মধ্যে কাশকৃৎস্নের অভিমতই তুমি গ্রহণ করিতেছ কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কাশকৃৎস্নের পক্ষ শ্রুতিসম্মত ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১।৪।২২ সূঃ ৮ বাক্য) ।৩৬ আর এইহেতুবশতঃ (—আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মত শ্রুতিসম্মত হওয়ায়) অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নাম ও রূপের দ্বারা রচিত দেহাদি উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে বিভিন্নতা, তাহা পারমার্থিক নহে, ইত্যাদি এই বিষয়টী সকল বেদান্তবাদিকর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়া উচিত ।৩৭ [আচার্য্য কাশকৃৎস্নের অভিমতই স্বীকৃত হওয়া উচিত, তাহা প্রতিপাদনের জন্য পুনরায় উক্ত মত যে শ্রুতি এবং স্মৃতিসিদ্ধ, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "হে প্রিয়দর্শন, ইহা (—জগৎ) অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপে বিদ্যমান ছিল," "এই সমস্ত নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ", "এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ," "এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত," "ইঁহা (—এই অন্তর্যামী) হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই," "ইঁহা (—এই অক্ষর) হইতে ভিন্ন দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তা কেহ নাই", ইত্যাদি এইপ্রকার শ্রুতিসকল হইতে 'জীব ও পরমাত্মার ভেদ যে পারমার্থিক নহে, ইহা অবগত হওয়া যায়' ।৩৮ আবার "বাসুদেবই এই সমস্ত," "হে ভরতকুলোদ্ভব, সকল ক্ষেত্রে (—শরীরে) আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ (—জীব) বলিয়া জানিবে," "সকল প্রাণীর মধ্যে সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে," ইত্যাদি এইপ্রকার স্মৃতিসকল হইতেও 'জীব ও পরমাত্মার ভেদ যে পারমার্থিক নহে, ইহা অবগত হওয়া যায়' ।৩৯ আবার "উনি (—আমার উপাস্য, আমা হইতে] ভিন্ন, আমি [তাঁহা হইতে] ভিন্ন, এইরূপে যিনি উপাসনা করেন, তিনি তত্ত্ব জানেন না, [তিনি দেবতাগণের] পশুর

শাঙ্করভাষ্যম্

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি এবংজাতীয়কাৎ।৪০ "সঃ বৈ এষ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" বৃঃ ৪।৪।২৫) ইতি চ আত্মনি সর্ব্ববিক্রিয়া-প্রতিষেধাৎ।৪১ অন্যথা চ মুমুক্ষুণাং নিরপবাদবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ সুনিশ্চিতার্থত্বানুপপত্তেশ্চ।৪২ নিরপবাদং হি বিজ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা-নিবর্ত্তকম্ আত্মবিষয়ম্ ইষ্যতে, "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (মুঃ ৩।২।৬) ইতি চ শ্রুতেঃ।৪৩ "তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ

ভাষ্যানুবাদ

ন্যায়", "যিনি এখানে নানার ন্যায় (—নানা বস্তু তত্ত্বতঃ না থাকিলেও নানা বস্তু) দর্শন করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এইজাতীয় যে ভেদ-দর্শনের নিন্দা, তাহা হইতেও 'জীব ও পরমাত্মার বিভিন্নতা পারমার্থিক নহে, ইহা অবগত হওয়া যায়'।৪০

[সিঃ—ভেদাভেদবাদে আত্মাতে বিক্রিয়ারাহিত্যের ও মোক্ষের অসম্ভাবনা প্রদর্শন।]

[কিন্তু ভেদাভেদবাদেও তো অভেদাংশকে গ্রহণকরতঃ উক্ত শ্রুতি এবং স্মৃতি বাক্যসকল উপপন্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় এবং নিরতিশয় মহান্", এইরূপে আত্মাতে [জন্ম, বিপরিণাম ও মৃত্যু প্রভৃতি] সকলপ্রকার বিক্রিয়ার প্রতিষেধ হইতেছে বলিয়া 'জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ পারমার্থিক নহে'। [জীব যদি পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন কার্য্য বস্তু হইত, তাহা হইলে আত্মাতে সকলপ্রকার বিক্রিয়ার যে প্রতিষেধ, তাহার বিরোধ হইয়া পড়িত, ইহাই ভাব।৪১ যদি বলা হয়—ভেদা-ভেদবাদে আত্মাতে সর্ব্ববিক্রিয়ার প্রতিষেধ তো জীব ও পরমাত্মার অভেদাংশকে গ্রহণ করিয়াও উপপন্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ভেদাভেদবাদে অভেদাংশের ন্যায় ভেদাংশও জীব ও 'পরমাত্মার মধ্যে থাকায় অন্যপ্রকারে মুমুক্ষুব্যক্তিগণের নিরপবাদ বিজ্ঞান (—অভেদাংশাবলম্বনে শ্রুতিসিদ্ধ বাধাহীন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান) উপপন্ন হয় না বলিয়া এবং [কোন বিষয়ে বাধাহীন নিশ্চিত জ্ঞানোদয় না হইলে সংশয়ের উদয়বশতঃ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে অভিন্নতার] সুনিশ্চিতবিষয়তা উপপন্ন হয় না বলিয়া 'ভেদাভেদবাদসম্মত অভেদাংশাবলম্বনে মোক্ষপ্রদ বাধাহীন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানও উপপন্ন হয় না'।৪২ [কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই মোক্ষরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, তুমি আবার 'বাধাহীন' এই বিশেষণ যোগ করিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সকলপ্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক নিরপবাদ (—বাধাবিহীন) আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানই [মোক্ষের হেতুরূপে] অঙ্গীকৃত হয়, যেহেতু "উপনিষদ্ হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট সুনি-

শাঙ্করভাষ্যম্

(ঈশঃ ৭) ইতি চ।৪৪ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্মৃতেশ্চ (গীতা ২।৫৪)।৪৫ স্থিতে চ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগ্‌দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মা ইতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ অয়ং পরমাত্মনঃ ভিন্নঃ, পরমাত্মা অয়ং ক্ষেত্রজ্ঞাৎ ভিন্নঃ ইতি এবংজাতীয়কঃ আত্মভেদবিষয়ঃ নির্ব্বন্ধঃ নিরর্থকঃ।৪৬ এক হি অয়ম্ আত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধা অভিধীয়তে ইতি।৪৭ নহি "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম, যঃ বেদ নিহিতং

ভাষ্যানুবাদ

শ্চিত', এইপ্রকার শ্রুতি আছে।৪৩ আর যেহেতু "তখন সেই একত্বদর্শনকারীর শোকই বা কি এবং মোহই বা কি", এইপ্রকার শ্রুতিও আছে। [অতএব ভেদগর্ভিত একত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন হইতে পারে না বলিয়া 'নিরপবাদ' এই বিশেষণ সঙ্গতই হইয়াছে]।৪৪ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণবিষয়ক স্মৃতিবাক্য আছে বলিয়াও 'ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অবাধিত জ্ঞানকে মোক্ষের হেতুরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে' (২৫)।৪৫

[সিঃ—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অসিদ্ধ। ভেদবাদে মোক্ষের অসম্ভাবনা।]

[আচ্ছা, তাহা হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এইপ্রকার নামের ভেদ এবং অবিদ্যাযুক্ততা ও তদ্রাহিত্যরূপ রূপের ভেদবশতঃ স্তম্ভ এবং কুম্ভের ন্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর বিভিন্নই হউন্? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ক্ষেত্রজ্ঞ (—জীবাত্মা) ও পরমাত্মার একত্ববিষয়ক সম্যগ্‌দর্শন স্থিত (—নির্ণীত) হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এইরূপে নামমাত্রের বিভিন্নতাবশতঃ 'এই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন' এবং 'এই পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন', ইত্যাদি এই জাতীয় যে আত্মভেদবিষয়ক আগ্রহ, তাহা নিরর্থক।৪৬ [আচ্ছা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা যদি অভিন্নই হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নাম ও রূপের এই বিভিন্নতা কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এক (—অদ্বিতীয়) এই আত্মাই মাত্র [উপাধিকৃত] নামের বিভিন্নতাবশতঃ বহুপ্রকারে অভিহিত হইতেছেন।৪৭ [কিন্তু তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? যেহেতু

ভাবদীপিকা

(২৫) "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" (গীতা ২।৫৪) ইত্যাদিরূপে যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মাত্মবিদ্ পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। প্রজ্ঞার অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় যদি সুনিশ্চিত এবং অবাধিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ প্রজ্ঞাকে বলা হয়—'স্থিত'। পক্ষান্তরে জ্ঞানের বিষয় যদি জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতা ও অভিন্নতা, উভয়ই হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে আর 'স্থিত' বলা যায় না, কারণ তাদৃশ জ্ঞান সুনিশ্চিত ও অবাধিত হইতে পারে না; যেহেতু ভেদাংশ ও অভেদাংশ পরস্পরকে বাধা প্রদানদ্বারা অনিশ্চয়তাকেই উৎপাদনকরতঃ বাধিত হইয়া পড়ে। তাদৃশ ভেদাভেদাবগাহী জ্ঞান মোক্ষের হেতু হইতে পারে না বলিয়া ভেদাভেদবাদ সঙ্গত নহে। অতএব জীব ও ব্রহ্মের আত্যন্তিক একত্ব এবং তাদৃশ অবাধিত একত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতু, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

গুহায়াম্" (তৈঃ ২।২) ইতি কাঞ্চিৎ এব একাং গুহাম্ অধিকৃত্য এতদ্ উক্তম্ ।৪৮ নচ ব্রহ্মণঃ অন্যঃ গুহায়াং নিহিতঃ অস্তি, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ (তৈঃ ২।৬) ইতি স্রষ্টুরেব প্রবেশশ্রবণাৎ ।৪৯ যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি, তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনম্ এব বাধন্তে ।৫০ কৃতকম্ অনিত্যং চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ।৫১ ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্তে ইতি ।৫২ ॥১।৪।২২॥ ইতি ষষ্ঠং বাক্যান্বয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

"যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মা গুহাতে নিহিত, সুতরাং অস্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছেন, জীব কিন্তু সর্ব্বানুভবসিদ্ধ স্পষ্ট অভিব্যক্ত। সুতরাং জীব ও পরমাত্মার বিভিন্নতাই সঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু "সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি [বুদ্ধিরূপ] গুহাতে অবস্থিত বলিয়া জানেন", এইপ্রকারে [যে বুদ্ধিরূপ গুহাতে পরমাত্মা জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হন, সেই গুহা হইতে ভিন্ন অন্য] কোন একটী গুহাকে উদ্দেশ করিয়া ইহা কথিত হয় নাই ।৪৮ [আচ্ছা, তাহা হইলে একই বুদ্ধিরূপ গুহাতে জীব ও পরমাত্মা উভয়েই প্রবিষ্ট আছেন, ইহাই অঙ্গীকার করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্মব্যতিরেকে অন্য কেহ [এই বুদ্ধিরূপ] গুহাতে নিহিত (—প্রবিষ্টরূপে অবস্থিত) নাই, যেহেতু "তাহাকে সৃষ্টি করিয়া, অনন্তর তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন", এইপ্রকারে সৃষ্টিকর্ত্তারই প্রবেশ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। [অতএব জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্ম হইলেও কল্পিত ভেদের দ্বারা তাঁহাদের বিভিন্নতা এবং দর্পণে প্রতিবিম্বের স্ফুটতা হইলেও বিম্বের অস্ফুটতার ন্যায় তাঁহাদের স্ফুটত্ব ও অস্ফুটত্ব প্রভৃতি কল্পিত বিরুদ্ধধর্ম্ম অনুপপন্ন হয় না] ।৪৯ কিন্তু যাঁহারা [জীব ও পরমাত্মার মধ্যে পারমার্থিক ভেদাভেদ বা ভেদ বিষয়ে] আগ্রহ করেন, তাঁহারা উপনিষদের [জীব ও ব্রহ্মের ঐকান্তিক একত্বরূপ] অর্থকে বাধিতকরতঃ শ্রেয়ের দ্বার (—মোক্ষের উপায়) যে সম্যগ্দর্শন, তাহাকেই বাধিত করেন ।৫০ আর [সেই বাদিগণ কর্ম্মকে অথবা জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়কে ব্রহ্মভিন্ন জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষের হেতুরূপে কল্পনাকরতঃ] মোক্ষকে কৃতক (—উৎপাদ্য), সুতরাং অনিত্য বলিয়া কল্পনা করেন ।৫১ আর [এই প্রকার কৃতক মোক্ষ কল্পনাকারী তাঁহারা] যুক্তির সহিতও সঙ্গত হন না (—যাহা উৎপাদ্য, তাহাই বিনাশী, 'যাহা ক্রিয়াসাধ্য, তাহা অনিত্য' ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা তাঁহাদের মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়ে। ফলে তাদৃশ মুক্তিকে আর মুক্তিই বলা যায় না (২৬) ইত্যাদি ।৫২ ॥১।৪।২২॥ বাক্যান্বয়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

৮। প্রকৃত্যধিকরণম্। [২৩-২৭ সূঃ]

অধিকরণ প্রতিপাদ্য—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বে ১।১।২ জন্মাদ্যধিকরণে ব্রহ্মের জগৎকারণতা সামান্যভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই জগৎকারণতা বলিতে কি নিমিত্তকারণতামাত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা তৎসহ উপাদানকারণতাকেও গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিষয়ে বিশেষ বিচার করা হইতেছে। আর সামান্য জ্ঞান বিশেষ জ্ঞানের প্রতি হেতু; সেইহেতু জন্মাদ্যধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শনের জন্য এই অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণিত হওয়ায় যেমন জন্মাদ্যধিকরণের অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হইয়াছে, এই অধিকরণের অধ্যায়সঙ্গতিও সেইরূপেই সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মে বেদান্তের তাৎপর্য্যাবধারণের অনন্তর তাঁহার নিমিত্তকারণতামাত্রকে নিরাকরণপূর্ব্বক উভয়কারণতা প্রতিপাদন সুকর হওয়ায় জন্মাদ্যধিকরণের পরেই নিবিষ্ট না হইয়া সমন্বয়াধ্যায়ের শেষে এই অধিকরণ নিবিষ্ট হইয়াছে।

মুখ্য পাদসঙ্গতি—"যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) এই বাক্যস্থ 'যতঃ' এই পদে হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তি শ্রুত হইতেছে। সেই 'হেতু' শব্দে কেবল নিমিত্তকারণকে গ্রহণ করিলে চলিবে না, পরন্তু নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ উভয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে 'যতঃ' পদের অর্থনিরূপণদ্বারা ব্রহ্মেই **জগৎকারণ**তাবোধক বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম স্যাদুপাদানং চ বীক্ষণাৎ।
কুলালবন্নিমিত্তং তন্নোপাদানং মৃদাদিবৎ॥
বহুস্যামিত্যুপাদানভাবোঽপি শ্রুত ঈক্ষিতুঃ।
একবুদ্ধ্যা সর্ব্বধীশ্চ তস্মাদ্ব্রহ্মোভয়াত্মকম্॥

অন্বয়—ব্রহ্ম নিমিত্তম্ এব স্যাৎ, উপাদানং চ? বীক্ষণাৎ তৎ কুলালবৎ নিমিত্তং, ন মৃদাদিবৎ উপাদানম্। ঈক্ষিতুঃ "বহু স্যাম" ইতি উপাদানভাবঃ অপি শ্রুতঃ, এক বুদ্ধ্যা সর্ব্বধীশ্চ। তস্মাৎ ব্রহ্ম উভয়াত্মকম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জগৎকারণত্বপ্রতিপাদকানি সর্ব্বাণি বেদান্তবাক্যানি অত্র বিষয়ঃ। "যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) "অক্ষরাৎ সম্ভবতি ইহ বিশ্বম্" (মুঃ ১।১।৭) "সঃ ঈক্ষাং

ভাবদীপিকা [মুক্তির স্বরূপ]

(২৬) আচ্ছা, সিদ্ধান্তে মুক্তির স্বরূপ কি? তাহা অনিত্য কেন হইয়া পড়ে না? বলিতেছি—নিত্যনিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপতারূপ স্বস্বরূপে অবস্থিতিই সিদ্ধান্তে মোক্ষশব্দবাচ্য। তাহা ক্রিয়াসাধ্য ও উৎপাদ্য নহে। রজ্জুসর্পস্থলে অধিষ্ঠানভূত রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্প ও সর্পজ্ঞান বাধিত হইয়া পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান রজ্জুমাত্রই বিদ্যমান থাকে, অপূর্ব্ব কিছুই উৎপন্ন হয় না। তদ্রূপ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইপ্রকার নিশ্চল অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা ও তদুত্থ প্রপঞ্চ বাধিত হইয়া নিত্যনিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত জীবাভিন্ন ব্রহ্মই প্রকাশিত হন, অপূর্ব্ব কিছুই উৎপন্ন হয় না; ফলে মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়ে না। যাহাহউক্, এইরূপে শুদ্ধজীবাভিন্ন জ্ঞেয় পরব্রহ্মই মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য, ইহা নির্ণীত হইল। বাক্যান্বয়াধিকরণ সমাপ্ত।

চক্রে" (প্রশ্ন ৬।৩) ইত্যাদি চ শ্রুতৌ ব্রহ্মণঃ জগৎ প্রতি নিমিত্তত্বং প্রতিভাতি। পৃথিব্যোষধ্যূর্ণনাভিপ্রভৃতিদৃষ্টান্তদর্শনাৎ, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাদর্শনাৎ চ প্রকৃতিত্বম্ অপি ব্রহ্মণঃ অবগম্যতে। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—] ব্রহ্ম [কিং জগতঃ] নিমিত্তম্ এব স্যাৎ, উপাদানং চ ?

পূর্ব্বপক্ষ—["সঃ ঈক্ষাং চক্রে" ইতি সৃজ্যমানকার্য্যবিষয়পর্য্যালোচনাত্মকাৎ] বীক্ষনাৎ, [নিমিত্তভূতে চ কুলালাদৌ এব পর্য্যালোচনদর্শনাৎ, উপাদানভূতমৃদাদৌ চ তদর্শনাৎ] তৎ [ব্রহ্ম] কুলালবৎ নিমিত্তং [ভবতি] ; ন মৃদাদিবৎ উপাদানম্।

সিদ্ধান্ত—["তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি] ঈক্ষিতুঃ "বহু স্যাম্" ইতি উপাদানভাবঃ অপি শ্রুতঃ। ["যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩) "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি চ] একবুদ্ধ্যা সর্ব্বধীশ্চ [শ্রুতা। তদুভয়ং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বোপাদনত্বে ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যাণাম্ অভাবাৎ উপপাদয়িতুং সুশকম্। কেবলনিমিত্তত্বে তু সর্ব্বেষু কার্য্যেষু ব্রহ্মব্যতিরিক্তেষু সৎসু কথং নাম একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপাদ্যেত ?] তস্মাৎ ব্রহ্ম উভয়াত্মকম্।

অনুবাদ

সংশয়—[জগৎকারণতাপ্রতিপাদক যাবতীয় উপনিষদ্বাক্যই এথানে বিষয়। "যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে", "অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়", এবং "তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে জগতের প্রতি ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতা প্রতিভাত হইতেছে। পৃথিবী, ওষধি ও উর্ণনাভি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া এবং "হে ভগবন্, কোন্ বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়", এইপ্রকারে একবস্তুর জ্ঞান হইতে সকল বস্তুর জ্ঞানবিষয়ক প্রতিজ্ঞা পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ব্রহ্মের উপাদানকারণতাও অবগত হওয়া যাইতেছে। এইহেতু সংশয় হয়—] ব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্তকারণই, অথবা উপাদানকারণও (—নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই) ?

পূর্ব্বপক্ষ—["তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে সৃজ্যমান কার্য্যবিষয়ক পর্য্যালোচনাত্মক] বীক্ষণ বশতঃ, [এবং ঘটাদির প্রতি নিমিত্তকারণভূত কুম্ভকার প্রভৃতিতেই পর্য্যালোচনা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, আর উপাদানকারণভূত মৃত্তিকা প্রভৃতিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া] সেই ব্রহ্ম কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণ, কিন্তু মৃত্তিকাদির ন্যায় উপাদানকারণ নহেন।

সিদ্ধান্ত—["তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, 'আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব'", এইপ্রকারে] ঈক্ষণকর্ত্তার "আমি বহু হইব", এইরূপে উপাদানভাবও শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। ["যাহার বলে অশ্রুতও শ্রুত হয়", এবং "হে ভগবন্ কাহাকে জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়", এইরূপে] একবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [ব্রহ্ম সকলের উপাদানকারণ হইলে, ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যবস্তুসকলের অভাব হয় বলিয়া সেই দুইটীকে (—নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতাকে) সহজে যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ হইলে ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যবস্তুসকলের সদ্ভাবে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' কিপ্রকারে প্রতিপাদিত হইবে ?] সেইহেতু ব্রহ্ম উভয়াত্মক (—নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ উভয়ই)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' প্রতিজ্ঞা গৌণ। সিদ্ধান্তে—তাহা মুখ্য।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥

পদচ্ছেদ—প্রকৃতিঃ, চ, প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্ম কিং জগতঃ নিমিত্তমাত্রম্, উত উপাদানম্ অপি ইতি সংশয়ে, নিমিত্তমাত্রম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ব্রহ্ম জগতঃ] **প্রকৃতিঃ**—উপাদানকারণম্, **চ**—নিমিত্তকারণম অপি [ভবতি। কুতঃ ?] **প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ**—"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা, তথা "যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি **দৃষ্টান্তঃ**, প্রতিজ্ঞা চ দৃষ্টান্তশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ, তয়োঃ **অনুপরোধাৎ**—অসঙ্কোচাৎ, সামঞ্জস্যাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[ব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, অথবা উপাদানকারণও, এইপ্রকার সংশয় হইলে 'নিমিত্তকারণমাত্র', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ব্রহ্ম জগতের] **প্রকৃতিঃ**—উপাদানকারণ, **চ**—এবং নিমিত্তকারণও বটেন। [তাহাতে হেতু কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন— **প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ**—"যাহার দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়", এইপ্রকার 'এক-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের প্রতিজ্ঞা' এবং "হে প্রিয়দর্শন, যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়", ইত্যাদি ইহা **দৃষ্টান্ত**, সেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত, সেই দুটীর **অনুপরোধাৎ**—যেহেতু অসঙ্কোচ, অর্থাৎ সামঞ্জস্য হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা অভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মঃ জিজ্ঞাস্যঃ, এবং নিঃশ্রেয়সহেতুত্বাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্ ইতি উক্তম্।১ ব্রহ্ম চ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) ইতি লক্ষিতম্।২ তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে, কুলালসুবর্ণকারাদিবৎ নিমিত্তত্বে চ সমানম্ ইতি অতঃ ভবতি বিমর্শঃ—কিমাত্মকং পুনঃ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাৎ ইতি ?৩ তত্র নিমিত্তকারণম্ এব তাবৎ কেবলং স্যাৎ ইতি প্রতিভাতি।৪

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, অথবা নিমিত্তকারণ, এইবিষয়ে সংশয়।]

যেমন অভ্যুদয়ের (—স্বর্গাদির) হেতু হওয়ায় ধর্ম্ম জিজ্ঞাস্য (—বিচারণীয়), এইরূপে মোক্ষের হেতু হওয়ায় ব্রহ্ম বিচারণীয়, ইহা [১।১।১ সূত্রভাষ্যে] কথিত হইয়াছে।১ আর "এই জগতের জন্মাদি যাঁহা হইতে হয়", এইরূপে ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন (—ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপত হইয়াছে)।২ আর সেই লক্ষণটী মৃত্তিকা ও সুবর্ণপ্রভৃতির ন্যায় ঘট ও রুচিকাদির উপাদানকারণতাবিষয়ে এবং কুম্ভকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতির ন্যায় নিমিত্তকারণতাবিষয়ে সমান, এইহেতু সংশয় হয়—ব্রহ্মের কারণতা কিংস্বরূপ (—তিনি জগতের উপাদানকারণ, অথবা নিমিত্তকারণ) ?৩

[পূঃ—নানা অনুমানবলে জগতের প্রতি ব্রহ্মের উপাদানকারণতার নিরাকরণ। প্রধানই উপাদান, ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ মাত্র।]

পূর্ব্বপক্ষ—তাহাতে (—এতাদৃশ সংশয়স্থলে, ব্রহ্ম] কেবল নিমিত্তকারণই হইবেন, ইহা প্রতিভাত হইতেছে।৪ তাহাতে হেতু কি ?৫ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু ঈক্ষণপূর্ব্বক (—স্রষ্টব্যবিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বক) কর্ত্তৃত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত

শাঙ্করভাষ্যম্

কস্মাৎ ?৫ ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ।৬ ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বম্ অবগম্যতে, "স ঈক্ষাং চক্রে" (প্রশ্নঃ ৬।৩) "সঃ প্রাণম্ অসৃজত" (ঐ ৬।৪) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৭ ঈক্ষাপূর্ব্বকং চ কর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষু এব কুলালাদিষু দৃষ্টম্।৮ অনেককারকপূর্ব্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধিঃ লোকে দৃষ্টা।৯ সঃ চ ন্যায়ঃ আদিকর্ত্তরি অপি যুক্তঃ সংক্রময়িতুম্।১০ ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ।১১ ঈশ্বরাণাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বম্ এব কেবলং প্রতীয়তে।১২ তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বম্ এব যুক্তং প্রতিপত্তুম্।১৩ কার্য্যং চ ইদং জগৎ সাবয়বম্, অচেতনম্, অশুদ্ধং চ দৃশ্যতে।১৪ কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যং, কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ।১৫ ব্রহ্ম চ ন এবংলক্ষণম্ অবগম্যতে, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে।৬ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ঈক্ষণপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, ইহা "তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন", "তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।৭ আর ঈক্ষণপূর্ব্বক (—কোন বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করতঃ) যে কর্তৃত্ব, তাহা কুম্ভকারাদি [ঘট প্রভৃতির] নিমিত্তকারণসকলেই পরিদৃষ্ট হয় (১)।৮ আবার লোকমধ্যে অনেককারকপূর্ব্বক (—পরস্পর বিভিন্ন নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ সহযোগে) ক্রিয়ার ফল (—কার্য্যোৎপত্তি) সিদ্ধ হইতে দেখা যায়।৯ সেই যুক্তিকে [জগতের] আদি কর্ত্তাতেও সংক্রামিত করা সঙ্গত (২)।১০ আর যেহেতু [নিমিত্তকারণেই] ঈশ্বরত্বের প্রসিদ্ধি আছে।১১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু রাজা ও বৈবস্বত মনু প্রভৃতি ঈশ্বরগণের (—ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিগণের) কেবলমাত্র নিমিত্তকারণতাই প্রতীত হইতেছে।১২ তাহার ন্যায় পরমেশ্বরেরও নিমিত্তকারণতাই অবগত হওয়া যুক্তিসঙ্গত (৩), [কিন্তু উপাদানকারণতা নহে]।১৩ আর এই জগদ্রূপ কার্য্য সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৪ [সেইহেতু] তাহার কারণেরও তাদৃশ হওয়াই উচিত,

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"ব্রহ্ম ন উপাদানকারণং, কর্তৃত্বাৎ; যঃ যৎকর্ত্তা, সঃ তৎপ্রকৃতিঃ ন, যথা ঘটকর্ত্তা কুলালঃ'—'ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন, যেহেতু তিনি কর্ত্তা; যে যাহার কর্ত্তা, সে তাহার উপাদান নহে, যেমন ঘটকর্ত্তা কুম্ভকার [ঘটের উপাদান নহে']। সুতরাং ইহাই নির্ণীত হয় যে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণমাত্র।

(২) এইস্থলে প্রদর্শিত অনুমানের আকার এই—"জগদ্দ্রব্যোৎপত্তিঃ ভিন্ননিমিত্তোপাদানপূর্ব্বিকা, দ্রব্যোৎপত্তিত্বাৎ; ঘটাদ্যুৎপত্তিবৎ"—'জগদ্রূপ দ্রব্যের উৎপত্তি' [পরস্পর] বিভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হইতে হয়, যেহেতু তাহা দ্রব্যের উৎপত্তি, যেমন ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি।

(৩) এইস্থলে অনুমানটী এই—"ব্রহ্ম জগতঃ নিমিত্তকারণম্, ঈশ্বরত্বাৎ রাজাদিবৎ", অর্থ স্পষ্ট।

শাঙ্করভাষ্যম্

শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ ৬।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।১৬ পারিশেষ্যাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যৎ উপাদানকারণম্ অশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ অভ্যুপগন্তব্যং, ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতেঃ নিমিত্তত্বমাত্রে পর্য্যবসানাৎ ইতি।১৭ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণং চ ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যং, নিমিত্তকারণং চ।১৮ ন কেবলং নিমিত্তকারণম্ এব।১৯ কস্মাৎ? ২০ "প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"।২১ এবং

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু কার্য্য ও কারণের সমানরূপতা পরিদৃষ্ট হয় (৪)।১৫ [আচ্ছা, তাহা হইলে অচেতন জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্মও অচেতনই হউন্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্মকে কিন্তু এইপ্রকার লক্ষণযুক্তরূপে (—অচেতনত্ব ও সাবয়বত্বাদিধর্ম্মযুক্তরূপে) অবগত হওয়া যায় না, যেহেতু ["এই ব্রহ্ম] নিষ্কল (—নিরবয়ব), নিষ্ক্রিয় (—অচল), শান্ত (—অপরিণামি), নিরবদ্য (—নির্দ্দোষ) এবং নিরঞ্জন (—তমোরহিত") ইত্যাদি এইপ্রকার শ্রুতিসকল আছে।১৬ [আচ্ছা, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান না হন, তবে ইহার উপাদান কি? মাত্র নিমিত্তকারণ হইতে তো কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] উক্ত অনুমানসকলের বলে "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি] ব্রহ্মকারণতাবাদী শ্রুতিবাক্যসকল নিমিত্তকারণতার সমর্পকরূপে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া পরিশেষবশতঃ [চেতন ও জড়, দুইটীর মধ্যে যেটী অবশিষ্ট আছে, সেই] ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণযুক্ত [সাংখ্য] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ [প্রধানরূপ] উপাদানকারণকে [জগতের উপাদানরূপে] অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি।১৭

[সিঃ—লিঙ্গপ্রমাণানুগৃহীত পঞ্চমীশ্রুতিপ্রমাণবলে ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মকে প্রকৃতিরূপেও, অর্থাৎ উপাদানকারণরূপেও অঙ্গীকার করিতে হইবে এবং নিমিত্তকারণরূপেও 'অঙ্গীকার করিতে হইবে'।১৮ [তিনি] কেবল নিমিত্তকারণই নহেন।১৯ তাহাতে হেতু কি? ২০ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যেহেতু প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সঙ্কোচ হয় না"।২১ [ইহাই পরিষ্কার করিতে-

ভাবদীপিকা

(৪) এইস্থলে প্রদর্শিত অনুমানের আকার এই—"বিমতম্ অচেতনোপাদানং, কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ"—'বিবাদাস্পদ জগৎ অচেতন উপাদান হইতে উৎপন্ন, যেহেতু তাহা কার্য্যদ্রব্য, যেমন ঘট।' "জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং, তদ্বিলক্ষণত্বাৎ, যদিত্থং তৎ তথা, কুলালবিলক্ষণঘটবৎ"—'জগৎ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, যেহেতু তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন; যাহা এইপ্রকার (—উপাদান হইতে ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন), তাহা সেইরূপ হইয়া থাকে (—সেই উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে), যেমন কুলাল হইতে ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন ঘট, [কুলালরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রৌতৌ ন উপরুধ্যেতে।২২ প্রতিজ্ঞা তাবৎ—"উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ (ছাঃ ৬।১।২) ইতি।২৩ তত্র চ একেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বম্ অন্যৎ অবিজ্ঞাতম্ অপি বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি প্রতীয়তে।২৪ তচ্চ উপাদানকারণবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি, উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য।২৫ নিমিত্তকারণাব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি, লোকে তক্ষ্ণঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ।২৬ দৃষ্টান্তোঽপি—"যথা সোম্য, একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৪) ইতি উপাদানকারণগোচরে এব আম্নায়তে।২৭ তথা "একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" "একেন নখকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" (ছাঃ ৬।১।৫,৬) ইতি চ।২৮ তথা অন্যত্রাপি "কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩) ইতি প্রতিজ্ঞা, "যথা পৃথিব্যাম্ ওষধয়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

ছেন—] এইপ্রকারে (—ব্রহ্ম উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ উভয়ই হইলে) শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত বাধিত হয় না।২২ প্রতিজ্ঞা এইপ্রকার—"তুমি কি সেই আদেশটী (—উপদেশটী) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহার দ্বারা অশ্রুত [বিষয়] শ্রুত হয়, অমত (—অবিচারিত বিষয়) বিচারিত হয় এবং অবিজ্ঞাত [বিষয়] বিজ্ঞাত হয়", ইত্যাদি।২৩ আর সেইস্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) বিজ্ঞাত একটীর দ্বারা, অবিজ্ঞাত হইলেও অন্য সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, এই প্রকার অর্থ প্রতিভাত হইতেছে।২৪ আর সেই সর্ব্ববিজ্ঞান উপাদানকারণবিষয়ক জ্ঞান হইলে হয় সম্ভব, যেহেতু কার্য্যবস্তু উপাদানকারণ হইতে অভিন্ন।২৫ [কিন্তু নিমিত্তকারণবিষয়ক জ্ঞান হইতে সর্ব্ববিজ্ঞান কেন হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু নিমিত্তকারণ হইতে অভিন্নতা কার্য্যবস্তুর নাই, যেহেতু তক্ষা (—সূত্রধর) হইতে প্রাসাদের ভিন্নতা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।২৬ আবার "হে সোম্য, যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়, [কারণ] যাহা বিকার (—কার্য্যবস্তু), তাহা বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য", ইত্যাদি দৃষ্টান্তও উপাদানকারণবিষয়েই পঠিত হইতেছে।২৭ এইরূপে "একটী লোহমণির (—সুবর্ণপিণ্ডের) দ্বারা সুবর্ণময় সমস্ত বস্তু বিজ্ঞাত হয়" এবং "একটী নখকৃন্তনের (—নরুণের অর্থাৎ লৌহপিণ্ডের) দ্বারা লৌহের পরিণামভূত সমস্ত বস্তু বিজ্ঞাত হয়" ইত্যাদি 'দৃষ্টান্তসকলও উপাদানকারণ বিষয়েই পঠিত হইতেছে'।২৮ এইরূপে অন্যত্রও (—শ্রুতির অন্য শাখাতেও) "হে

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্ভবন্তি" (মুঃ ১।১।৭) ইতি দৃষ্টান্তঃ।২৯ তথা "আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" ইতি প্রতিজ্ঞা, "সঃ যথা দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দঃ গৃহীতঃ" (বৃঃ ৪।৫।৬,৮) ইতি-দৃষ্টান্তঃ।৩০ এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ।৩১ "যতঃ" ইতি ইয়ং পঞ্চমী "যতঃ বৈ

ভাষ্যানুবাদ

ভগবন্, কোন্ বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়", এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা [এবং] "যেমন পৃথিবী হইতে [ধান্য যবাদি] ওষধিসকল উৎপন্ন হয়", এই-প্রকার দৃষ্টান্ত 'উপাদানকারণবিষয়েই পঠিত হইতেছে'।২৯ এইরূপেই [অপর শাখাতে] "প্রিয়ে, আত্মা দৃষ্ট শ্রুত বিচারিত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়" এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা [এবং] "তাহা (—উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত) যেমন দুন্দুভি (—দামামা) বাদিত হইতে থাকিলে বাহ্য শব্দসকলকে (—দুন্দুভির বিশেষ শব্দ-সকলকে) গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু দুন্দুভির গ্রহণের দ্বারা, অথবা দুন্দুভির আঘাতের গ্রহণের দ্বারা (৫) শব্দ গৃহীত হয়," এইপ্রকার দৃষ্টান্ত 'উপাদান-কারণবিষয়েই পঠিত হইতেছে'।৩০ এইরূপে প্রত্যেক উপনিষদে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তকে যথাসম্ভব [ব্রহ্মের] উপাদানকারণতার সাধনরূপে (৬) অবগত হইতে হইবে।৩১ [প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধরূপ (— সামঞ্জস্যরূপ) লিঙ্গপ্রমাণ-

ভাবদীপিকা

(৫) এই শ্রুতিবাক্যে 'দুন্দুভির গ্রহণ' এবং 'দুন্দুভির আঘাতের গ্রহণ', এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই—'দুন্দুভির গ্রহণ' বলিতে দুন্দুভির শব্দসামান্যের জ্ঞানকে, অর্থাৎ ইহা দুন্দুভির শব্দ, অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ নহে, এইপ্রকারে অন্য শব্দ হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত দুন্দুভির সামান্যশব্দের জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। আর 'দুন্দুভির আঘাতের গ্রহণ' বলিতে উপরোক্ত প্রকার দুন্দুভির শব্দসামান্যের জ্ঞান হইতে কথঞ্চিৎ স্পষ্টতররূপে [ড্যাং ড্যাং এইরূপে"] গৃহীত দুন্দুভির শব্দসামান্যের জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। এইরূপে প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী হয় কথঞ্চিৎ স্পষ্টতর বিশেষরূপ মাত্র। আর "শব্দঃ গৃহীতঃ"—'শব্দ গৃহীত হয়', অত্রস্থ শব্দকে দ্বিতীয়টী অপেক্ষা [ড্যাং পটাড্যাং নাক্ পটাড্যাং ইত্যাদি] বিশেষ স্পষ্টতর অবান্তর শব্দবিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী বিশেষ, এবং দ্বিতীয়টী অপেক্ষা তৃতীয়টী বিশেষ। শব্দসামান্য গৃহীত হইলে তদ্গত বিশেষশব্দসকল গৃহীত হয়, ইহাই এখানে এই শব্দদৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য। তাহাতে ইহাই বলা হইতেছে— শব্দসামান্যের গ্রহণ হইলে যে বিশেষ শব্দ গৃহীত হয়, সেই বিশেষ শব্দ যেমন শব্দসামান্যে কল্পিত, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃর দ্বারা প্রকাশিত এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত। শব্দসামান্য গৃহীত হইলে যেমন তাহাতে কল্পিত বিশেষশব্দসকল গৃহীত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে তাঁহাতে কল্পিত যাবতীয় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়।

(৬) এইরূপে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তরূপে যে সকল শ্রুতিবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহাদিগকে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ৩।১) ইত্যত্র "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" (পাঃ সূঃ ১।৪।৩০) ইতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণে এব অপাদানে দ্রষ্টব্যা ।৩২ নিমিত্তত্বং তু অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাৎ অধিগন্তব্যম্ ।৩৩ যথাহি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকম্ উপাদানকারণং কুলালসুবর্ণকারাদীন্ অধিষ্ঠাতৃন্ অপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে, নৈবং ব্রহ্মণঃ উপাদানকারণস্য সতঃ অন্যঃ অধিষ্ঠাতা অপেক্ষ্যঃ অস্তি, প্রাগুৎপত্তেঃ একমেবাদ্বিতী-

ভাষ্যানুবাদ

বলে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা প্রতিপাদন করিয়া পঞ্চমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে পুনরায় তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—] "যাঁহা হইতে এই প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে", ইত্যাদি এইস্থলে "যতঃ" এই পঞ্চমী বিভক্তিটী, "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" (—জায়মান কার্য্যের যাহা প্রকৃতি—উপাদান, তাহা অপাদান সংজ্ঞা লাভ করে'), এই বিশেষ স্মৃতিবশতঃ (—ব্যাকরণস্মৃতির এই বিশেষ সূত্রবশতঃ) প্রকৃতিলক্ষণ (—উপাদানকারণস্বরূপ) অপাদানেই প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে (৭) ।৩২

[সিঃ—অদ্বিতীয়তাশ্রুতি এবং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অসঙ্কোচবশতঃই ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণও বটেন ।]

[ব্রহ্মের উপাদানকারণতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহারই কর্তৃত্ব (—নিমিত্তকারণতা) প্রতিপাদন করিতেছেন—ব্রহ্মের] নিমিত্তকারণতাকে কিন্তু অন্য কোন অধিষ্ঠাতার (—প্রয়োগকর্ত্তার) অভাববশতঃ অবগত হইতে হইবে (— ব্রহ্মব্যতিরেকে অন্য কোন প্রয়োগকর্ত্তা না থাকায় তিনিই নিমিত্তকারণ) ।৩৩ যেমন লোকমধ্যে মৃত্তিকা ও সুবর্ণ প্রভৃতি [ঘট ও রুচকাদির] উপাদানকারণ কুম্ভকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতি প্রয়োগকর্ত্তৃগণকে অপেক্ষা করিয়া প্রবৃত্ত হয়, এইরূপে [বিশ্বের] উপাদানকারণভূত সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য প্রয়োগকর্ত্তা

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মের উপাদানকারণতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপে অবগত হইতে হইবে, যেহেতু ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ, মাত্র নিমিত্তকারণ নহেন, ইহা উক্ত বাক্যসকল হইতে প্রতিভাত হয় ।

(৭) 'যতঃ' অত্রস্থ পঞ্চমী বিভক্তিটীকে ব্রহ্মের উপাদানকারণতার বোধক শ্রুতিপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু মূলে উদ্ধৃত পাণিনীয় সূত্রানুযায়ী যে উপাদানকারণভূত বস্তু 'অপাদান সংজ্ঞা লাভ করে,' "অপাদানে পঞ্চমী" এই সূত্রবলে সেই অপাদানেই পঞ্চমী বিভক্তি হয়। সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত "প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধ"-লিঙ্গপ্রমাণানুগৃহীত এই পঞ্চমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনুমানপ্রমাণসকল বাধিত হইয়া পড়িল, কারণ "শ্রুতিলিঙ্গাভ্যাং সামান্যতো দর্শিতানুমানানি বহূন্যপি দুর্ব্বলানি, শ্রুতবিষয়াদন্যত্র ব্যাপ্ত্যসংকোচোপপত্তেঃ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—'সামান্যভাবে প্রদর্শিত অনুমানসকল বহু হইলেও হয় শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণ হইতে দুর্ব্বল, যেহেতু শ্রুতিতে বর্ণিত বিষয় হইতে ভিন্ন স্থলেই ব্যাপ্তির অসঙ্কোচ যুক্তিসঙ্গত, [শ্রৌত বিষয়ে নহে'], এইপ্রকার ন্যায় আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়ম্ ইতি অবধারণাৎ।৩৪ অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবঃ অপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ এব উদিতঃ বেদিতব্যঃ।৩৫ অধিষ্ঠাতরি হি উপাদানাৎ অন্যস্মিন্ অভ্যুপগম্যমানে পুনরপি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্য অসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধঃ এব স্যাৎ।৩৬ তস্মাৎ অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাৎ আত্মনঃ কর্তৃত্বম্, উপাদানান্তরাভাবাৎ চ প্রকৃতিত্বম্।৩৭॥১।৪।২৩॥

ভাষ্যানুবাদ

অপেক্ষণীয়রূপে বিদ্যমান নাই, যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে [এই জগৎ] এক ও অদ্বিতীয় [ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান] ছিল (ছাঃ ৬।২।১), ইহা নির্ণীত হইয়াছে (৮)।৩৪ আর [ব্রহ্মভিন্ন] অন্য প্রয়োগকর্ত্তার অভাবও প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অসঙ্কোচ হইতেই কথিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।৩৫ যেহেতু উপাদানকারণ হইতে ভিন্ন প্রয়োগকর্ত্তা স্বীকৃত হইলে পুনরায় 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধই (—বাধই) হইয়া পড়িবে।৩৬ সেইহেতু অন্য প্রয়োগকর্ত্তার অভাববশতঃ আত্মার কর্তৃত্ব এবং অন্য উপাদানের অভাববশতঃ [আত্মার] উপাদানকারণতা 'সিদ্ধ হয়'।৩৭ ॥১।৪।২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ আত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন্ হেতুবশতঃ আত্মার নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতা সিদ্ধ হয়? [তদুত্তরে বলিতেছেন—]

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১।৪।২৪॥

পদচ্ছেদ—অভিধ্যোপদেশাৎ, চ।

সূত্রার্থ—চকারঃ—সমুচ্চয়ার্থঃ। [ইতশ্চ আত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে। কুতঃ?] **অভিধ্যোপদেশাৎ**—ধ্যানোপদেশাৎ ইত্যর্থঃ। [তথাচ "তদ্ ঐক্ষত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি, "সঃ অকাময়ত" (তৈঃ ২।৬) ইতি চ ধ্যানোপদেশাৎ কর্তৃত্বম্, "বহু স্যাম্" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি ধ্যানোপদেশাৎ প্রকৃতিত্বং চ আত্মনঃ সিধ্যতি]

অনুবাদ—চ কারটী—সমুচ্চয়ের জন্য। [তাহাতে অর্থ হয়—আর এইহেতুবশতঃও আত্মার নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতা সিদ্ধ হয়। কোন্ হেতুবশতঃ? [তাহা বলি-

ভাবদীপিকা

(৮) "ব্রহ্ম স্বাতিরিক্তকর্ত্রধিষ্ঠেয়ং, প্রকৃতিত্বাৎ মৃদাবিৎ"—'ব্রহ্ম স্বভিন্ন প্রয়োগকর্ত্তৃ কর্তৃক প্রযুক্ত হন, যেহেতু তিনি উপাদানকারণ, যেমন মৃত্তিকা', এই অনুমানে এবং ২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত অনুমানে এইরূপে শ্রুতিবাধ প্রদর্শিত হইল। শ্রুতিপ্রতিপাদ্যের বিরোধী অনুমান স্বয়ং বাধিত হইয়া পড়ে, কারণ শ্রুতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞাপিকা, অনুমান কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়। দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াবলম্বনে প্রবৃত্ত অনুমান, অদুষ্ট শ্রুতিপ্রতিপাদিত অতীন্দ্রিয় বিষয়কে বাধিত করিতে পারে না।

তেছেন—] অভিধ্যোপদেশাৎ—যেহেতু ধ্যানবিষয়ক উপদেশ আছে। তাহা এই—"তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন" এবং "তিনি কামনা করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে—ধ্যানের (—চিন্তনের) উপদেশ থাকায় আত্মার নিমিত্তকারণতা এবং "বহু হইব", এইপ্রকারে ধ্যানের উপদেশ থাকায় আত্মার উপাদানকারণতা সিদ্ধ হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অভিধ্যোপদেশশ্চ আত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি, সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈ ২।৬) ইতি, "তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি চ।১ তত্র অভিধ্যান-পূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তেঃ কর্ত্তা ইতি গম্যতে।২ "বহু স্যাম্" ইতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য প্রকৃতিঃ ইত্যপি গম্যতে।৩ ।।১।৪।২৪।।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনাগত সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্প প্রদর্শনদ্বারা পরমাত্মার উভয়প্রকার কারণতা প্রতিপাদন।]

আর অভিধ্যানের (—ভাবী সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্পের) উপদেশও আত্মার নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতা জ্ঞাপন করিতেছে, যথা—"তিনি কামনা করিয়াছিলেন, "আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব", ইত্যাদি এবং "তাহা (—সেই সৎপদার্থ) ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, প্রকৃষ্ট-রূপে উৎপন্ন হইব," ইত্যাদি।১ সেইস্থলে অভিধ্যানপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তি বর্ণিত হওয়ায় [পরমাত্মা] নিমিত্তকারণ, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২ "বহু হইব", এই প্রকার যে বহু হইবার সঙ্কল্প, তাহা প্রত্যগাত্মাকে বিষয় করে বলিয়া [পরমাত্মা] উপাদানকারণ, ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে।৩ ॥১।৪॥২৪॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥১।৪।২৫॥

পদচ্ছেদ—সাক্ষাৎ, চ, উভয়াম্নানাৎ।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] চ—অপিচ, ["সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি" (ছাঃ ১।৯।১) ইতি আকাশশব্দেন] **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাদ্ভাবেন [ব্রহ্ম গৃহীত্বা], **উভয়াম্নানাৎ**—উভয়োঃ জগদুৎপত্তি-প্রলয়য়োঃ, আম্নানাৎ—শ্রুতৌ পাঠাৎ [ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ব্রহ্মের উপাদানকারণতা বিষয়ে অন্য হেতুর কথা বলিতেছেন—] চ—আর এক কথা, ["স্থাবরজঙ্গমাত্মক' এই সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশে অস্তগমন করে," এইরূপে আকাশশব্দের দ্বারা] **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাদ্ভাবে [ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়া] **উভয়াম্নানাৎ**—জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়, উভয়েরই, আম্নানাৎ—পাঠ শ্রুতিতে আছে বলিয়া [ব্রহ্ম উপাদানকারণ, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকৃতিত্বস্য অয়ম্ অভ্যুচ্চয়ঃ।১ ইতশ্চ প্রকৃতিঃ ব্রহ্ম, যৎকারণং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মৈব কারণম্ উপাদায় উভৌ প্রভবপ্রলয়ৌ আম্না-

শাঙ্করভাষ্যম

য়েভে—"সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি" (ছাঃ ১।৯।১) ইতি।২ যদ্ হি যস্মাৎ প্রভবতি, যস্মিন্ চ প্রলীয়তে, তৎ তস্য উপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ব্রীহিযবাদীনাং পৃথিবী।৩ 'সাক্ষাৎ' ইতি চ উপাদানান্তরানুপাদানং দর্শয়তি; "আকাশাৎ এব" ইতি।৪ প্রত্যস্তময়শ্চ ন উপাদানাৎ অন্যত্র কার্য্যস্য দৃষ্টঃ।৫ ॥১।৪।২৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই প্রলীন হয় বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ।]

ইহা (—এই সূত্রটী) উপাদানকারণতার অভ্যুচ্চয় (—তাহা প্রতিপাদনের জন্য অন্য হেতুর সংগ্রহ)।১ আর এই হেতুবশতঃও ব্রহ্ম [জগতের] উপাদান-কারণ, যেহেতু সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মকেই কারণরূপে গ্রহণ করিয়া উৎপত্তি ও প্রলয়, এই দুইটী পঠিত হইতেছে, যথা—["স্থাবরজঙ্গমাত্মক] এই সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয় ও আকাশে অস্ত গমন করে", ইত্যাদি।২ 'যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে প্রলীন হয়, তাহা তাহার উপাদান, ইহা প্রসিদ্ধ, যেমন পৃথিবী ধান্য ও যবাদির উপাদান।৩ "আকাশাৎ এব" এইরূপে (—এই বাক্যগত 'এব'কারটীর দ্বারা) যে অন্য উপাদানের অগ্রহণ [সূচিত হয়], তাহাকে [ভগবান্ সূত্রকার] 'সাক্ষাৎ' এই পদটীর দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন।৪ [যদি বলা হয়—'এব' কারটীর দ্বারা অন্য উপাদানের ব্যাবৃত্তি সূচিত হইতেছে না, পরন্তু নিমিত্তকারণ যে আকাশ, তাহার উপাদানকারণতা ব্যাবৃত্ত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কার্য্যবস্তুর যে প্রলয়, তাহা উপাদান হইতে অন্যস্থলে পরিদৃষ্ট হয় না। [সুতরাং আকাশশব্দিত ব্রহ্মবস্তুই জগতের উপাদান, ইহাই নির্ণীত হয়]।৫ ॥১।৪।২৫॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥

সূত্রার্থ—[ননু একস্য কৃতিমত্ত্বং কৃতিবিষয়ত্বং চ বিরুদ্ধম্, ইতি আশঙ্ক্য আহ—"তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭) ইত্যাদি শ্রুতৌ "আত্মানম্" ইতি দ্বিতীয়য়া কৃতিবিষয়ত্বং, "স্বয়ম্ অকুরুত" ইতি অনেন কৃতিমত্ত্বং চ আম্নায়তে। তথাচ ব্রহ্মণঃ উপাদানত্বং নিমিত্তত্বং চ অবিরুদ্ধম্। কুতঃ? উচ্যতে—] **আত্মকৃতেঃ**—আত্মসম্বন্ধিনী কৃতিঃ আত্মকৃতিঃ, ততঃ হেতোঃ। [সম্বন্ধশ্চ আত্মনঃ কৃতিং প্রতি বিষয়ত্বং আশ্রয়ত্বং চ। ননু আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বেন পূর্ব্বসিদ্ধস্য কথং কৃতিকর্ম্মত্বম্? অতঃ আহ—] **পরিণামাৎ**—বিবর্ত্তনাৎ। [সিদ্ধস্যাপি বিবর্ত্তাত্মনা সাধ্যত্বাৎ কর্ম্মত্বোপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু একই বস্তুর কৃতিমত্ত্ব (—প্রযত্নের আশ্রয় হওয়া, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব) এবং কৃতিবিষয়ত্ব (—প্রযত্নের বিষয় হওয়া, অর্থাৎ কর্ম্মত্ব) বিরুদ্ধ, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তিনি (—সেই ব্রহ্ম) নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে

"নিজেকে", এইরূপে দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা প্রযত্নের বিষয় হওয়া (—কর্ম্মত্ব, উপাদানতা) এবং "নিজেই করিয়াছিলেন", ইহার দ্বারা প্রযত্নের আশ্রয় হওয়া (—কর্ত্তৃত্ব) পঠিত হইতেছে। এই-প্রকারে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ও নিমিত্তকারণতা অবিরুদ্ধ। কিপ্রকারে ইহা সম্ভব হয়? তাহা বলা হইতেছে—] **আত্মকৃতেঃ**—আত্মসম্বন্ধিনী যে কৃতি (—প্রযত্ন), তাহাই আত্ম-কৃতি, সেই আত্মকৃতিরূপ হেতুবশতঃ। [সম্বন্ধ বলিতে কৃতির (—প্রযত্নের) প্রতি আত্মার বিষয়তা ও আশ্রয়তাকে গ্রহণ করিতে হইবে (—আত্মা হন প্রযত্নের বিষয়ভূত কর্ম্ম, অর্থাৎ উপাদান-কারণ এবং প্রযত্নের আশ্রয়ভূত কর্ত্তা, অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। যদি বলা হয়—কর্ত্তৃরূপে পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মা কিপ্রকারে প্রযত্নের বিষয় (—কর্ম্ম, উপাদান) হইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **পরিণামাৎ**—যেহেতু বিবর্ত্তিত হন। [সিদ্ধ বস্তুও বিবর্ত্তরূপে সাধ্য (—উৎপাদ্য) হয় বলিয়া কর্ম্মতা (—উপাদানতা) সঙ্গত (৯), ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ প্রকৃতিঃ ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং "তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈ ২।৭) ইতি আত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বং চ দর্শয়তি।১ "আত্মানম্" ইতি কর্ম্মত্বং, "স্বয়ম্ অকুরুত" ইতি কর্ত্তৃত্বম্।২ কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম্?৩ 'পরিণামাৎ' ইতি ব্রূমঃ।৪ পূর্ব্বসিদ্ধঃ অপি হি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতিবাক্য হইতে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতা প্রদর্শন।]

আর এইহেতুবশতঃ ব্রহ্ম [বিশ্বের] উপাদানকারণ, যেহেতু [শ্রুতি] ব্রহ্ম-বোধক প্রক্রিয়াতে "তিনি নিজেই নিজেকে [জগদ্রূপ] করিয়াছিলেন", এই প্রকারে আত্মার কর্ম্মত্ব (—উপাদানকারণতা) এবং কর্ত্তৃত্ব (—নিমিত্তকারণতা) প্রদর্শন করিতেছেন।১ 'নিজেকে' এইরূপে কর্ম্মত্ব এবং 'নিজেই করিয়াছিলেন,' এইরূপে কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।২ আচ্ছা, যিনি পূর্ব্বসিদ্ধ (—পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান) কর্ত্তৃরূপে অবস্থিত সদ্বস্তু, তাঁহার ক্রিয়মাণতা (—জগদ্রূপে উৎপন্ন হওয়া) কিপ্রকারে সম্পাদন করিতে পারা যায়? [কারণ যাহা সিদ্ধ, তাহাই সাধ্য হইতে পারে না (১০)।৩ তদুত্তরে] আমরা বলিব—যেহেতু পরিণাম

ভাবদীপিকা

(৯) যেমন সিদ্ধ বস্তু শুক্তিকা রজতরূপে বিবর্ত্তিত হয়, সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্মও তদ্রূপ জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হন। ব্রহ্মের এই জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হওয়াকেই 'প্রযত্নের বিষয় হওয়া', 'কর্ম্ম হওয়া', 'উপাদানকারণ হওয়া' ইত্যাদি বলা হইতেছে। যাহা কূটস্থ ও নিরবয়ব, সেই ব্রহ্মবস্তুর পক্ষে দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের ন্যায় সত্য পরিণাম সম্ভব নহে। কূটস্থ নিরবয়ব ব্রহ্ম এইপ্রকারে জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হন বলিয়া তিনি জগতের "বিবর্ত্তোপাদান কারণ"।

(১০) এইস্থলে ভাবটী এই—যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু, তাহাই কর্ত্তা (—নিমিত্তকারণ) হইতে পারে। আর কর্ত্তৃভিন্ন যে অসিদ্ধ বস্তু, তাহাই হয় সাধ্য (—উৎপাদ্য), যেমন কুম্ভকার হইতে ভিন্ন ঘট। সেই ঘটই হয় ক্রিয়মাণ, অর্থাৎ উৎপাদনক্রিয়ার বিষয়, সাধ্য পদার্থ। ইহাই নিয়ম। পূর্ব্বসিদ্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

সন্ আত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাস আত্মানম্ ইতি ।৫ বিকারাত্মনা চ পরিণামঃ মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষু উপলব্ধঃ ।৬ "স্বয়ম্" ইতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বম্ অপি প্রতীয়তে ।৭ "পরি-

ভাষ্যানুবাদ

হয় ।৪ আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও (—পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও) বিশেষ বিকারাত্মকরূপে (—মিথ্যা কার্য্যরূপে) নিজেকে পরিণত (—বিবর্ত্তিত) করিয়াছিলেন। [অতএব কোন বিরোধ হয় না ।৫ সিদ্ধ বস্তুও সাধ্য হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানকারণসকলে [ঘটাদি] কার্য্যরূপে পরিণাম উপলব্ধ হইয়াছে (১১) ।৬ আর [উক্ত শ্রুতিবাক্যে] 'স্বয়ম্' এইপ্রকার বিশেষণ (—বিশেষভাবে কথন) থাকায় তিনি যে অন্য নিমিত্তকারণের অপেক্ষা করেন না, ইহাও প্রতীত হইতেছে। [সুতরাং তিনি জগদুৎপত্তির প্রতি নিমিত্তকারণও বটেন] ।৭

ভাবদীপিকা

নিত্য পদার্থ হওয়ায় পরমাত্মা কর্ত্তা হইতে পারেন, কিন্তু উৎপাদনক্রিয়ার বিষয়, অর্থাৎ জগদ্রূপে উৎপাদ্য সাধ্য পদার্থ তিনি কিপ্রকারে হইবেন ? সুতরাং কর্ত্তা ও কর্ম্ম, অর্থাৎ নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ তিনি হইতে পারেন না, ইহাই শঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রায়।

(১১) এইস্থলে সংশয় হয়—মৃত্তিকার ঘটাদিরূপে, অথবা দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের ন্যায় পরিণাম অসঙ্গ নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব ব্রহ্মের পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে বলা যায়—অত্রস্থ পরিণাম শব্দটী কার্য্যমাত্রবাচী, কিন্তু সেই কার্য্য বস্তুটী যে 'সৎ', এইপ্রকার বিবক্ষা এখানে নাই। অর্থাৎ সৎকার্য্যবাদী যোগ ও সাংখ্যমতাবলম্বিগণ পরিণামকে যে প্রকার সত্য বলিয়া মনে করেন, এখানে তাদৃশ সত্য পরিণাম পরিণামশব্দে বিবক্ষিত নহে ; কারণ ব্রহ্মে তাদৃশ সত্য পরিণাম সম্ভব নহে। কেন নহে ? বলিতেছি—যেখানে সত্য পরিণাম হয়, সেখানে ধর্ম্মীর পূর্ব্বধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া নূতন ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। [অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ" (যোঃ সূঃ ৩।১৩ ব্যাসভাষ্য]। আবার তাদৃশ পরিণামকালে ধর্ম্মী অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা করে, যেমন দুগ্ধ দধিরূপে পরিণতির জন্য আতঞ্চন (– দম্বল) ও উষ্ণতা প্রভৃতির অপেক্ষা করে। ব্রহ্মের পক্ষে ইহার কোনটীই সম্ভব নহে, কারণ নির্দ্ধর্ম্মক হওয়ায় তাঁহাতে কোন ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সম্ভব নহে । আর অদ্বিতীয় ও সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় ব্রহ্মভিন্ন এমন কোন পদার্থ নাই, স্বীয় পরিণামের জন্য ব্রহ্ম যাহাকে অপেক্ষা করিবেন। যদি ব্রহ্মের পরিণামের জন্য অন্য কোন বস্তুর সত্তা অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই অন্য বস্তুটীরই পরিণাম অঙ্গীকার করা শ্রেয়ঃ, তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা ও নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতির আনুকূল্য করা হইবে। অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে—নির্ব্বিকার, নিরবয়ব কূটস্থ ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ব্রহ্মবস্তুর সত্য পরিণাম সম্ভব নহে। যদি বলা হয়—ঘটাকার পরিণামে মৃৎস্বরূপের কোনপ্রকার ব্যত্যয় হয় না। এই দৃষ্টান্তবলে পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মায়ও নির্ব্বিকারতা।।অঙ্গীকার করা যায়। তদুত্তরে বলিব—ইহা বিষম দৃষ্টান্ত, কারণ মৃত্তিকা নির্ব্বিকার

শাঙ্করভাষ্যম্

ণামাৎ" ইতি বা পৃথক্ সূত্রম্।৮ তস্য এষঃ অর্থঃ—ইতশ্চ প্রকৃতিঃ ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্মণঃ এব বিকারাত্মনা পরিণামঃ সামানাধিকরণ্যেন আম্নায়তে—"সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ নিরুক্তং চ অনিরুক্তং চ" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদিনা ইতি।৯ ॥১।৪।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মের উপাদানকারণতা প্রতিপাদনে সূত্র ও শ্রুত্যন্তর প্রদর্শন]

(১২) অথবা "পরিণামাৎ" ইহা পৃথক্ সূত্র।৮ তাহার অর্থ এই—আর এই-হেতুবশতঃ ব্রহ্ম [জগতের] উপাদানকারণ, যেহেতু "তিনি সৎ (—মূর্ত্তভূতত্রয়) এবং ত্যৎ (—অমূর্ত্তভূতদ্বয়) হইলেন, নিরুক্ত (—পরিচ্ছিন্ন, বাগ্‌ব্যবহারযোগ্য) এবং অনিরুক্ত হইলেন," ইত্যাদি প্রকারে সামানাধিকরণ্যের দ্বারা (—সমান-বিভক্তিযুক্ত পদপ্রয়োগের দ্বারা) ব্রহ্মেরই কার্য্যবস্তুরূপে পরিণাম শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে (১৩)।৯ ॥১।৪।২৬॥

ভাবদীপিকা

নিরবয়ব কূটস্থ পদার্থ নহে। তথাপি মৃত্তিকা দৃষ্টান্তে আগ্রহ করিলে, আমরা মৃত্তিকার ঘটাকারে পরিণামকে বিবর্ত্তই বলিব। ["পূর্ব্বরূপানুপমর্দ্দেন অবস্থান্তরপ্রাপ্তিঃ বিবর্ত্তঃ"]। কারণ দধির দুগ্ধরূপে পরিণামে যেমন দুগ্ধস্বরূপের বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়, ঘটাকারে পরিণাম প্রাপ্ত মৃত্তিকাতে তাদৃশ কোনপ্রকার বিকার পরিদৃষ্ট হয় না। মৃত্তিকার স্বরূপ অনুপমর্দিতই (—অবিনষ্টই) থাকে; মাত্র 'ঘট' এই নাম ও 'কম্বুগ্রীবাদিযুক্ততারূপ' রূপের আবির্ভাব তাহাতে হয়। অতএব ঘট মৃত্তিকার বিবর্ত্তমাত্র। "মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি শ্রুতিও মৃত্তিকার ঘটরূপে বিবর্ত্তের কথাই বলেন। অতএব এখানে পরমাত্মার যে পরিণাম প্রাপ্তির কথা বলা হইতেছে, তাহাকে মিথ্যা পরিণাম, অর্থাৎ 'বিবর্ত্ত' বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহার ফলে পরমাত্মা জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহার অসঙ্গতা ও নির্ব্বিকারতা প্রভৃতি অব্যাহতই থাকে। [জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, ইহা ২।১।৬ আরম্ভণাধিকরণে আলোচিত হইবে]।

(১২) পূর্ব্বে আত্মকৃতির অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধিনী প্রযত্নের আশ্রয় ও বিষয়ভূত যে পরমাত্মা, তন্নিষ্ঠ উপাদানকারণতা ও নিমিত্তকারণতার (সূত্রার্থ দ্রষ্টব্য) হেতুরূপে "পরিণামাৎ" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে পরমাত্মার উপাদানকারণতা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'পরিণামাৎ এই পদটীকে পৃথক্ সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—**পরিণামাৎ ইতি বা**—'অথবা' ইত্যাদি।

(১৩) "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি বাক্যে সমানবিভক্তিযুক্ত পদসকলের প্রয়োগ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে—এখানে প্রযুক্ত 'পরিণাম' শব্দটীর অর্থ 'বিবর্ত্ত'। কি প্রকারে? বলিতেছি—যেখানে সমান বিভক্তিদ্বারা পদদ্বয়ের অন্বয় হয়, সেখানে পদার্থদ্বয়ের অভিন্নতার বোধ হয়। যেমন "নীলো ঘটঃ", ইহার অর্থ—'নীলাভিন্নঃ ঘটঃ'। প্রস্তাবিতস্থলে "সেই ব্রহ্ম ক্ষিত্যাদি মূর্ত্তভূতরূপে এবং আকাশাদি অমূর্ত্তভূতরূপে পরিণত হইয়াছেন, সত্যরূপে এবং অনৃতরূপে পরিণত হইয়াছেন" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। এইস্থল-সকলে ব্রহ্মের সত্য পরিণাম অঙ্গীকার করিলে সমানবিভক্তিযুক্ত পদসকলের অভেদে অন্বয় সম্ভব,

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥১।৪।২৭॥

পদচ্ছেদ—যোনিঃ, চ, হি, গীয়তে।

সূত্রার্থ—**চ**—কিঞ্চ, ["যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি" (মুঃ ১।১।৬) ইত্যাদি শ্রুতৌ] **হি**—যস্মাৎ [ব্রহ্ম] **যোনিঃ**—উপাদানকারণম্, **গীয়তে**—পঠ্যতে ; [তস্মাৎ প্রকৃতিঃ ব্রহ্ম। অতঃ প্রকৃতিত্বং কর্তৃত্বং চ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—**চ**—আর, ["যে ভূতযোনিকে দর্শন করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে] **হি**—যেহেতু [ব্রহ্ম] **যোনিঃ**—উপাদানকারণরূপে, **গীয়তে**—পঠিত হন ; [সেইহেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। অতএব ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ও নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ প্রকৃতিঃ ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্ম যোনিঃ ইত্যপি পঠ্যতে বেদান্তেষু "কর্তারম্ ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" (মুঃ ৩।১।৩) ইতি, "যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুঃ ১।১।৬) ইতি চ।১ যোনিশব্দশ্চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতঃ লোকে 'পৃথিবী যোনিঃ ওষধিবনস্পতীনাম্' ইতি।২ স্ত্রীযোনেরপি অস্তি এব অবয়বদ্বারেণ গর্ভং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপনিষৎসকলে যোনিশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া এবং বাক্যশেষবলে যোনিশব্দের অর্থ উপাদান হয় বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ।]

আর এইহেতুবশতঃও ব্রহ্ম [জগতের] উপাদানকারণ, যেহেতু উপনিষৎসকলে ব্রহ্ম "যোনি", এইরূপেও পঠিত হইতেছেন, যথা — ["[জগতের] কর্তা পরমেশ্বর পুরুষ (—যাবতীয় শরীররূপ পুরীতে অবস্থানকারী পূর্ণস্বরূপ) ব্রহ্মযোনিকে," ইত্যাদি এবং "যে ভূতযোনিকে বিবেকিব্যক্তিগণ দর্শন করেন," ইত্যাদি।১ আর যোনিশব্দটী প্রকৃতির (—উপাদানকারণের) বাচক, ইহা লোকমধ্যে অবগত হওয়া যায়,যথা—'পৃথিবী ওষধি ও বনস্পতিসকলের যোনি' ইত্যাদি।২ [কিন্তু যাহা কোন বস্তুর উপাদান নহে, সেই স্ত্রীযোনিতেও তো যোনি শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] স্ত্রী যোনিও [স্বীয়] অবয়বের (—শোণিতের) দ্বারা হয় গর্ভের প্রতি উপাদানকারণ।৩ [আচ্ছা, যোনিশব্দের শ্রৌত অর্থ যদি উপাদানকারণই হয়, তাহা হইলে যোনিশব্দঘটিত এইসূত্র এই অধিকরণের প্রথমেই পঠিত

ভাবদীপিকা

হয় না ; কারণ যিনি সত্য হইতে অভিন্নরূপে পরিণত হন, তিনিই আর অনৃত হইতে অভিন্নরূপে পরিণত হইতে পারেন না ; যিনি ক্ষিত্যাদি মূর্ত্ত ভূতরূপে পরিণত হন, তিনিই আর আকাশাদি অমূর্ত্ত ভূতরূপে পরিণত হইতে পারেন না। সুতরাং অত্রস্থ সূত্রে ও ভাষ্যে পরিণামশব্দে যাদৃশ পরিণাম বিবক্ষিত, তাহা সত্য পরিণাম হইতে পারে না, পরন্তু তাহাকে 'মিথ্যা পরিণাম' অর্থাৎ 'বিবর্ত্তরূপে' অবগত হইতে হইবে। আর স্বীয় অচিন্ত্য মায়াশক্তিপ্রভাবে পরমেশ্বর এইপ্রকার বিরুদ্ধভাবে পরিণত হন, ইহা স্বীকার করিলে বস্তুতঃ মায়াশক্তি স্বীকারদ্বারা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদই (—বিবর্ত্তবাদই) স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতি উপাদানকারণত্বম্।৩ ক্বচিৎ স্থানবচনঃ অপি যোনিশব্দঃ দৃষ্টঃ—"যোনিষ্ট [যোনিস্তে] ইন্দ্র নিষদে অকারি" (ঋক্ সং ১।১০৪।১) ইতি।৪ বাক্যশেষাৎ তু অত্র প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহ্যতে—"যথা ঊর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্যতে চ" (মুঃ ১।১।৭) ইতি এবংজাতীয়কাৎ।৫ এবং প্রকৃতিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্।৬ যৎ পুনঃ ইদম্ উক্তম্—ঈক্ষাপূর্ব্বকং কর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষু এব কুলালাদিষু লোকে দৃষ্টং, ন উপাদানেষু ইত্যাদি।৭ তৎ প্রত্যুচ্যতে—ন লোকবৎ ইহ ভবিতব্যম্।৮ নহি অয়ম্ অনুমানগম্যঃ অর্থঃ।৯ শব্দগম্যত্বাৎ তু অস্য অর্থস্য যথাশব্দম্ ইহ ভবিতব্যম্।১০ শব্দশ্চ ঈক্ষিতুঃ ঈশ্বরস্য

ভাষ্যানুবাদ

না হইয়া সহকারিহেতুরূপে শেষে পঠিত হইতেছে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কোন কোন স্থলে যোনিশব্দ স্থানের বাচকরূপেও পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"হে ইন্দ্র, তোমার উপবেশনের জন্য আমি যোনি (—স্থান) নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি," ইত্যাদি।৪ [তাহা হইলে নানার্থক এই যোনিশব্দের দ্বারা তো পরমেশ্বরের উপাদান-কারণতাকে শ্রৌতরূপে নির্ণয় করা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু এখানে (—মুঃ ১।১।৬ বাক্যে) "মাকড়সা যেমন [স্বীয় শরীর হইতে অভিন্ন সূত্রকে] উৎপাদন করে ও [স্বীয় শরীরে পুনরায় তাহাকে] গ্রহণ করে," ইত্যাদি এইজাতীয় বাক্যশেষবশতঃ [যোনিশব্দটীর] উপাদানকারণতারূপ অর্থ পরিগৃহীত হইতেছে।৫ এইপ্রকারে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইল।৬

[নিঃ—পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনুমানে শ্রুতিবাধ প্রদর্শন।]

আর যে বলা হইয়াছে—ঈক্ষণপূর্ব্বক যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোকমধ্যে কুম্ভকার প্রভৃতি [ঘটাদির] নিমিত্তকারণসকলেই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু উপাদানকারণসকলে হয় না (১।৪।২৩ সূঃ, ৮ বাক্য), ইত্যাদি।৭ তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে—এখানে (—শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের উপাদানকারণতাবিষয়ে) লোকের ন্যায় হওয়া উচিত নহে (—লোকমধ্যে যে প্রকার পরিদৃষ্ট হয়, সেই প্রকারে গ্রহণ করা সঙ্গত নহে)।৮ [কিন্তু অনুমানপ্রমাণ শ্রুতিকে অপেক্ষা করে না বলিয়া শ্রুতিকর্ত্তৃক বাধিত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইনি (—এই ব্রহ্ম) অনুমানগম্য বিষয় নিশ্চয়ই নহেন।৯ কিন্তু [ব্রহ্মের উপাদান-কারণতারূপ] এই বিষয়টী শ্রুতিগম্য হওয়ায় শ্রুতিতে যেপ্রকার আছে, এখানে সেইপ্রকার হওয়া উচিত (—(১৪) সেইরূপেই অবগত হইতে হইবে)।১০

ভাবদীপিকা

(১৪) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"ব্রহ্ম ন উপাদানকারণম্" ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বপক্ষী যে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন (১ ভাবদীঃ), তাদৃশ অনুমানের 'পক্ষ' যে ব্রহ্ম, তিনি

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তি ইতি অবোচাম ।১১ পুনশ্চ এতৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ প্রতিবক্ষ্যামঃ ।১২ ॥১।৪।২৭॥ ইতি সপ্তমং প্রকৃত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

আর শ্রুতি যে ঈক্ষণকর্ত্তা ঈশ্বরের উপাদানকারণতা প্রতিপাদন করেন, ইহা আমরা [১।৪।২৩ সূঃ ৩৩-৩৪ বাক্য এবং ১।৪।২৪ এবং ২৬ সূত্রে] বলিয়াছি ।১১ [আর যে বলা হইয়াছে—'কার্য্য ও কারণের সমানরূপতা পরিদৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহেন' (১।৪।২৩ সূঃ ১৪-১৬ বাক্য), ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই সমস্ত বিষয় [২।১।৪ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া] পুনরায় বিস্তৃতভাবে নিরাকরণ করিব (১৫) ।১২ ॥১।৪।২৭॥ প্রকৃত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত

ভাবদীপিকা

শ্রুতি হইতেই সিদ্ধ হন, অনুমানাদি অন্য কোন উপায়ে নহে (১।১।২ অধিঃ ৪৩ বাক্য ভাবদীঃ এবং ২।১।১১ সূঃ ভাষ্য দ্রঃ)। যেহেতু লোকমধ্যে যে প্রকার পরিদৃষ্ট হয় ব্যাপ্তিগ্রহ ও অনুমিতি সেই প্রকারই হইয়া থাকে। সুতরাং জগদ্রূপ কার্য্যদৃষ্টে তুমি যে ব্রহ্মরূপ কারণের অনুমান করিলে, তাহা পার না ; কারণ লোকমধ্যে দেখা যায় কুম্ভকারাদি যাহারা ঘটাদি কার্য্যের হেতু, তাহাদের ঘটোৎপাদনবিষয়িনী কৃতির (—প্রযত্নের) আশ্রয়ভূত শরীর আছে। ব্রহ্ম কিন্তু অশরীর। সুতরাং কিপ্রকার ব্যাপ্তির বলে তুমি নিত্য প্রযত্নের আশ্রয়ভূত পরমেশ্বরের অনুমান করিবে ? অগত্যা শ্রুতি হইতেই তোমাকে 'পক্ষ' যে ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। আর যে শ্রুতি হইতে তুমি ব্রহ্মকে জানিলে, সেই শ্রুতিই ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণও বলিতেছেন। তাহা স্বীকার না করিলে তোমার উপজীব্যবিরোধ দোষ হইয়া পড়িবে। অতএব শ্রৌত ঈশ্বরকে পক্ষরূপে গ্রহণকরতঃ তুমি যে তাঁহার অনুপাদানতার সাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছ, তাহা শ্রুতিরূপ ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা বাধিত হইয়া পড়িল।

[নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা]

(১৫) এইরূপে এই অধিকরণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণতা প্রতিপাদিত হওয়ায় জগন্নামক পরমার্থতঃ সৎ কোন বস্তু যে নাই, ইহাই ফলতঃ প্রতিপাদিত হইল; কারণ যিনি নির্ব্বিশেষ ও নিরবয়ব, তাঁহা হইতে সত্যই কোন কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"ন নিরোধো নচোৎপত্তিঃ" (মাঃ কাঃ ২।৩২)—'জগতের উৎপত্তিও হয় না, প্রলয়ও হয় না,' ইত্যাদি। রজ্জুসর্পস্থলে যেমন রজ্জু-ব্যতিরেকে সর্পের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ব্রহ্মব্যতিরেকে জগন্নামক পদার্থেরও তদ্রূপ স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা ২।১।৬ আরম্ভণাধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে। আবার ২।১।২৭ সূঃ ২৫ ইত্যাদি ভাষ্যবাক্যে এবং ২।১।২৮ ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে বিবর্ত্তবাদ অবলম্বনে এই তত্ত্বটাই পরিস্ফুট করা হইবে। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মতত্ত্বকে সগুণোপাসকগণের বুদ্ধিতে আরূঢ় করাইবার জন্য (২।১।১৪ সূত্রভাষ্য, ১০০ বাক্য) শ্রুতি জগতের কথঞ্চিৎ ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকারকরতঃ মৃত্তিকা ও বিস্ফুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের উৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (ছাঃ ৬।১।৪, মুঃ ২।১।১, মাঃ কাঃ ৩।১৫)। জগতের সেই ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকারকরতঃ বিভিন্ন আচার্য্য ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা]

প্রতিপাদনের জন্য যে সকল প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। **কোন কোন আচার্য্য বলেন**—নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব ব্রহ্মই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান। ব্রহ্ম যে জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান হন, অর্থাৎ জগদাকারে পরিণমমানা মিথ্যা মায়ার অধিষ্ঠান হন, তাহাই তাঁহার জগদুপাদানতা। আর লোকমধ্যে দেখা যায়— যাহার পরিণাম হয়, নিমিত্তকারণ হয় তদতিরিক্ত। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ মায়ার পরিণামব্যাপারে তদতিরিক্ত ও তদধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই হন—'নিমিত্তকারণ'। এইরূপে জগতের বিবর্ত্তোপাদান ও নিমিত্তকারণ হন 'শুদ্ধ ব্রহ্ম', এবং পরিণামী উপাদান হয় 'মায়া'। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় 'সন্ ঘটঃ' 'জড়ঃ ঘটঃ" এইরূপে স্পষ্ট পদার্থসমূহে ব্রহ্মের ধর্ম্ম সত্তা ও মায়ার ধর্ম্ম জাড্য, এই উভয়ই প্রতিভাত হয়। এইরূপে শুদ্ধ ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্তোপাদান (২।১।৯ অধিঃ) ও নিমিত্তকারণ হওয়ায় তাঁহাকে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বলা হয়। শুদ্ধ ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্তোপাদান, এই বিষয়ে অন্য যুক্তি এই—সিদ্ধান্তে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে ভাগত্যাগলক্ষণা অঙ্গীকারকরতঃ 'তৎ' পদের দ্বারা জ্ঞেয় শুদ্ধ ব্রহ্মের উপস্থিতি হয়। অনন্তর সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত 'ত্বম্' পদের লক্ষ্য শুদ্ধ জীবচৈতন্যের যে অভেদজ্ঞান উদিত হয়, তাহাই হয় মোক্ষের হেতু। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞানেই মোক্ষ হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে শুদ্ধ ব্রহ্মকেই জগদধ্যাসের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ জগতের বিবর্ত্তোপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু অধিষ্ঠানের জ্ঞানব্যতিরেকে অধ্যস্ত বস্তুর বাধ হয় না, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। যেমন রজ্জুরূপ (—রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ) অধিষ্ঠানের জ্ঞান ব্যতিরেকে রজ্জুসর্পের বাধ হয় না। সুতরাং যদ্বিষয়ক জ্ঞানে এই জগদ্বিভ্রম বাধিত হয়, সেই 'তৎ' ও 'ত্বং' পদলক্ষ্য জীবাভিন্ন শুদ্ধ ব্রহ্মকেই জগতের বিবর্ত্তোপাদান বলিতে হইবে।

অপরে বলেন—শুদ্ধ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান হইতে পারেন না; যেহেতু ইহা দেখা যায়—ঘটকর্ত্তৃ কুলালের ন্যায় প্রযত্নের আশ্রয় না হইলে নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু নিরবয়ব ও নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্মের পক্ষে তাদৃশ প্রযত্নের আশ্রয় হওয়া সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর শুদ্ধব্রহ্মকারণতাবাদীর মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণমমানা মায়ার পরিণামের প্রতি নিমিত্ত হন বলিয়া মায়ার সহিত তাঁহার কথঞ্চিৎ সম্বন্ধও অঙ্গীকার করিতে হয়। যেমন মৃৎসংযুক্ত কুলালই ঘটের প্রতি নিমিত্তকারণ, ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ বা নিদ্রিত কুলাল নহে। সুতরাং মায়াসম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের শুদ্ধতা ব্যাহত হইয়া পড়ে। অতএব শুদ্ধ ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান না বলিয়া মায়াশবলিত ব্রহ্মকেই তাহা বলিতে হইবে। মায়া পরমেশ্বরের উপাধিরূপ শরীর। সেইহেতু তাঁহার পক্ষে প্রযত্নের আশ্রয় হওয়ারূপ নিমিত্তকারণতা সম্ভব। আর ঊর্ণনাভির (—মাকড়সার) শরীরের তন্তুরূপে পরিণামের ন্যায় ঈশ্বরের উপাধিভূতা মায়ার জগদ্রূপে পরিণামে ঈশ্বরের উপাদানকারণতাও সিদ্ধ হয়। এইরূপে মায়াশবলিত ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই হন জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ। [২।১।২৪ সূত্রভাষ্য ও ৪ এবং ৫ সংখ্যক ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য]।

বৃদ্ধগণ বলেন—এই উভয় মতবাদই সঙ্গত। মায়া জগতের পরিণামী উপাদান, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু নিরবয়ব শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রযত্নের অশ্রয় হইতে পারেন না বলিয়া যেমন নিমিত্ত-

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা]

কারণ হইতে পারেন না, মায়াশবলিত ঈশ্বররূপ ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের অধ্যাসাধিষ্ঠান (—বিবর্ত্তোপাদান) হইতে পারেন না, কারণ মায়াকে শুদ্ধ চৈতন্যের উপাধিরূপে গ্রহণ না করিলে ঈশ্বরত্বই সিদ্ধ হয় না। ["এবম্ অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি" ইত্যাদি ২।১।১৪ সূঃ ৯০ বাক্য দ্রঃ]। আর ঘটরূপ উপাধিযুক্ত ঘটাকাশের ন্যায় মায়ারূপ উপাধিযুক্ত যিনি স্বয়ং কল্পিত, তিনি অপর কল্পিত পদার্থের অধ্যাসাধিষ্ঠান হইতে পারেন না। ["কল্পিতস্য'''কল্পনাধিষ্ঠানত্বাযোগাৎ" (২।৩।১০ সূঃ, রত্নপ্রভা]। তাহা স্বীকারে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। অতএব মায়াশবলিত ব্রহ্মকে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বলিতে হইলে, তাঁহার অধ্যাসাধিষ্ঠানতা সিদ্ধির জন্য অকল্পিত শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দৃষ্টিতেই তাহা বলিতে হইবে। আবার শুদ্ধ ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বলিতে হইলে, তাঁহার নিমিত্তকারণতা সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরাভিন্ন দৃষ্টিতেই তাহা বলিতে হইবে। বস্তুতঃ একই চৈতন্য শুদ্ধতাপ্রযুক্ত অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপ বিবর্ত্তোপাদানকারণ এবং অনাদি মায়োপহিতরূপে ইচ্ছা ও কৃতি প্রভৃতির আশ্রয়তাপ্রযুক্ত নিমিত্তকারণ হইতে পারেন। মোটকথা, মিথ্যা ঈশ্বরভাবকে দ্বার করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মই হন মিথ্যা জগতের নিমিত্তকারণ এবং ঘটাকাশ ও মহাকাশের বাস্তব অভিন্নতার ন্যায় সর্ব্বাবস্থাতেই শুদ্ধ থাকেন বলিয়া তিনিই হন জগতের বিবর্ত্তোপাদানকারণ। আর যে বলা হইয়াছে—'মায়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের শুদ্ধতা ব্যাহত হইয়া পড়ে,' ইত্যাদি। তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। মরীচিকার সহিত যেমন উষর ভূমির কোনপ্রকার সত্য সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, মিথ্যা মায়ার সহিতও তদ্রূপ ব্রহ্মের কোনপ্রকার সত্য সম্বন্ধ সিদ্ধ না হওয়ায় তাঁহার শুদ্ধতার ব্যাহতিবিষয়ক কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই দৃষ্টিতে ঈশ্বরকেই বিবর্ত্তোপাদানকারণ বলিলে কোন দোষ হয় না। আবার মায়াশবলিত দৃষ্টিতে মায়ারূপ বিশেষণের পরিণামে মায়াবিশিষ্টেরও পরিণাম হয় বলিয়া মায়াশবলিত ব্রহ্ম একাধারেই হন জগতের পরিণামি-উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। এইরূপে দ্রষ্টার দৃষ্টিভেদে একই তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে* বলা হয় মাত্র। অদ্বৈতসিদ্ধিকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা প্রতিপাদনাবসরে এইপ্রকারই বলিয়াছেন, যথা—"যত্তু মায়োপাদানম্ ঈশ্বরো নিমিত্তং শুদ্ধং ব্রহ্ম অধিষ্ঠানম্ ইতি পক্ষে অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বাভাবেন তন্মতে তদর্থস্য প্রকৃত্যধিকরণাদেঃ অনুপপত্তিঃ ইতি"। [এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] "তন্ন একস্যৈব অবিদ্যোপহিতত্বেন উপাদানত্বস্য, অবিদ্যাপরিণামেচ্ছাকৃত্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন নিমিত্তত্বস্যাপি সম্ভবাৎ" (অদ্বৈতসিঃ ৭৫৯ পৃঃ), ইত্যাদি। [এই আলোচনা আমাদের]।

প্রকৃত্যাধিকরণ সমাপ্ত।

---

* "যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যা শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।১০।৩), ইত্যাদিস্থলে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন। আমার সামর্থ্য যেমন আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকে না, তদ্রূপ শক্তি শক্তিমানকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকে না। সুতরাং 'শক্তি' শব্দে তিনি শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম, অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের কথা বলিলেন, বুঝিতে হইবে। এইরূপে একই তত্ত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইতেছেন।

৮। সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণম্। [২৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মই জগৎকারণ, পরমাণু ও শূন্য প্রভৃতি নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' (১।১।৫) ইত্যাদি সূত্রে অশব্দত্ব প্রভৃতি হেতু-সকলের দ্বারা যেপ্রকারে প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, পরমাণুকারণবাদ, শূন্যকারণবাদ ও স্বভাবকারণবাদ প্রভৃতি সেইপ্রকারে নিরাকৃত হয় নাই। অথচ "অণ্ব্যঃ ইব ইমাঃ ধানাঃ" (ছাঃ ৬।১২।১), "অসদেব ইদম্ অগ্রে অসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১), "স্বভাবম্ একে কবয়ঃ বদন্তি, কালং তথা অন্যে" (শ্বেঃ ৬।১) ইত্যাদি বাক্যসকলে যথাক্রমে পরমাণু, অসৎ (—শূন্য), স্বভাব ও কাল প্রভৃতির জগৎকারণতা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রধান জগৎকারণ না হইলেও অনিরাকৃত এই পরমাণু প্রভৃতির মধ্যে কোনটীই হইবে জগৎকারণ। এইরূপে প্রধানকারণবাদ নিরাকরণ-পর অধিকরণসকলের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা প্রধানকারণবাদের নিরাসক যুক্তিসকলই এখানে অতিদিষ্ট হইতেছে বলিয়া অতিদেশাধিকরণ হওয়ায় এই অধিকরণের পৃথক্ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—অতিদেশের দ্বারা পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতির নিরাকরণদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মেই শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয় প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদসঙ্গতি—অণু প্রভৃতি পদের সূক্ষ্মতামাত্র প্রভৃতি অর্থ ব্যবস্থাপনের দ্বারা ব্রহ্মেই জগৎকারণতাবোধক বাক্যসকলের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অণ্বাদেরপি হেতুত্বং শ্রুতং ব্রহ্মণ এব বা।
বটধানাদিদৃষ্টান্তাদণ্বাদেরপি তচ্ছ্রুতম্॥
শূন্যাণ্বাদিষ্বেকবুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধির্ন যুজ্যতে।
স্যু ব্র্হ্মণ্যপি ধানাদ্যাস্ততো ব্রহ্মৈব কারণম্॥

অন্বয়—অণ্বাদেঃ অপি হেতুত্বং শ্রুতং, ব্রহ্মণঃ এব বা? বটধানাদিদৃষ্টান্তাৎ অণ্বাদেঃ অপি তৎ শ্রুতম্। শূন্যাণ্বাদিষু একবুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধিঃ ন যুজ্যতে; ধানাদ্যাঃ ব্রহ্মণি অপি স্যুঃ, ততঃ ব্রহ্মৈব কারণম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বেদান্তাঃ অত্র বিষয়ঃ। এতাবৎপর্য্যন্তে গ্রন্থে তত্র তত্র প্রধানকারণবাদ-নিরাকরণেন ব্রহ্মণঃ জগৎ প্রতি অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বং স্থাপিতম্। "অণোঃ অণীয়ান্" (শ্বেঃ ৩।২০), "অণ্ব্যঃ ইব ইমাঃ ধানাঃ" (ছাঃ ৬।১২।১), "স্বভাবম্ একে কবয়ো বদন্তি, কালং তথা অন্যে" (শ্বেঃ ৬।১), "অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদিষু শ্রুতিষু তু অণু-স্বভাবকালশূন্যানাং জগদ্ধেতুত্বং প্রতিভাতি। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—কিম্] অণ্বাদেঃ অপি [জগতঃ] হেতুত্বং শ্রুতং, ব্রহ্মণঃ এব বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["অণ্ব্যঃ ইব ইমাঃ ধানাঃ", ইত্যাদিবাক্যেষু] বটধানাদিদৃষ্টান্তাৎ অণ্বাদেঃ অপি তৎ [জগৎকারণত্বং] শ্রুতম্।

সিদ্ধান্ত—[শূন্যাদিভিঃ অজন্যস্য ব্রহ্মণঃ শূন্যাদিজ্ঞানেন অজ্ঞাতত্বাৎ] শূন্যাণ্বাদিষু এক-

বুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধিঃ ন যুজ্যতে। [ইন্দ্রিয়াগম্যতয়া সূক্ষ্মত্বাৎ] ধানাদ্যাঃ [দৃষ্টান্তাঃ] ব্রহ্মণি অপি স্যুঃ। [নামরূপরাহিত্যাভিপ্রায়েণ অসচ্ছব্দস্য প্রয়োগঃ "সমাকর্ষাৎ" (১।৪.১৫) ইত্যত্র বর্ণিতঃ। স্বভাবকালপক্ষৌ তু পূর্ব্বপক্ষত্বেন শ্রুত্যা উপন্যস্তৌ] ততঃ ব্রহ্মৈব [জগতঃ] কারণম্ [ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[উপনিষৎসকল এখানে বিষয়। এতাবৎ পর্য্যন্ত গ্রন্থে তত্তৎস্থলে প্রধানকারণবাদ নিরাকরণের দ্বারা জগতের প্রতি ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অণু হইতেও অণুতর", "অণুসদৃশ এই বীজসকল" "কোন কোন বিদ্বান্ স্বভাবকেই জগৎকারণ বলেন, এইরূপে অপরে কালকে জগৎকারণ বলেন," 'ইহা অগ্রে অসৎই ছিল," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলে কিন্তু [যথাক্রমে] পরমাণু, স্বভাব, কাল এবং শূন্যতা প্রভৃতির জগৎকারণতা প্রতিভাত হইতেছে। সেইহেতু সংশয় হয়—] পরমাণু প্রভৃতিরও জগৎকারণতা কি শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, অথবা ব্রহ্মেরই তাহা বর্ণিত হইয়াছে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["অণুসদৃশ এই বীজসকল", ইত্যাদি বাক্যসকলে] বটবীজ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত থাকায় পরমাণু প্রভৃতিরও তাহা (—জগৎকারণতা) শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত—[শূন্য প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা শূন্য প্রভৃতি হইতে অজাত ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না বলিয়া] শূন্য এবং পরমাণু প্রভৃতিতে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' যুক্তিসঙ্গত হয় না। [ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়ায় সূক্ষ্ম হয় বলিয়া] বটবীজ প্রভৃতির দৃষ্টান্তসকল ব্রহ্মেও হয় সঙ্গত। [নাম ও রূপের অভাব বোধনের অভিপ্রায়ে অসৎ-শব্দের প্রয়োগ "সমাকর্ষাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্বভাবকারণবাদ এবং কালকারণবাদ, এই পক্ষদ্বয় কিন্তু পূর্ব্বপক্ষরূপে শ্রুতিকর্ত্তৃক উপন্যস্ত হইয়াছে]। সেইহেতু ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা সিদ্ধ হইল।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১।৪।২৮॥

সূত্রার্থ—[বেদান্তাঃ অত্র বিষয়ঃ। তেষু কিং ব্রহ্মণঃ ইব পরমাণুশূন্যাদীনাম্ অপি ক্বচিৎ জগৎকারণত্বং শ্রুতম্ অস্তি, অথবা সর্ব্বত্র ব্রহ্মণঃ এব সর্ব্বকারণত্বং প্রতিনিয়তম্ ইতি সংশয়ে, অণ্বাদীনাম্ অপি কারণত্বং শ্রুতম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **এতেন**—প্রধানকারণবাদনিরাকরণপরেণ অশব্দত্বাচেতনত্বৈকবিজ্ঞানেনসর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানুপপত্ত্যাদিন্যায়কলাপেন, **সর্ব্বে**— অণ্বসৎস্বভাবাদিকারণবাদাঃ, **ব্যাখ্যাতাঃ**— নিরাকৃতত্বেন ব্যাখ্যাতাঃ। **ব্যাখ্যাতাঃ** ইতি পদাভ্যাসঃ অধ্যায়সমাপ্তিং সূচয়তি।

অনুবাদ—[উপনিষৎসকল এখানে বিষয়। সেইসকলে কি কোথাও ব্রহ্মের ন্যায় পরমাণু ও শূন্যতা প্রভৃতিরও জগৎকারণতা শ্রুত হইতেছে, অথবা সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরই সর্ব্বকারণতা নিয়মিতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; পরমাণু প্রভৃতিরও জগৎকারণতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **এতেন**—প্রধানকারণবাদের নিরাকরণপর 'শ্রুতিতে প্রতিপাদিত না হওয়া', 'অচেতনতা', 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞার অসঙ্গতি' ইত্যাদি যুক্তিসকলের দ্বারা, **সর্ব্বে**—পরমাণু, অসৎ এবং স্বভাবাদিকারণবাদসকল,

ব্যাখ্যাতাঃ—নিরাকৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইল। ব্যাখ্যাতাঃ—এই পদটীর পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' (১।১।৫) ইত্যারভ্য প্রধানকারণবাদঃ সূত্রৈরেব পুনঃ পুনঃ আশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ।১ তস্য হি পক্ষস্য উপোদ্বলকানি কানিচিৎ লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেষু আপাতেন মন্দমতীন্ প্রতি ভান্তি ইতি।২ সঃ চ কার্য্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্নঃ বেদান্তবাদস্য।৩ দেবলপ্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিৎ ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্বগ্রন্থেষু আশ্রিতঃ।৪ তেন তৎপ্রতিষেধে যত্নঃ অতীব কৃতঃ, ন অণ্বাদিকারণবাদপ্রতিষেধে।৫ তেঽপি তু ব্রহ্মকারণবাদপক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাঃ।৬ তেষাম্ অপি উপোদ্বলকং বৈদিকং কিঞ্চিৎ লিঙ্গম্ আপাতেন মন্দমতীন্ প্রতি ভায়াৎ ইতি।৭ অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েন অতিদিশতি—'এতেন' প্রধানকারণবাদপ্রতিষেধন্যায়কলাপেন, 'সর্ব্বে'

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়ে অতিদেশ দ্বারা পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতির নিরাকরণ।]

"ঈক্ষতের্নাশব্দম্", এই সূত্র হইতে আরম্ভকরতঃ পুনঃ পুনঃ অশঙ্কা করিয়া সূত্রসকলের দ্বারাই প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে।১ [আচ্ছা, পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া প্রধানকারণবাদই পুনঃ পুনঃ নিরাকৃত হইয়াছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু সেই পক্ষের উপোদ্বলক (—পোষক) কতকগুলি লিঙ্গাভাস (১) উপনিষৎসকলে মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণের নিকট আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়।২ আর কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া তাহা (—সেই প্রধানকারণবাদ) বেদান্তবাদের অতি সমীপবর্ত্তী।৩ আবার দেবল প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মসূত্রকারগণকর্ত্তৃক স্ব স্ব গ্রন্থসকলে [সেই প্রধানকারণবাদ] স্বীকৃত হইয়াছে।৪ সেইহেতু তাহার প্রতিষেধে অত্যন্ত যত্ন করা হইয়াছে; কিন্তু পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতির প্রতিষেধে যত্ন করা হয় নাই।৫ [আচ্ছা, পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি তো দুর্ব্বল হওয়ায় উপেক্ষণীয়, তাহাদের নিরাকরণের জন্য এই অতিদেশাধিকরণ কেন আরব্ধ হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু তাহারাও (—পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও) ব্রহ্মকারণবাদরূপ পক্ষের প্রতিপক্ষ হওয়ায় হয় প্রতিষেধের যোগ্য।৬ তাহাদেরও পোষক কোন কোন বৈদিক লিঙ্গপ্রমাণ আপাতদৃষ্টিতে মন্দমতিব্যক্তিগণের নিকট প্রতিভাত

ভাবদীপিকা

(১) যাহা লিঙ্গপ্রমাণের ন্যায় প্রতিভাত হয়, অথচ তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণ নহে, তাহাকে বলে 'লিঙ্গাভাস'। প্রধানবোধক লিঙ্গাভাসের দৃষ্টান্ত ১।৪।২ অধিঃ ২ ভাবদীঃ, ১।৪।৩ অধিঃ ৬ ভাষ্যবাক্য ইত্যাদিস্থলে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অণ্বাদিকারণবাদাঃ অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতাঃ বেদিতব্যাঃ, তেষাম্ অপি প্রধানবৎ অশব্দত্বাৎ শব্দবিরোধিত্বাৎ চ ইতি ।৮ ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ইতি পদাভ্যাসঃ অধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ।১।১।৪।২৮॥ ইতি অষ্টমং সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য অব্যক্তাদিসন্দিগ্ধপদমাত্রসমন্বয়াখ্যঃ চতুর্থঃ পাদঃ ।

ভাষ্যানুবাদ

হইতে পারে (২) ।৭ সেইহেতু 'প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়ে (৩) অতিদেশ (৪) করিতেছেন—'ইহার দ্বারা,' অর্থাৎ প্রধানকারণবাদের প্রতিষেধক যুক্তিসকলের দ্বারা 'সমস্ত' অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি কারণবাদসকলও প্রতিসিদ্ধরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ; যেহেতু প্রধানের ন্যায় তাহারাও শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হয় নাই এবং যেহেতু শ্রুতির বিরোধী (৫) ।৮ 'ব্যাখ্যাতাঃ "ব্যাখ্যাতাঃ" এইরূপে যে পদের দ্বিরুক্তি, তাহা অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করিতেছে ।১॥১।৪।২৮॥ সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(২) "অণোঃ অণীয়ান্" (শ্বেঃ ৩।২০) ইহা পরমাণুকারণবাদের, "অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইহা শূন্যকারণবাদের এবং "তন্নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়ত" (বৃঃ ১।৪।৭), এই কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ স্বভাবকারণবাদের উপস্থাপক লিঙ্গপ্রমাণরূপে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়।

(৩) **প্রধানমল্লনিবর্হণ ন্যায়**—বাহুযুদ্ধবিশারদ ব্যক্তিকে বলা হয় 'মল্ল' । যদি কেহ বাহুযুদ্ধে জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে প্রথমেই প্রধানমল্লকে পরাজিত করিতে হয়, কারণ তাহা হইলে অন্যান্য দুর্ব্বলতর মল্লগণকে পরাজিত করা হয় সহজসাধ্য, অথবা তাহারা স্বতঃই নিরাকৃত হইয়া পড়ে। এতাদৃশ যে যুক্তি, তাহাই 'প্রধানমল্লনিবর্হণ ন্যায়' । প্রস্তাবিতস্থলে সাংখ্যপাতঞ্জলসম্মত প্রধানকারণবাদই প্রধানমল্লস্থানীয়। ইহার হেতু ভাষ্যমধ্যে ২—৫ বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকরণে তাহা নিরাকৃত হওয়ায় পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি দুর্ব্বল মল্লগণও নিরাকৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, ইহাই ভাব।

(৪) "একত্র বিহিত ধর্ম্মের যে অন্যত্র উপদেশ", তাহাকে বলে **অতিদেশ**। "শ্রুতিলিঙ্গাদিপ্রমাণের পরিচয়ে" সন্নিধিপাঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) ২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতির জ্ঞাপক যে সকল লিঙ্গাভাস প্রদর্শিত হইয়াছে, ভগবান্ ভাষ্যকার এইস্থলে সংক্ষেপে তাহা নিরাকরণ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—প্রধানের ন্যায় পরমাণু প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হয় নাই এবং তাহারা স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মকারণবাদিনী শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। অণু এবং অসৎ প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রুত হইতেছে, তাহাদের তাৎপর্য্য এই—অণুশব্দে দুর্বিজ্ঞেয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় বস্তুর বোধ হয়। "এষঃ অণুরাত্মা" (মুঃ ৩।১।৯), "অণোরণীয়ান্....আত্মা" (কঠ

ভাবদীপিকা

১।২।২০) ইত্যাদিস্থলে আত্মশব্দের সহিত অণুশব্দের সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) বশতঃ আত্মবস্তু যে অতীন্দ্রিয় ও দুর্ব্বিজ্ঞেয়, এইপ্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয়, নৈয়ায়িকাদিসম্মত জড়পদার্থ পরমাণুর জ্ঞান হয় না। "অণ্ব্যঃ ইব ইমাঃ ধানাঃ" (ছাঃ ৬।১২।১) ইত্যাদিস্থলে উপক্রম ও উপসংহারাদির পর্য্যালোচনা করিলে দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম বস্তুই যে উক্তস্থলে বিবক্ষিত, পরমাণু নহে, ইহাই অবগত হওয়া যায়। "অণুঃ পন্থাঃ" (বৃঃ ৪।৪.৮) ইত্যাদি বাক্য জ্ঞানমার্গের দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা খ্যাপনকরতঃ তাহার স্তুতি প্রতিপাদন করে, পন্থাঃ পদের সহিত সমানবিভক্তি-যুক্ত "অণুঃ" এই পদ, বৈশেষিকাদিসম্মত পরমাণুকে সমর্পণ করে না। অতএব শ্রুতিতে অণুশব্দের প্রয়োগ পরমাণুকারণবাদের জ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ হইতে পারে না বলিয়া উক্ত মতবাদ শ্রুতিমূলক নহে, ইহাই নিশ্চিত হয়। এইরূপে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭) "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদিস্থলে যথাক্রমে "ততো বৈ সদ্ অজায়ত" এবং "তৎ সদ্ আসীৎ", এইপ্রকারে সৎ-শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া অত্রস্থ অসৎ-শব্দ যে শূন্যতার জ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ নহে, পরন্তু অনভিব্যক্তনামরূপ সদ্বস্তুরই সমর্পক, ইহাই অবগত হওয়া যায় (১।৪।১৫ ভাষ্য দ্রঃ)। অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে অসৎকারণবাদ (—শূন্যকারণ-বাদ) শ্রুতিমূলক নহে। এইরূপে "তন্নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যক্রিয়ত" (বৃঃ ১।৪।৭) ইত্যাদিস্থলে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে তিঙ্ প্রত্যয় অঙ্গীকার করতঃ একই পদার্থ কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই হইতে পারে না বলিয়া স্বভাবকারণবাদাবলম্বনে সেই বিরোধের পরিহার কল্পনা করা অপেক্ষা, "ঘটঃ ক্রিয়তে" এইস্থলে যেমন 'কুম্ভকারেণ' এই পদের অধ্যাহার করিয়া কর্ম্মবাচ্যে অর্থবোধ হয়, প্রস্তাবিত-স্থলেও তদ্রূপ 'পরমেশ্বরেণ' এই পদের অধ্যাহার করিয়া কর্ম্মবাচ্যে অর্থবোধ করিলে লাঘব হয়। শ্রুতিও সেইস্থলে "সঃ এষঃ ইহ প্রবিষ্টঃ" (বৃঃ ১।৪।৭) এইরূপে নাম ও রূপের অভিব্যক্তি-কর্ত্তা পরমেশ্বরের বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ইহাই নিশ্চিত হয় যে উক্ত বাক্য স্বভাবকারণ-বাদের জ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ নহে এবং উক্ত মতবাদও শ্রুতিমূলক নহে, ইত্যাদি। এইরূপে বেদান্তবাক্যসকল জগৎকারণ ব্রহ্মেই সমন্বিত হয়, পরমাণু প্রভৃতিতে নহে, ইহা সিদ্ধ হইল। (শারীরকন্যায়সংগ্রহ প্রভৃতি অবলম্বনে)।

সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়ের 'অব্যক্তাদিসন্দিগ্ধপদমাত্রসমন্বয়' নামক চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

॥ ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যে সমন্বয়াখ্যঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

"ব্রহ্মনাম্নি পরে ধাম্নি প্রত্যপাদি সমন্বয়ঃ।
ত্র্যয্যন্তসন্ততের্যস্মিংস্তদস্মিজ্জ্যোতিরাততম্"॥

৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ

বেদান্তদর্শন

...বেদান্তদর্শনের আলোচ্য সংস্করণটিতে মূলসূত্রের সহিত যে সকল বিষয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।.. দার্শনিক মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে যাঁহার মোটামুটি জ্ঞান আছে, এইরূপ ব্যক্তি সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও এই গ্রন্থ হইতে বেদান্তসূত্র ও শাঙ্করভাষ্যসম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারিবেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শারীরক-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভাষ্যপ্রণয়নে শঙ্কর যে রচনাভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাকে ভাবান্তরিত করা এবং সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞের পক্ষে বোধগম্য করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে, বিশেষতঃ ভাবদীপিকা ব্যাখ্যায় অনুবাদক যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রসার ও গভীরতা সকলকে মুগ্ধ করিবে...। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে মাঘ, ১৩৫৬)।

...ভারতীয় জ্ঞানানুশীলনের শ্রেষ্ঠ রত্ন বেদান্ত। পণ্ডিতগণ ইহাকে সর্ব্বাধিক মতবাদের সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত বা পরিসমাপ্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।...আলোচ্য গ্রন্থে শাঙ্করভাষ্যকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্তদর্শনের সূত্রসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বেদান্তশিক্ষার্থী এই ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে অনুশীলনের উপযোগী প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বিষয় একসঙ্গে পাইবেন। এরূপ বিরাট্ আয়োজনের পশ্চাতে যে অনন্যসাধারণ পরিশ্রম ও তপস্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যাখ্যাতা ও অনুবাদক সন্ন্যাসী স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভবপর। একথা অসঙ্কোচে বলা চলে যে বাংলা ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের এমন সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাখ্যার চেষ্টা আর কেহ করেন নাই।...

(যুগান্তর, ৪-১২-৪৯)।